শ্রীমদানন্দবর্ধন-বিরচিতো

ধ্বন্যালোকঃ

(শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্য্যকৃত-লোচনটীকা-সমেতঃ প্রথমোদ্দ্যোতঃ)

বঙ্গানুবাদ, বঙ্গভাষায় 'বাসুদেব'-ব্যাখ্যা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়

এম্. এ. (ইংরাজী ও বাংলা), ডি-ফিল (সংস্কৃত), কাব্যতীর্থ।



পুস্তক শ্রী

৩০/১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীবিদ্যুৎকিরণ মুখোপাধ্যায়
পুস্তক-শ্রী
প্রোঃ-মুখার্জী এনটারপ্রাইজেস
৩০।১, কলেজ রো।
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
শুভ শ্রীশ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা, দোলযাত্রা ১৩৬৭

প্রচ্ছদ :
অজয় গুপ্ত

মুদ্রক :
সুজিতকুমার রুদ্র
"নিপুণ মুদ্রণ"
৩২, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৮

॥ উৎসর্গ ॥

জীবিতকালে যাঁহার আশীর্বাদ ও স্নেহধারায় সতত সিঞ্চিত হইয়াছি, মৃত্যুর পরও যাঁহার অমর আত্মার স্নেহাশিস সতত আমার উপর বর্ষণশীল বলিয়া বিশ্বাস করি, আমার সেই পিতৃকল্প পরম হিতৈষী

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

Sri Sri Brindabanbihari Jayati

Sri 1108
SRI BHAGABAN NIMBARKACHARYAYA NAMAH

Brajabidehi Mahant &
Chatuh Sampradaya Sri Mahant
Sri 108
Swami Dhananjaydasji Kathia Baba
Tarka-Tarka-Vyakarantirtha.

Kathia-Babar Asram
P. O. Sukhchar,
24 Parganas.

Dated.............................197....

আশীর্বাদ

শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ কৃত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত-অলঙ্কার গ্রন্থ "সাহিত্যদর্পণের" সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা করিয়া অধ্যাপক শ্রীমান বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীমান বিমলাকান্ত "ধ্বন্যালোকের" বাংলাভাষায় সটীক ও সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছে। "ধ্বন্যালোক" সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের কৌস্তুভমণি সদৃশ গ্রন্থ। ইহার বাংলা টীকা এই প্রথম। শ্রীশ্রীভগবান বাসুদেবের নামাঙ্কিত প্রাঞ্জল বাংলায় বিশদ টীকা সহ এই গ্রন্থ শ্রীমান বিমলাকান্তকে সর্ববিধ চরিতার্থতায় মণ্ডিত করুক এই আশীর্বাদ করি।

আশীর্বাদক — শ্রীধনঞ্জয় দাস.

"—ভাষাপথ খননি স্ববলে
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।"

ওঁ তৎসৎ

মঙ্গলাচরণম্

"বর্ণানামর্থসংঘানাং রসানাং ছন্দসামপি ।
মঙ্গলানাং চ কর্তারৌ বন্দে বাণী-বিনায়কৌ ॥"

"স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তদোষ-
মশেষ-কল্যাণগুণৈকরাশিম্ ।
ব্যূহাঙ্গিণং ব্রহ্ম পরং বরেণ্যং
ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্ ॥"

"অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা,
বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্ ।
সখী-সহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা
স্মরেম দেবীং সকলেষ্ট-কামদাম্ ॥

"আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্ ।
যোগীন্দ্রমিড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥"

"যদুন্মীলনশক্ত্যৈব বিশ্বমুন্মীলতি ক্ষণাৎ ।
স্বাত্মায়তনবিশ্রান্তাং তাং বন্দে প্রতিভাং শিবাম্ ॥"

"যা স্মর্যমানা শ্রেয়াংসি সূতে ধ্বংসয়তে রুজঃ ।
তামভীষ্টফলোদায়কল্পবল্লীং স্তবে শিবাম্ ॥"

"বস্তুতঃ শিবময়ে হৃদি স্ফুটং সর্বতঃ শিবময়ং বিরাজতে
নাশিবং ক্বচন কস্যচিদ্ বচস্তেন বঃ শিবময়ী দশা ভবেৎ ।"

নিবেদনম্

"কুতো বা নূতনং বস্তু বয়মুৎপ্রেক্ষিতুং ক্ষমাঃ।
বচোবিন্যাসবৈচিত্র্যমাত্রমত্র বিচার্য্যতাম্ ॥"

"বিক্ষিপ্তসংগ্রহাৎ কাপি কাপ্যুক্তস্যোপপাদনাৎ।
অনুক্ত-কথনাৎ কাপি সফলোঽস্তু শ্রমো মম ॥"
"সংগৃহীতং মতং যেষাং যেষাং চ খণ্ডিতং মতম্।
সর্ব্বে তেঽতীবমান্যা মে তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ।'

"জ্ঞানঞ্চ শক্তিমপি ধৈর্য্যমথো বিবেকং
তদ্দত্তমেব সকলং লভতে মনুষ্যঃ।
কিং মেঽস্তি যেন ভবতো বিদধামি চর্য্যাং
স্বেনৈব তুষ্যতু ভবান্ করুণাগুণেন।"

"নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি তে ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘু-পুঙ্গব! নির্ভরাং মে
কামাদি-দোষ-রহিতং কুরু মানসং চ ॥"

প্রাক-কথন (Foreword)

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ. পি. এইচ. ডি
ভূতপূর্ব আশুতোষ অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আচার্য্য আনন্দবর্ধন নবম শতকে আবির্ভূত হন। রাজতরঙ্গিণী-বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে তিনি কাশ্মীর-নরপতি অবন্তীবর্মার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। কাশ্মীরদেশ অলংকারশাস্ত্রের জন্মভূমি বলিলেও অতিশয়োক্তি হইবে না। ভামহ, উদ্ভট, রুদ্রট, মম্মট, রুয্যক প্রভৃতি অলংকারশাস্ত্রের ধুরন্ধর গ্রন্থকারগণ কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন।

মহান নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট কাশ্মীরেরই লোক। তাঁহার রচিত 'ন্যায়মঞ্জরী' ন্যায়শাস্ত্রের অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রাচীন ন্যায়ে ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থ অবশ্য আলোচনীয়। তিনি অবন্তীবর্মার পরবর্ত্তী রাজা শংকর বর্মার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাল্যকালে ব্যাকরণের একটি বৃত্তি রচনা করেন এবং বৃত্তিকার বলিয়া তাঁহার খ্যাতি কাশ্মীরে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আগমডম্বর নামে একটি নাটক তাঁহার রচিত। তাঁহাতে জানিতে পারি যে নানা-ধর্মাবলম্বী স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসনের দ্বারা যাহাতে নিজমতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন এবং পরস্পর বিবাদ হইতে বিরত থাকেন, সেজন্য রাজা শংকর বর্মা তাঁহাকে এই বিভাগের অমাত্য পদে নিযুক্ত করেন। জয়ন্ত ভট্ট 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন।

আনন্দবর্ধন কাব্যালংকারসূত্র-রচয়িতা বামনভট্টের পরবর্ত্তী। বামন-মতের আলোচনা ধ্বন্যালোকে দেখিতে পাই। আনন্দবর্ধন তাঁহার গ্রন্থে ব্যঞ্জনাবৃত্তির প্রাধান্য এবং ধ্বনিবাদের সর্বাতিশায়ী মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করেন। আনন্দবর্ধন দার্শনিকও ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ তার্কিক ধর্মকীর্তির টীকাকার ধর্মোত্তরের টীকার উপর ধর্মোত্তমা নামে একটি টীকা রচনা করেন।) তাহা আজ লুপ্ত। সেকালে বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্ত্তির গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে কেহ পণ্ডিত-সমাজে খ্যাতিলাভ করিতেন না। আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোক গ্রন্থে একটি শ্লোকে তাঁহার সাহিত্যে ও দর্শনশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যে সূচনা করেন। শ্লোকটি হইল—

যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টি র্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।

তে যে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমনিশং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন ! ত্বদ্-ভক্তিতুল্যং সুখম্ ॥ (ধ্বঃ লোঃ ।৩)

তাঁহার কবি-দৃষ্টি ও বৈপশ্চিতী দৃষ্টি তুল্যভাবে বিদ্যমান ছিল। নৈষধকার শ্রীহর্ষেরও কাব্য ও তর্কশাস্ত্রে সমান পাণ্ডিত্যের কথা বিদ্বৎসমাজে সুবিদিত। তিনি সগর্বে বলিয়াছেন—

সাহিত্যে সুকুমারবস্তুনি দৃঢ়-ন্যায়-গ্রহ-গ্রন্থিলে
তর্কে বা ভৃশকর্কশে মম সমং লীলায়তে ভারতী।
শয্যা বাস্তু মৃদূত্তরচ্ছদবতী দর্ভাংকুরৈ রাচিতা
ভূমির্বা হৃদয়ংগমো যদি পতিস্তুল্যারতির্যোষিতাম্ ॥

দর্শনশাস্ত্রে ও সাহিত্যে মর্মস্পর্শী বৈদুষ্যের অধিকারী আনন্দবর্ধন অলংকার-শাস্ত্র কাব্য-মীমাংসার ((Science of Literary Criticism) ক্ষেত্রে একটি নবযুগের অবতারণা করেন।) তিনি ভামহ-উদ্ভট-প্রবর্ত্তিত অলংকার-প্রস্থান, দণ্ডী-বামনাদি প্রবর্ত্তিত গুণ ও রীতি প্রস্থানের খণ্ডন করিয়াছেন—কিন্তু তাহাদের অসারতা প্রতিপাদন করেন নাই। (তাঁহার মতে ধ্বনি অর্থাৎ বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি—কাব্যের আত্মা।) রসধ্বনিতেই অন্য ধ্বনিদ্বয়ের পর্য্যবসান হয়—তাহা আনন্দবর্ধনের স্বকণ্ঠোক্ত বাক্যে (১।৪, ১৫ কারিকা) এবং অভিনবগুপ্তের স্পষ্ট বিবৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (১।৫এর লোচনটীকা) সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ—ধ্বনি কাব্যের আত্মা—এই মতের খণ্ডনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ধ্বনি নহে, রসই কাব্যের আত্মা। এই উক্তি সমীচীন নয়। ইহা বিশ্বনাথের প্রৌঢ়োক্তি মাত্র। কারণ স্বয়ং গ্রন্থকার আনন্দবর্ধন রসের প্রাধান্য কণ্ঠরবে ঘোষণা করিয়াছেন।

অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—ধ্বনিমতের আলোচনা পূর্ব হইতেই বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ধ্বনিবাদের প্রতিপাদন কোন বিশিষ্ট গ্রন্থে হয় নাই। আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকই এই ধ্বনিবাদের প্রথম গ্রন্থ। এই অভিনব মতের প্রচার হইবার পরেই বহু বিরোধী পণ্ডিত কর্ত্তৃক ইহার সমালোচনা হইয়াছিল। গ্রন্থকার তাঁহার সমকালিক মনোরথের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধ্বনিকার তাঁহার স্বগ্রন্থে এই সমস্ত বিরোধী মতের নিরাকরণ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে বর্তমান পণ্ডিতসমাজের একটি মতভেদের উল্লেখ করি। তাঁহারা বলেন—কারিকাকার অন্য একজন অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত আর বৃত্তিকার হইতেছেন আনন্দবর্ধন। অভিনবগুপ্তের টীকায় বৃত্তিকার ও কারিকাকারের ভেদের উল্লেখ দেখিয়া তাঁহারা এইরূপ কল্পনা করেন। এই বিষয়ে

আমি দুইটি প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি।* মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাণে আমার প্রবন্ধের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বর্তমান অলংকারশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনার প্রথম ও প্রধান প্রবর্তক। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়াই আমরা বর্তমান আলোচনা শৈলীর সহিত পরিচয় লাভ করি। এ বিষয়ে তিনি আমাদের সকলের গুরু। তাঁহার মতের খণ্ডন করিবার প্রচেষ্টা আমি করি নাই। একটী কথা উল্লেখযোগ্য ; নাট্যশাস্ত্রের টীকা অভিনব-ভারতীতে অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোক হইতে দুইটি কারিকা আনন্দবর্ধন রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় কাণে এই উক্তির বৈষম্যকে একেবারে অবজ্ঞা করেন নাই। তিনি বলেন—অভিনবগুপ্ত তাঁহার সাহিত্যবিদ্যার গুরু ভট্টেন্দুরাজের মতানুসারে কারিকাকারের ও বৃত্তিকারের ভেদ স্বীকার করেন এবং নাট্যশাস্ত্রের আচার্য ভট্ট তৌতের মতানুসারে কারিকা আনন্দ বর্ধনের রচিত বলিয়া গ্রহণ করেন। যাহাই হউক, (প্রাচীন অলংকারগ্রন্থসমূহে কারিকাকার ও বৃত্তিকার একই ব্যক্তি অর্থাৎ আনন্দবর্ধন—ইহা একবাক্যে স্বীকৃত) অভিনবগুপ্তের পূর্ববর্তী 'ব্যক্তিবিবেক' কর্তা মহিমভট্ট আনন্দবর্ধনকে ধ্বনিকার বলিয়াছেন এবং কারিকা ও বৃত্তি উভয় খণ্ড হইতেই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ধ্বনিমতের খণ্ডন করিয়াছেন।

আনন্দবর্ধনের প্রচারিত এই অপূর্ব ধ্বনিবাদের নিরাকরণের জন্য বহু কাশ্মীর-দেশীয় পণ্ডিত গ্রন্থ রচনা করেন।) ভট্টনায়ক ইহাদের পুরোধা। তিনি তাঁহার 'হৃদয়-দর্পণ' গ্রন্থে ধ্বন্যালোকের বিস্তৃত খণ্ডন করিয়াছেন। সে গ্রন্থ আজ লুপ্ত। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনেক খণ্ড খণ্ড বাক্যের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। ভট্টনায়কের প্রতিভা অলোকসামান্য। এই গ্রন্থ লুপ্ত হওয়ায় আমাদের অলংকার-শাস্ত্রের জ্ঞান সংকুচিত হইয়াছে,

মহিম ভট্ট অভিনবগুপ্তের পূর্ববর্তী। তিনি হৃদয়-দর্পণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সে গ্রন্থ তিনি দেখেন নাই—এই বলিয়াছেন। মহিম ভট্টের পরে 'বক্রোক্তিকার' কুন্তক এবং 'ঔচিত্যবিচার-চর্চা' রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র ধ্বনিমতের খণ্ডন করেন। ক্ষেমেন্দ্র অভিনবগুপ্তের শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যাহা হউক, ধ্বনি-বিরোধী গ্রন্থকারদের মত প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। ইহা ধ্বনিবাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ; অভিনবগুপ্তের 'লোচন' টীকায় ধ্বনিমতের সর্বাতিশায়ী প্রতিষ্ঠাসাধন হইয়াছে ; আর কাব্যপ্রকাশকার মম্মট ভট্ট অভিনব

(1) B. C. Law Commemoration Volume Vol. I pp. 179-194.
(2) Indian Culture.

গুপ্তেরই পদাংক অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'কাব্যপ্রকাশ' বিদ্বৎসমাজে একমাত্র প্রমাণিক গ্রন্থ বলিয়া পঠিত পাঠিত হয়। ফলে ধ্বনি-বিরোধী মতসমূহের গৌরব অস্তমিত হইয়া যায়।

ধ্বন্যালোকের বৈশিষ্ট্য, আমার মনে হয়,—তাহার সমন্বয়-দৃষ্টিতে। অলংকার, গুণ ও রীতির গুরুত্ব এই মতে স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ধ্বনির পরিপোষক ও অঙ্গ। ইহা কৌতুকের বিষয় যে ভোজরাজ ও তাঁহার পূর্ববর্তী মুঞ্জ নরপতির অনুগ্রহপুষ্ট ধনিক ও ধনঞ্জয় ধ্বনির প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। দশরূপকে ও অবলোক টীকায় রসের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ব্যঞ্জনা বৃত্তি স্বীকৃত হয় নাই। পণ্ডিতসমাজে ধ্বনিবাদের অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, মনে হয়, ভট্টনায়কের গ্রন্থ আলোচনার অভাবে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মহিমভট্টের নাম শ্রীহর্ষ তাঁহারা খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে অতি সমাদর ও সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

'ধ্বন্যালোক' বুঝিতে হইলে আমাদের অভিনবগুপ্তের 'লোচন'টীকার সাহায্য অপরিহরণীয়। আনন্দবর্ধনের রচনা প্রসন্নগম্ভীর; ভাষার মাধুর্য্য ও প্রসাদ গুণ অবিসংবাদিত, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য অতি গভীর। ইহার বিশদ উন্মেষ হইয়াছে অভিনবগুপ্তের টীকায়।

বর্তমান গ্রন্থে 'ধ্বন্যালোকে'র মূল, মূলানুগ অনুবাদ, 'লোচন' টীকা ও লোচনানুযায়ী 'বাসুদেব' ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের রচয়িতা 'সাহিত্য-দর্পণের' অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনি ধ্বন্যালোকের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বাংলা ভাষায় রচনা করিয়া অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক ও অধ্যেতৃ-মাত্রেরই অভিনন্দনের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা অলংকারশাস্ত্রের এই দুরূহ গ্রন্থে সকলের প্রবেশ সহজসাধ্য করিয়া তুলিবে। তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য-খ্যাপনের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য—যাহাতে সাধারণ বিদ্যার্থী অনায়াসে এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গ্রন্থখানি যে বাংলা সাহিত্যে একটি অতি মূল্যবান সংযোজন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে ডঃ বিমলাকান্তের পরিশ্রম ও কৃতিত্ব স্বীকার না করিলে কার্পণ্যদোষের অভিযোগে অভিযুক্ত হইবার আশংকা বলবতী। আমি অলংকারশাস্ত্রের বিদ্যার্থি-সমাজে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। তাঁহার বহু পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থ সহৃদয়-সমাজের পরিতুষ্টি সাধন করিবে—আশা করি।

ভূমিকা

শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম. এ. ডি. ফিল, ডি. লিট
প্রাক্তন উপাচার্য্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে সংস্কৃত আলংকারিকদের অবদান একদিকে যেমন বিশাল, অন্যদিকে তেমনি বিচিত্র। কাব্যকে সুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে,—এই নীতি যেদিন স্বীকৃতি পাইল, সেইদিন হইতেই কাব্যের সৌন্দর্য্যাধায়ক ধর্মের অন্বেষণে সাহিত্য-মীমাংসকেরা আত্মনিয়োগ করিলেন। আচার্য ভামহ বলিলেন,—অলংকারের বর্ণচ্ছটা কাব্যকে প্রাত্যহিক জীবনের বাক্য হইতে পৃথক করিয়া দেয়। দণ্ড্যাচার্য বলিলেন,—অলংকারের বর্ণচ্ছটার সহিত গুণের দীপ্তিকেও বরণ করিতে হয়, কারণ অলংকারের ন্যায় গুণও কাব্যশোভাকর। পরবর্ত্তী কালের আচার্য বামন দণ্ড্যাচার্য-প্রদর্শিত গুণের গুরুত্বকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিলেন: বলিলেন,—বিভিন্ন গুণের বিন্যাসের দ্বারা গঠিত রীতির বৈচিত্র্যই কাব্যে বরণীয়। এইভাবে প্রাক্-ধ্বনিপর্বের আলংকারিকদের রচনায় অলংকারের বর্ণচ্ছটা, গুণের দীপ্তি এবং রীতির বৈচিত্র প্রাধান্য পাইল: উহাদের উৎকর্ষ বিচার করিয়া কাব্যের মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিল।

কাব্যের এই বহিরঙ্গ ধর্মগুলির উপাদান-বিশ্লেষণে সমালোচকেরা যখন নিজেদের নিযুক্ত করিলেন, ঠিক সেই সময়েই আনন্দবর্ধনাচার্য একটি নূতন নীতির নির্দেশনা দিয়া কাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সূচনা করিলেন।

আচার্য বলিলেন,—গুণ, অলংকার, রীতি, এই সমস্ত কাব্যোপকরণ নিতান্তই বহিরঙ্গ। কাব্যের মূল্যায়নে উহাদের স্থান নাই: স্থান কেবলমাত্র প্রতীয়মান অর্থের। সংস্কৃত অলংকারিকেরা প্রধানতঃ এই প্রতীয়মান বা ইঙ্গিতগম্য অর্থটিকে বুঝাইবার জন্যই 'ধ্বনি' শব্দের প্রয়োগ করিলেন। যদিও ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থ কখনও বস্তুর আকারে, কখনও বা রসের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, তথাপি রসধ্বনিই মুখ্য প্রতীয়মান এবং ইহাই কাব্যের আত্মভূত। আলংকারিকের পারিভাষিক 'রস' শব্দটি কাব্যপাঠ বা নাট্যাভিনয়-দর্শনজনিত লোকোত্তর আহ্লাদাত্মক মানসিক অবস্থাকে বুঝায়। কাব্যপাঠ বা নাট্যাভিনয় দর্শনের সময় পাঠক বা দর্শক—চরিত্র, পরিবেশ, চিত্তবৃত্তি-অনুভূতি, দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকারগুলির সহিত যেমন পরিচিত হন, তেমনই সংস্কারের আকারে বিরাজিত অনুভূতিগুলি তাঁহার চিত্তে উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে। এই অবস্থায় পাঠক ও দর্শক অহংভাববোধ পরিত্যাগ করিয়া এক উর্দ্ধতন সর্বজনীন

সত্তায় উন্নীত হন বলিয়া নিজের উদ্বুদ্ধ অনুভূতির মধ্যে কবির,—চরিত্রগুলির—এক কথায় বিরাট বিশ্বের অনুভূতিকে নিরীক্ষণ করিতে পারেন,। এই ভাবে কাব্য আত্ম-সাক্ষাৎকার-জনিত আনন্দ পরিবেশন করে। তাই সহজ কথায় বলিতে হয়—ভাবতন্ময়চিত্তে আত্মানন্দের প্রকাশই রস।

সংস্কৃত সাহিত্যমীমাংসার ক্ষেত্রে আনন্দবর্ধন সর্বপ্রথম আস্বাদগ্রহণের এই রহস্যটিকে আবিষ্কার করিলেন। বুঝিলেন যে কবিচিত্ত হইতে পাঠকচিত্তে লোকোত্তর অভিজ্ঞতা-সংক্রমণের বিচিত্র কৌশলটিই কাব্যের কলাকৌশল। তাই প্রতীয়মান অর্থের সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য তাঁহার রচনায় উহার প্রাপ্য মর্য্যাদা পাইল। প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য অর্থ সংস্কারের রূপে আত্মায় থাকে। কাব্যের শব্দ ও বাচ্যার্থ, গুণ ও অলংকার, ইহারা এই সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সংস্পর্শের উদ্বোধ ঘটে, তাহাই ব্যঞ্জনা-ব্যাপার। কাব্যকলার রহস্যটি আনন্দবর্ধনাচার্য ধরিতে পারিলেন বলিয়াই বলিলেন,—লোকোত্তর ব্যঞ্জনা-ব্যাপার কাব্যবাক্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যাধায়ক ধর্ম। ইঁহার পরিকল্পিত শ্রেষ্ঠকাব্য তাই শব্দ ও বাচ্যার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না ঃ ইহাদের লঙ্ঘন করিয়া অন্য একটি গূঢ় অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করিল এবং এই ইঙ্গিতগম্য অর্থের রমণীয়তাই প্রধানভাবে ফুটিয়া উঠিল। কাব্যের প্রাণকেন্দ্ররূপে রসের স্বীকৃতি মিলিলেও গুণ-অলংকার, রীতি-বৃত্তি প্রভৃতি কাব্যোপকরণগুলি উপেক্ষিত হইল না। রসধ্বনির বন্ধনে আনন্দবর্ধন ইহাদের সকলকে বাঁধিয়া দিলেন। বলিলেন,—গুণ, অলংকার, রীতি—ইহাদের কাব্যে স্বতন্ত্রঅস্তিত্ব নাই ঃ ইহারা সম্পূর্ণরূপে রসপরতন্ত্র। রসের আত্মপ্রকাশে সাহায্য করে বলিয়াই গুণ কাব্য-শোভাকর, অলংকার রমণীয়, আর রীতিও বরণীয়। এই কাব্যাত্মভূত রস নিজেকে প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় শব্দ, বাচ্যার্থ, গুণ, অলংকার প্রভৃতি সকল কাব্যোপকরণেরই সৃষ্টি ঘটায়।) "অপৃথগ্ যত্ন-নির্বর্ত্ত্য" অলংকারই ধ্বনিমার্গের প্রকৃত অলংকার।

ধ্বনিতত্ত্বের উপস্থাপনায় আনন্দবর্ধনাচার্য বৈয়াকরণদের সাহায্য লইলেন। ব্যাকরণ-দর্শনের সিদ্ধান্তগুলিকে ভিত্তিভূমিরূপে গ্রহণ করায় যেমন ধ্বনিতত্ত্বের সৌধের ভিত্তি সুদৃঢ় হইল, তেমনই বিরুদ্ধবাদিদের বিদূষণমূলক সমালোচনাও স্তব্ধ হইয়া গেল। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া আনন্দবর্ধনাচার্য বলিলেন,—আমাদের বুদ্ধির জগতে শব্দ ও অর্থ যখন ভাবরূপে অখণ্ডভাবে বিরাজ করে, তখন শব্দ এবং অর্থ উভয়কেই প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যঞ্জক-রূপে মানিতে হয়। এই নীতিকে স্বীকৃতি দিয়া কাব্যের মহত্ত্ব বিচারের যে মানদণ্ডটি গড়িয়া উঠিল, তাহাতে স্বভাবতঃই অভিব্যঞ্জক শব্দ এবং বাচ্যার্থই

স্থান পাইল। আনন্দবর্ধন বলিলেন,—যে শব্দ এবং অর্থ প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যঞ্জনা ঘটাইতে সমর্থ, সেই শব্দ এবং অর্থই মহাকবি কাব্যে বিন্যস্ত করিবেন। সাধারণ কাব্যকর্তারা যখন অলংকারের বর্ণচ্ছটার দ্বারা পাঠকের সপ্রশংস বিস্ময় উদ্রিক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন, তখন মহাকবি দেখিবেন, যেন অলংকার-সজ্জার ভারে অনুভূতির আত্মপ্রকাশ স্তিমিত হইয়া না যায়। কারণ যে কাব্যে প্রতীয়মান অর্থের প্রকাশ কুণ্ঠিত, সে কাব্য কাব্যের আলেখ্য মাত্র। এই ধরণের কবিসৃষ্টির "চিত্র" আখ্যাটি সমালোচকের এই মনোভাবকেই সূচিত করিয়া দেয়। ব্যাকরণ-দর্শন বলেন—আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার খণ্ডাংশ মিলিত করিয়া পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি না: বরং সামগ্রিক অখণ্ড অভিজ্ঞতাটিকেই অখণ্ড বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া দেই। তাই অভিজ্ঞতা যেমন অখণ্ড, বাক্যও তেমনই অখণ্ড। সাধারণ অভিজ্ঞতায় যখন অংশ-বিভাগের প্রশ্ন উঠে না, তখন কবির লোকোত্তর আহ্লাদাত্মক অভিজ্ঞতা বা পাঠকের তৎসদৃশ দুর্লভ অভিজ্ঞতার অংশ-বিভাগের কথাও অবান্তর। কারণ সাধারণ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা কবি ও সহৃদয় সামাজিকের অভিজ্ঞতা দৃঢ়পিনদ্ধ। এই জন্যই আনন্দবর্ধনাচার্যকে বলিতে হইল,—কাব্য একটি অখণ্ড সৃষ্টি। ইহাতে কবি-প্রযুক্ত একটি শব্দের পরিবর্তন ঘটাইলেও সামগ্রিক অভিজ্ঞতার পূর্ণ প্রকাশ ব্যাহত হয়। এইভাবে আনন্দবর্ধনাচার্য কাব্যসমালোচনার যে পথের নির্দেশনা দিলেন, তাহাতে লোকোত্তর আহ্লাদাত্মক মানসিক অবস্থাটিই বড় হইয়া উঠিল। আর কাব্যও জীবদেহের ন্যায় অখণ্ড ও অবিভাজ্য বলিয়া স্বীকৃতি পাইল।

সায়নাচার্যকে বাদ দিয়া যেমন বেদের অর্থ গ্রহণ করা চলে না, তেমনই অভিনবগুপ্তকে বাদ দিয়া আনন্দবর্ধনের নীতিগুলির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা চলে না। অভিনবগুপ্ত কেবলমাত্র টীকাকারই নহেন: তিনি নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়া ধ্বনিকারের সূত্রগুলিকে পূর্ণাবয়ব দিয়াছেন; কোথাও বা ব্যাকরণ-দর্শনের আলোকে মূল গ্রন্থের রহস্যাবৃত নীতিগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অভিনবগুপ্তাচার্য বলিলেন,—অলংকার-প্রসিদ্ধ-'ধ্বনি' শব্দ যেমন ব্যঞ্জনা ব্যাপার এবং প্রতীয়মান অর্থকে বুঝায়, তেমনিই বুঝায় অভিব্যঞ্জক শব্দ এবং বাচ্যার্থকে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ধ্বনিশব্দ প্রয়োগের মূল ব্যাকরণ দর্শনের সিদ্ধান্তের উপর নিহিত। এই দর্শনের অন্যতম প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত—শব্দ যেমন সাধারণ, অর্থও তেমনই সাধারণ। উচ্চারণভেদে শব্দ যদিও ভিন্ন, তথাপি বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ে শব্দটিকে একই শব্দ বলিয়া গ্রহণ করেন। অন্যদিকে অর্থের ধারণা যদিও বোদ্ধা-ভেদে ভিন্ন, তথাপি বক্তা এবং

শ্রোতা উভয়েই অর্থটিকে একই বস্তুর ভাব বলিয়া ধরিয়া লন। শব্দ এবং অর্থ এইরূপে সাধারণাকারে গৃহীত হয় বলিয়া শব্দ হইতে অর্থবোধ সম্ভব হয়। অভিনবগুপ্তাচার্যের নবীন রসসিদ্ধান্তে ব্যাকরণদর্শনের এই মূল প্রক্রিয়াটি নবীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। আচার্য বলিলেন,—সাধারণীকরণ রসাস্বাদের প্রধান সোপান। রসানুভূতির আস্বাদ গ্রহণের সময় আস্বাদক সহৃদয় সামাজিক এবং আস্বাদ্য কাব্যনাট্য-বর্ণিত বিষয়, উভয়েই সাধারণরূপ লাভ করে। সামাজিক সর্বজনীন সত্তায় উন্নীত হন। বিষয়বস্তুটিও নৈর্ব্যক্তিক আকারে প্রতিভাত হয়। তাই রসাস্বাদের কৌশল—সাধারণীকৃত সহৃদয়ের সহিত নৈর্ব্যক্তিক বিষয়বস্তুর রমণীয় মিলনের লোকোত্তর কৌশল।

এই ভাবে আনন্দবর্ধনাচার্য এবং অভিনবগুপ্ত উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা যে ধ্বনিতত্ত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিল, তাহার প্রভাবও হইল সুদূর-প্রসারী। পরবর্তীকালের অধিকাংশ সাহিত্যমীমাংসককেই ধ্বনিবাদকে স্বীকৃতি দিতে হইল। বিরুদ্ধবাদিদের মতবাদ ক্ষীণভাবেও আর নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিল না। এই মতবাদগুলির পরিচয় আংশিকভাবে আনন্দবর্ধনাচার্যের রচনায় মিলে। অভাববাদিরা বলেন,- অলংকার প্রকাশভঙ্গীর প্রকারভেদ। কালের অগ্রগতির সংগে সংগে যেমন নূতন নূতন অলংকার সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করে, ধ্বনি এই ধরণেরই তেমনি একটি নূতন প্রকাশ ভঙ্গী। তাই ইহা অলংকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ভাক্তবাদী বলেন,—তথাকথিত প্রতীয়মান অর্থ গৌণ অর্থেরই নামান্তর। ব্যঞ্জনাবৃত্তি লক্ষণাবৃত্তি হইতে স্বতন্ত্র নয়। অনির্বচনীয়বাদীর মতে প্রতীয়মান অর্থ থাকিলেও তাহার লক্ষণ নির্দেশ করা চলে না। কারণ উহা অনুভবগম্য,—প্রকাশযোগ্য নয়। আনন্দবর্ধনাচার্য এবং অভিনবগুপ্তের যুক্তি এই বিদূষণমূলক সমালোচনার বহ্নি হইতে ধ্বনিতত্ত্বকে উদ্ধার করিয়া কাব্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইঁহারা দেখাইলেন,—ধ্বনি এবং অলংকারের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। যে কাব্য শব্দার্থের সংকীর্ণ-গণ্ডীকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে,—যে কাব্যে এই ইঙ্গিতগম্য অর্থের গুরুত্বই সর্বাতিশায়ী, সেই কাব্যই ধ্বনিকাব্য। অলংকারে প্রতীয়মান অর্থ আত্মপ্রকাশ করিলেও তাহার রমণীয়তা গৌণ হইয়া থাকে ঃ ইহাতে প্রকাশ-ভঙ্গীর দীপ্তিই প্রধান। ভাক্তবাদীরা বুদ্ধিবৃত্তির পৃষ্ঠপোষক। যেখানে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে অন্বয়-নিষ্পত্তি বিঘ্নিত হয়, সেখানে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আপনা হইতেই অন্বয়যোগ্য অর্থের উপস্থিতি ঘটায়। দার্শনিকেরা ইহাকেই লক্ষণার ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকৃতি দেন। সুতরাং ভক্তিবাদ বনাম ধ্বনিবাদের

যে দ্বন্দ্বটি আনন্দবর্ধনাচার্য বিবৃত করিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়বৃত্তি বনাম বুদ্ধিবৃত্তির শাশ্বত দ্বন্দ্ব। কাব্যের আবেদন হৃদয়বৃত্তির কাছে না বুদ্ধিবৃত্তির কাছে, —এই প্রশ্নের উত্তরে ভাক্তবাদীরা যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিকে বরণ করিয়া লন, সেখানে ধ্বনিবাদী বলেন,—কাব্যাস্বাদনের প্রক্রিয়া বুদ্ধির বপ্রক্রীড়ার কৌশল নহে ঃ ইহা আত্মানুভূতির মধ্যে বিশ্বানুভূতির সাক্ষাৎলাভ। তাই আনন্দবর্ধনাচার্য্যকে বলিতে হইল—প্রতীয়মান অর্থের আস্বাদগ্রহণের জন্য ভাবয়িত্রী প্রতিভার প্রয়োজন। ইহাই সহৃদয় সামাজিককে কাব্যনাট্যবর্ণিত বিষয়ের সহিত নিজের তাদাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করে। ইহার জন্যই সহৃদয় অহংতাবোধ লঙ্ঘন করিয়া সর্বজনীন সত্তায় উন্নীত হইতে পারেন। যে ধ্বনি-লক্ষণ অভাববাদীর মতবাদকে খণ্ডন করিল, তাহা স্বাভাবিকভাবেই অনির্ব্বচনীয়বাদীর যুক্তির অসারতাকে দেখাইয়া দিল। ধ্বনির লক্ষণ এবং প্রভেদ যখন নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন উহাকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া গেল না।

আনন্দবর্ধনাচার্য এবং অভিনবগুপ্ত সাহিত্যমীমাংসার ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ হইতে পৃথক্ প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব এবং অভিধা, লক্ষণা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার হইতে ব্যঞ্জনাবৃত্তির স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাচ্যার্থ এবং প্রতীয়মান অর্থের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। যেখানে বাচ্যার্থ বিধি, সেখানে ব্যঙ্গার্থ নিষেধ ; আবার যেখানে বাচ্যার্থ নিষেধ, সেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ বিধি—ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। এই দুইটি অর্থের সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন। "সূর্য্য অস্ত গেল" এই বাক্যটির বাচ্যার্থ এক, কিন্তু প্রকরণ ভেদে ইহাই অসংখ্য প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি উৎপন্ন করে। কখনও বুঝায়—পাঠের কাল উপস্থিত ; কখনও বা বুঝায়—কর্মবিরতির সময় আসিয়াছে, আবার কখনও বা বুঝায়—প্রিয়মিলনের লগ্ন আগতপ্রায়। ইহাদের প্রতীতির কারণও ভিন্ন ভিন্ন। বাচ্যার্থবোধের প্রয়োজনীয় উপকরণ শব্দজ্ঞান, অর্থজ্ঞান ও ব্যাকরণে প্রবেশ। ব্যাকরণে অধিকার থাকিলেই কিন্তু প্রতীয়মান অর্থকে অনুধাবন করা যায় না। ইহার জন্য চাই ভাবয়িত্রী প্রতিভা বা সহৃদয়তা। ইহাদের কার্য্যও ভিন্ন ভিন্ন। বাচ্যার্থ কেবলমাত্র বোধ জন্মাইয়া দেয় ; প্রতীয়মান অর্থ কিন্তু সৌন্দর্য্যের আস্বাদজনিত চিত্তচমৎকৃতি সঞ্চারিত করে। শব্দের অভিধা শক্তি বাচ্যার্থের প্রকাশ ঘটাইয়াই তাহার কাজ শেষ করিয়া দেয়। উহার পক্ষে প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি উৎপন্ন করা সম্ভব হয় না। লক্ষণাও মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ অমুখ্য অর্থকে বুঝাইয়া ক্ষীণশক্তি হইয়া যায়। ইহাদের ন্যায় নৈয়ায়িক-সম্মত তাৎপর্য্যবৃত্তিও পদার্থের অন্বয় বা সংসর্গকে বুঝাইয়া বিলীন হইয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকেই যুক্তি-তর্কের পথ অবলম্বন

করিয়া চলে। ব্যঞ্জনা কিন্তু যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। অভিধার দ্বারা প্রকাশিত বাচ্যার্থ বিচিত্র অনুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। সর্বজনীন সত্তার উন্নীত সহৃদয় সাধারণীকৃত অনুভূতিতে বিরাট বিশ্বের অনুভূতিকে নিরীক্ষণ করিতে পারিয়া লোকোত্তর আহ্লাদের আস্বাদ লাভ করেন। অর্থের এই রূপান্তরপ্রাপ্তি, সহৃদয়ের সর্বজনীন সত্তায় উন্নয়ন, অনুভূতির সাধারণীকরণ—ইহাদের কোনোটিকেই লোকোত্তর ব্যঞ্জনাব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো বৃত্তি প্রকাশ করিতে পারিত না। তাই ধ্বনিবাদীর রচনায় ব্যঞ্জনাবৃত্তির স্বীকৃতিই মিলিল না ঃ উহাব সর্বাতিশায়ী প্রাধান্যও প্রাপ্য মর্য্যাদায় অভিষিক্ত হইল।

অগ্রজপ্রতিম ডঃ শ্রী বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যয় সাহিত্যমীমাংসার ক্ষেত্রে নবাগত নহেন। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অধিকার বাঙালী পাঠকেব নিকট আজ আর অবিদিত নাই। তাঁহার 'সংস্কৃত নাটকের উপর রামায়ণের প্রভাব, নামক গবেষণামূলক গ্রন্থটি রচয়িতার প্রতিভার মৌলিকত্বের দীপ্তিতে ভাস্বর। বিশ্বনাথচার্যের 'সাহিত্যদর্পণে'র বঙ্গানুবাদ করিয়া ইনি বাংলা সাহিতোর রসপিপাসুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের নীতিগুলি যে গ্রন্থের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে 'সাহিত্যদর্পণ' সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। এই নীতিগুলিব উৎস কিন্তু আনন্দবর্ধনাচার্যের 'ধ্বন্যালোক' এবং অভিনবগুপ্তের 'লোচন'। ইঁহাদের প্রদর্শিত সমালোচনার সূত্রগুলির সহিত Aristotle, Longinus প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যমীমাংসকদের নীতিগুলির সামঞ্জস্য সত্যই বিস্ময়কর। তাই বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেরই আনন্দবর্ধনাচার্যের গ্রন্থের সহিত পরিচয় স্থাপনের প্রয়োজন আছে। ডঃ মুখোপাধ্যায় 'ধ্বন্যালোকে'র বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া দীর্ঘদিনের সেই অভাব দূর করিলেন; সংস্কৃতে যাহার প্রবেশ নাই এইরূপ বাঙালী জ্ঞানপিপাসুর নিকট আনন্দবর্ধনাচার্যের অমূল্য গ্রন্থের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। অভিনবগুপ্তাচার্যের সিদ্ধান্তগুলিও "বাসুদেব"-এর মধ্যে স্থান করিয়া লইয়া বাঙালী মানসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ করিয়া লইল। 'ধ্বন্যালোক' ও 'লোচনে'র ন্যায় এইরূপ দুরূহ গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ ও তাৎপর্য্য-বিশ্লেষণ সহজসাধ্য নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠা উভয়েরই। ডঃ মুখোপাধ্যায় ইহাদের অধিকারী বলিয়াই তাঁহার পক্ষে বাংলা সাহিত্যকে এইরূপ গ্রন্থ উপহার দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। আমি এই দুরূহ কার্য্যে সাফল্য লাভের জন্য ডঃ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাই এবং এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

॥ শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ ॥

শ্রীমদানন্দবর্ধনবিরচিতো

॥ ধ্বন্যালোকঃ ॥

উপক্রমণিকা

(১)

পাশ্চাত্ত্য-দেশে সাহিত্য-তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে সাধনায় সিদ্ধিলাভ কিরূপ হইয়াছে, সে বিষয়ে মন্তব্য করিয়া বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যতত্ত্ব-মীমাংসক I. A. Richards বলিয়াছেন—

সূচনা ঃ

If we now turn to consider what are the results yielded by the best minds pondering these questions in the light of the eminently accessible experiences provided by the Arts, we discover an almost empty garner. A few conjectures, a supply of admonitions, many acute isolated observations, some brilliant guesses, much oratory and applied poetry, inexhaustible confusion, a sufficiency of dogma, no small stock of prejudices, whimsies and crotchets, a profusion of mysticism, a little genuine speculation, sundry stray inspirations, pregnant hints and random *aperçus*, of such as these, it may be said without exaggeration, is extant critical theory composed. (Principles of Literary Criticism-pp. 1-2)

অর্থাৎ উপর্যুক্ত মন্তব্যে শ্রীযুত রিচার্ডস্ অপূর্ব কথনভঙ্গীতে ইহাই বলিয়াছেন যে—দ্বিসহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্ত্য মনীষিবর্গ সাহিত্য-তত্ত্বালোচনায় নিরলসভাবে আত্মনিয়োগ করিলেও প্রকৃত তত্ত্ব-মীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁহাদের অবদান অকিঞ্চিৎকর বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

শ্রীযুত রিচার্ডস্-এর অভিমত সম্বন্ধে মতদ্বৈধ স্বাভাবিক এবং পাশ্চাত্ত্য-দেশে সাহিত্যতত্ত্বাবলোক-প্রচেষ্টা বস্তুতঃ নিষ্ফলা হইয়াছে একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। তবে যাঁহাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রেই বিচরণ করিবার অধিকার ও সামর্থ্য আছে—তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে—

"সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য-বিচারের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শিতা ও সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সহিত তুলনায় গ্রীক সমালোচনাকে অনেকটা তথ্য-প্রধান ও বহিরঙ্গমূলক বলিয়া মনে হয়। এমনকি আধুনিক সাহিত্য-বিচারে যে পরিণত অন্তর্মুখীনতা, তাহারও সহিত ইহা সমকক্ষতার স্পর্দ্ধা করিতে পারে। কাব্য-সৌন্দর্য্যের স্বরূপ-সন্ধানে ইহা যেরূপ বিশ্লেষণের গভীর হইতে গভীরতর স্তরে অবতরণ করিয়াছে, অনুভূতির আলোকবর্ত্তিকা হস্তে সৃষ্টিরহস্যের মর্মমূল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, চরম সত্য আবিষ্কারের প্রেরণায় পূর্বতন সিদ্ধান্তকে 'এহ বাহ্য' বলিয়া অতিক্রম করিয়া দুর্গমতর পথে পদক্ষেপে সাহসী হইযাছে, তাহাব তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে বিরল।"

(সমালোচনাসাহিত্য—ভূমিকা)।

বস্তুতঃ ভাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের মতই ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রও সৃষ্টি-রহস্যের মর্মমূলকেই স্পর্শ করিবাব চেষ্টা করিয়াছে এবং ভারতীয় দর্শন যেমন অতন্দ্র সাধনা ও দুশ্চর জ্ঞানতপস্যার দ্বারা সৃষ্টিমূলকে অপরোক্ষজ্ঞানগোচর করিয়া দিয়াছে, তেমনি ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রও শ্রান্তিবিহীন অন্বীক্ষার দ্বারা সাহিত্য-সৃষ্টির মূল রহস্যকে অবারিত করিয়া দিয়া তাহা আমাদের জ্ঞান ও উপলব্ধিগম্য করিয়া তুলিয়াছে। এক্ষেত্রে কোন অনিশ্চয়তাকে স্থান দেওয়া হয় নাই। বিচার-বিতর্কের যত প্রকারের নীতি আছে, অবিচলিতভাবে সে সমস্ত প্রয়োগ করিয়া এ বিষয়ে সত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। বাদ-বিসংবাদে, তর্ক-বিতর্কে আলোচনা মুখর হইয়া উঠিয়াছে—সঠিক সত্যের ধারণা সম্বন্ধে নানা মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে, নানা প্রস্থানভেদে বিষয়টি জটিল ও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু সত্য-সন্ধানের চেষ্টায় কোথাও বিরতি নাই এবং সাধনার ফল-শ্রুতিস্বরূপ সত্যের সাক্ষাৎলাভও যে হইয়াছে—একথা বলিলে মিথ্যাভাষণ হইবে না।

সাহিত্য-মীমাংসায় সত্য-নির্ণয়ে আত্মনিয়োগকারী মনীষি-কুলের পরম্পরা-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বালবোধিনীকার বলিয়াছেন—

দণ্ডি-ভামহ-ভট্টোদ্ভট-রুদ্রট-ভট্টনায়ক-বামন-মুকুল-প্রতীহারেন্দুরাজানন্দবর্ধন-মহিমভট্ট-বক্রোক্তিকার-হৃদয়দর্পণকারাভিনবগুপ্ত-শৌদ্ধোদনি-বাভট-বাগ্‌ভট-রুয্যক-ভোজরাজ-মম্মট-হেমচন্দ্র-কেশব মিশ্র-পীযূষবর্ষ-বিদ্যানাথ-গোবিন্দঠক্কুর-বৈদ্যনাথাপ্যয়দীক্ষিত-জগন্নাথ-বিদ্যাভূষণ-বিশ্বেশ্বরপণ্ডিতাচ্যুতরায়-প্রভৃতয়ঃ ইতি।

উক্ত তালিকা যে কালানুক্রমিক নয় বা সমাপ্তিসূচক নয় তাহা বলাই বাহুল্য ; ইহা দৃষ্টান্তমূলক। কারণ উল্লিখিত মনীষবর্গ ব্যতীত আরো অনেক খ্যাতনামা এবং অপেক্ষাকৃত অখ্যাতনামা পণ্ডিত সাহিত্যতত্ত্বের ও কাব্য-সৌন্দর্য্যের মূলনীতি ও উপাদান অবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমবেত গবেষণা ও অন্তদৃষ্টি সৌন্দর্য্যতত্ত্বের, বিশেষতঃ কাব্য-সৌন্দর্য্যতত্ত্বের, মূলনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে। যদিও প্রতিভা নবনবোন্মেষ-শালিনী প্রজ্ঞারূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যদিও নিরবধি কালে ও বিপুলা পৃথিবীতে এমন প্রতিভাবান মনীষিকুলের আবির্ভাব খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক, যাঁহারা নিজ নিজ অলৌকিক প্রতিভাবলে সাহিত্যসত্যের নব নব দিগন্ত উন্মেষিত ও উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও মানবজ্ঞানের কোনা সীমারেখা টানা সম্ভবও নয় এবং উচিতও নয়, তাহা হইলেও—যেহেতু সত্যের লক্ষণ হইতেছে "কালাত্রয়াবাধিতং সত্যম্"—যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই তিন কালেই অ-বাধিত, যাহার প্রকাশ ও পরিচয় মহাকালের স্পর্শের উর্দ্ধে, যাহা বিশেষ কালে প্রকাশিত হইয়াও নির্বিশেষ কালে পরিব্যাপ্ত ও বিধৃত—তাহাই সত্য—সেই হেতু বোধ হয় বলা যায় যে ভারতীয় সাহিত্য-মীমাংসকগণের বহু সাধনার ফলস্বরূপ সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধ সত্য—সত্য বলিয়াই—তাহার শাশ্বত স্থান ও মূল্য লাভ করিবে। আমরা বোধ হয় অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে এ বিষয়ে আমাদের ভাণ্ডার শূন্য তো নয়ই, বরং সাধনলব্ধ রত্নে পরিপূর্ণ।

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ের সপ্তমখণ্ডে ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি-সংবাদ নামক একটি বিখ্যাত কাহিনী আছে। সেখানে গল্পচ্ছলে আত্মজ্ঞান-লাভের উপায় ও অপায় উভয়ই বর্ণিত হইযাছে। দেবগণ ও অসুরগণ প্রজাপতির বাণী শুনিয়াছিলেন—

"য আত্মাঽপহতপাপ্মা, বিজরো, বিমৃত্যুর্বিশোকো, বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ, সত্যকামঃ, সত্য-সংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স ; সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি ; সর্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি।"

"যে আত্মা নিষ্পাপ, বিজর, বিমৃত্যু, বি-শোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প—তাহারই অনুসন্ধান করা উচিত, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানার জন্য আগ্রহ করা উচিত। যিনি (শাস্ত্র ও আচার্যের নিকট হইতে) এই আত্মার পরিচয় পাইয়া তদনুযায়ী ইহাকে বিশেষরূপে অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য লাভ করেন।" (স্বামী গম্ভীরানন্দ-কৃত অনুবাদ)।

দেবকুলের প্রতিনিধিরূপ ইন্দ্র এবং অসুরকুলের প্রতিনিধিরূপে বিরোচন প্রজাপতির নিকট আত্মজ্ঞানলাভার্থে উপনীত হইয়া প্রার্থনা জানাইলে, প্রজাপতি উভয়কেই বলিয়াছিলেন—"যো এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মা,"—চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন—ইনিই আত্মা। তিনি তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে আরো বলিলেন যে যিনি জলে ও দর্পণে সম্যকরূপে জ্ঞাত হন, তিনিই আত্মা।

সুসজ্জিত ও সুন্দর অলংকারযুক্ত আপন আপন শরীরকে জলে ও দর্পণে প্রতিফলিত দেখিয়া এবং প্রজাপতির নিগূঢ় নির্দেশ ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া উভয়েই মনে করিলেন যে উত্তম অলংকারে ভূষিত এবং শোভন পরিচ্ছদে মণ্ডিত এই দেহই আত্মা। অসুর বিরোচন এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিতে সন্তোষ লাভ করিয়া অসুরকুলে ফিরিয়া গেলেন। ইন্দ্রের মনের সংশয় এবং তাহার নিরসনকল্পে তাঁহার আন্তরিক অনুসন্ধিৎসা সদ্‌গুরুর প্রসাদে তাঁহাকে যথার্থ আত্মজ্ঞানের সন্ধান দিল এবং তিনিও আত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আপ্তকাম হইলেন। আত্মা যে দেহের আধারেই বিধৃত দেহাতিশায়ী সত্তা, মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া এক সচ্চিদানন্দময় সাক্ষাৎকার—ইন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন; এই সত্তাবিহীন দেহ যতই অলংকৃত ও পরিচ্ছদশোভিত হউক, ইহা শুধু মূল্যহীন নহে—একান্তভাবে অস্তিত্ববিহীন—সেই পরম সত্যও তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল।

আমাদের মনে হয়—ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত এই সুবিখ্যাত কাহিনীর সহিত ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের কাব্যাত্মজ্ঞান-লাভের সাধনার সাদৃশ্য আছে। এই সাধনার ইন্দ্রগণও প্রথমে—সুশোভিত দেহেই কাব্যের আত্মাকে লাভ করিয়াছেন—ভাবিয়াছিলেন। উপনিষদের ইন্দ্র যেমন প্রজাপতি সকাশে একশত এক বৎসর বাস করিয়া গুরু-নির্দ্দেশিত সাধনা-পরম্পরার সোপান বাহিয়া অবশেষে চরম আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি কাব্যোপনিষদের সাধক ইন্দ্রবৃন্দও শত শত বৎসর কাব্যাত্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভের তপস্যায় নিরত থাকিয়া অবশেষে কাব্যের আত্মভূত রসের বা রসধ্বনির সন্ধানলাভ করিয়াছিলেন।

এই সাধনার পথে অগ্রগতির কাহিনী যেমন বিচিত্র, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। ভারতের সমস্ত শাস্ত্রই যেমন বেদকে মূলরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি ভারতের সমস্ত আলংকারিক সম্প্রদায় নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরত মুনিকেই আকরপুরুষরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে বলিয়াছেন—

ভরত

যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফল যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ। ৬।৩৮

আমরাও বলিতে পারি, ভরত নাট্যসাহিত্যে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই কালক্রমে গুণ-অলংকার-রীতি-বক্রোক্তি-ধ্বনি-সমন্বিত হইয়া কাব্যতত্ত্বরূপ মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে। ভরতের আলোচনা নাট্য-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বিষয়েই সমাহিত। অবশ্য নাট্য বুঝাইতে অনেক সময় মুনি 'কাব্য' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ নাট্যশাস্ত্র হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধার করা যাইতে পারে—

"মৃদুললিতপদাঢ্যং গূঢ়-শব্দার্থহীনং
জনপদসুখবোধ্যং যুক্তিমন্নৃত্যযোজ্যম্।
বহুকৃতরসমার্গং সন্ধি-সন্ধান-যুক্তম্
স ভবতি শুভকাব্যং নাটকপ্রেক্ষকানাম্"

আচার্য্য ভরত কাব্যতত্ত্বসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই; তবে তাঁহার বিখ্যাত রসসূত্র—"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগদ্ রস-নিষ্পত্তিঃ"—পরবর্ত্তী কাব্যালোচনার মুলভিত্তি রূপে গৃহীত হইয়াছে।

কাব্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনার পথিকৃৎ হইতেছেন—আচার্য্য ভামহ। ভামহ তাঁহার কাব্যালংকার গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে ভামহের পূর্বেও এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হইয়াছিল; এ বিষয়ে কাব্যালংকার গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত কারিকাবলী লক্ষণীয়—

ভামহ

রূপকাদিরলংকারস্তস্যান্যৈর্বহুধোদিতঃ।
ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্॥ ১।১৩
রূপকাদিমলংকারং বাহ্যমাচক্ষতে পরে।
সুপাং তিঙাং চ ব্যুৎপত্তিং বাচং বাঞ্ছন্ত্যলংকৃতিম্॥ ১।১৪

উপর্যুক্ত বিবৃতি হইতে বুঝা যায় যে ভামহের পূর্বেও কাব্য-নির্মিতিতে শব্দ ও অর্থের সাহিত্যের ব্যাপারটি সম্বন্ধে কাব্যতত্ত্ববিদ্গণের ধারণা থাকিলেও উভয়ের আপেক্ষিক প্রাধান্য লইয়া মতভেদ ছিল। ইঁহাদের মধ্যে একদল ছিলেন,—যাঁহারা বৈয়াকরণ-গণের শব্দব্রহ্মবাদ অনুসারে অর্থকে শব্দের বিবর্ত্ত-রূপে গ্রহণ করিয়া কাব্য-রচনায় শব্দকে মুখ্য ও অর্থকে গৌণ স্থান দিয়াছিলেন। আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির—

অথণ্ড সৈষ বাক্যার্থঃ শব্দব্রহ্মেতি গীয়তে।

শব্দ-ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥

—এই উক্তি ছিল এই ধারণার মূলে ; তাঁহারা সৌশব্দ্য অর্থাৎ grammatical correctness of words—ব্যাকরণগত শব্দশুদ্ধিকেই প্রকৃত কাব্য বলিয়া মনে করিতেন। অপরপক্ষে নৈরুক্তগণ (Etymologists) মনে করিতেন—অর্থই হইতেছে মুখ্য এবং শব্দ হইতেছে তাহার অনুসরণকারী। দুর্গাচার্য্য বলেন—"অর্থোহি প্রধানম্, তদ্‌গুণঃ শব্দঃ" (যাস্কের নিরুক্ত, পৃঃ ৩)। ভামহ যে এই উভয় মতের সহিতই পরিচিত ছিলেন তাহা উপরে উদ্ধৃত ১।১৪ কারিকাতেই সুস্পষ্ট। এই দুই প্রকার মতেরই অপূর্ণতা দেখিয়া 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্,—কাব্যের এই লক্ষণ নির্ণয় করিয়া তিনি কাব্যতত্ত্বকে প্রকৃত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান করাইয়াছিলেন। কাব্যরচনা করিতে ইচ্ছুক কবিগণকে কোন কোন দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ভামহ তাহারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন—

অতোঽভিবাঞ্ছতা কীর্ত্তিং স্থেয়সীমাভুবঃ স্থিতেঃ।

যত্নো বিদিতবেদ্যেন বিধেয়ঃ কাব্যলক্ষণঃ ॥

শব্দশ্ছন্দোঽভিধানার্থা ইতিহাসাশ্রয়াঃ কথাঃ।

লোকো যুক্তিঃ কলাশ্চেতি মন্তব্যাঃ কাব্যগৈর্হ্যমী ॥

শব্দাভিধেয়ে বিজ্ঞায় কৃত্বা তদ্‌বিদুপাসনম্।

বিলোক্যান্যনিবন্ধাংশ্চ কার্য্যঃ কাব্যক্রিয়াদরঃ ॥

সর্বথা পদমপ্যেকং ন নিগাদ্যমবদ্যবৎ। ১।৮—১১

এইভাবে যশোলিপ্সু কবিগণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া আচার্য্য ভামহ বলিলেন যাহারা কাব্যরচনায় সৌশব্দ্যকেই প্রধান বলিয়া মনে করেন কিংবা যাঁহাদের মতে অর্থই প্রধান—তাঁহাদের অভিমত অপূর্ণতাদোষে দুষ্ট। অতএব স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া তিনি বলিলেন—

শব্দাভিধেয়ালংকারভেদাদিষ্টং দ্বয়ং তু নঃ ॥ ১।১৫

অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে অবলম্বন করিয়া কাব্যসৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়। তাঁহার মতে কাব্যরচনায় শব্দ বা অর্থের আপেক্ষিক প্রাধান্য নির্দ্দেশ করা অযৌক্তিক। বস্তুতঃ শব্দ ও অর্থের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে মিলনই কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেই কারণে তিনি কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন—

'নমু শব্দার্থৌ কাব্যম্"

এই যে 'শব্দার্থৌ'—শব্দ ও অর্থের সম্মিলন, ইহা সাধারণভাবে হইলে কাব্যসৃষ্টি হইবে না—একথা বলিতেও ভামহ ভুলিলেন না। শব্দ ও অর্থের

সুষম মিলনে যে 'উক্তি'র সৃষ্টি হইবে, প্রকৃত কাব্য হইতে হইলে, তাহাকে 'বক্র' (out of the way, striking) অর্থাৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মনোহর হইতে হইবে। তিনি বলিলেন—

অনিবদ্ধং পুনর্গাথাশ্লোকমাত্রাদি তৎ পুনঃ।
যুক্তং বক্রস্বভাবোক্ত্যা সর্বমেবৈতদিষ্যতে ॥ ১।৩০

কাব্য-রচনা শ্লোক বা গাথা যাহাই হউক না কেন, সর্বপ্রকার কাব্যবন্ধেই বক্রোক্তি এবং স্বভাবোক্তি (clever presentation and natural description) থাকিতে হইবে। নরনারীর দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষাকে ভামহ বলিয়াছেন 'বার্ত্তা'।

গতোঽস্তমর্কো ভাতীন্দুর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ।
ইত্যমেবাদি কিং কাব্যং ? বার্ত্তামেনাং প্রচক্ষতে ॥ কা ২।৮৭

কাব্যেব ভাষা হইবে 'বক্রোক্তি'—বিশেষ ভঙ্গীতে উপস্থাপিত উক্তি। কাব্যসৃষ্টি হইতে হইলে এই বক্রোক্তির প্রতি কবিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইতে হইবে। এবিষয়ে আচার্য্যের উক্তি হইতেছে—

সৈষা সর্বত্র বক্রোক্তি বনয়ার্থো বিভাব্যতে।
যত্নোঽস্যং কবিনা কার্য্যঃ কোঽলংকারোঽনয়া বিনা ॥ ২।৮৫

আচার্য্য ভামহের কাল অষ্টম শতাব্দী ; ইহাব প্রায় দুই-শত বৎসর পরে বক্রোক্তি-জীবিতকার কুন্তকের আবির্ভাব হয়। তাঁহার মতেও 'বক্রোক্তি' হইতেছে কাব্যের জীবিত বা প্রাণ। তিনিও কাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন—

"শব্দার্থৌ সহিতৌ * * * কাব্যম্"। ১।৭ (ব-জী)

এই লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"শব্দার্থৌ কাব্যম্ ; বাচকং বাচ্যং চেতি দ্বৌ সম্মিলিতৌ কাব্যম্। দ্বাবেকমিতি বিচিত্রৈবোক্তি। তেন যৎ কেষাঞ্চিন্মতং কবি-কৌশল-কল্পিত-কমনীয়তাতিশয়ঃ শব্দ এব কেবলং কাব্যমিতি, কেষাঞ্চিৎ বাচ্যমেব রচনাবৈচিত্র্য-চমৎকারকারি কাব্যমিতি পক্ষদ্বয়মপি নিরস্তং ভবতি। তস্মাদ্ দ্বয়োরপি প্রতিতিলমিব তৈলং তদ্বিদাহলাদকারিত্বং বর্ত্ততে, ন পুনরেকস্মিন্। * * * তেন শব্দার্থৌ দ্বৌ সংমিলিতৌ কাব্যমিতি স্থিতম্। (V. J.-Dr-S. K-Dey's edition pp. 7. 10)।

অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্মিলিত রূপটিই হইতেছে কাব্য ; দুইটি মিলিয়া এক হইলেই কাব্য হয়। এতদ্দ্বারা সেই দুই প্রকারের অভিমতই খণ্ডিত হইল —যাহাদের একটি বলে—কবি-কৌশল-কল্পিত সৌন্দর্য্যাতিশয়সম্পন্ন শব্দই

কাব্য ; কিংবা যাহাদের অপরটি বলে—রচনা-বৈচিত্র্য-চমৎকারকারী বাচ্য বা অর্থই হইতেছে কাব্য। আনন্দজনকত্ব রহিয়াছে ইহাদের উভয়ের মধ্যে, একটিতে নয়। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে—শব্দ এবং অর্থ—ইহাদের সম্মিলিত রূপই হইতেছে কাব্য

উপরে উদ্ধৃত ভামহের "সৈষা সর্বত্র বক্রোক্তিঃ" শ্লোকে লক্ষণীয় বস্তু হইতেছে এই যে ভামহ এই বক্রোক্তিকে 'অলংকার' বলিয়াছেন—"কোঽলংকারোঽনয়া বিনা"। বস্তুতঃ ভামহ প্রভৃতি প্রাগ্-ধ্বনি আলংকারিকগণ কাব্যকে শব্দার্থ-প্রকাশের বৈচিত্র্যরূপেই দেখিয়াছেন। ভামহালংকারে শব্দালংকার ও অর্থালংকারের আলোচনা আছে এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতেছে—

"বাচাং বক্রার্থ-শব্দোক্তিরলংকারায় কল্প্যতে ।। ৫।৬৬

এই প্রসঙ্গে ভামহের নিম্নোদ্ধৃত পূর্বোক্ত উক্তিটিও লক্ষণীয়—

"সৈষা সর্বত্র বক্রোক্তি রনয়ার্থো বিভাব্যতে।
যত্নোঽস্যাং কবিনা কার্য্যঃ কোঽলংকারোঽনয়া বিনা ।। ২।৮৫

ভামহ কাব্যসৃষ্টিতে শব্দ ও অর্থকে সমপ্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে কাব্যকে নির্দোষ ও সালংকার হইতে হইবে। 'রীতি' সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। তাঁহার মতে বৈদর্ভী, গৌড়ী প্রভৃতি কাব্যের শ্রেণীবিভাগ নিরর্থক। প্রত্যেক শ্রেণীরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহার মতে বৈদর্ভী হইলেই কাব্য উত্তম হইবে এবং গৌড়ী হইলে কাব্যের উৎকর্ষ-হানি হইবে—তত্ত্বতঃ একথা স্বীকার করা যায় না। গুণ-সম্বন্ধেও (১) তাঁহার আলোচনা স্বল্প ; তিনি মাধুর্য্য, প্রসাদ এবং ওজঃ—এই তিনটি গুণ স্বীকার করিয়াছেন। গুণ ও রীতির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে (২) তিনি সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই। তবে কাব্যের বৈদর্ভী ও গৌড়ী শ্রেণীর আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে গুণ ও রীতির মধ্যে যে কিছু সম্পর্ক আছে—এবিষয়ে তাঁহার ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয়। ভামহ বলিতেছেন—

অপুষ্টার্থমবক্রোক্তি প্রসন্নমৃজু কোমলম্।
ভিন্নং গেয়মিবেদং তু কেবলং শ্রুতিপেশলম্ ।।
অলংকারবদগ্রাম্যমর্থ্যং ন্যায্যমনাকুলম্।
গৌড়ীয়মপি সাধীয়ো বৈদর্ভমিতি নান্যথা ।। ১।৩৪-৩৫

---

(১) ভামহালংকার ১।৩১-৩২, ৩৪-৩৫।

(২) ২।১-৬।

উক্ত কারিকাদ্বয়ে ভামহ প্রসাদ, ঋজুতা, কোমলত্ব, অগ্রাম্যতা, অনাকুলত্ব প্রভৃতি বিশেষণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ইহাদের যথোপযুক্ত প্রয়োগ না হইলে, কাব্য—বৈদর্ভী বা গৌড়ী যে শ্রেণীরই হউক না কেন—দোষযুক্ত হইবে। ভামহ তাঁহার গ্রন্থে কোথাও 'গুণ' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। কেবলমাত্র ভাবিক অলংকারকে 'প্রবন্ধগুণ'-রূপে আখ্যাত করিয়াছেন। (৩।৫৩)

ভামহ অলংকার-প্রস্থানেরই প্রবক্তা। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাশ স্থানই বিভিন্ন অলংকারের (সংখ্যা ৪৩) আলোচনায় পরিপূর্ণ। বক্রোক্তিকেই তিনি মূল অলংকাররূপে গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাধারণ অলংকার, রসবদলংকার (৩।৬) এবং স্বভাবোক্তি (২।৯৩)—এই বক্রোক্তিরই প্রকারভেদ মাত্র। কাব্যের আত্মা কি—এসম্বন্ধে কোন আলোচনা ভামহালংকারে দেখা যায় না। শব্দ ও অর্থের নির্দোষ ও সালংকার সম্মিলনই তাঁহার মতে কাব্য। তবে 'বক্রোক্তি' কাব্যসৃষ্টি করে এবং ইহাই অলংকাব সৃষ্টির মূলে—এরূপ সিদ্ধান্ত করায়, তিনিও যে কাব্যে দেহবাদী ছিলেন—একথা বলিতে হয়।

দণ্ডী

আচার্য্য দণ্ডী ভামহের পূর্ববর্ত্তী না পরবর্ত্তী এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে (৩)। দণ্ডী সম্বন্ধে আলোচনার সূচনায় মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক কাণে বলিয়াছেন—

'Daṇḍin's Kavyadarśa is, to some extent, an exponent of the Rīti School of Poetics and partly of the Alaṅkāra School. He gives, however, such an exhaustive treatment of Guṇas and Alaṅkāras that it is not possible to identify him with any particular school.' (৪)

ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় দণ্ডীকে রীতি-প্রস্থানের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—(৫)

"Daṇḍin is influenced, to some extent, by the teachings of the Alaṃkāra School and as such stands midway in view between the Alaṅkāra system of Bhāmaha and the Rīti system of Vāmana. At the same time there can be

---

(৩) See H. S. P.—Kane p.p.—94-96.

(৪) H. S. P.—pp. 85. (৫) H. S. P-Dey—pp 75-76.

no doubt that in theory he allies himself distinctly with the views of Vāmana."

এবং "Indeed, the marked emphasis laid on the Mārga, which is almost equivalent to Vāmana's Rīti, and on its constituent excellences known as Guṇas, to which the Alaṅkāra School is indifferent, is a distinct feature of Daṇḍin's work and places Daṇḍin in his fundamental theoretic attitude in the Rīti School (H. S. P.-II. 78)

কিন্তু দণ্ডীর সম্বন্ধে উপর্যুক্ত অভিমত বিষয়ে অন্য বক্তব্যও আছে। প্রাচীন আলংকারিক ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট ও রুদ্রটের গ্রন্থ প্রণিধানপূর্ব্বক আলোচনা করিলেই মনে হয়—ইঁহারা কাব্যের মধ্যে অলংকারেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে রস, গুণ, রীতি প্রভৃতির কাব্যে পৃথক প্রাধান্য নাই। রুয্যক তাঁহার 'অলংকার-সর্বস্বে' বলিয়াছেন—"তদেবমলংকারা এব কাব্যে প্রধানমিতি প্রাচ্যানাং মতম্" (See S. D—Kane pp. 358) কাব্যাদর্শের ১।১০ কারিকায় দণ্ডী কাব্যলক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

তৈঃ শরীরশ্চ কাব্যানামলংকারাশ্চ দর্শিতাঃ।
শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী। ১।১০

শ্রীযুত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ তৎপ্রণীত 'মালিন্য-প্রোঞ্ছন' নামক টীকায় উক্ত শ্লোকের 'অলংকার' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

'অলংকারপদঞ্চ অলংক্রিয়তে প্রকৃষ্টঃ ক্রিয়তেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা শ্লেষ-প্রসাদাদি-গুণানামনুপ্রাসোপমাদ্যলংকারানাঞ্চ প্রতিপাদকং গুণানামপি কাব্যশোভাজনকতয়া তৈর্দর্শিতত্বাৎ।"

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের মতে এখানে 'অলংকার' পদটি কাব্যশোভাকরত্বহেতু গুণ ও অলংকার উভয়কেই বুঝাইতেছে। কাব্যাদর্শের প্রথম পরিচ্ছেদে সূক্ষ্মভেদসম্পন্ন বহু কাব্যমার্গের কথা বলিয়া দণ্ডী বৈদর্ভী মার্গের প্রাণস্বরূপ দশটি গুণের উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন গৌড়ীয় মার্গে ইহাদের বিপর্য্যয় বা বৈপরীত্য দেখা যায়—

শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা।
অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তিসমাধয়ঃ॥
ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণাঃ দশগুণাঃ স্মৃতাঃ।
এষাং বিপর্য্যয়ঃ প্রায়ো দৃশ্যতে গৌড়বর্ত্মনি॥ ১।৪১-৪২

এই গুণগুলির মধ্যে 'মাধুর্য্য' গুণের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া তিনি শ্রুত্যনুপ্রাস (১।৫২-৫৩), অনুপ্রাস (১।৫৫-৫৬) এবং যমকের (১।৬১) সংজ্ঞা ও উদাহরণ দান করিয়াছেন। অতঃপর মাধুর্য্যের প্রতিবন্ধক গ্রাম্যতাদোষের আলোচনা করিয়া সৌকুমার্য্য প্রভৃতি অন্যান্য গুণের আলোচনা করিয়াছেন। অতএব দণ্ডীর মতে শ্রুত্যনুপ্রাসাদি অলংকার যে মাধুর্য্যগুণের অন্তর্ভুক্ত, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। গুণ ও অলংকার যে অভিন্ন—তাহা দণ্ডী স্বকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন—

কাচিন্মার্গবিভাগার্থমুক্তা প্রাগপ্যলংক্রিয়া।
সাধারণমলংকারজাতমন্যৎ প্রদর্শ্যতে ॥ ২।৩

এই কারিকার ব্যাখ্যায় টীকাকার তরুণ বাচস্পতি বলিয়াছেন—

"পূর্বং শ্লেষাদয়ো দশগুণাঃ ইত্যুক্তম্। কথং তেহলংকারা উচ্যন্তে ইতি চেৎ শোভাকরত্বং হি অলংকারলক্ষণম্, তল্লক্ষণযোগাৎ তেঽপ্যলংকারা....গুণা অলংকারা এব ইতি আচার্য্যাঃ।....তৎ শ্লেষাদয়ো গুণাত্মকালংকারাঃ পূর্বং মার্গপ্রভেদ-প্রদর্শনায় উক্তাঃ ; ইদানীং তু মার্গদ্বয়-সাধারণা অলংকারা উচ্যন্তে।"

এই প্রসঙ্গে ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন—

It must be distinctly understood that the word 'Alaṃkāra' is used by Daṇḍin in the general sense of that which causes beauty in poetry. It appears to include in its wide scope both Guṇas and Alaṅkāras properly so called. (H. S. P-p.p. 82-83)

গুণ ও অলংকারের মধ্যে তত্ত্বতঃ কোন প্রভেদের কথা না বলিলেও দণ্ডী যে দুইটি শব্দকে দুই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন—তাহা কাব্যাদর্শ আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। কাব্যাদর্শের বিভিন্ন কারিকায় (১।৪২, ১।৭৬, ১।৮১ এবং ১।১০০) তিনি 'গুণ' বলিতে পদ রচনার উৎকর্ষকে (excellences in poetic diction) এবং 'অলংকার' বলিতে কাব্যালংকারকে (poetic figure) নির্দেশ করিয়াছেন (২।৭, ১১৬, ২২০, ২৬৮, ৩০০, ৩৪০, ৩৫৯ প্রভৃতি কারিকা দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ কাব্যাদর্শে গুণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও গুণের সহিত অলংকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা থাকায়, কেহ কেহ দণ্ডীকে গুণ-প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন।

যাহা হউক, যাঁহারা দণ্ডীকে রীতিপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত মনে না করিয়া অলংকার-প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদের বক্তব্যের মধ্যেও যথেষ্ট

যুক্তি আছে। দণ্ডী শ্লেষাদি দশটি গুণকে বৈদর্ভী মার্গের প্রাণ বলিয়াছেন এবং আরো বলিয়াছেন যে গৌড়ীয় মার্গে প্রায়ই ইহাদের বিপর্যয় দৃষ্ট হয়। এই গুণসমূহের বিচার হইতেই আসিয়াছে অলংকার-বিচার। গুণ ও অলংকার নিজ নিজ বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইলেও উভয়েই যে কাব্যশোভাকর ধর্মরূপে অভিন্ন —ইহা দণ্ডী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। মার্গের প্রাণ হইতেছে গুণ এবং গুণের প্রকাশক হইতেছে—অলংকার। কিছু কিছু অলংকার বৈদর্ভী মার্গের এবং কিছু কিছু অলংকার গৌড়ীয় মার্গের বিশেষ পরিচায়ক এবং সেগুলি ব্যতীত অন্যান্য অলংকারসমূহ হইতেছে—উভয়-মার্গ-সাধারণ। এই সিদ্ধান্তের অর্থ হইতেছে—কতকগুলি অলংকার বৈদর্ভী মার্গের গুণাবলী এবং অপর কতকগুলি অলংকার গৌড়ীয় মার্গের গুণাবলী প্রকাশ করে। তদ্ব্যতীত আরো অনেক অলংকার আছে, যাহারা উভয় মার্গের গুণাবলীরই প্রকাশক। সুতরাং অলংকারের দ্বারা গুণের এবং গুণের দ্বারা মার্গের প্রকাশ ঘটিতেছে। সেই কারণে উক্ত মতবাদিগণ দণ্ডীর কাব্যাদর্শে অলংকার-প্রাধান্য দেখিয়াছেন এবং তাঁহাকে অলংকার-প্রস্থানেরই অন্তর্ভুক্ত কবিয়াছেন। ইঁহাদের বক্তব্য নিম্নের উদ্ধৃতিতে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—

"Daṇḍin mentions the ten Guṇas as the life not of poetry as such, but of the style called Vaidarbhī' * * * **Really Daṇḍin belongs to the Alaṃkāra School much more than Bhāmaha.** For, to Daṇḍin—Guṇas, Rasas, Sandhyaṇga, Vṛttyanga, Lakṣaṇa—all are Alaṅkāra. **Apart from the word 'Poetry', there is only one word for Daṇḍin, viz, Alaṅkāra.** (Some Concepts of Alaṅkāra Śastra—V. Rāghaban—pp. 139).

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে দণ্ডীকে রীতিপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা হয় কেন? কাব্যের লক্ষণ করিতে গিয়া আচার্য্য দণ্ডী আচার্য্য বামনের মত 'রীতির' কোন উল্লেখ করেন নাই। কাব্যের শরীর হইতেছে— "ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী"—ইহাই বলিয়াছেন। মার্গকেও কাব্যলক্ষণের সহিত সংযুক্ত করেন নাই। তবে কি কারণে তাঁহাকে রীতিপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়? দণ্ডীর কাব্যলক্ষণের ব্যাখ্যায় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ টীকায় বলিয়াছেন—

"ইষ্টাঃ সহৃদয়হৃদ্যাশ্চমৎকারভূময় ইত্যর্থঃ, যেঽর্থাঃ তৈর্ব্যবচ্ছিন্না বিলক্ষণীকৃতা

পদাবলী পদসমূহঃ কাব্যস্য শরীরম্। অত্র ইষ্টত্বং চমৎকারভূমিত্বং, চমৎকারশ্চ লোকোত্তরাহ্লাদঃ। তদ্ভূমিত্তজ্জনকঃ। * * * ইত্থং চ অর্থোপস্কৃত-বাক্যমেব কাব্যশরীরম্, ন তু বাক্যমর্থশ্চ দ্বাবিতি।"

অর্থাৎ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিতে চাহেন যে দণ্ডী অর্থোপস্কৃত বাক্যকেই কাব্য মনে করেন। সুতরাং তিনি বিশিষ্ট বাক্যরচনা বা রীতিমার্গেরই পথিক।

দণ্ডীর কাব্যলক্ষণ কারিকার প্রথমার্দ্ধে প্রাচীনগণের অভিমত বলিয়া কাব্যের শরীর ও অলংকারের কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কাব্যশরীরের লক্ষণরূপে 'ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী'র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানে শরীরের কথা বলা হইলেও কাব্যের শরীরী বা আত্মার কথা বলা হয় নাই। কাব্যের আত্মা কি—দণ্ডী সে সম্বন্ধে নীরব। পূর্বাচার্যগণের মত উল্লেখ করিয়া তিনি কাব্যের শরীরের এবং তাহার শোভাজনক অলংকারের লক্ষণ ও শ্রেণী নির্দ্দেশপূর্বক কাব্যের স্বরূপ-বর্ণনা কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। বিশিষ্ট ধরণের পদাবলীকে কাব্যশরীররূপে গ্রহণ করায়, সেই বিশিষ্ট পদ রচনার প্রয়োজনে উপযুক্ত রীতির আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার মতে যে রীতি শ্রেষ্ঠ সেই রীতির (বৈদর্ভী) উপাদান হিসাবে গুণ বর্ণনা করার প্রয়োজন স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া গিয়াছে। আবার এই গুণাবলীকে পরিস্ফুট করিবার জন্য শব্দ ও অর্থালংকার-বিচারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্দ্বারা যে গুণকেও কাব্যশরীরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা 'প্রভা'টীকায় বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

"বৈদর্ভরীতেঃ প্রাণত্বেনাগ্রে গ্রন্থকৃতোক্তানাং শ্লেষপ্রসাদাদীনাং গুণানাং তু শরীরশব্দেনৈব সংগ্রহঃ। যতো বৈদর্ভীরীতির্নাম পদাবলী সংস্থানবিশেষঃ, সৈব পদাবলী শরীরম্, অতো গুণা ন শরীরতো ভিন্না ইতি নোদ্দেশবাক্যে পৃথক্ত্বেন গণিতাঃ" (কাব্যাদর্শ, বম্বে সংস্কৃত সিরিজ-পৃঃ ৮)।

অতএব দণ্ডীর কাব্যালোচনার সামগ্রিক পরিকল্পনার মূলে আছে বিশিষ্ট পদরচনার ব্যাপার এবং ইহাই হইতেছে রীতি। এই কারণেই দণ্ডীকে রীতি-প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে অধ্যাপক কাণের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যই যুক্তিসঙ্গত।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে—মার্গ, গুণ, অলংকার ইত্যাদি বিষয়ের বিচার ও অলোচনায় দণ্ডীর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর এবং স্বচ্ছ চিন্তার অভাব আছে। কাব্যতত্ত্বালোচনায় দেহবাদী হওয়ায় তিনি এই সমস্ত উপাদানের সঠিক সমন্বয় করিতে পারেন নাই। কাব্যাত্মার সন্ধান না করিয়া, কাব্যের

দেহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াতেই এই ত্রুটি ঘটিয়াছে এবং অলংকার, গুণ ও রীতি সম্বন্ধে তাঁহার দোলাচল মনোবৃত্তিই তাঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে বিভিন্ন অভিমতের সৃষ্টি করিয়াছে।

কালানুক্রমিকভাবে আচার্য্য দণ্ডীর পরবর্তী আলংকারিক হইতেছেন—

উদ্ভট

ভট্ট উদ্ভট। কাব্যতত্ত্বের মীমাংসকরূপে ইনি ভামহের অনুবর্তী। উদ্ভটের লিখিত 'ভামহ-বিবরণ' ও 'কাব্যালংকার বৃত্তি' নামক দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়—কিন্তু গ্রন্থ দুইটি এযাবৎ অনাবিষ্কৃত। তাঁহার যে গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেছে—'অলংকারসারসংগ্রহ'। ইহাতে একচল্লিশটি অলংকারের আলোচনা আছে। অলংকারালোচনায় ইনি সাধারণতঃ ভামহের অনুসরণ করিয়াছেন, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহার প্রশংসনীয় স্বকীয়তার পরিচয়ও আছে। কাব্য-রচনায় রসের স্থান সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা অনেক অগ্রগামী। অলংকারালোচনায় মৌলিক চিন্তা সত্ত্বেও তিনি কাব্যতত্ত্ব-মীমাংসায় অলংকার-প্রস্থানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ সম্বন্ধে রুয্যকের উক্তি স্মরণীয়। 'অলংকারসর্বস্বে' রুয্যক বলিয়াছেন—

ইহ তাবদ্ ভামহোদ্ভটপ্রভৃতয়শ্চিরন্তনালংকারাঃ প্রতীয়মানমর্থং বাচ্যোপস্কারকতয়ালংকারপক্ষনিক্ষিপ্তং মন্যন্তে।" উদ্ভটসহ সমস্ত প্রাচীন আলংকারিকবর্গ যে কাব্যতত্ত্বে অলংকারেরই প্রাধান্য স্বীকার করেন—তাহাও তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—'তদেবমলংকারা এব কাব্যে প্রধানমিতি প্রাচ্যানাং মতম্।'

(H. S. P-Kane-pp. 129)

দণ্ডীর পরবর্তী হইলেও উদ্ভট কাব্যতত্ত্বে গুণকে প্রাধান্য দেন নাই। অবশ্য গুণ সম্বন্ধে উদ্ভটের নিজস্ব অভিমত জানার প্রত্যক্ষ কোন উপায় (যেমন, তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি) আমাদের নাই। তবে অন্যান্য অলংকার গ্রন্থে তাঁহার অভিমত বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে; তাহাতে মনে হয়, তিনি গুণ ও অলংকারের মধ্যে কোন ভেদ আছে বলিয়া মনে করিতেন না। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি এ বিষয়ে আলোকপাত করিবে—

(১) উদ্ভটাদিভিস্তু গুণালংকারাণাং প্রায়শঃ সাম্যমেব সূচিতম্। বিষয়মাত্রেন ভেদপ্রতিপাদনাৎ। সংঘটনাধর্মত্বেন চেষ্টেঃ (রুয্যক-অলংকারসর্বস্ব-পৃঃ ১)

(2) অলংকারবিভাগকরিষ্যমানস্তদুপযোগিতয়া উদ্ভটাদিমতেনোক্তমেব গুণালংকারাভেদমনুবদতি। চারুত্বহেতুত্বেঽপি গুণানামলংকারাণাং চাশ্রয়ভেদাদ্ ভেদব্যপদেশঃ। সংঘটানাশ্রয়া গুণাঃ, শব্দার্থাশ্রয়াস্ত্বলংকারাঃ।"

(রত্নাপণ-টীকা, প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ পৃঃ-৩৩৭)

(৩) সমবায়বৃত্ত্যা শৌর্যাদয়ঃ, সংযোগবৃত্ত্যা তু হারাদয় ইত্যস্ত গুণালংকারাণাং ভেদঃ। ওজঃ-প্রভৃতীনামনুপ্রাসাদীনাং চোভয়েষামপি সমবায়বৃত্ত্যা স্থিতিরিতি গড্ডবিকাপ্রবাহেনৈষাং ভেদঃ॥ (কাব্যপ্রকাশ-৮ম উল্লাসে উদ্ধৃত ভামহোদ্ভট-বিবরণ)।

বস্তুতঃ উদ্ভটও তাঁহাব পূর্ববর্ত্তী আচার্য্য ভামহের মত মনে করিতেন—কাব্যের শোভাসম্পাদক অলংকাবই কাব্যতত্ত্বে প্রধানবস্তু এবং গুণ, রীতি, অলংকার প্রভৃতি অন্যান্য উপাদান বাচ্য-বাচকের উপকাবসাধনপূর্বক অলংকারেরই পরিপোষ বিধান কবে এবং তদ্দ্বারা কাব্য-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। উদ্ভট রীতি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ কবেন নাই, কিন্তু তিনটি বৃত্তিব কথা বলিয়াছেন। এই বৃত্তি সমূহ মোটামুটিভাবে বামন-কথিত রীতিবই অনুরূপ। মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক কাণে উদ্ভট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

Udbhata exercised a profound influence over the Alamkāra Śastra * * *. He is always quoted with respect by his successors. even when they differ from him, **He is the foremost representative of the Alamkāra School** and his name is associated with several **doctrines** in the Alamkārasāstra. (H. S. P, pp. 127)। উদ্ভট ধ্বনিসম্বন্ধীয় মতবাদের সহিত পবিচিত ছিলেন না, যদিও পর্যায়োক্ত প্রভৃতি অলংকারস্থলে ভামহ, দণ্ডী এবং বামনের মত তিনিও ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র রসবদলংকারের মধ্যেই রসকে স্বীকার করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি উদ্ভটকৃত বলিয়া প্রচার আছে—

রসাদ্যধিষ্ঠিতং কাব্যং জীবদ্রূপতয়া যতঃ।
কথ্যতে তদ্ রসাদীনাং কাব্যাত্মত্বং ব্যবস্থিতম্॥

অর্থাৎ উদ্ভটের মতে রসই কাব্যের আত্মা। এই শ্লোক সত্য সত্যই উদ্ভট-বিরচিত হইলে তাঁহাকে রস-প্রস্থানেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু এই শ্লোকটি উদ্ভটের সকল সংস্করণে দেখা যায় না বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ উদ্ভট অলংকারকেই কাব্যের শোভাসম্পাদক বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং অলঙ্কারসমূহের আলোচনাতেই বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সে কারণে, তাঁহাকে সঙ্গতভাবেই অলংকার-প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

কালানুক্রমিকভাবে বামনের পরবর্ত্তী হইলেও অলংকার-প্রস্থানের অন্যতম সুখ্যাত আচার্য্যরূপে রুদ্রটের অভিমত আমরা এখানে

রুদ্রট

আলোচনা করিতেছি। রুদ্রটের গ্রন্থের নাম—'কাব্যালংকারঃ'। তিনি এই গ্রন্থে অলংকার-সমূহকে চারিটি নির্দ্দিষ্ট ধর্মানুযায়ী বিভক্ত করিয়াছেন। রুদ্রটের অভিমত হইতেছে—

অর্থস্যালংকারা বাস্তবমৌপম্যমতিশয়ঃ শ্লেষঃ।
এষামেব বিশেষা অন্যে তু ভবন্তি নিঃশেষাঃ। ৭।৯

টীকায় নমিসাধু বলিয়াছেন—"উক্তলক্ষণস্যার্থস্য বাস্তবাদয়শ্চত্বারোঽলংকারা ভবন্তি। চতুর্ভিঃ প্রকারৈ রসৌ ভূষ্যত ইত্যর্থঃ। নন্বন্যেঽপি রূপকাদয়োঽলংকারাঃ সন্তি; তৎকিমিতি চত্বার এবোক্তা ইত্যাহ—**এষামেব সামান্যভূতানাং চতুর্ণাং তে ভেদাঃ।" অর্থাৎ সমস্ত অর্থালংকারই—বাস্তব, ঔপম্য, অতিশয় ও শ্লেষ—এই চারি শ্রেণীর যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। কাব্যে রসের স্থান সম্বন্ধেও রুদ্রট সজাগ ছিলেন। কাব্যকে রসময় হইতে হইবে, নচেৎ ইহা নীরস শাস্ত্রের মতই পাঠকের পক্ষে উদ্বেগজনক হইয়া উঠিবে—ইহা রুদ্রট স্বকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

তস্মাত্তৎ কর্তব্যং যত্নেন মহীয়সা রসৈর্যুক্তম্।
উদ্বেজনমেতেষাং শাস্ত্রবদেবান্যথা হি স্যাৎ। ১২।২

(কাব্যালংকারঃ)

কয়েকটি অধ্যায়ে রসের আলোচনা শেষ করিয়া উপসংহার শ্লোকে তিনি বলিতেছেন—

এতে রসা রসবতো রময়ন্তি পুংসঃ
সম্যগ্‌ বিভজ্য রচিতাশ্চতুরেণ চারু।
যস্মাদিমাননধিগম্য ন সর্বরম্যং
কাব্যং বিধাতুমলমত্র তদাদ্রিয়েত ॥ ১৫।২১

রুদ্রটের অভিমত ব্যাখ্যা করিয়া নমিসাধু টীকায় বলিলেন—

"এতে রসাঃ সম্যগ্‌ বিভজ্য চতুরেন কবিনা চারু যথা ভবতি তথা রচিতাঃ সন্তো রসিকান্ পুংসো রময়ন্তি।' ** ইমাননধিগম্যাবিজ্ঞায় সর্বথা রম্যং কাব্যং বিধাতুং কবির্নালম্ ন সমর্থঃ।"

রুদ্রটের গ্রন্থে গুণ ও রীতির উল্লেখ আছে—আলোচনা নাই। ইহাতে মনে হয় তিনি গুণ ও রীতিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে এই কয়েকটিমাত্র শ্লোক আছে—

নাম্না বৃত্তির্দ্বেধা ভবতি সমাসাসমাসভেদেন।
বৃত্তেঃ সমাসবত্যাস্তত্র স্যু রীতয়ঃ তিস্রঃ। ৩।৩

অর্থাৎ বৃত্তি—সমাসযুক্ত ও সমাসহীন ভেদে দুই প্রকার। সমাসযুক্ত বৃত্তির তিনটি রীতি হয়। এই তিনটি রীতি হইতেছে—

পাঞ্চালী, লাটীয়া, গৌড়ীয়া চেতি নামতোঽভিহিতাঃ। ২।৪

রুদ্রট বৈদর্ভী রীতিকে সমাসবিহীন বৃত্তির রীতিরূপে গণ্য করিয়াছেন। গুণ সম্বন্ধে ২।৮ শ্লোকে বিভিন্ন কাব্যগুণের কথা বলিয়া ২।১০ শ্লোকে মন্তব্য করিয়াছেন—"রচনাচারুত্বে খলু শব্দগুণঃ সংনিবেশচারুত্বম্"।

বস্তুতঃ রুদ্রটের গ্রন্থের আলোচনার ধারা হইতেই নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে তিনি অলংকার-প্রস্থানেরই অন্তর্গত। গ্রন্থারম্ভেই গ্রন্থের নামকরণ করিয়া রুদ্রট যে শ্লোক রচনা করিয়াছেন, সেই শ্লোকের টীকায় নমিসাধু ইহা সুস্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন—

কাব্যালংকারা বক্রোক্তিবাস্তবাদয়োঽস্য গ্রন্থস্য প্রাধান্যতোঽভিধেয়াঃ * তত্র * দোষা রসাশ্চেহ প্রাসঙ্গিকাঃ, নতু প্রধানাঃ"। (১।২ টীকা)

অর্থাৎ রুদ্রটও তাহার পূর্বগামিগণের ন্যায় 'নমু শব্দার্থৌ কাব্যম্' (২।১)—ইহা বলিয়া শব্দ ও অর্থালাংকারের বিচারেই প্রধানতঃ মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, কাব্যাত্মার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন নাই। রুদ্রট সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহার করিতে গিয়া ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—

Although Rudrata's work is remarkable indeed for its careful analysis, systematic classification and apposite illustration of a large number of poetic figures, some of which have become more or less standarised, his direct contribution to the theory of poetics cannot be valued too highly. * * * **Rhetoric, rather poetics, appears to be his principal theme.**

কালানুক্রমিক ভাবে আচার্য্য বামন রুদ্রটের পূর্ববর্তী। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত আচার্য্য বামনই রীতিবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। বামন দণ্ডীকে রীতিবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইলেও, তাঁহাকে যে গুণবাদ বা অলংকারবাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।—এমন অভিমত পণ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে। সুতরাং বামনই রীতিপ্রস্থানের

প্রধান আচার্য্য এবং তিনিই প্রথম আলংকারিক, যিনি সুস্পষ্টভাষায় বলিলেন যে কাব্যবিচারে কাব্যাত্মার অনুসন্ধানই প্রধান কর্তব্য এবং রীতিই হইতেছে কাব্যের আত্মা। এখানে অলঙ্কারশাস্ত্রের চিন্তাধারায় উল্লেখ্য অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। দণ্ডী কতকগুলি গুণকে বৈদর্ভী মার্গের প্রাণ বলিয়াছেন। কিন্তু বৈদর্ভী মার্গ বা রীতিই যে কাব্যের আত্মা তাহা বলেন নাই। তাছাড়া, তিনি রীতির লক্ষণনির্দেশও করেন নাই। এবিষয়ে আচার্য্য বামনের চিন্তা সুস্পষ্ট। তিনি রীতির লক্ষণ দিয়াছেন, গুণালংকারের স্বরূপবর্ণনা করিয়াছেন এবং অলংকার ও গুণের সংযোগে গঠিত রীতির মধ্যে কাব্যাত্মার সন্ধান করিয়া সমগ্র কাব্যতত্ত্বের সুশৃঙ্খল উপস্থাপনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ অলংকার যে কাব্যের স্বরূপসাধন করে না, রীতিই কাব্যের স্বরূপ-ঘটক—ইহা বলিয়া তিনি কাব্যতত্ত্বের বিচারে পূর্বাচার্য্যগণ অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

কাব্যতত্ত্ব-নির্ধারণে আচার্য্য বামনের সিদ্ধান্ত কি, তাহা বুঝিবার জন্য বামনের কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি হইতে আমরা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দিতেছি। সেগুলির আলোচনা মূলে আমরা বামনের অভিমত বিশদ করিবার চেষ্টা করিব।

বামন বলিলেন—

(১) 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ' ১।১।১—কাব্যং খলু গ্রাহ্যমুপাদেয়ং ভবতি, অলকারাৎ। কাব্যশব্দোঽয়ং গুণালংকার-সংস্কৃতয়োঃ শব্দার্থয়োর্বর্ত্ততে।" ভক্ত্যা তু শব্দার্থমাত্রবচনোঽত্র গৃহ্যতে।

[অলংকারের জন্যই কাব্য উপাদেয় হয়। গুণ ও অলংকারের দ্বারা সংস্কৃত শব্দার্থের নামই কাব্য ; উপচারবশতঃ শব্দ ও অর্থে কাব্যশব্দ প্রযুক্ত হয়।]

(২) সৌন্দর্য্যমলংকারঃ। (১।১।২)

অলংকৃতিরলংকারঃ। করণবুৎপত্ত্যা পুনরলংকারশব্দোঽয়মুপমাদিষু বর্ত্ততে [অলংকার বলিতে অলংকরণকে বুঝায়। করণ কারকেও অলংকার শব্দ সাধিত হইতে পারে বলিয়া উপমা প্রভৃতিতেও অলংকার শব্দের প্রয়োগ হয়।]

(৩) স দোষ-গুণালংকারহানাদানাভ্যাম্। (১।১।৩)

স খল্বলংকারো দোষহানাৎ, গুণালংকারাদানাচ্চ সংপাদ্যঃ কবেঃ। [দোষ-ত্যাগ ও গুণালংকারের গ্রহণ দ্বারাই অলংকার হয়। কবিগণ দোষত্যাগ করিয়া এবং গুণালংকারের গ্রহণ করিয়া কাব্যের অলংকার বা সৌন্দর্য্য-সাধন করিয়া থাকেন।]

(৪) রীতিরাত্মা কাব্যস্য। (১।২।৬)

রীতির্নামেয়মাত্মা কাব্যস্য। শরীরস্যেবেতি বাক্যশেষঃ। [রীতি হইতেছে কাব্যের আত্মা। শরীরের যেমন আত্মা থাকে, তেমনি কাব্যশরীরের আত্মা হইতেছে রীতি।]

(৫) বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। (১।২।৭)

বিশেষবতী পদানাং রচনা রীতিঃ [রীতি হইতেছে—বৈশিষ্ট্যযুক্ত পদরচনা।]

(৬) বিশেষো গুণাত্মা। (১।২।৮)

[এখানে বিশেষ বলিতে বুঝায় সেই ধরণের পদরচনা, যাহার আত্মা হইতেছে গুণ।]

(৭) সা ত্রেধা—বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া, পাঞ্চালী চেতি। (১।২।৯)

[রীতি তিনপ্রকার—বৈদর্ভী, গৌড়ী এবং পাঞ্চালী।]

(৮) তাসাং পূর্বা গ্রাহ্যা—গুণসাকল্যাৎ। (১।২।১৪)

[এই তিনটি রীতির মধ্যে প্রথমটিই (বৈদর্ভীই) উপাদেয়—কারণ তাহাতে সমস্ত গুণ আছে।]

(৯) ন পুনরিতরে স্তোকগুণত্বাৎ। (১।২।১৫)

[অপর দুইটি অর্থাৎ গৌড়ী এবং পাঞ্চালী উপাদেয় নয়, কারণ তাহাদের মধ্যে গুণের অল্পতা আছে।]

(১০) গুণ-বিপর্যয়াত্মানো দোষাঃ। (২।১।১)

[গুণের বিপর্যয় হইতেছে—দোষ]।

(১১) কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাঃ। (৩।১।১)

যে খলু শব্দার্থয়োর্ধর্মাঃ কাব্যশোভাং কুর্বন্তি, তে গুণাঃ। তে চৌজঃ-প্রসাদাদয়ঃ, ন যমকোপমাদয়ঃ, কৈবল্যে তেষামকাব্যশোভাকরত্বাৎ। ওজঃ-প্রসাদাদীনাং তু কেবলানামস্তি কাব্যশোভাকরত্বমিতি। [গুণ হইতেছে কাব্যের শোভাসম্পাদনকারী ধর্ম। শব্দ ও অর্থের যে ধর্ম-সমূহ কাব্যের শোভা বিধান করে, তাহারা হইতেছে গুণ ; ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি হইতেছে গুণ ; যমক, উপমা প্রভৃতি নহে। কারণ কেবল যমক-উপমাদির প্রয়োগের দ্বারা কাব্যশোভা সম্পাদন করা যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র ওজঃ-প্রসাদাদির কাব্যশোভাকরত্ব-শক্তি আছে।]

(১২) তদতিশয়হেতবস্ত্বলংকারাঃ। (৩।১।২)

তস্যাঃ কাব্যশোভায়া অতিশয়ঃ তদতিশয়ঃ, তস্য হেতবঃ। * * অলংকারাশ্চ যমকোপমাদয়ঃ।

[কাব্যশোভার যে আতিশয্য দেখা যায়, তাহার হেতু হইতেছে অলংকার-সমূহ—যমক, উপমা প্রভৃতি।]

(১৩) পূর্বে নিত্যাঃ। (৩।১।৩)

পূর্বোক্ত (গুণসকল) হইতেছে নিত্যধর্ম ; কারণ এগুলি ব্যতীত কাব্যশোভার উপপত্তি হয় না।]

(১৪) যথা বিচ্ছিত্তিতে রেখা চতুরং চিত্রপণ্ডিতৈঃ।

তথৈব বাগপি প্রাজ্ঞৈঃ সমস্তগুণ-গুম্ফিতা ॥ (পরিকর শ্লোক ৩।১)

[যেমন চিত্রপণ্ডিতগণ নিপুণতা সহকারে রেখাবিন্যাস করেন, সেইরূপ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ কাব্যরচনাকে সমস্তগুণ-সংযুক্ত করিয়া থাকেন।]

আমাদের মনে হয় বামন-নির্দ্ধারিত কাব্যতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে উপরোক্ত সূত্রগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি সূত্রের বৈশিষ্ট লক্ষ্য করার মত। প্রথমতঃ এখানে অলংকারকে গৌণ স্থান দেওয়া হইয়াছে ; 'গ্রাহ্যম্' শব্দের অর্থ 'উপাদেয়ম্' বলায়, অলংকারের যে কাব্যের স্বরূপঘটকত্ব নাই, তাহা গ্রন্থের প্রথমেই বলা হইল। এই সিদ্ধান্তই আরো বিশদ করা হইল—৩।১।২ সূত্রে—'তদতিশয়হেতবস্ত্বলংকারাঃ'—এই কথা বলিয়া। আর এখানে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল 'সৌন্দর্য্য' অর্থে অলংকার শব্দের প্রয়োগ। এখানে অলংকার শব্দের ব্যাপক অর্থ লক্ষণীয়। পারিভাষিক অলংকার ব্যতীতও যে কাব্য সৌন্দর্য্য থাকে, কাব্যতত্ত্ব যে আসলে বৃহত্তর সৌন্দর্য্যতত্ত্বের(Æsthetics) অন্তর্ভুক্ত—অলংকার, গুণ, রীতি সবেরই লক্ষ্য যে কাব্যের উপাদেয়ত্বসাধক এই সৌন্দর্য্যের বিধান করা, পারিভাষিক অলংকারসমূহ যে এই সৌন্দর্য্যের করণ মাত্র এবং এই সৌন্দর্য্য-বিধান করিতে হইলে কাব্যে ইহার বাধক দোষসমূহকে ত্যাগ এবং সাধক গুণ ও অলংকারসমূহকে গ্রহণ করিতে হইবে—কাব্যতত্ত্বের এই গভীর সত্যের প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আচার্য্য বামনের চিন্তাধারার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল—কাব্যাত্মার অনুসন্ধান ও সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত। বামনের সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই অগ্রাহ্য হইয়াছে। তবে এ সত্য তো অস্বীকার করা যাইবে না যে তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে কাব্যাত্মার সন্ধান করিতে না পারিলে পূর্বাচার্য্যগণের মত অলংকার ও গুণ প্রভৃতির বিচার নিরর্থক হইবে। গুণালংকার-ব্যতিরিক্ত কাব্যাত্মা যে আছে—এই সত্য আবিষ্কার করাতেই বামনের কৃতিত্ব। আচার্য্য বামন সেই কারণেই কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে বলিলেন—'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। বৃত্তিতে বলিলেন—'শরীরস্যেবেতি বাক্যশেষঃ' ; অর্থাৎ শরীরের যেমন আত্মা থাকে,

তেমনি কাব্যশরীরেরও আত্মা আছে এবং তাহা হইতেছে—রীতি। এই সূত্র ও বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়া কামধেনু-টীকায় শ্রীগোপেন্দ্রত্রিপুরহর বলিয়াছেন—

'নন্থ কাব্যস্য কথম্ উপপদ্যতে অশরীর-ভূতস্য আত্মাবচ্ছেদকত্বাসত্ত্বাদিত্যাশংক্য—'শব্দার্থযুগলং শরীরং, তস্যাধিষ্ঠাতা রীতির্নাম আত্মেত্যুপপত্তিমুন্মীলয়িতুম্ আকাঙ্খিতং পদমাপূরয়তি।

অর্থাৎ টীকাকারের মতে বামনের সিদ্ধান্তানুযায়ী শব্দ ও অর্থ উভয়ই হইতেছে কাব্যের শরীর এবং রীতি হইতেছে—কাব্যের আত্মা। বামন কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের—১৩১০ সূত্রের (ইতিবৃত্তকুটিলত্বং চ ততঃ) বৃত্তিতে 'শরীর' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এইভাবে—ইতিহাসাদিঃ ইতিবৃত্তং কাব্যশরীরম্'। এখানে যেন সাহিত্যের বিষয়বস্তুকেই কাব্য শরীর বলিয়া মনে করা হইয়াছে। যাহা হউক, কাব্যের শরীর তাহার বিষয়বস্তুই হউক বা সেই বিষয়বস্তুর প্রকাশক শব্দার্থযুগলই হউক, তাহার আত্মা হইতেছে রীতি। রীতি হইতেছে 'বিশিষ্টা পদরচনা' বা বিশেষত্বযুক্ত পদসন্নিবেশ এবং এই বিশেষত্বের আত্মা হইতেছে গুণ; অর্থাৎ গুণরূপ-আত্মা-সমন্বিত বিশেষ ধরণের পদরচনা হইতেছে রীতি এবং তাহাই কাব্যের আত্মা। এই 'বিশেষ বা' গুণ-ই হইতেছে—'কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মাঃ' এবং অলংকারসমূহ হইতেছে—'তদতিশয়হেতবঃ'। এখানে 'অলংকার' শব্দ সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং যমক উপমা প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। কাব্যশোভার ঘটক হওয়ায় গুণসমূহ স্বভাবতঃই নিত্য এবং তাহা না হওয়ায় অলংকারসমূহ কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে অনিত্য—এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। বামনের সিদ্ধান্ত হইল—'সমস্তগুণগুম্ফিত বাক্ বা রচনা-রীতিই হইতেছে—কাব্যের আত্মা এবং বৈদর্ভী রীতিতে 'গুণ-সাকল্য' আছে বলিয়া ইহাই সর্বাপেক্ষা বেশী উপাদেয়।

আচার্য্য বামনের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। কাব্যাদর্শের ২।৩ কারিকার টীকায় তরুণ বাচস্পতি বামনকথিত গুণ ও অলংকারের প্রভেদ-লক্ষণকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

'শোভাহেতবো গুণাঃ শোভাতিশয়হেতবঃ অলংকারা ইতি—কৈশ্চিদুক্তম্। শোভাতিশয়হেতুত্বস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ নায়ং ভেদহেতুঃ' ॥ তরুণ বাচস্পতির বক্তব্যের মূল কথা হইল প্রস্তুত প্রসঙ্গের বিবক্ষা শোভাতিশয্যের হেতু নির্ণয় করা নয়। তাহা ব্যতীত বামনকথিত গুণ এবং অলংকার—উভয়েই তো কাব্যের শোভাসম্পাদন করিতেছে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ হইতেছে—পরিমাণগত—

শ্রেণীগত নয়। সুতরাং এই ভেদ-বর্ণনা গুণ ও অলংকারের স্বরূপগত ভেদ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছে।

আচার্য্য মম্মটও প্রশ্ন তুলিলেন—.

কিং সমস্তৈ গু´ণৈঃ কাব্যব্যবহার উত কতিপয়ৈঃ। যদি সমস্তৈ স্তৎ কথমসমস্তগুণা গৌড়ী পাঞ্চালী চ রীতিঃ কাব্যস্যাত্মা ? অথ কতিপয়ৈ স্তৎ—

'অদ্রাবত্র প্রজ্জ্বলত্যগ্নিরুচ্চৈঃ প্রাজ্যঃ প্রোত্থন্নুল্লসত্যেষ ধূমঃ' ইত্যাদাবোজঃ-প্রভৃতিষু গুণেষু সৎসু কাব্যব্যবহার-প্রাপ্তিঃ।

স্বর্গ-প্রাপ্তিরনেনৈব দেহেন বরবর্ণিনী।
অস্যা রদচ্ছদরসো ন্যক্করোতিতরাং সুধাম্ ॥

ইত্যাদৌ বিশেষোক্তি-ব্যতিরেকৌ গুণনিরপেক্ষৌ কাব্যব্যবহার-প্রবর্ত্তকৌ ॥

কাব্য ৮।৬৭ বৃত্তি।

বামনের মতে কাব্যের আত্মা হইতেছে রীতি, এবং রীতির আত্মা হইতেছে গুণ। সমস্তগুণগুম্ফিতা বাক্ বা রীতি বলিয়াই বৈদর্ভী রীতি উপাদেয়। গুণসংযুক্ত না হইলে যে কাব্য হইবে না—এমন কথা বামন বলেন নাই ; তিনি বিভিন্ন রীতির দ্বারা কাব্যের উপাদেয়ত্বের তারতম্যের কথাই বলিয়াছেন। অতএব মম্মটের উক্তির প্রশ্নাংশটি নিরর্থক। শ্রীগোপেন্দ্র ত্রিপুরহর তাঁহার কামধেনুটীকায় এই কথাই বলিয়াছেন—

"যথা বা পরমতে ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যে ধ্বনিরুত্তমং কাব্যং, গুণভাবে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যং মধ্যমং কাব্যং, সম্ভাবনামাত্রে চিত্রমবরং কাব্যমিতি কাব্যভেদাঃ কথিতাঃ, তথাত্রাপি গুণসামগ্র্যে বৈদর্ভী, অবিরোধিগুণান্তরানিরোধেন ওজঃ, কান্তিভূয়িষ্ঠত্বে গৌড়ীয়া, মাধুর্য্য-সৌকুমার্য্য-প্রাচুর্য্যে পাঞ্চালীতি কাব্যভেদাঃ কথ্যন্তে।" (কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ—কামধেনু টীকা-পৃঃ ১২)।

তবে মম্মট যে উদাহরণ সহকারে দেখাইয়াছেন যে গুণবর্জ্জিত অথচ অলংকারসংযুক্ত রচনা কাব্য হইতে পারে—ইহাই বামনের সিদ্ধান্তের পক্ষে মারাত্মক কথা। কারণ সে ক্ষেত্রে কাব্যরচনার পক্ষে গুণসমূহ অনিত্য হইয়া পড়ে এবং অলংকারও কাব্যের শোভাকারী হয়। তাহা ব্যতীত গুণকে রীতির আত্মা বলায় এবং গুণগুম্ফিত রচনাকে কাব্য বলায়, কাব্যের সহিত গুণের সংযোগ যে যান্ত্রিক (mechanical), আত্মিক নয়, তাহাও স্বীকৃত হইয়া যাইতেছে। আচার্য্য বামনের সিদ্ধান্তের এই দুর্বল দিকটিই মম্মট—"অদ্রাবত্র·····ধূমঃ"—এই উদাহরণে দেখাইয়াছেন। এখানে ওজঃ প্রভৃতি গুণ আছে, কিন্তু এই রচনাকে যে কাব্য বলা যায় না, তাহা তো সুস্পষ্ট ; অর্থাৎ কাব্যাত্মার অনুসন্ধান

করিতে গিয়া বামন যদিও বলিলেন—রীতিই কাব্যের আত্মা, তাহা হইলেও রীতিকে গুণ-নির্ভর করার ফলে এবং গুণসমূহ শব্দ ও অর্থাশ্রয়ী হওয়ায়, পার্য্যন্তিক বিচারে বামনের রীতি ও তাহার প্রযোজক গুণ কাব্যের শরীরনিষ্ঠই হইয়া পড়ে। অবশ্য বামনের টীকাকার তাঁহার কামধেনু টীকায় গুণকে আত্ম-নিষ্ঠ প্রমাণ করিতে গিয়া নিম্নোক্ত বিচার উপস্থাপিত করিয়াছেন—

"রীতিধ্বনিবাদমতয়োরিয়াংস্তভেদঃ—তত্র প্রথমে রীতিরাত্মা কাব্যস্য; তদ্-ব্যবহার-প্রযোজকা গুণাঃ। চরমে তু ধ্বনিরাত্মা; স এব তদ্-ব্যবহার-প্রযোজক ইতি। উভয়ত্রাপ্যাত্মনিষ্ঠা গুণাঃ। শব্দার্থযুগলং শরীরম্, তন্নিষ্ঠা অলংকারা ইতি সর্বমবিশিষ্টম্।" (ঐ-পৃঃ ৭২)।

কিন্তু এই বিচারের তুচ্ছতা এতই সুস্পষ্ট যে ইহা কোনক্রমেই গ্রাহ্য করা যায় না। কারণ রীতির কাব্যাত্মত্ব স্বীকৃত হইলে, তবেই গুণকে আত্মনিষ্ঠ বলা যায়। কিন্তু মূলেই যদি সত্য না থাকে. তাহা হইলে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত দাঁড়াইবে কোথায়?

অবশ্য একথা ঠিক যেআচার্য্য বামন—মম্মট প্রভৃতির মত—গুণ ও অলংকারের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন; তবে তিনি গুণ ও অলংকারকে শব্দের ধর্ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বামনের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটি লক্ষণীয়; গুণ ও অলংকারের লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্বক তাহাদের উদাহরণরূপে তিনি শ্লোক দুইটি রচনা করিয়াছেন—

(১) যুবতেরিব রূপমঙ্গং কাব্যং স্বদতে শুদ্ধগুণং তদপ্যতীব।
বিহিতপ্রণয়ং নিরন্তরাভিঃ সদলংকারাবিকল্প-কল্পনাভিঃ॥

(২) যদি ভবতি বচশ্চ্যুতং গুণেভ্যো বপুরিব যৌবনবন্ধ্যমঙ্গনায়াঃ।
অপি জনদয়িতানি দুর্ভগত্বং নিয়তমলংকারাণি সংশ্রয়ন্তে॥

কা. সূ. বৃঃ—৩।১।১-২ বৃত্তিঃ।

এ বিষয়ে আধুনিক এক গবেষক পণ্ডিতের অভিমতও উদ্ধারযোগ্য—

The analogy which later writers found between the Guṇas and qualities of energy, sweetness etc, residing inseparably as virtues of the human soul as well as the analogy between the Alaṅkāras or poetic figures and ornaments on the human body (which embellish indirectly through the sound and sense the underlying soul of sentiment, but not invariably) has been noted by Vāmana in

two illustrative verses, cited under iii—1-2. But it must be clearly understood from Vāmana's treatment that he would regard both the Guṇa and the Alaṅkāra (although in different degrees) as the properties of *śabda* and *artha* (Concept of Rīti and Guṇa in Sanskrit Poetics.

—P. C. Lahiri-pp. 90-91)

"রীতিরাত্মা কাব্যস্য"—এই উক্তির দ্বারা বামন কি "Style is the man"—এই ভাবটিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন ? ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (কাব্য-বিচার-পৃঃ ৫৬-৫৭) এবং ডঃ সুশীলকুমার দে (H. S. P.-pp. 92)—উভয়েই মনে করেন বামন-কথিত এই রীতির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য মতের অনুযায়ী—subjective element—রচয়িতার ব্যক্তিসত্তার প্রকাশক উপাদান নাই, ইহা নিতান্তই বহিরঙ্গ ব্যাপার। পক্ষান্তরে ডঃ ভি. রাঘবন্ মনে করেন—রীতিতে subjective element বিদ্যমান এবং ইহাকে পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকের কথিত অর্থে গ্রহণ করা যায়।[১] কাব্যের form বা বাক-প্রতিমাকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ কবির ও কবি-কৃতির আত্মার অভিন্ন প্রকাশ-রূপেই দেখিয়াছেন। উইল ডুরাণ্ট বলেন—

"Form is not merely the shape, but the shaping force, an inner necessity, an impulse which moulds mere material to a specific figure and purpose.

I. E Springham তাঁহার Creative Criticism গ্রন্থে একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—

Rythm and metre must be regarded as a thing identical with style, as style is identical with artistic form and form, in its turn, is the work of art in its spiritual and indivisible self.

আমাদের মনে হয় আচার্য্য বামন অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে হইলেও এই সত্যকে ধরিতে পারিয়াছিলেন যে কাব্যের আত্মার সহিত রীতির কোথাও না কোথাও সংযোগ আছে—যদিও সেই সংযোগের কেন্দ্র-বিন্দুটি কি—তাহা স্পষ্ট ধরিতে পারেন নাই। তিনি যে ইহা ধরিতে পারিয়াছিলেন—তাহা ধ্বনিকারও স্বীকার

(১) See—Some Concepts of the Alaṅkāra Śāstra—V. Raghavan—Chapter on Rīti

করিয়াছেন। ধ্বন্যালোকের ৩।৪৬ কারিকার বৃত্তিতে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—'রীতি-লক্ষণ-বিধায়িনাং হি কাব্যতত্ত্বমেতদস্ফুটতয়া মনাক্ স্ফুরিতমাসীৎ।' ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন—

'শোভাসৌন্দর্য্য যে কাব্যের নিদান—তাহা বামন বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এই শোভা ও সৌন্দর্য্যকে একান্তভাবে শব্দগত ও অর্থগত মনে করিয়া—কাব্যকে একান্ত objective বা বহিরঙ্গভাবে আলোচনা করিতে গিয়া, কাব্যসৌন্দর্য্যের যথার্থ স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া 'শব্দার্থের মোহজালে নিপতিত হইয়াছিলেন।" (কাব্যবিচার পৃঃ ৫৮)

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে আচার্য্য বামনের অবদান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব—

It was Vāmana who first emphasised the importance of diction in poetry which sharply separates literary works from philosophical or technical writing and thereby suggested a line of enquiry into the essence of poetic charm. Some may be disposed to challenge the view that the beauty which Vāmana sets forth as the ultimate test of poetry is capable of realisation by a carefully worked out diction. Nevertheless, due credit must be given to him as he was the first known theorist to emphasise the proper disposition of word and sense and enquire into the flaws and excellences of expression—**the facts of externalisation being, in his opinion, an important factor in every consideration of poetry. (Concept of Rīti and Guṇa in Sanskrit Poetics p,p, 111)**

কাব্যের আত্মার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন—আচার্য্য বামন এবং তাহার সন্ধান পাইয়াছেন—আচার্য্য আনন্দবর্ধন। আনন্দবর্ধনের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা-মুখে আলংকারিকশ্রেষ্ঠ শ্রীমদভিনবগুপ্ত রসবাদ ও ধ্বনিবাদের সম্মিলন ঘটাইয়া—সমস্ত ধ্বনির রসধ্বনিতে পর্য্যবসান হয়—ইহা ঘোষণা করিয়া কাব্যতত্ত্বের চরম সত্যকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ, মহিমভট্টের অনুমিতিবাদ, ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্যবাদ এবং অন্যান্য আচার্য্যগণের বিভিন্ন মতবাদ কাব্যতত্ত্বের এই পরম সত্যকে খণ্ডিত বা আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। সেই

কারণেই আচার্য্য আনন্দবর্ধন ও আচার্য্য অভিনবগুপ্ত অলংকার-সরণি-ব্যবস্থাপক রূপে, সাহিত্য-মীমাংসা-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মীমাংসকরূপে বরণীয় হইয়াছেন এবং প্রায় সহস্র বৎসর পরে আজও তাহাদের কীর্ত্তি স্বীয় ভাস্বরতায় উজ্জল হইয়া আছে।

(২)

ডঃ শ্রীমতী সন্ধ্যা ভাদুড়ী তাঁহার 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন—

অলংকার কাব্যের স্বরূপঘটক নয়, রীতিই কাব্যের স্বরূপঘটক, কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ—এই লক্ষণের মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে অদূরাবির্ভূত ধ্বনিমতের। বক্রোক্তির লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া যেখানে বামন বলিলেন 'সাদৃশ্যাল্লক্ষণা বক্রোক্তিঃ' এবং উদাহরণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিলেন—উন্মিমীল কমলং সরসীনাং কৈরবং চ নিমিমীল মুহূর্ত্তাৎ-অত্র নেত্রধর্মাবুন্মীলন-নিমীলনে সাদৃশ্যাদ্ বিকাস-সংকোচে লক্ষয়তঃ"—সেখানে যেন তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে কাব্যের বাহ্যশোভাসাধক এই অলংকার ও গুণ ছাড়া কাব্যের মধ্যে আরো যেন কিছু আছে, যাহা বাচ্যার্থের সাহায্যে ধরা যায় না ***

বাস্তবিক পক্ষে কাব্যের এই আপাতদৃষ্টিতে রমণীয় বাচ্যার্থশোভা-সম্পাদক অলংকার ভিন্ন আরো যে কিছু আছে, যাহা কাব্যের জীবিত বা প্রাণ-স্বরূপ, যাহা 'লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু' সমস্ত কাব্যের মধ্যে বিশেষরূপে প্রতীত হয়, যাহা চক্ষুকর্ণরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়াও ইন্দ্রিয়াতীত এবং যাহা কাব্যশরীররূপ দেহাবলম্বী হইয়াও বিদেহ, কাব্যের সেই পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেন কাব্য-তাত্ত্বিকগণ সচেতন হইয়া উঠিতেছিলেন। তাই স্থূলদৃষ্টিতে যাহারাই সৎ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে অসৎ-স্বরূপ হইয়া আসিতে লাগিল। অলংকার নয়, গুণ নয়, রীতি নয়—প্রতীয়মান অন্য কি এক বস্তু কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি-গোচর হইতে আরম্ভ হইল। তাহাকে কেহ বলিলেন বক্রোক্তি, কেহ ধ্বনি, কেহ রস, কেহ বা রমণীয়তা। কাব্যের প্রাণভূত এই ধ্বনি বা রসকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তীকালের রসবাদ এবং ধ্বনিবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।"

ধ্বন্যালোক এই ধ্বনিবাদের প্রকরণ গ্রন্থ। ইহাতে ধ্বনিবাদ নিরূপিত ও প্রতিষ্ঠিত হইলেও,—'বস্ত্বলংকারধ্বনী তু সর্বথা রসং প্রতি পর্য্যবস্যেতে' ইহা বলিয়া ধ্বনিবাদিগণ বস্তুতঃ রসবাদের ও ধ্বনিবাদের একাত্মতা স্বীকার

করিয়াছেন এবং শ্রীল বিশ্বনাথ কবিরাজের 'বাক্যম্ রসাত্মকং কাব্যম্'—এই বক্তব্যকেই কার্যতঃ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন।

ধ্বন্যালোকের বিষয়-বিভাগ

'ধ্বন্যালোকের' বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমরা সংক্ষেপে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উল্লেখ করিব। ধ্বন্যালোক গ্রন্থ চারিটি উদ্দ্যোত বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম উদ্দ্যোতে ধ্বনিসম্বন্ধে ধ্বনি-বিরুদ্ধ মতের আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে অভাববাদ, ভক্তিবাদ বা অনির্বচনীয়তাবাদ—কোনটিই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নয়। ধ্বনিকে গুণ ও অলংকারের অন্তর্ভুক্ত করাও যায় না। বিরুদ্ধ মত-সমূহের খণ্ডন করিয়া এই উদ্দ্যোতে ধ্বনির লক্ষণ, লক্ষণের ব্যাখ্যা, ধ্বনির মুখ্য-ভেদ-কথন ও সে বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে ব্যঙ্গ্যানু-সারে ধ্বনির প্রভেদ নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে ধ্বনির মুখ্যভেদ দুইটির অর্থাৎ অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির বিভিন্ন প্রভেদ ও তাহাদের বৈশিষ্ট্য সমুচিত উদাহরণ সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর গুণ, রীতি ও অলংকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ধ্বনির সহিত তাহাদের সম্বন্ধের কথা আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় উদ্দ্যোতে ব্যঞ্জকানুসারে ধ্বনির ভেদসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই উদ্দ্যোতে ধ্বনির অন্যান্য অবান্তর ভেদসমূহের কথা বলিয়া দেখানো হইয়াছে কি ভাবে বর্ণ, পদ, বাক্য, সংঘটনা এবং প্রবন্ধ ধ্বনির ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। এই পরিচ্ছেদেই বিস্তৃতবিচারমুখে মীমাংসক ও তার্কিকগণের মত খণ্ডন করিয়া ব্যঞ্জনা-বৃত্তির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। অতঃপর গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও চিত্র কাব্যের বিষয়, কাব্যবিচারপদ্ধতি এবং কাব্যোৎকর্ষের ক্রমও এই উদ্দ্যোতের আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। চতুর্থ উদ্দ্যোতের বিষয়বস্তু হইতেছে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা ও ধ্বনির সাহায্যে কি ভাবে তাহা বিবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে—তাহা দেখানো। বস্তুতঃ সমগ্র গ্রন্থের বিষয়বস্তু-রচনায় কিছুটা শিথিলতা থাকিলেও প্রকরণ গ্রন্থ হিসাবে ধ্বন্যালোক সামগ্রিক ভাবে ধ্বনিবাদের সার্থক প্রতিষ্ঠায় আত্ম নিয়োগ করিয়াছে এবং সে বিষয়ে যে সিদ্ধকাম হইয়াছে—তাহা নিঃসন্দেহ।

কারিকাকার ও বৃত্তিকার

ধ্বন্যালোকের কারিকাকার ও বৃত্তিকার একই ব্যক্তি কিনা এই প্রশ্নে পণ্ডিতমহলে তীব্র মতভেদ আছে। উভয় পক্ষেই মহারথিগণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক দিকে আছেন হেরম্যান জ্যাকবি, ডঃ সুশীলকুমার দে, মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাণে, অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। ইঁহাদের মতানুসারে

হইতেছে—ধ্বন্যালোকের কারিকাকার ও বৃত্তিকার বিভিন্ন ব্যক্তি। অপর দিকে আছেন মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী, ডঃ কে. সি. পাণ্ডে, ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভি. রাঘবন্ প্রভৃতি; ইঁহারা মনে করেন ধ্বন্যালোক গ্রন্থের কারিকাকার ও বৃত্তিকার একই ব্যক্তি—বিভিন্ন নহেন। উভয়পক্ষই বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে নিজ নিজ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এই তর্কের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিতে চাহিনা। কারিকাকার ও বৃত্তিকার ভিন্ন না অভিন্ন—এ প্রশ্ন কৌতূহলজনক হইতে পারে এবং ইহার মীমাংসা অপর দিক হইতে আবশ্যক হইতে পারে—কিন্তু ধ্বন্যালোকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত জানিবার পক্ষে ইহার গুরুত্ব তাদৃশ নহে। সুতরাং পণ্ডিতবর্গের আলোচনা তাঁহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখিয়া আমরা গ্রন্থের তাৎপর্য্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। জিজ্ঞাসু পাঠক এবিষয়ে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক কাণের History of Sanskrit Poetics, ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের History of Sanskrit Poetics, ডঃ কে. সি. পাণ্ডের Abhinava-gupata ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'A dissertation on the identity of the auther of the Dhanyaloka' in B. C. Law Volume Part I (1945, pp. 179-194), ডঃ কে মূর্ত্তির 'Dhanyaloka and Its Critics (chater III)—প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

ধ্বনিবাদ— বহু প্রাচীন মতবাদ

(ধ্বন্যালোকের প্রথম কারিকাতেই (১।৩) আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন যে ধ্বনিবাদের তিনি প্রবর্তক নহেন। ইহা পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত এক প্রাচীন মতবাদ, যাহা বহুদিন পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল—'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃসমাম্নাতঃপূর্বঃ' তাহাই সহৃদয়গণের মনের প্রীতির জন্য বিবৃত করিতেছি—'ব্রূমঃ সহৃদয়-মনঃ-প্রীতয়ে তৎস্বরূপম্'। বহুবচনে প্রযুক্ত 'বুধ'শব্দের দ্বারা এবং 'সমাম্নাতপূর্বঃ' শব্দের দ্বারা তিনি বলিয়াছেন—ইহা পণ্ডিতসমাজে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই মতবাদ সম্বন্ধে ধ্বন্যালোকের পূর্বে রচিত কোন গ্রন্থ তো পাওয়া যায় না; অতএব এই মত পণ্ডিতসমাজে পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল—ইহা কিরূপে বলা যায়? শ্রীমদভিনবগুপ্ত লোচনটীকায় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—'অবিচ্ছিন্নেন প্রবাহেন তৈরেতদুক্তং, বিনাপি বিশিষ্টপুস্তক-বিনিবেশনাদিত্যভিপ্রায়ঃ''—কোন বিশিষ্ট গ্রন্থে এই তত্ত্বের আলোচনা করা না হইলেও ইহা গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবহমান ছিল। কারিকার 'সমাম্নাতপূর্বঃ'-শব্দের 'সম' উপসর্গটির দ্বারা ইহাই বলান হইয়াছে

যে এই ধ্বনিতত্ত্ব পণ্ডিতগণের বিশেষ আদরণীয় ছিল ; তাহা না হইলে পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিতেন না—"ন চ বুধা ভূয়াংসোঽনাদরণীয়ং বস্তাদরেণ উপদিশেয়ুঃ"। তবে এই তত্ত্ব সাদরে আলোচিত হইত সহৃদয় কাব্যতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা ; ইহার তত্ত্ব গতানুগতিক কাব্যলক্ষণকারগণের (Rhetoricians) নিকট প্রকটিত ছিল না। যাহা হউক, ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রকরণ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং শ্রীমদানন্দবর্ধন এই ধ্বন্যালোক রচনার দ্বারা সেই প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছেন। ধ্বন্যালোকের সমাপ্তি শ্লোকে আনন্দবর্ধন এজন্য যে আত্মপ্রসাদ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা খুবই সঙ্গত—

সৎকাব্যতত্ত্ব-নয়বর্ত্ম চিরপ্রসুপ্ত-
কল্পং মনঃসু পরিপক্বধিয়াং যদাসীৎ।
তদ্ব্যাকরোৎ সহৃদয়োদয়লাভহেতো
রানন্দবর্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥

গ্রন্থে 'ধ্বনি' নামটি গ্রহণ করিবার কারণ প্রসঙ্গে ধ্বনিকার বলিয়াছেন—

'ধ্বনি'-নাম গ্রহণের কারণ—বৈয়াকরণ মত

'পরিনিশ্চিতনিরপভ্রংশশব্দব্রহ্মণাং বিপশ্চিতাং মতমাশ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোঽয়ং ধ্বনিব্যবহারঃ (৩।৩৩ বৃত্তি)—অর্থাৎ শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণগণের মত অবলম্বন করিয়া এই ধ্বনিব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; কারণ 'প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ, ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্। তে চ শ্রূয়মাণেষু বর্ণেষু ধ্বনিরিতি ব্যবহরন্তি। তথৈবান্যৈস্তন্মতানুসারিভিঃ সূরিভিঃ কাব্যতত্ত্বার্থদর্শিভিঃ বাচ্যবাচকসংমিশ্রঃ শব্দাত্মা কাব্যমিতি ব্যপদেশ্যো ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ্ ধ্বনিরিত্যুক্তঃ', (১।১৩ বৃত্তি) অর্থাৎ ব্যাকরণ সর্ববিদ্যার মূল বলিয়া অগ্রগণ্য বিদ্বান হইতেছেন,—বৈয়াকরণগণ ; তাঁহারা শ্রূয়মাণ বর্ণে ধ্বনিশব্দের প্রয়োগ করেন। তাঁহাদের মতানুসারে কাব্যতত্ত্বজ্ঞগণ ধ্বনিকে ব্যঞ্জকত্বের সহিত সমানধর্মী বলেন এবং সেই অর্থেই ধ্বনি শব্দের ব্যবহার আসিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে আনন্দবর্ধনাচার্য্য স্বকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি বৈয়াকরণ মতানুসারে অলংকার শাস্ত্রে ধ্বনি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক বৈয়াকরণ মতটি কি।

বৈয়াকরণ-গণের মতে শব্দ নিত্য ও স্বপ্রকাশ। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ অবিনাভাবী। এই নিত্যশব্দকেই তাঁহারা স্ফোট বলেন। 'স্ফুটতি অর্থ অস্মাৎ'—এই অর্থে স্ফোট হইতেছে অর্থের প্রতিপাদক। কিন্তু আমরা যাহা শুনি, তাহা ধ্বনি (Sound)—যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আনুপূর্বিক বিশিষ্ট

বর্ণসমূহই পদ ; তাহা একটির পর একটি গৃহীত হয় এবং তাহা স্ফোটকে অভিব্যক্ত করে। এখানে ধ্বনি শব্দের অর্থ—ব্যঞ্জক, দ্যোতক, প্রকাশক। তাহা স্ফোটকে (Eternal word) প্রকাশ করে—অর্থকে নহে। অর্থ স্ফোটের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়।* যাহা হউক, ব্যঙ্গ্য অর্থ কাব্যের চমৎকারিত্বের নিদান। এই ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রকাশ হয়—বাচক শব্দ ও বাচ্য অভিধেয় অর্থের দ্বারা। লক্ষ্যার্থ বাচ্যার্থের সাহায্যে প্রতীত হয় বলিয়া তাহা বাচ্যার্থের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহারা (বাচক শব্দ এবং বাচ্য ও লক্ষ্য অর্থ) ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জক, দ্যোতক বা প্রকাশক হয়। 'ধ্বনতি প্রকাশয়তি'—এই অর্থে ধ্বনিশব্দ কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন ; পরে ব্যঞ্জনা-ব্যাপার (প্রকাশ ক্রিয়া) এবং ধ্বনির কর্ম যে 'ব্যঙ্গ্যার্থ'—তাহাকেও বুঝায়। মূলতঃ বৈয়াকরণের প্রয়োগে ধ্বনিশব্দ ধ্বনন-ক্রিয়ার কর্তা—এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ; পরবর্ত্তীকালে ইহা ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হইয়া ধ্বনন ক্রিয়া, কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন হইয়া 'ব্যঞ্জক ধ্বনি এবং কর্মবাচ্যে নিষ্পন্ন হইয়া ব্যঙ্গ্য অর্থ বুঝাইতেছে। অভিনবগুপ্ত তাঁহার টীকাতে ইহা স্পষ্ট করিয়াছেন। ভগবান ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ের বিভিন্ন কারিকার আলোচনা করিয়া শ্রীমদভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—

"এবং চতুষ্কমপি ধ্বনিঃ। তদ্‌যোগাচ্চ সমস্তমপি কাব্যং ধ্বনিঃ। * * * তেন বাচ্যোঽপি ধ্বনি : বাচকোঽপি শব্দো ধ্বনিঃ, দ্বয়োরপি ব্যঞ্জকত্বং ধ্বনতীতি কৃত্বা। সংমিশ্র্যতে বিভাবানুভাবসংবলনয়েতি ব্যঙ্গোঽপি ধ্বনিঃ, ধ্বন্যতে ইতি কৃত্বা। শব্দনং শব্দঃ শব্দব্যাপারঃ, ন চাসাবভিধারূপঃ, অপি ত্বাত্মভূতঃ, সোঽপি ধ্বননং ধ্বনিঃ। কাব্যমিতি ব্যপদেশ্যশ্চ যোঽর্থঃ সোঽপি ধ্বনিঃ, উক্তপ্রকার-ধ্বনিষ্টচতুষ্টয়ময়ত্বাৎ ॥"

[এইভাবে চার প্রকারের বিষয়ই ধ্বনি, তাহাদের সংযোগে যে সমগ্র

---

*শব্দের নিত্যত্ব ইত্যাদি মানেন না—বৈয়াকরণ-গণের মধ্যে এরূপ সম্প্রদায় আছে। তাঁহাদিগকে 'উৎপত্তি-পক্ষ' বলা হয়। ভর্তৃহরি নিম্নোক্ত শ্লোকে তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন—

যঃ সংযোগ-বিয়োগাভ্যাং করণৈরুপজন্যতে।
স স্ফোট : শব্দজাঃ শব্দা ধ্বনয়োঽন্যৈরুদাহৃতাঃ ॥

স্ফোটবাদের বিরুদ্ধতাও নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে পরিস্ফুট—

(১) তদেবং বর্ণেভ্য এব সংস্কারদ্বারেণার্থপ্রত্যয়সম্ভববাদযুক্তা স্ফোটকল্পনা।

(ভাষা পরিচ্ছেদ)

(২) 'গগনকুসুমস্যেব স্ফোটকল্পনা ন যুক্তা'—শ্রীধর—ন্যায়কন্দলী-পৃঃ ২৬৯-২৭০

বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজ।

কাব্যবস্তু হয়, তাহাও ধ্বনি।*** তাই 'ধ্বনিত করে'—এইভাবে ধ্বনির অর্থ করিলে বাচ্য অর্থও ধ্বনি, বাচক শব্দও ধ্বনি। আবার 'ধ্বনিত' হয়—এইভাবে অর্থ করিলে বাচ্য-বাচকের সঙ্গে বিভাব অনুভাবের যে সংমিশ্রণ হয়, সেই ব্যঙ্গ্য অর্থও ধ্বনি। শব্দন অর্থাৎ শব্দ বা শব্দ ব্যাপার। এই ব্যাপার অভিধাদি প্রকারের নহে। বরং ইহাই আত্মভূত। তাহার দ্বারা ধ্বনন করা হয়; অতএব তাহা ধ্বনি। কাব্য বলিয়া যে বিষয়ের নামকরণ করা হয়, তাহাও ধ্বনি, যেহেতু উক্ত চার প্রকারের ধ্বনি তাহার মধ্যে আছে]

ভগবান পতঞ্জলিও মহাভাষ্যে ধ্বনি-প্রকাশ্যত্বের কথা বলিয়াছেন—'ব্যক্তরূপগ্রহণানুগুণা হ্যনুপাখ্যেয়াকারা বহব উপায়ভূতাঃ প্রত্যয়া ধ্বনিভিঃ প্রকাশ্যমানে শব্দে উৎপদ্যমানাঃ শব্দস্বরূপাবগ্রহহেতবো ভবন্তি।"

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় এক শ্রেণীর বৈয়াকরণ মতই ধ্বনি শব্দে ও ধ্বনিবাদে গৃহীত হইয়াছে; উভয় মতের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ধ্বনিবাদিগণের ঋণ এ ক্ষেত্রে নাম ও সাদৃশ্যব্যাপারেই সীমাবদ্ধ—তদতিরিক্ত কিছু নহে। কারণ ধ্বনিবাদিদের 'ধ্বনি' এবং বৈয়াকরণসম্মত ধ্বনি স্বতন্ত্র। বৈয়াকরণগণ অভিধা ও লক্ষণার মত ব্যঞ্জনাবৃত্তিকে শব্দের একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য নাগেশ ভট্ট ব্যঞ্জনা-বৃত্তি স্বীকার করিতে বৈয়াকরণগণকে অনুরোধ করিয়াছেন—বৈয়াকরণানামপ্যেতৎস্বীকার আবশ্যকঃ (মঞ্জুষা p.p, 160)। তাহা ব্যতীত কাব্যের ধ্বনি—বিশেষতঃ রসধ্বনি এবং ব্যাকরণের ধ্বনি কখনই এক নহে। সুতরাং আনন্দবর্ধন যখন বলেন যে তিনি শব্দব্রহ্মবাদিগণের অভিমত অনুসারেই ধ্বনিব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার উক্তিকে উপরে আলোচিত সীমিত অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে।

ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া আনন্দবর্ধনকে একদিকে যেমন বৈয়াকরণ মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি শব্দার্থের বিভিন্ন ব্যাপার (function) ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া মীমাংসক ও নৈয়ায়িক মতের খণ্ডন বা নূতন ব্যাখ্যান করিতে হইয়াছে। কারণ ধ্বনিবাদের মূলে আছে শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তি। শব্দের এই ব্যঞ্জনাশক্তির সম্বন্ধেই দার্শনিক-সম্প্রদায়ে গুরুতর আপত্তি। অতএব তাঁহাদের মত খণ্ডন না করিয়া এবং শব্দের ব্যঞ্জনা ব্যাপার তথা ধ্বনিবাদকে উপযুক্ত দার্শনিক ও নৈয়ায়িক ভিত্তির উপর

---

* শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্যের অনুবাদ।

স্থাপন না করিয়া আনন্দবর্ধনের গত্যন্তর ছিল না। সেই কারণে তাঁহাকে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকমত আলোচনা করিতে হইয়াছে।

মীমাংসক সম্প্রদায়ে শব্দ ও অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে দুইটি সুপ্রসিদ্ধ মতবাদ প্রচলিত আছে। তাহা হইতেছে অভিহিতান্বয়বাদ এবং অন্বিতাভিধানবাদ। মীমাংসক ভট্টমতে পদ অভিধাবৃত্তির দ্বারা তাহার অর্থ প্রকাশ করে। 'ঘটেন জলমাহরতি'-এই বাক্যের অর্থ পদার্থ হইতে কিরূপে প্রতিপাদিত হয়—এই বিষয়ে অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা করা হইয়াছে। 'ঘট' শব্দের অর্থ 'কুম্ভ' বা 'কলস'—জলাহরণের সাধন দ্রব্য; তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ করণকারক। 'ঘট'—এই পদের সহিত বিভক্তির অর্থ করণের যে অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ—তাহার বোধ কাহার দ্বারা হইতেছে? এইরূপ, ঘটরূপ করণের সহিত আহরণ ক্রিয়ার অন্বয় এবং আহরণ-ক্রিয়ার সহিত জলরূপ কর্মের যে সম্বন্ধ—তাহার বোধক কে? শব্দ ভিন্ন অন্য কিছু তাহার বোধক হইতে পারে না—মীমাংসকেরা এই ন্যায়ের (logic) অনুসরণ করেন। তাঁহারা বলেন 'শাব্দী হি আকাঙ্ক্ষা শব্দেনৈব পূর্য্যতে'; অর্থাৎ 'ঘটের দ্বারা'—এইরূপ অর্থবোধ হওয়ার ফলে 'কি হয়'—এইরূপ ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা আসে; আবার ক্রিয়ার সহিত কারকের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। এই 'আকাঙ্ক্ষা' শব্দের অর্থ হইতেছে 'ইচ্ছা'। কিন্তু ইহা চেতনধর্মা; সুতরাং অচেতন শব্দের বিশেষণ হইতে পারে না। কিন্তু ক্রিয়ার সহিত কারকের সম্বন্ধবোধ না হইলে শব্দগুলির অন্বয়বোধ পূর্ণ হইবে না এবং বাক্যার্থও সিদ্ধ হইবে না।

মীমাংসক মত অভিহিতান্বয়বাদ

'বাক্যার্থ' শব্দের অর্থ পদসমূহের সম্বন্ধ বা অন্বয়বোধ। এই সম্বন্ধের 'বোধক' কে? শব্দপ্রমাণ ভিন্ন প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদির দ্বারা ইহার বোধ হয়—ইহা স্বীকৃত হয় না। ভট্ট মতে পদের দ্বারা অর্থের বোধ হয় এবং শব্দবোধ্য অর্থের দ্বারা পরস্পর অন্বয়বোধ সম্পাদিত হয়। শ্লোকবার্ত্তিক ও মণ্ডনমিশ্রের ব্যাখ্যানমতে অন্বয়বোধ লক্ষণার দ্বারা সম্পাদিত হয়। মীমাংসকদের মতে শব্দ জাতিবোধক; কিন্তু জাতির অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই অর্থাৎ প্রয়োজন বা ফল সম্পাদনের সামর্থ্য নাই। 'গৌ'—শব্দের অর্থ গোত্ব-জাতি। কিন্তু তাহার দুগ্ধদান ও বাহনক্রিয়ার সামর্থ্য নাই। এমন কি জাতির অস্তি-নাস্তি-ক্রিয়ার সহিতও সম্বন্ধ নাই। কাজেই 'গৌরস্তি এই বাক্যই নিরর্থক হইয়া পড়ে। মণ্ডন মিশ্র বলিয়াছেন—

> জাতেরস্তিত্ব-নাস্তিত্বে ন হি কশ্চিদ্ বিবক্ষতি।
> নিত্যত্বাল্লক্ষণীয়ায়া ব্যক্তেস্তে হি বিশেষণে॥

অর্থাৎ জাতিবোধক শব্দ লক্ষণার দ্বারা অর্থের প্রতিপাদন করে এবং ব্যক্তির ধর্ম হইতেছে অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব প্রভৃতি। লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা ব্যক্তির বোধ হয় এবং তাহাদের পরস্পরের অন্বয়ও লক্ষণার দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহারই নাম অভিহিতান্বয়বাদ—'অভিহিতানাম্ অভিধাবৃত্ত্যা প্রতিপাদিতানাম্ অন্বয়ঃ।' এই মতানুসারে শব্দ অভিধাবৃত্তির দ্বারা জাতিরূপ অর্থ প্রতিপাদন করে এবং লক্ষণার দ্বারা ব্যক্তির অর্থ ও অন্বয়বোধ করে।

কাব্য-প্রকাশকার মম্মট ভট্ট অভিনবগুপ্তের 'লোচন'-টীকা হইতে এই অভিহিতান্বয়বাদ মতের অনুবাদ করিয়াছেন; তাহাতে অন্বয়বোধক তাৎপর্য্য-বৃত্তিরূপ পৃথক বৃত্তি অঙ্গীকৃত হইয়াছে এবং ইহা অভিহিতান্বয়বাদীর মত বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। ন্যায়মঞ্জরীকার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট অভিহিতান্বয়-বাদ এবং অন্বিতাভিধানবাদ প্রভৃতির বিস্তর আলোচন করিয়াছেন। তাঁহার মতে—ভট্টমতে স্বীকৃত লক্ষণার দ্বারা অন্বয়যোগ্য ব্যক্তিবোধ এবং অন্বয়বোধ দুইই সম্পাদিত হয়—ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ কল্পনা (theory)। প্রাচীন নৈয়ায়িক-গণের মতে পদের অভিধাবৃত্তির দ্বারা সংকেতিত অর্থের বোধ করায় এবং আকাঙ্ক্ষাদিসহকারে তাৎপর্যবৃত্তির দ্বারা অন্বয়বোধ সম্পাদন করে। তাৎপর্য্য-বৃত্তি পদেরই ব্যাপার। ইহার দ্বারা সাকাঙ্ক্ষ, সন্নিহিত, যোগ্য পদ ও পদার্থের অন্বয় প্রতিপাদিত হয়। অভিনবগুপ্ত, মম্মট প্রভৃতি অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে নৈয়ায়িক ও ভট্টমতের সংকর পরিদৃষ্ট হয়। নব্যনৈয়ায়িকদের মতে অন্বয়বোধিকা বৃত্তি পদনিষ্ঠ। তাঁহারা ইহার তাৎপর্য্য নাম দেন নাই,—ইহাকে সংসর্গমর্য্যাদা (অর্থাৎ সংসর্গ-বোধক প্রমাণ) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

প্রভাকরের মতে পদ মুখ্যার্থের স্মরণ করাইয়া দেয়। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ 'সংকেত' নামে অভিহিত হয়। এই সংকেত বৃদ্ধ-ব্যবহার (behaviour of the senior) হইতে অবগত হওয়া যায়। সম্পূর্ণার্থের জ্ঞান বাক্যের দ্বারাই সম্ভাবিত হয় এবং ক্রিয়া ব্যতিরেকে কেবল কারকের দ্বারা পূর্ণ অর্থ বোধিত হয় না।

অন্বিতাভিধানবাদ

প্রভাকর বলেন—শব্দ মুখ্যার্থের স্মরণ করাইয়া দেয়। অভিধাবৃত্তির দ্বারা পদ-পদার্থের অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। অভিধাবৃত্তি স্বরূপসতী অর্থাৎ স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিয়া অন্বয়রূপ অর্থের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানের পূর্বে, অপেক্ষা না করিয়া, সম্বন্ধের বোধ করাইয়া থাকে। ভট্টমতে অভিধাবৃত্তির দ্বারা পদ পদার্থের বোধ করায়। প্রভাকরমতে পদার্থ স্মৃতিমাত্র। অন্বয় প্রতি বাক্যেই ভিন্ন ভিন্ন

হয় বলিয়া তাহা বাক্যবোধের পূর্বে জ্ঞাত হইতে পারে না। প্রভাকরের মতের সহিত নব্যনৈয়ায়িকগণের মতের পার্থক্য অল্প। পরবর্তী কালে আলংকারিকগণ শব্দের অন্বিত অর্থে পদের শক্তি কল্পনা করেন এবং তাহা প্রভাকরের মত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। পদ সমভিব্যাহৃত পদের সহিত অন্বিত হয়। 'সমভিব্যাহার' শব্দের অর্থ সম্ (সামীপ্য) অভি (অভিমুখ অর্থাৎ সাকাঙ্ক্ষ) ব্যাহাব (উক্তি) অর্থাৎ সন্নিহিত সাকাঙ্ক্ষ পদের সহিত যে উচ্চারণ—তাহা। এই উচ্চারিত পদসমূহের অন্বয়বোধ হয়।

অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ—এই দুই মতবাদের এবং প্রাচীন নৈয়ায়িক মতের সাংকর্য্য পরবর্ত্তীকালে ঘটিয়াছে। তাহা প্রাচীন মূল গ্রন্থ শ্লোকবার্ত্তিক, ন্যায়মঞ্জরী এবং চিৎসুখাচার্য্য প্রণীত তত্ত্বদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের অনুশীলনে স্পষ্ট হইবে। উদয়নাচার্য্য-প্রণীত 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে' এই মতের আলোচনা দৃষ্ট হয় এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্ধমান আচার্য্যের 'প্রকাশ' টীকায় তাহার সুবিশদ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়।

আনন্দবর্ধন, অভিনব প্রভৃতি আলংকারিকগণের এই মতসমূহ আলোচনার তাৎপর্য্য হইতেছে—অভিধাবৃত্তির দ্বারা ব্যাঙ্গ্যার্থাববোধনের অসামর্থ্য প্রতিপাদন করা। মুখ্যার্থবোধ এবং তাহার অন্বয়বোধেই শব্দের অভিধাবৃত্তি পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার—অতিদূরস্থিত ব্যঙ্গ্যার্থ বোধ করাইবার শক্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? অতএব তজ্জন্য ব্যঞ্জনা বৃত্তির অঙ্গীকার অপরিহার্য;—ইহাই ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্ত।

শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্য্য ধ্বন্যালোকের ১।৪ করিকায় বৃত্তিতে উল্লিখিত 'ভম ধম্মিঅ'—প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় সুদীর্ঘ আলোচনামুখে অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদের খণ্ডন করিয়া ব্যঞ্জনা বৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

ত্রয়ো হি অত্র ব্যাপারাঃ সংবেদ্যন্তে—পদার্থেষু সামান্যাত্মসু অভিধাব্যাপারঃ, সময়াপেক্ষয়ার্থাবগমনশক্তির্হি অভিধা। সময়শ্চ তাবত্যেব, ন বিশেষাংশে ....ততো বিশেষরূপে বাক্যার্থে তাৎপর্য্যশক্তিঃ পরস্পরান্বিতে, 'সামান্যান্যথাসিদ্ধে বিশেষং গময়ন্তি'—ইতি ন্যায়াৎ' * * * দ্বিতীয়কক্ষ্যানিবিষ্টতাৎপর্য্যশক্তিসমর্পিতান্বয়বাধকোল্লাসানন্তরমভিধাতাৎপর্য্যশক্তিদ্বয়ব্যতিরিক্তা তাবৎতৃতীয়ৈব শক্তিস্তদ্বাধকবিধুরীকরণনিপুণা লক্ষণাভিধানা সমুল্লসতি। * * * চতুর্থ্যাং তু কক্ষ্যায়াং ধ্বননব্যাপারঃ * * * ন চ স্মৃতিরিয়ম্, অননুভূতে তদযোগাৎ, নিষ্কাপ্রতিপত্ত্বৈবক্তুরেতৎ বিবক্ষিতমিত্যধ্যবসায়াভাব-প্রসঙ্গাচ্চেত্যাদি

তাবদত্র শব্দস্যৈব ব্যাপারঃ। ব্যাপারশ্চ নাভিধাত্মা, সময়াভাবাৎ। ন তাৎপর্য্যাত্মা তস্যান্বয়প্রতীতাবেব পরিক্ষয়াৎ। ন লক্ষণাত্মা, উক্তাদেব হেতোঃ স্খলদ্-গতিত্বাভাবাৎ।* * * তস্মাদভিধাতাৎপর্য্যলক্ষণাব্যতিরিক্তশ্চতুর্থোঽসৌ ব্যাপারো ধ্বননদ্যোতন-ব্যঞ্জন-প্রত্যায়নাবগমাদিসোদর-ব্যপদেশনিরূপিতোঽভ্যুপগন্তব্যঃ।* * * তেন সময়াপেক্ষয়া বাচ্যাবগমনশক্তিরভিধাশক্তি। তদন্যথানুপপত্তিসহায়ার্থাববোধনশক্তিস্তাৎপর্য্যশক্তিঃ মুখ্যার্থবাধাদিসহকার্য্যপেক্ষার্থঃ প্রতিভাসন-শক্তি র্লক্ষণাশক্তিঃ। তচ্ছক্তিত্রয়োপজনিতার্থাবগমমূলজাততৎপ্রতিভাসপবিত্রিত-প্রতিপত্তৃপ্রতিভাসহায়ার্থদ্যোতনশক্তির্ধ্বননব্যাপারঃ। স চ প্রাগবৃত্তম্ ব্যাপারত্রয়ং ন্যকুর্ব্বন প্রধানভূতঃ কাব্যাত্মা।* * * এবমভিহিতান্বয়বাদিনামিয়দপহ্নবনীয়ম্।

অন্বিতাভিধানবাদিগণের অভিমত সম্বন্ধে তিনি বলেন—যোঽপ্যন্বিতাভিধানবাদী 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ'—ইতি হৃদয়ে গৃহীত্বা শরবদভিধাব্যাপারমেব দীর্ঘদীর্ঘমিচ্ছতি, তস্য যদি দীর্ঘো ব্যাপারস্তদেকোঽসাবিতি কুতঃ? ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। অথানেকোঽসৌ? তদ্বিষয়সহকারিভেদাদসজাতীয় এব যুক্তঃ। সজাতীয়ে চ কার্য্যে বিরম্যব্যাপারঃ শব্দকর্মবুদ্ধ্যাদীনাং পদার্থবিদ্ভির্নিষিদ্ধঃ। অসজাতীয়ে চাস্মন্নয় এব, অথ যোঽসৌ চতুর্থকক্ষানিবিষ্টোঽর্থঃ, স এব ঝটিতি বাক্যেনাভিধীয়ত ইত্যেবংবিধং দীর্ঘ-দীর্ঘত্বং বিবক্ষিতম্; তর্হি তত্র সংকেতাকরণাৎ কথং সাক্ষাৎপ্রতিপত্তিঃ?

অর্থাৎ যে দিক হইতেই বিচার করা যাউক না কেন, ভট্ট বা প্রভাকর কোন মীমাংসক মতেই অভিধা, লক্ষণা বা তাৎপর্যশক্তির সাহায্যে প্রতীয়মান অর্থের অবগমন হয় না। শব্দের অভিধাবৃত্তির বিষয় অতি সংকুচিত। তাহা অন্বয়যোগ্য ব্যক্তিরূপ অর্থের বোধ করাইতে পারে না এবং অন্বয়েরও বোধ করাইতে পারে না। সুতরাং তাহার বহির্ভূত যে ব্যঙ্গার্থ, তাহার বোধ কি করিয়া করাইবে? সেই কারণে যেমন অন্বয়বোধের জন্য লক্ষণাবৃত্তির অভ্যুপগম করা হইয়াছে, সেইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থবোধের জন্য অন্য বৃত্তি—ব্যঞ্জনা—স্বীকার করিতে হইবে—ইহাই ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্ত।

পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনীর অভিমতও আনন্দবর্ধন বিচার করিয়াছেন।

জৈমিনীর "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ"—সূত্রে (১।১।৫)

জৈমিনীর অভিমত উৎপত্তি শব্দটির অর্থ 'নিত্য' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে-

একথা শবরস্বামীর ভাষ্যে বলা হইয়াছে। জৈমিনী বলেন

শব্দ পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয়। বেদসমূহ অপৌরুষেয় বলিয়া ইহাদের

উক্তির প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু পৌরুষেয় কাব্যের প্রামাণ্য নির্ভর করে বক্তার আপ্তত্বের উপর। বক্তা যদি আপ্ত (trustworthy) হন, তবে তাঁহার উক্তি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু এখানে জৈমিনীমতের একটি বিশেষ ত্রুটি দেখা যাইবে। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যদি নিত্য (eternal) হয়, তাহা হইলে সেই শব্দ পৌরুষেয় বা অপৌরুষেয় যাহাই হউক, কিংবা তাহার বক্তা আপ্ত হউক বা না হউক, সর্বক্ষেত্রেই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ একই থাকিবে অর্থাৎ শব্দ তাহার নিত্য অর্থকে সর্ব অবস্থাতেই প্রকাশ করিবে। সেক্ষেত্রে শব্দের পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় ভেদ নিরর্থক হইয়া পড়িবে। মীমাংসক এক্ষেত্রে এই বলিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহেন যে এরূপক্ষেত্রে বক্তার অনাপ্তত্ব (ত্রুটি) বক্তার অভিপ্রায়কে দোষযুক্ত করিয়া থাকে এবং সেই কারণেই শব্দার্থ যথাযথ ভাবে প্রকাশিত হয় না।[১] আনন্দবর্ধন এই অভিমতের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—কিভাবে ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকারের দ্বারা জৈমিনীর যুক্তির ফাঁকটুকু পূর্ণ করা যায় এবং কিভাবে ব্যঞ্জনাবৃত্তিগ্রহণ না করিলে জৈমিনী-মতের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। বস্তুতঃ আনন্দবর্ধনের মতে মীমাংসক কর্তৃক বক্তার এই অভিপ্রায় স্বীকারের দ্বারা পরোক্ষে ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করাই হইয়াছে। এবিষয়ে আনন্দবর্ধনের বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'অপি চ ব্যঞ্জকত্বলক্ষণো যঃ শব্দার্থয়োর্ধর্মঃ স প্রসিদ্ধসম্বন্ধানুরোধীতি ন কস্যচিদ্ বিমতিবিষয়তামর্হতি। শব্দার্থয়োর্হি প্রসিদ্ধো যঃ সম্বন্ধো বাচ্যবাচক-ভাবাখ্যস্তমনুরুন্ধান এব ব্যঞ্জকত্বলক্ষণো ব্যাপারঃ সামগ্র্যন্তরসম্বন্ধাদৌপাধিকঃ প্রবর্ততে। অত এব বাচকত্বাত্তস্য বিশেষঃ। বাচকত্বং হি শব্দবিশেষস্য নিয়ত আত্মা ব্যুৎপত্তিকালাদারভ্য তদবিনাভাবেন তস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। স ত্বনিয়তঃ, ঔপাধিকত্বাৎ। প্রকরণাদ্যবচ্ছেদেন তস্য প্রতীতেরিতরথা ত্বপ্রতীতেঃ"।

(আনন্দবর্ধন প্রথমেই শব্দ ও অর্থের দুইটি সম্বন্ধের কথা বলিলেন—একটি হইতেছে প্রসিদ্ধ বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ, অন্যটি হইতেছে শব্দার্থের ব্যঞ্জকত্ব-সম্বন্ধ। তন্মধ্যে বাচকত্ব হইতেছে শব্দের নৈসর্গিক, অবিচল ও নিয়ত বৃত্তি। আর ব্যঞ্জকত্ব হইতেছে অনৈসর্গিক ও ঔপাধিক বৃত্তি; ইহার স্বতঃ প্রতীতি হয় না; প্রকরণাদির সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগ ঘটিলে তবেই ইহার প্রতীতি হয়।) মীমাংসক যে বক্তার অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই ঔপাধিক ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারাই বোধগম্য হয়, শব্দার্থের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের দ্বারা নয়।

---

(১) এবময়ং পুরুষো বেদেতি ভবতি প্রত্যয়ঃ, ন ত্বেবময়মর্থ ইতি।—শবরভাষ্য।

অতঃপর আনন্দবর্ধন মীমাংসক মতের উল্লেখ ও বিচার করিয়া কিভাবে সেখানেও ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করা অপরিহার্য্য হয়, তাহা দেখাইয়াছেন—

স চ তথাবিধ ঔপাধিকো ধর্মঃ শব্দানামৌৎপত্তিক-শব্দার্থসম্বন্ধবাদিনা বাক্যতত্ত্ববিদা পৌরুষেয়াপৌরুষেয়য়োর্বাক্যয়োর্বিশেষমভিদধতা নিয়মেনাভ্যুপগন্তব্যঃ, তদনভ্যুপগমে হি তস্য শব্দার্থসম্বন্ধ-নিত্যত্বে সত্যপ্যপৌরুষেয়াপৌরুষেয়য়োরর্থপ্রতিপাদনে নির্বিশেষত্বং স্যাৎ। তদভ্যুপগমে তু পৌরুষেয়াণাং বাক্যানাং পুরুষেচ্ছানুবিধানসমারোপিতৌপাধিকব্যাপারান্তরাণাং সত্যপি স্বাভিধেয়সম্বন্ধাপরিত্যাগে মিথ্যার্থতাপি ভবেৎ।

দৃশ্যতে হি ভাবানামপরিত্যক্তস্বস্বভাবানামপি সামগ্র্যন্তরসম্পাতসম্পাদিতৌপাধিক-ব্যাপাবান্তরাণাং বিরুদ্ধক্রিয়ত্বম্। তথাহি—হিমময়ূখপ্রভৃতীনাং নির্বাপিতসকলজীবলোকং শীতলত্বমুদ্বহতামেব প্রিয়াবিরহ-দহন-দহ্যমানসৈর্জনৈরালোক্যমানানাং সতাংসন্তাপকারিত্বং প্রসিদ্ধমেব ; তস্মাৎ পৌরুষেয়ানাং বাক্যানাং সত্যপি নৈসর্গিকেঽর্থসম্বন্ধে মিথ্যার্থত্বং সমর্পয়িতুমিচ্ছতা বাচকত্বব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদ্‌ রূপমৌপাধিকং ব্যক্তমেবাভিধানীয়ম্। তচ্চ ব্যঞ্জকত্বাদৃতে নান্যৎ। ব্যঙ্গ্যপ্রকাশনং হি ব্যঞ্জকত্বম্। পৌরুষেয়ানি চ বাক্যানি প্রাধান্যেন পুরুষাভিপ্রায়মেব প্রকাশয়ন্তি। স চ ব্যঙ্গ্য এব, ন ত্বভিধেয়ঃ—তেন সহাভিধানস্য বাচ্য-বাচকভাবলক্ষণসম্বন্ধাভাবাৎ।

এখানে আনন্দবর্ধন দেখাইয়াছেন যে ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করিলে ব্যঙ্গ্যার্থের দ্বারা শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধে মিথ্যাত্বের আরোপ হইলেও তাহাতে কোন দোষ হয় না এবং তদ্দ্বারা শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধও নষ্ট হয় না। তিনি উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে চন্দ্র জীবলোকের তাপহারক ও শীতলতাদায়ক ; কিন্তু বিরহীর পক্ষে এই চন্দ্রই সন্তাপ প্রদান করে। বিশেষক্ষেত্রে চন্দ্রের তাপদানরূপ ঔপাধিক বৃত্তির আগমন হইলেও যেমন তাহা চন্দ্রের শীতলতাদানরূপ নিত্য বৃত্তিকে নষ্ট করিতে পারে না, তেমনি বিশেষ প্রকরণাদিবলে লৌকিক বাক্যে ব্যঞ্জকত্ব থাকিলেও, তাহা শব্দ ও অর্থের নৈসর্গিক নিত্যসম্বন্ধের হানি করিতে পারে না। অতএব অপৌরুষেয় বাক্যে বক্তার অভিপ্রায় কল্পনার দ্বারা মীমাংসক প্রকৃতপক্ষে শব্দের ব্যঞ্জনাবৃত্তিরই কল্পনা করিয়াছেন। পুরুষের এই অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে, এই অভিপ্রায়ের সহিত শব্দের বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ যে নাই—তাহা তো সুস্পষ্ট। অতএব এই অভিপ্রায়কে ব্যঙ্গ্যই বলিতে হইবে। অর্থাৎ মীমাংসক মতের যুক্তিসঙ্গত সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইলে শব্দের ব্যঞ্জনাবৃত্তির স্বীকার করা অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। সেই কারণ আনন্দবর্ধন মন্তব্য করিলেন—

তস্মাদ্বাক্যতত্ত্ববিদাং মতেন তাবদ্ব্যঞ্জকত্বলক্ষণঃ শব্দো ব্যাপারো ন বিরোধী প্রত্যুতানুগুণ এব লক্ষ্যতে।

অর্থাৎ শব্দের ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার মীমাংসক মতের বিরোধী নহে, বরং অনুগামীও সামঞ্জস্যবিধায়ক। ইহাকে মীমাংসক মতের পরিপূরক বলা যাইতে পারে।

ধ্বন্যালোকের ১।১ কারিকাতে তিন প্রকার ধ্বনিপ্রতিপক্ষের কথা বলা হইয়াছে (১) অভাববাদ (২) লক্ষণান্তর্ভাববাদ এবং (৩) অনির্বচনীয়তাবাদ।

ভক্তিবাদ বা লক্ষণান্তর্ভাববাদ

'অলংকার-সর্বস্বের' টীকায় জয়রথ দ্বাদশ প্রকার ধ্বনিপ্রতিপক্ষের কথা বলিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অন্যান্যদের সহিত অনুমিতিবাদ, তাৎপর্য্যবাদ ও ভুক্তিবাদ রহিয়াছে। ব্যঞ্জনা-প্রতিষ্ঠার জন্য আনন্দবর্ধনকে এই সব মতেরই খণ্ডন করিতে হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে আনন্দবর্ধন তথা অভিনবগুপ্ত অভিধাবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। লক্ষণা-পক্ষ-বিচারে দুই প্রকারের লক্ষণার কথা উল্লিখিত হইয়াছে —লক্ষণা ও লক্ষিত-লক্ষণা—অজৎ-স্বার্থা এবং জহৎস্বার্থা। অভিনবগুপ্ত লক্ষিত-লক্ষণাকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন—'অতএব যৎ কেনচিৎ লক্ষিত-লক্ষণেতি নাম কৃতং, তদ্ ব্যসনমাত্রম্।' লক্ষণাপক্ষকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্য শ্রীমদানন্দবর্ধন বলিয়াছেন—

"গুণবৃত্তিস্তুপচারেণ লক্ষণয়া চোভয়াশ্রয়াপি ভবতি। কিন্তু ততোঽপি ভবতি ব্যঞ্জকত্বং স্বরূপতো বিষয়তশ্চ ভিদ্যতে। রূপভেদস্তাবদয়ম্—যদমুখ্যতয়া ব্যাপ্যারো গুণবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধঃ। ব্যঞ্জকত্বং তু মুখ্যতয়ৈব শব্দস্য ব্যাপারঃ ন হি অর্থাদ্ ব্যঙ্গ্যত্রয়প্রতীতির্যা তস্যা অমুখ্যত্বং মনাগপি লক্ষ্যতে। অয়ং চান্যঃ স্বরূপভেদঃ— যদ্ গুণবৃত্তিরমুখ্যত্বেন ব্যবস্থিতং বাচকত্বমেবোচ্যতে। ব্যঞ্জকত্বং তু বাচকত্বাদত্যন্তং বিভিন্নমেব। ** অয়ং চাপরো রূপভেদো যদ্ গুণবৃত্তৌ যদার্থোঽর্থান্তরমুপলক্ষয়তি, তদোপলক্ষণীয়ার্থাত্মনা পরিণত এবাসৌ সম্পদ্যতে। যথা 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'— ইত্যাদৌ। ব্যঞ্জকত্বমার্গে তু যদার্থোঽর্থান্তরং দ্যোতয়তি, তদা স্বরূপং প্রকাশয়ন্নেবাসাবন্যস্য প্রকাশকঃ প্রতীয়তে প্রদীপবৎ। যথা 'লীলাকমল-পত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী' ইত্যাদৌ।

আনন্দবর্ধন বলেন—ব্যঞ্জনাবৃত্তির সহিত লক্ষণা বা গুণবৃত্তির ভেদ দুই প্রকারের—স্বরূপগতভেদ ও বিষয়গত ভেদ। স্বরূপগত ভেদ তিনভাবে হইতে পারে—(১) গুণবৃত্তি শব্দের অমুখ্য ব্যাপার, কিন্তু ব্যঞ্জনা শব্দের মুখ্য ব্যাপার; (২) অপ্রধানভাবে অবস্থিত গৌণীবৃত্তি বাচকত্ব বলিয়া কথিত হয় কিন্তু বাচকত্ব ও

ঞ্জকত্বের পার্থক্য অত্যন্ত বেশী এবং সুস্পষ্ট ; (৩) গৌণীবৃত্তির দ্বারা লক্ষিত
র মধ্যে শব্দের অভিধাবৃত্তিপ্রসূত অর্থ মিশিয়া যায় ; কিন্তু ব্যঞ্জকত্বের ক্ষেত্রে
চ্য অর্থ নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করিয়াই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশক হয়। আর
ভয় বৃত্তির মধ্যে বিষয়ভেদ তো সুস্পষ্ট ; কেন না, গুণবৃত্তি স্বরূপতঃ বাচকত্ব বলিয়া
হার লক্ষ্যার্থ অভিধা দ্বারা সংকেতিত অর্থের প্রকারান্তর মাত্র ; কিন্তু ব্যঞ্জকত্বের
য় হইতেছে—বস্তু, অলংকার এবং রস। আর ব্যঞ্জনা যে শব্দেব ব্যাপাব
া বুঝা যায় এই কারণে যে প্রকরণাদির সহিত সংযুক্ত শব্দের সাহায্যেই অর্থ
ঞ্জকত্ব লাভ করে।

অবশ্য আনন্দবর্ধন একথা অস্বীকার করেন না যে লক্ষণামূল ধ্বনি হয় এবং
ই সূত্রে ধ্বনি ও লক্ষণার মধ্যে সংযোগ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া লক্ষণাই
নি—এই সিদ্ধান্ত আনন্দবর্ধন স্বীকাব কবেন না। কারণ অভিধামূল ধ্বনিও
ইয়া থাকে। সর্বোপরি শব্দব্যাপার ব্যতীতও ধ্বনি হইয়া থাকে—
মেন সঙ্গীত, চেষ্টা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। সেখানে অভিধাও নাই, লক্ষণাও নাই।
অতএব শব্দেব অবগমনশক্তিমূলক ব্যঙ্গ্যার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।
আনন্দবর্ধন এই আলোচনার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—

ব্যঞ্জকত্বং হি ক্বচিদ্ বাচকত্বাশ্রয়েণ ব্যবতিষ্ঠতে, যথা বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যে
বনৌ। ক্বচিত্তু গুণবৃত্ত্যাশ্রয়েন যথা অবিবক্ষিতবাচ্যে ধ্বনৌ। তদুভয়াশ্রয়ত্ব-
প্রতিপাদনায়ৈব চ ধ্বনেঃ প্রথমতরং দ্বৌ প্রভেদাবুপন্যস্তৌ তদুভয়াশ্রিতত্বাচ্চ
তদেকরূপত্বং তস্য ন শক্যতে বক্তুম্। যস্মান্ন তদ্বাচকত্বৈকরূপমেব, ক্বচিল্লক্ষণা-
শ্রয়েন বৃত্তেঃ। ন চ লক্ষণৈকরূপমেবান্যত্র বাচকত্বাশ্রয়েন ব্যবস্থানাৎ। ন
চোভয়ধর্মত্বেনৈব তদেকৈকরূপং ন ভবতি। যাবদ্বাচকত্বলক্ষণাদিরূপরহিতশব্দ-
ধর্মত্বেনাপি তথাহি গীতধ্বনীনামপি ব্যঞ্জকত্বমস্তি রসাদিবিষয়ম্। ন চ তেষাং
বাচকত্বং লক্ষণা বা কথঞ্চিল্লক্ষ্যতে। শব্দাদন্যত্রাপি বিষয়ে ব্যঞ্জকত্বস্য দর্শনাদ্
বাচকত্বাদি-শব্দধর্মপ্রকারত্বমযুক্তং বক্তুম্। * * * তদেবং শাব্দে ব্যবহারে ত্রয়ঃ
প্রকারাঃ—বাচকত্বং, গুণবৃত্তির্ব্যঞ্জকত্বং চ।

অনুমিতিবাদ অনুমিতিপক্ষের বক্তব্যের বিচারের সূত্রপাত করিয়া
শ্রীমদানন্দবর্ধন নিম্নোক্তভাবে তাঁহাদের বক্তব্য উপস্থাপিত
করিয়াছেন—

"ব্যঞ্জকত্বং শব্দানাং গমকত্বং তচ্চ লিঙ্গত্বম্ : অতশ্চ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতি লিঙ্গি-
প্রতীতিরেবেতি লিঙ্গি-লিঙ্গভাব এব তেষাং ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবো, নাপরঃ কশ্চিৎ।

অতশ্চৈতদবগন্তমেব বোদ্ধব্যং যস্মাদভিপ্রায়াপেক্ষয়া ব্যঞ্জকত্বমিদানীমেব ত্বয়া প্রতিপাদিতম্ ; বক্ত্রভিপ্রায়শ্চানুমেয়রূপ এব।

অনুমিতি-সমর্থক তার্কিকগণ বলিতে চাহেন যে শব্দের অর্থাববোধক হইতেছে ব্যঞ্জকত্ব এবং ইহা অনুমানের হেতু। যেহেতু ব্যঞ্জকত্বের দ্বারা ব্যঙ্গ্যপ্রতীতি সিদ্ধ হয়, সেহেতু ব্যঞ্জকত্ব হইতেছে ব্যঙ্গ্যত্বের হেতু বা লিঙ্গ এবং ব্যঙ্গ্যত্ব হইতেছে ব্যঞ্জকত্বের সাধ্য বা লিঙ্গী। অতএব এখানে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক সম্বন্ধ না বলিয়া লিঙ্গি-লিঙ্গ সম্বন্ধ বলাই উচিত। সুতরং যুক্তিসঙ্গতভাবেই-এক্ষেত্রে অনুমিতি-পক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আনন্দবর্ধন দুইভাবে এই সিদ্ধান্তের বিচার করিয়া এই অভিমত খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিলেন—

'নম্বেবমপি যদি নাম স্যাৎ, তৎ কিং নশ্ছিন্নম্? বাচকত্বগুণবৃত্তিব্যতিরিক্তো ব্যঞ্জকত্বলক্ষণঃ শব্দব্যপারোঽস্তীত্যস্মাভিরভ্যুপগতম্। তস্য চৈবমপি ন কাচিৎ ক্ষতিঃ। তদ্ধি ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বমস্তু অন্যদ্বা। সর্ব্বথা প্রসিদ্ধশাব্দপ্রকার-বিলক্ষণত্বং শব্দব্যাপারবিষয়ত্বং চ তস্যাস্তীতি নাস্ত্যেবাবয়োর্বিবাদঃ।"

আনন্দবর্ধন বলিতেছেন—এক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কারণ আমরা বলি—অভিধা ও লক্ষণা ছাড়া শব্দের তৃতীয় একটি বৃত্তি আছে—যাহাকে আমরা বলিয়াছি ব্যঞ্জকত্ব। আপনারাও শব্দের এই তৃতীয় বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাকে বলিয়াছেন—লিঙ্গত্ব। নামের পার্থক্য ব্যতীত অন্য পার্থক্য না থাকায় শব্দের তৃতীয় বৃত্তিস্বীকাররূপ যে সিদ্ধান্ত আমরা করিয়াছি, বস্তুতঃ তাহাই আপনারা সমর্থন করিয়াছেন। অতএব পরোক্ষভাবে আপনারাও আমাদের মতই গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর আনন্দবর্ধন গভীরভাবে প্রশ্নটির বিচার করিয়াছেন। লিঙ্গি-লিঙ্গ-ভাব এবং ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকত্ব ভাবের মধ্যে নামের পার্থক্য ছাড়া স্বরূপগত পার্থক্য কি কিছু নাই? উহারা কি একই? এ সম্বন্ধে আনন্দবর্ধন নিম্নোক্ত আপনার বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন—

"ন পুনরয়ং পরমার্থো যদ্ ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বমেব, সর্বত্র ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিশ্চ লিঙ্গি-প্রতীতিরেবেতি"—লিঙ্গত্বই হইতেছে ব্যঞ্জকত্ব এবং সর্বক্ষেত্রেই ব্যঙ্গ্যপ্রতীতি ও লিঙ্গিপ্রতীতি একই—ইহা পরমার্থ বা চরম সত্য কখনই নহে। কারণ-স্বরূপ তিনি বলিলেন—.

দ্বিবিধো বিষয়ঃ শব্দানাম্—অনুমেয়ঃ প্রতিপাদ্যশ্চ। তত্রানুমেয়ো বিবক্ষা-

লক্ষণঃ। বিবক্ষা চ শব্দস্বরূপপ্রকাশনেচ্ছা শব্দেনার্থপ্রকাশনেচ্ছা চেতি দ্বি-প্রকারা। তত্রাদ্যা ন শাব্দব্যবহারাঙ্গম্। সা হি প্রাণিত্বমাত্রপ্রতিপত্তিফলা। দ্বিতীয়া তু শব্দবিশেষাবধারণাবসিতব্যবহিতাপি শব্দকরণ-ব্যবহারনিবন্ধনম্। তে তু দ্বেঽপ্যনুমেয়ো বিষয়ঃ শব্দানাম্।”

আনন্দবর্ধন বলেন—শব্দের বিষয় অনুমেয ও প্রতিপাদ্য এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে বক্তার বিবক্ষা হইতেছে—অনুমানের বিষয়। অর্থাৎ শব্দের দ্বারা শুধু এইটুকু অনুমান করা চলে যে বক্তা কিছু বলিতে চাহেন। কিন্তু অনুমানের দ্বারা বুঝা যায় না শব্দের অর্থ কি হইবে অর্থাৎ তিনি কি বলিতে চাহেন। তাহা শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ক্ষেত্র। শব্দের প্রতিপাদ্য ব্যাপারের আলোচনা করিতে গিয়া আনন্দবর্ধন বলিলেন—

“প্রতিপাদ্যস্তু প্রযোক্তুরর্থপ্রতিপাদনসমীহাবিষয়ীকৃতোঽর্থঃ। স চ দ্বিবিধঃ —বাচ্যো ব্যঙ্গ্যশ্চ। **স তু দ্বিবিধোঽপি প্রতিপাদ্যো বিষয়ঃ শব্দানাং ন লিঙ্গিতয়া স্বরূপেণ প্রকাশতে, অপি তু কৃত্রিমেণাকৃত্রিমেণ বা সম্বন্ধান্তরেণ। বিবক্ষাবিষয়ত্বং হি তস্যার্থস্য শব্দৈর্লিঙ্গিতয়া প্রতীয়তে, ন তু স্বরূপম্। যদি হি লিঙ্গিতয়া তত্র শব্দানাং ব্যাপারঃ স্যাৎ, তচ্ছব্দার্থে সম্যঙ্‌মিথ্যাত্বাদিবিবাদা এব ন প্রবর্তেরন্ ধূমাদিলিঙ্গানুমিতানুমেয়ান্তরবৎ। ব্যঙ্গ্যশব্দার্থো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্ত-তয়া বাচ্যবচ্ছব্দস্য সম্বন্ধী ভবত্যেব। সাক্ষাদসাক্ষাদ্ভাবো হি সম্বন্ধস্যাপ্রযোজকঃ। ***তস্মাদ্ বক্ত্রভিপ্রায়রূপ এব ব্যঙ্গ্যে লিঙ্গতয়া শব্দানাং ব্যাপারঃ, তদ্বিষয়ীকৃতে তু প্রতিপাদ্যতয়া॥

এখানে আনন্দবর্ধন আরো বিশদভাবে অনুমিতি ও ব্যঞ্জকত্বের বিষয়ভেদ দেখাইয়াছেন। শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয়কে স্বরূপে প্রকাশ করিতে কোন ক্ষেত্রেই শব্দকে লিঙ্গ বা হেতুরূপে গ্রহণ করিতে হয় না—গ্রহণ করিতে হয় কৃত্রিম, অকৃত্রিম বা অন্য সম্বন্ধকে। এক্ষেত্রে যে লিঙ্গি-লিঙ্গভাব নাই, তাহার স্বপক্ষে প্রমাণ দুইটি; প্রথমতঃ এখানে অন্বয়-ব্যতিরেক নাই। শব্দ থাকিলেই তাহার ব্যঞ্জকত্ব থাকিবে এবং তাহা না থাকিলে ব্যঞ্জকত্ব থাকিবে না—এ কথা ঠিক নহে। কারণ শব্দ আছে অথচ ব্যঞ্জকত্ব নাই—ইহা যেরূপ দেখা যায়, তেমনি শব্দ নাই অথচ ব্যঞ্জকত্ব আছে—ইহাও দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ লিঙ্গলিঙ্গিভাবের ক্ষেত্রে অনুমেয় বিষয়ের সত্যমিথ্যা লইয়া মতভেদের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকিবে এ বিষয়ে কোন বিবাদ নাই। কিন্তু শব্দ ও ব্যঙ্গার্থের ক্ষেত্রে এরূপ অসন্দিগ্ধ নিশ্চয়তা নাই। কারণ এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ সাক্ষাৎভাবে শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নয়; ব্যঙ্গ্যার্থ

এখানে গৌণভাবে বা পরম্পরাক্রমে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। আনন্দবর্ধন এই প্রসঙ্গের উপসংহার-মুখে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন—

ন চ ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বরূপমেব আলোকাদিষন্যথাদৃষ্টত্বাৎ। তস্মাৎ প্রতিপাদ্যো বিষয়ঃ শব্দানাং ন লিঙ্গত্বেন সম্বন্ধী বাচ্যবৎ। যো হি লিঙ্গিত্বেন তেষাং সম্বন্ধী যথা, দর্শিতো বিষয়ঃ, স ন বাচ্যত্বেন প্রতীয়তে, অপি তূপাধিত্বেন। প্রতিপাদ্যস্য চ বিষয়স্য লিঙ্গিত্বে তদ্বিষয়াণাং বিপ্রতিপত্তীনাং লৌকিকৈরেব ক্রিয়মাণানামভাবঃ প্রসজ্যেতেতি। **যথা চ বাচ্যবিষয়ে প্রমাণান্তরানুগমনে সম্যক্ ত্বপ্রতীতৌ কচিৎক্রিয়মাণায়াং তস্য প্রমাণান্তরবিষয়ত্বে সত্যপি ন শব্দব্যাপারবিষয়তাহানি-স্তদ্ব্যঙ্গ্যস্যাপি। কাব্যবিষয়ে চ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতীনাং সত্যাসত্যনিরূপণস্যা-প্রয়োজকত্বমেবেতি। তত্র প্রমাণান্তরব্যাপারপরীক্ষোপহাসায়ৈব সম্পদ্যতে। তস্মাল্লিঙ্গিপ্রতীতিরেব সর্বত্র ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিরিতি ন শক্যতে বক্তুম্॥

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় আনন্দবর্ধনের উপর্যুক্ত অভিমতকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন—

আলোকের দ্বারা যেমন বস্তু অভিব্যক্ত হয়, তেমনি শব্দের দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থও অভিব্যক্ত হয়। একথা বলা চলে না যে ব্যঙ্গার্থ যখন বুঝা যায়, তখন তাহার সত্যত্ব অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করা যায়; অতএব ব্যঙ্গার্থও অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করা যায়। কারণ তাহা হইলে বাচ্যার্থও অনুমানের দ্বারা বুঝা যায় বলিতে হয়। কারণ বাচ্যার্থের সত্যতাও অনুমানের দ্বারা নির্ণীত হয়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় সত্যত্ব বাচ্যার্থও নয়, ব্যঙ্গ্যার্থও নয়; ইহা একটি অতিরিক্ত বিষয় এবং উহা অনুমানের দ্বারা নিশ্চিত হয়। কাব্যবিষয়ে ব্যাঙ্গ্যপ্রতীত অর্থের সত্যাসত্য নিরূপণের কোন অবসর নাই। অতএব ব্যঙ্গ্য-প্রতীতি যে সাধ্য-প্রতীতি তাহা বলা যায় না। অনুমানের দ্বারা কেবলমাত্র অভিপ্রায়ই বুঝা যায়। এজন্য অভিপ্রায়বোধকে ধ্বনি বলা যায় না।

মহিম ভট্ট ধ্বনিবাদধ্বংসের উদ্দেশ্যে 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মহিম ভট্টের অভিমত আলংকারিক সমাজে গ্রাহ্য হয় নাই। বিভিন্ন সংস্কৃত অলংকারগ্রন্থ ছাড়াও আধুনিককালে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহিমভট্টের মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়াছেন। ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার Literary Criticism in Ancient India নামক গ্রন্থে ধ্বনিবাদ ও অনুমিতিবাদের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন—

"মহিমভট্টের বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, যদিও তিনি অবিনাভাবসম্বন্ধ-স্মরণকে অনুমানের প্রতি প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি

ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতির সময়ে যে তাদৃশ কোন ব্যাপ্তির স্মরণ হয় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। অবিনাভাবিত্ব থাকিলেই বা অবিনাভূতরূপে প্রকাশিত হইলেই যে তাহা অনুমান হয়, তাহা বলা যায় না। পুষ্পরূপের প্রকাশেই পুষ্পের প্রকাশ। এখানে পুষ্পরূপের জ্ঞানের সংগে, সংগে অবিনাভূতরূপে যে পুষ্পের জ্ঞান হয়—ইহাকে অনুমান বলা চলে না। বিভাবাদিব্যাপারের দ্বারা যদি অন্তর্গত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহা আস্বাদিত হয়, তবে তাদৃশ রসাস্বাদকে অনুমানগম্য অর্থ বলা যায় না।" (কাব্যবিচার)

অতঃপর তাৎপর্য্য পক্ষের বক্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

তাৎপর্য্যবাদ তাৎপর্য্যবাদিগণও শব্দের তৃতীয় বৃত্তি স্বীকার করেন; তবে তাঁহাদের মতে সেই বৃত্তিটি হইতেছে তাৎপর্য্য, ব্যঞ্জনা নহে।

শ্রীমদানন্দবর্ধন তাৎপর্যবাদিগণের বক্তব্য নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

"প্রাগুক্তযুক্তিভির্বাচ্যব্যতিরিক্তস্য বস্তুনঃ সিদ্ধিঃ কৃতা, স ত্বর্থো ব্যঙ্গ্যতৈব কস্মাদ্ ব্যপদিশ্যতে। যত্র চ প্রাধান্যেনাবস্থানং, তত্র বাচ্যতয়ৈবাসৌ ব্যপদেষ্টুং যুক্তঃ, তৎপরত্বাদ্ বাক্যস্য। অতশ্চ তৎপ্রকাশিনো বাক্যস্য বাচকত্বমেব ব্যাপারঃ। কিং তস্য ব্যাপারান্তরকল্পনয়া? তস্মাৎ তাৎপর্যবিষয়ো যোঽর্থঃ স তাবন্মুখ্যতয়া বাচ্যঃ। যা ত্বন্তরা তথাবিধে বিষয়ে বাচ্যান্তর-প্রতীতিঃ, সা তৎপ্রতীতেরুপায়মাত্রং পদার্থপ্রতীতিরিব বাক্যার্থ-প্রতীতেঃ।"

তাৎপর্যবাদিগণ বলেন—শব্দব্যাপারে বাচ্যের অতিরিক্ত বস্তুর সিদ্ধি আমরাও মানি, কিন্তু তাহাকে ব্যঙ্গ্যতা বলা হইবে কেন? যেখানে শব্দার্থ মুখ্যভাবে অবস্থান করে, সেখানে তাহাকে বাচ্যার্থ বলাই সঙ্গত; কারণ বাক্য সেখানে তৎ-পর অর্থাৎ প্রধান-অর্থ-পর হইয়াই অবস্থান করে। অতএব বক্তার তাৎপর্য্য-প্রকাশক বাক্যকে শব্দের বাচকত্ব ব্যাপারেই ফল বলিতে হইবে। কাজেই তাৎপর্য ব্যতীত অন্য ব্যাপার কল্পনার কোন প্রয়োজনই নাই। আপত্তি হইতে পারে যে বাক্যের তাৎপর্য প্রকাশিত হইবার পূর্বে তাহার অভিধেয় অর্থ প্রকাশিত হয়, অতএব এখানেও তো শব্দের বাচকত্ব ব্যাপার আছে। এক্ষেত্রে কোনটি যথার্থ বাক্যার্থ হইবে? তদুত্তরে তাৎপর্যবাদিগণ বলেন যে মাঝখানে যে অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহা তাৎপর্য-বিশিষ্ট মুখ্যার্থ প্রতীতির উপায়মাত্র। যেমন পদের অর্থের প্রতীতির সাহায্যে বাক্যার্থের প্রতীতি হয়—এখানেও তদ্রূপ।

স্পষ্টতঃই এখানে তাৎপর্য্যবৃত্তির সর্বগ্রাহিকা শক্তিকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য বলিতে বক্তার বা কবির সমগ্র অভিপ্রায়-পরত্বকে বুঝাইতেছে। তাৎপর্য্য

অর্থাৎ তৎ-পর+ষ্যঃ অর্থাৎ wholly intention-পর। সুতরাং শব্দের তাৎপর্য্যশক্তিই আছে—অন্য শক্তি নাই বা থাকিতে পারে না—ইহাই তাৎপর্য্যবাদিগণের অভিমত। 'অবলোক'-রচয়িতা ধনিক স্পষ্টই বলিয়াছেন—

এতাবত্যেব বিশ্রান্তিঃ তাৎপর্যস্যেতি কিং কৃতম্।

যাবৎকার্য্য-প্রসারিত্বাৎ তাৎপর্য্যং ন তুলা-ধৃতম্॥

তাৎপর্য্যবাদিগেণের এই দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখা করিয়াই ডঃ ভি রাঘবন বলিয়াছেন —Tatparya extends over the whole range of the speaker's intention and covers all implications coming up in the train of the expressed sense (Śṛngāra-prakāśa p.p. 147)

ইহা ব্যতীত তাৎপর্য্যবাদিগণ আরো বলেন যে বাচ্যার্থ-স্বীকারের দ্বারা বাক্যের একবাক্যতারূপ লক্ষণই নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব এদিক হইতেও ব্যঙ্গ্যার্থ-স্বীকারে বাধা আছে। তাৎপর্য-শক্তি স্বীকার করিলে সে দোষ ঘটিবে না।

তাৎপর্যবাদিগণের বক্তব্যের উত্তরে আনন্দবর্ধনের বক্তব্য নিম্নরূপ—

অত্রোচ্যতে—যত্র শব্দঃ স্বার্থমভিদধানোঽর্থান্তরমবগময়তি তত্র যৎ তস্য স্বার্থাভিধায়িত্বং যচ্চ তদর্থান্তরাবগমহেতুত্বং তয়োরবিশেষো বিশেষো বা। ন তাবদবিশেষঃ; যস্মাত্তৌ দ্বৌ ব্যাপারৌ ভিন্নবিষয়ৌ ভিন্নরূপৌ চ প্রতীয়েতে এব। তথাহি বাচকত্বলক্ষণো-ব্যাপারঃ শব্দস্য স্বার্থবিষয়ঃ, গমকত্বলক্ষণস্ত্বর্থান্তরবিষয়ঃ। ন চ স্বপর-ব্যবহারো বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োরপহ্নোতুং শক্যঃ; একস্য সম্বন্ধিত্বেন প্রতীতেরপরস্য সম্বন্ধি-সম্বন্ধিত্বেন। বাচ্যো হ্যর্থঃ সাক্ষাচ্ছব্দস্য সম্বন্ধী, তদিতরস্তু-ভিধেয়-সামর্থ্যাক্ষিপ্ত-সম্বন্ধি-সম্বন্ধী। যদি চ স্বসম্বন্ধিত্বং সাক্ষাত্তস্য স্যাত্তদার্থান্তরত্ব-ব্যবহার এব ন স্যাৎ। তস্মাদ্ বিষয়ভেদস্তাবত্তয়োর্ব্যাপারয়োঃ সুপ্রসিদ্ধঃ, রূপভেদোঽপি প্রসিদ্ধ এব। ন হি যৈবাভিধানশক্তিঃ সৈবাবগমনশক্তিঃ। অবাচকস্যাপি গীতশব্দাদে রসাদিলক্ষণার্থাবগম-দর্শনাৎ। অশব্দস্যাপি চেষ্টাদেরর্থবিশেষপ্রকাশন-প্রসিদ্ধেঃ। * * * * তস্মাদ্ ভিন্নবিষয়ত্বাদ্ ভিন্নরূপত্বাচ্চ স্বার্থাভিধায়িত্বমর্থান্তরাবগম-হেতুত্বং চ শব্দস্য যত্তয়োঃ স্পষ্ট এব ভেদঃ।

আনন্দবর্ধন বলিতে চাহেন যে তাৎপর্যবাদিগণ শব্দের বাচ্যাতিরিক্ত অর্থ স্বীকার করিলেও, তাৎপর্য্যশক্তিকে ব্যাপকভাবে বাচকশক্তির অন্তর্ভুক্ত করায় ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে শব্দের শক্তি হইয়াই দাঁড়ায়। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে শব্দের অভিধাশক্তি ও অবগমনশক্তি এক নহে। ইহারা বিষয়ভেদ ও রূপভেদবশতঃ সুস্পষ্টভাবেই স্বতন্ত্র; কারণ অভিধেয় অর্থ সাক্ষাৎ শব্দসম্বন্ধী,

আর ব্যঙ্গ্যার্থ হইতেছে অভিধের অর্থের সম্বন্ধি-সম্বন্ধী; অর্থাৎ বাচার্থের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়াই ব্যঙ্গ্য-অর্থের প্রতীতি হয়, বাচ্যার্থের ন্যায় সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারা ইহার প্রতীতি হয়না। অতএব বাচকত্ব হইতেছে শব্দের নিজের অর্থ-প্রকাশক এবং ব্যঙ্গ্যার্থ হইতেছে গমকত্ব-লক্ষণ-বিশিষ্ট অর্থান্তরের বোধক। শব্দের উভয় বৃত্তিই যদি শব্দের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই আবদ্ধ হইত, তাহা হইলে দুই প্রকার বৃত্তিস্বীকারের প্রয়োজন থাকিত না। তাহা ব্যতীত অবগমন শক্তি কেবল শাব্দ-ব্যাপার নয়। অবাচক গীত-চেষ্টাদির ক্ষেত্রেও অবগমন-শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। অতএব রূপভেদ ও বিষয়ভেদ বশতঃ,—একটি বৃত্তি শব্দের অভিধা বৃত্তির প্রকাশক হওয়ায় এবং অপরটি অবগমন-শক্তির সাহায্যে অর্থান্তরের প্রকাশক হওয়ায়—উভয় বৃত্তির প্রভেদ সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য্য।

তাৎপর্যবাদিগণের অভিমত উপস্থাপনকালে বলা হইয়াছে—"পদার্থ-প্রতীতিরিব বাক্যার্থ-প্রতীতেঃ", অর্থাৎ যেমন পদের অর্থের প্রতীতির সাহায্যে বাক্যার্থের প্রতীতি হয়, এখানেও তেমনি মধ্যস্থলে আগত অর্থের প্রতীতির সাহায্যে তাৎপর্য্যের প্রতীতি হয়। আনন্দবর্ধন এই অভিমতে আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছেন—

'ন চ পদার্থ-বাক্যার্থ-ন্যায়ো বাচ্য-ব্যঙ্গ্যয়োঃ। যতঃ পদার্থ-প্রতীতিরসত্যৈবেতি কৈশ্চিদ্ বিদ্বদ্ভিরাস্থিতম্। যৈরপ্যসত্যত্বমস্যা নাভ্যুপেয়তে তৈর্বাক্যার্থ-পদার্থয়োর্ঘটতদুপাদানকারণ-ন্যায়োঽভ্যুপগন্তব্যঃ। যথা হি ঘটে নিষ্পন্নে তদুপাদনকারণানাং ন পৃথগুপলম্ভস্তথৈব বাক্যে তদর্থে বা প্রতীতে পদতদর্থানাং তেষাং তদা বিভক্ততয়োপলম্ভতে বাক্যার্থ-বুদ্ধিরেব দূরীভবেৎ। ন ত্বেষ বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োর্ন্যায়ঃ, নহি ব্যঙ্গ্যে প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধির্দূরীভবতি, বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন তস্য প্রকাশনাৎ। তস্মাদ্ ঘট-প্রদীপন্যায়স্তয়োঃ। যথৈব হি প্রদীপদ্বারেন ঘট-প্রতীতাবুৎপন্নায়াং ন প্রদীপ-প্রকাশো নিবর্ত্ততে, তদ্বদ্ ব্যঙ্গ্য-প্রতীতৌ বাচ্যাবভাসঃ।

শ্রীমদানন্দবর্ধনের বক্তব্য হইতেছে—পদ বাক্যার্থের প্রকাশ করে, এবং বাক্যার্থ ও পদার্থের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ আছে—এই অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য নহে। কারণ বৈয়াকরণ মতে পদের অর্থের কোন পারমার্থিক সত্যতা নাই; আবার মীমাংসকমতে পদের অর্থের পারমার্থিক স্থিরতা আছে। শেষোক্ত অভিমতে ইহা বলা হইয়াছে যে ঘট নির্মিত হইলে যেমন তাহার উপাদান কারণ মৃত্তিকাদি আর পৃথকভাবে উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ বাক্যার্থের প্রতীতি হইলে তাহার উপাদান কারণ পদ বা পদার্থের আর পৃথক প্রতীতি হয় না। কারণ তাহা

হইলে বাক্যার্থবোধই সম্ভব হইবে না। এখানে লক্ষণীয় মুখ্য বিষয় হইল একটির (বাক্যার্থের) উপলব্ধি অন্যটিকে (পদ ও পদার্থ) নষ্ট করে। আনন্দবর্ধন মীমাংসকগণের এই মত-খণ্ডনে দ্বিতীয় যুক্তি দেখাইতেছেন যে এই পদার্থ-ব্যাকার্থ-ন্যায় বাচ্য-ব্যঙ্গ্যের সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ ব্যঙ্গ্য প্রতীয়মান হইলে বাচ্যার্থবোধ নষ্ট হয় না। বাচ্যের সহিত অবিনাভাবেই ব্যঙ্গ্যের প্রকাশ ঘটে। অতএব এখানে সম্পর্ক হইবে—ঘট-প্রদীপ সম্পর্ক। ঘটকে প্রকাশ করিলেও প্রদীপের প্রকাশ নষ্ট হয় না, তেমনি বাচ্যার্থ ব্যাঙ্গ্যার্থকে প্রকাশ করিলেও বাচ্যার্থ নষ্ট হয় না। অতএব তাৎপর্য্যবাদিগণের অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'অবলোক'কার ধনিক ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক-ভাব স্বীকার করেন না। এবিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনান্তে তিনি স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

'অতো ন রসাদীনাং কাব্যেন সহ ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবঃ। কিং তর্হি? ভাব্য-ভাবক-সম্বন্ধঃ। কাব্যং হি ভাবকং, ভাব্যা রসাদয়ঃ। তে হি স্বতো ভবন্ত এব ভাবকেষু বিশিষ্টবিভাবাদিমতা কাব্যেন ভাব্যন্তে।" (অবলোক পৃঃ ১৫৮)

তিনি আনন্দবর্ধনের ঘট-প্রদীপ-ন্যায়কেও গ্রহণ করেন নাই। এ বিষয়ে ধনিক বলেন—ঘট-প্রদীপ-ন্যায়ে ব্যঞ্জক 'প্রদীপ' এবং 'ব্যঙ্গ্য' ঘট উভয়েই পৃথক পদার্থ এবং প্রত্যেক পদার্থের স্বতন্ত্র উপাদান কারণ আছে। কেবলমাত্র অনুরূপক্ষেত্রে ঘট প্রদীপ-ন্যায়ের ব্যবহার সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু রসের ক্ষেত্রে এই ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে না; কারণ বিভাবাদির দ্বারাই রসনিষ্পত্তি হয় এবং রসের সহিত বিভাবাদির শুধু নিবিড় সংযোগ নয়, পরস্পর-সাপেক্ষতাও আছে। বস্তুতঃ বিভাবাদিই রসসৃষ্টির মূল উপাদান। অতএব ধনিকের মতে—

"এবং চ সতি রসাদীনাং ব্যঙ্গ্যত্বমপাস্তম্। অন্যতো লব্ধসত্তাকং বস্তু অন্যেনা-ভিব্যজ্যতে, প্রদীপেনেব ঘটাদি। ন তু তদানীমেব অভিব্যঞ্জকত্বাভিমতৈঃ আপাদ্যস্বভাবম্।' ধনিক স্বীয় উক্তির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে রসের উৎপত্তিবাদের কথাই বলিাছেন। এই মতবাদ যে গ্রাহ্য নহে—তাহা দেখানো হইয়াছে।

পূর্বপক্ষিগণ বলিয়াছেন যে এইভাবে (ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকত্ব-স্বীকারের দ্বারা) একই বাক্যের যুগপৎ দুইটি অর্থ স্বীকার করা হইলে বাক্যের একার্থতা নষ্ট হইবে। বাক্যের লক্ষণই হইতেছে একার্থতাবিশিষ্ট পদাবলী। পূর্বপক্ষিগণের এই আশংকার উত্তরে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—

নৈষ দোষঃ। গুণ-প্রধানভাবেন তয়োর্ব্যবস্থানাৎ। ব্যঙ্গ্যস্য হি কচিৎ

প্রাধান্যং বাচ্যস্যোপসর্জনভাবঃ, কচিদ্বাচ্যস্য প্রাধান্যমপরস্য গুণভাবঃ। তত্র ব্যঙ্গ্য-প্রাধান্যে ধ্বনিরিত্যুক্তমেব; বাচ্যপ্রাধান্যে তু প্রকারান্তরং নির্দেক্ষ্যতে। তস্মাৎ স্থিতমেতৎ—ব্যঙ্গ্যপরত্বেঽপি কাব্যস্য ন ব্যঙ্গ্যস্যাবিধেয়ত্বমপি, তু ব্যঙ্গ্যত্বমেব। কিং চ ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যেনাবিবক্ষায়ামপি বাচ্যত্বং তাবদ্ ভবদ্ভির্নাভ্যুপগন্তব্যমতৎ-পরত্বাচ্ছব্দস্য। তদস্তি তাবদ্ব্যঙ্গ্যঃ শব্দানাং কশ্চিদ্ বিষয় ইতি। যত্রাপি তস্য প্রাধান্যং তত্রাপি কিমিতি তৎ-স্বরূপমপহ্নূয়তে। এবং তাবদ্ বাচকত্বাদন্যদেব ব্যঞ্জকত্বম্। ইতশ্চ বাচকত্বাদ্ ব্যঞ্জকত্বস্যান্যত্বং যদ্বাচকত্বং শব্দৈকাশ্রয়মিতরত্তু শব্দাশ্রয়মর্থাশ্রয়ং চ শব্দার্থয়োর্দ্বয়োরপি ব্যঞ্জকত্বস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ ॥

(আনন্দবর্ধন বলিতে চাহেন—যুগপৎ দুইটি অর্থ প্রকাশিত হইলেও এখানে একবাক্যতা নষ্ট হয় না। কারণ অর্থ দুইটির মধ্যে একটি থাকে প্রধানভাবে এবং অপরটি থাকে অপ্রধানভাবে। কোথাও ব্যঙ্গ্য অর্থ হয় প্রধান, কোথাও বাচ্য অর্থ হয় প্রধান। ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান হইলে ধ্বনি হয়, বাচ্যার্থ প্রধান হইলে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য হইয়া থাকে। তাছাড়া বাচকত্ব কেবল শব্দকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আর ব্যঞ্জকত্ব শব্দ ও অর্থ উভয়কে আশ্রয় করে। সুতরাং শব্দ ও অর্থের ব্যঞ্জকত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নাই।

ধ্বনিবাদ ও তাৎপর্যবাদের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাৎপর্য্যবাদিগণ মনে করেন যে, তাৎপর্য্যশক্তি একটি অবিশ্রান্ত শক্তি, ইহা অভিধেয় অর্থের প্রতীতি বুঝাইয়াই শেষ হয় না। বাক্যের সমস্ত অর্থ বুঝানোই ইহার কার্য্য। অপরপক্ষে ধ্বনিবাদিগণ মনে করেন—যে তাৎপর্য্যশক্তি অবিশ্রান্ত নহে—পরন্তু বিশ্রান্ত; ইহা বাচ্যার্থ বুঝাইয়াই শেষ হয়; পরবর্তী অর্থ ধ্বনির সাহায্যে লাভ করা যায়। উভয়মতেই বাচকের দুইটি অর্থ স্বীকার করা হয়। তবে তাৎপর্যবাদিগণ মনে করেন যে উভয় অর্থই তাৎপর্য্য, একটি অপরটি লাভের উপায়মাত্র। ধ্বনিবাদিগণ বলেন—উভয় অর্থ স্বতন্ত্র; বাচ্যার্থ হইতেছে গৌণ আর ব্যঙ্গ্যার্থ হইতেছে মুখ্য।

তাৎপর্য্যবাদিগণের বক্তব্য সম্বন্ধে ধ্বনিবাদিগণের বক্তব্য যাহাই হউক, তাৎপর্যবাদিগণের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্যটি অস্বীকার করা যায় না। তাৎপর্য্য-বাদিগণ অস্পষ্টরূপে যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, একজন আধুনিক পণ্ডিত তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া সাহিত্যের দিক হইতে তাৎপর্য্যবাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অধ্যাপক কি. হনুমন্ত রাও ডঃ কৃষ্ণমূর্ত্তির Dhanyaloka and its Critics গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন—

"His contention is that the poem is one unit and the

meaning of it is one spontaneous indivisible continum (দীর্ঘ-দীর্ঘাভিধান). We do not understand the meaning of a a poem by going through these four vṛttis' one after another. This way of butchering a poem is the best way of missing the soul of a poem. It is unnatural and artificial in the extreme and * * is opposed to the best of modern linguistic theories. Dhanika points out that ordinary speech as well as poetic utterance is governed by the intention of the speaker or the poet and this intention pervades the speech or poetic utterance from the fiirst word to the last word and **the meaning of the speech is one whole** and that neither the poet's mind, whose utterance the poem is, nor the reader's mind, who is set on understanding it, stops functioning, until the whole meaning of the poem is grasped. * * * **This way of construing poetic meaning is quite in consonance with poetry which is noted for its unity,** What governs this unity is the unity of Rasa that pervades the poem. Rasa is called tātparya by Dhanika since everything in the poem stands for and functions to further it (তৎপরাদেব তাৎপর্য্যম্)।

আমাদের মনে হয় তাৎপর্যবাদিগণ ও ধ্বনিবাদিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টি দেখিয়াছেন। সমগ্র কাব্যের অন্তর্নিহিত ঐক্যতত্ত্বটির প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন তাৎপর্য্যবাদিগণ এবং ব্যঞ্জনাবৃত্তির প্রতিষ্ঠায় ও কাব্যসৌন্দর্য্যের রহস্য-সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—ধ্বনিবাদিগণ।

ডঃ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁহার কাব্যতত্ত্ব-সমীক্ষা নামক গ্রন্থে ধনিকাদি তাৎপর্য্যবাদিগণের মত নিরসনকল্পে নিম্নোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—

"যে তু অভিদধাৎ—সোঽয়মিষোরিব দীর্ঘ-দীর্ঘতরঃ অভিধা-ব্যাপারঃ ইতি, যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ ইতি চ ব্যঙ্গ্যাভিমতোঽর্থঃ অভিধয়ৈব প্রতিপাদ্যঃ, তেঽপি ন পরীক্ষ্যবাদিনঃ। যদিদং তাৎপর্যং হেতুক্রিয়ন্তে, স কিম্ অন্বয়বোধকঃ ব্যাপারঃ, অন্যো বা। আদ্যে দত্তমুত্তরম্। উপাত্তে এবার্থে তস্য প্রবর্তনাৎ। অন্যশ্চেৎ, স এক ইতি কুতঃ, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। তথা হি 'ভ্রম ধার্মিক' ইত্যাদৌ বিধিরেব বাচ্যঃ, নিষেধস্তু ব্যঙ্গ্যঃ। স কথমেকস্য ব্যাপারস্য বিষয়ো ভবেৎ! অথানেকোঽসৌ তর্হি বিষয়-সহকারিভেদাদ্ অসজাতীয় এব যুক্তঃ। তথা হি বাচ্যেঽর্থে সংকেতগ্রহণম্ এব সহায়ঃ, লক্ষ্যার্থে মুখ্যার্থবাধাদিঃ, ব্যঙ্গ্যার্থে

বক্তৃবৈশিষ্ট্যাদয় ইতি সহকারিভেদাদ্ বিষয়ভেদাচ্চ ন স ব্যাপার একরূপো ভবিতুমর্হতি। অনেকত্বে চ ন সজাতীয় এব। সজাতীয়ে হি কার্যে 'শব্দবুদ্ধিকর্মণাং বিরম্য ব্যাপারঃ' পদার্থবিদ্ভিঃ নিরাকৃতঃ। অতো ব্যাপারভেদমনঙ্গীকুর্বাণেন তস্য তস্যার্থস্য শব্দবোধ্যত্বমুপপাদয়িতুং ন শক্যম্। এতেন যদ্ ধনিকেন উক্তম্—

'তাৎপর্যানতিরেকাচ্চ ব্যঞ্জকত্বস্য ন ধ্বনিঃ।
কিমুক্তস্যাদশ্রুতার্থ-তাৎপর্যেঽন্যোক্তিরূপিনি ॥
ধ্বনিশ্চেৎ স্বার্থবিশ্রান্তং বাক্যমর্থান্তরাশ্রয়ম্।
তৎপরত্বং ত্ববিশ্রান্তৌ তন্ন বিশ্রান্ত্যসম্ভবাৎ ॥
এতাবত্যেব বিশ্রান্তিস্তাৎপর্যস্যেতি কিং কৃতম্।
যাবৎকার্যপ্রসারিত্বং তাৎপর্যং ন তুলাধৃতম্ ॥
প্রতিপাদ্যস্য বিশ্রান্তিরপেক্ষা-পূরণাদ্ যদি।
বক্তুর্বিবক্ষিতা-প্রাপ্তেরবিশ্রান্তির্ন বা কথম্ ॥

ঈদৃশি চ বাচ্যার্থনিরূপণে ক্লৃপ্তাভিধাদিশক্তিবশেনৈব সমস্ত-বাক্যার্থাবগতে ব্যঞ্জনারূপশক্ত্যন্তর-পরিকল্পনং প্রয়াসমাত্রম্—ইতি তদপি প্রত্যুক্তং বেদিতব্যম্ ॥ (কাব্যতত্ত্ব-সমীক্ষা ২৮৪-৮৫)

এখানে প্রদর্শিত যুক্তি ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত শ্রীমদ্‌ভিনবগুপ্ত-পাদের যুক্তির অনুরূপ।

শ্রীমদানন্দবর্ধন আরো দুইটি অভিমতের বিচার করিয়াছেন। একদল বলেন রসাদির সহিত কাব্যের শরীর-স্থানীয় ইতিবৃত্তাদির সম্পর্ক হইতেছে গুণীর সহিত গুণের সম্পর্কের মত। অপর দল বলেন এই সম্পর্ক রত্ন ও তাহার উৎকৃষ্টতার মত; বিশেষ বোদ্ধাই তাহা উপলব্ধি করেন। আনন্দবর্ধন এই দুইটি মতকেই অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন—ইতিবৃত্তের সহিত রসের সম্পর্ক যদি গুণ-গুণী সম্পর্কের মত হইত, তাহা হইলে যেমন গৌরদেহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে (গুণীকে) দেখিলেই গৌরত্বের (গুণ) প্রতীতি হয়, তেমনি বাচ্য অর্থ শুনিলেই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হইত। তাহা হইলে রস স্বশব্দবাচ্য হইত। কিন্তু তাহা যে হয় না—তাহা অনুভবসিদ্ধ। আবার উৎকৃষ্ট রত্নের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টত্ব ও রত্নত্ব অভিন্ন; কিন্তু রসাদি এবং বিভাবানুভাবরূপ বাচ্য বিষয় এক নহে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। আনন্দবর্ধন বৈয়াকরণ, তার্কিক, মীমাংসক প্রভৃতি নানা

অন্যান্য মতবাদ

দার্শনিক মতের বিচারপূর্বক ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে বিশেষভাবে ধ্বনি-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রথম উদ্দ্যোতেও ধ্বনি-বিরোধিগণের মত খণ্ডন করিয়া তিনি ইহাই করিয়াছেন। এ বিষয়ে নৈয়ায়িকশিরোমণি জয়ন্ত ভট্টের একটি অভিমত শ্রদ্ধাসহকারে উল্লেখযোগ্য। জয়ন্ত ভট্ট শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি বা ধ্বনিবাদ গ্রহণ করেন নাই। ধ্বনিবাদিগণকে তিনি 'পণ্ডিতংমন্যঃ' বলিয়াছেন।* কিন্তু তিনি কাব্যতত্ত্ব-মীমাংসকগণের সহিত এই তর্ক অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন। তিনি বলেন—

'অথবা নেদৃশী চর্চা কবিভিঃ সহ শোভতে।
বিদ্বাংসোঽপি বিমুহ্যন্তি বাক্যার্থগহনেঽধ্বনি॥ (ন্যাঃ মঃ পৃঃ ৪৫)

তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবেই মনে করেন যে, সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক, একের সাম্রাজ্য অপরের সাম্রাজ্য হইতে একান্তভাবে স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ দার্শনিক যেখানে চাহেন শব্দার্থের precision (নির্দিষ্ট অর্থ), সাহিত্যিকের সেখানে আবশ্যক শব্দার্থের elasticity (ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য)। সুতরাং উভয়ের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র এবং এই কারণে তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতেছে—

পরমগহনস্তর্কজ্ঞানামভূমিরয়ং নয়ঃ। (ঐ)।

এই সিদ্ধান্ত যে শিরোধার্য—সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

(৯)

দার্শনিক দিক হইতে শব্দের বিভিন্ন বৃত্তির আলোচনামুখে আনন্দবর্ধন কিভাবে ব্যঞ্জনাবৃত্তির স্থাপনা করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিলাম। কিন্তু ইহাতেই ধ্বনিবাদের প্রতিপক্ষগণ নিরস্ত হন নাই। সাহিত্যিক-মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতেও ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধতা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম হইতেছেন—ভট্টনায়ক ও 'বক্রোক্তি-জীবিত'কার কুন্তক। ধ্বনিবাদের বিচার প্রসঙ্গে এই দুই আচার্যের অভিমত অবশ্যই বিচার্য। আমরা প্রথমে ভট্টনায়কের অভিমত সংক্ষেপে বিচার করিব।

ভট্টনায়ক

ভট্টনায়কের গ্রন্থ 'হৃদয়-দর্পণ' পাওয়া যায় না। তাঁহার অভিমত অন্যান্য গ্রন্থকারের বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়াইয়া আছে। ধ্বন্যালোকের নানা স্থানেও ভট্টনায়কের মত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। সেই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানা

* এতেন শব্দসামর্থ্যমহিম্না সোঽপি বারিতঃ।
যমন্যঃ পণ্ডিতম্মন্যঃ প্রপেদে কঞ্চন ধ্বনিম্॥ ন্যায়মঞ্জরী (২ উঃ ৪৫)

ধায় এবং সেই সমস্ত উপাদান অবলম্বন করিয়াই তাঁহার মতবাদের আলোচনা করা হয়।

'লোচনের' টীকাকার উত্তুঙ্গোদয় তাঁহার টীকায় ভট্টনায়কের সাহিত্যিক মতবাদের সারসংক্ষেপ নিম্নলিখিতভাবে করিয়াছেন—

ব্যাপারস্ত্রিবিধো বুধৈরভিমতঃ কাব্যেঽভিধা-ভাবনা-

ভোগোৎপাদকতাত্মনা তদধিকো নাস্তি-ধ্বনির্নাম নঃ।

সিদ্ধান্তা ব্যবহারভূমিষু বিভাবাদ্যর্থসাধারণীকারাত্মা

ত্বপরা নিরর্গলরসা স্বাদাত্মিকৈবান্তিমা ॥

(D. L K. S. R. I.-Edn. p-79)

ভট্টনায়কের মতে শব্দের ব্যাপার ত্রিবিধ—অভিধা, ভাবনা ও ভোগীকৃতি। ইহার উর্দ্ধে ধ্বনি বলিয়া কিছু নাই। প্রথমটি ব্যবহারিক অর্থ প্রকাশ করে, দ্বিতীয়টি রসাস্বাদ ঘটায়।

ভট্টনায়ক যেখানে ধ্বনি স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বলা হয়, সেখানেও তিনি যে ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন নাই তাহা তাঁহার নিজ উক্তি-তেই প্রকাশিত—

ধ্বনির্নামাপরো যোঽপি ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকঃ।

তস্য সিদ্ধেঽপি ভেদে স্যাৎ কাব্যাঙ্গত্বং ন রূপতা ॥

ভট্টনায়ক বলিতে চাহেন যে ধ্বনিকে কাব্যের একটি উপাদান রূপে স্বীকার করা যায়; বেশীপক্ষে ইহাকে অঙ্গরূপে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু ইহাকে কাব্যরূপী বা কাব্যাত্মা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এইদিক হইতে ভট্টনায়ক কুন্তকের সমগোত্রীয়। "ভাবনা-ভাব্যো এষোঽপি শৃঙ্গারাদিগণো মতঃ"—ভট্টনায়কের এই উক্তিতে ভট্টনায়ক সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে শৃঙ্গারাদি রস ভাবনাভাব্য—ব্যঙ্গ্য নহে। শব্দের ভাবকত্ব ও ভোজকত্ববৃত্তির সাহায্যেই রসপ্রতীতি হয়—ইহাই ভট্টনায়কের সিদ্ধান্ত। ভট্টনায়কের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শ্রীমদভিনবগুপ্ত লোচন-টীকায় বলিয়াছেন—

"ভোগীকরণব্যাপারশ্চ কাব্যস্য রসবিষয়ো ধ্বননাত্মৈব নান্যৎ কিঞ্চিৎ। ভাবকত্বমপি সমুচিতগুণালংকারপরিগ্রহাত্মকমস্মাভিরেব বিতত্য বক্ষ্যতে। কিমেতদপূর্বম্? কাব্যং চ রসান্ প্রতি ভাবকমিতি যদুচ্যতে, তত্র ভবতৈব ভাবনাদুৎপত্তিপক্ষ এব প্রত্যুজ্জীবিতঃ। ন চ কাব্যশব্দানাং কেবলানাং ভাবকত্বম্, অর্থাপরিজ্ঞানে তদভাবাৎ। ন চ কেবলানামর্থানাম্, শব্দান্তরেণার্প্যমাণত্বে তদযোগাৎ। দ্বয়োস্তু ভাবকত্বমস্মাভিরেবোক্তম্। "যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থং ব্যঙ্‌ক্তঃ"—ইত্যত্র, তস্মাদ্ ব্যঞ্জকত্বাখ্যেন ব্যাপারেণ গুণালংকারৌচিত্যাদিকয়েতি

কর্ত্তব্যতয়া কাব্যং ভাবকং রসান্ ভাবয়তি, ইতি ত্র্যংশায়ামপি ভাবানায়াং করণাংশে ধ্বননমেব নিপততি। ভোগোঽপি ন কাব্যশব্দেন ক্রিয়তে, অপি তু ঘনমোহান্ধ্যসংকটতানিবৃত্তিদ্বারেণাস্বাদাপরনাম্নি অলৌকিকদ্রুতিবিস্তারবিকাশাত্মনি ভোগে কর্ত্তব্যে লোকোত্তরে ধ্বননব্যাপার এব মূর্দ্ধাভিষিক্তঃ। তচ্চেদং ভোগকৃত্ত্বং রসস্য ধ্বননীয়ত্বে সিদ্ধে দৈবসিদ্ধম্, রস্যমানতোদিতচমৎকারাতিরিক্তত্বাদ্ ভোগস্য।" (ধ্বন্যালোক ২'৪ কারিকা ও বৃত্তির টীকা)।

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় অভিনবগুপ্তের উল্লিখিত মতটি সুন্দরভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—ভট্টনায়ক যাহাকে রসের ভোগীকরণ বলিয়াছেন, তাহাকেই অভিনব প্রভৃতিরা ধ্বনন বলিয়াছেন। * * ভট্টনায়কের ভাবকত্ব সম্বন্ধে অভিনব বলেন যে, কেবলমাত্র কাব্যশব্দ হইতে রসাদি ভাবনা হইতে পারে না; কারণ অর্থ না হইলে রসাদির বোধ হইতে পারে না। কেবলমাত্র অর্থ হইতেও তাহা হয় না। কারণ একই অর্থ কোন শব্দ-বিন্যাসে কাব্য হইয়া দাঁড়ায়, অথচ অন্য শব্দবিন্যাসে কাব্য হয় না। অতএব শব্দ ও অর্থ যখন গুণ, অলংকার ঔচিত্যাদি যুক্ত হয়, তখনই কাব্যরসকে ব্যঞ্জিত করিতে পারে। এজন্য রসভাবনার প্রতি ব্যঞ্জন বা ধ্বননই কারণ। ইহা ছাড়া স্বতন্ত্র ভাবকত্ব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই।" (কাব্য-বিচার পৃঃ ২১৫)

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও বলিয়াছেন—"মতস্যৈতস্য পূর্বস্মান্মতাদ্ ভাবকত্বব্যাপারান্তরস্বীকার এব বিশেষঃ। ভোগস্তু ব্যক্তিঃ। ভোগকৃত্ত্বং চ ব্যঞ্জনাদবিশিষ্টম্। অন্যা তু সৈব সরণিঃ।

সাহিত্যতত্ত্বে ভট্টনায়কের উল্লেখযোগ্য অবদান হইতেছে ভরত-নাট্যশাস্ত্রের রসসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়ানির্ণয়ে সাধারণীকরণ-ব্যাপারের আবিষ্কার বিষয়ে তাঁহার মৌলিক চিন্তন। বস্তুতঃ এই রসনিষ্পত্তি বা Communication সমস্যাটি সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে একটি অতি দুরূহ মৌলিক সমস্যা। যদি আমরা মুখ্যভাবে কবিনিষ্ঠ asthetic experience বা সৌন্দর্য্যানুভূতিকে রস বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে কবিনিষ্ঠ রস কি ভাবে সামাজিক হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ সকল শিল্পের Communication এর মৌলিক সমস্যাটিই আমাদের বিশেষ আলোচ্য হইয়া পড়ে। সংস্কৃত বীক্ষাশাস্ত্রের আচার্য্যগণ তাঁহাদের অনন্য-সাধারণ মনীষা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া এই সমস্যাটির আলোচনা করিয়াছেন এবং অভিব্যক্তিবাদ এই সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতসমাজ মনে করেন। রসগঙ্গাধরে আমরা ভরতসূত্রের আটপ্রকারের ব্যাখ্যা দেখি। অভিনবগুপ্ত অভিনব-ভারতীতে এবং মম্মট কাব্য-

প্রকাশে চারিজন আচার্য্যের ব্যাখ্যা নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই চারিজন আচার্য্য হইতেছেন—ভট্টলোল্লট, ভট্টশংকুক, ভট্টনায়ক ও ভট্টাভিনবগুপ্ত। ইঁহাদের ব্যাখ্যা যথাক্রমে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ নামে পরিচিত। উক্ত চারিজন আচার্যের মধ্যে ভট্টলোল্লট ও ভট্ট শংকুকের দৃষ্টি নাট্য-শিল্প অর্থাৎ বস্তুর প্রতি অধিকতর অভিনিবিষ্ট; শেষোক্ত দুইজন emotion বা ভাবকে লক্ষ্য করিয়া সামাজিক-নিষ্ঠ রসাস্বাদের কথা বলিয়াছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা রচনায় এই বাদচতুষ্টয়ের বহু নিপুণ ব্যাখ্যা আছে। তন্মধ্যে অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহিত্যমীমাংসা ও ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের কাব্য-বিচার-গ্রন্থ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যাল মহাশয় তাঁহার 'অভিনব-গুপ্তের রসভাষ্য' গ্রন্থে এই বাদচতুষ্টয়কে একত্র গ্রথিত করিয়া তাহাদের অনুবাদ করিয়াছেন ও টীকা রচনার দ্বারা বুঝিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন ' আমরা এই বাদচতুষ্টয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব না। তবে যেহেতু শ্রীমদভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোক-লোচনে ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন, সেই কারণে সংক্ষেপে বিভিন্ন আচার্য্যের বক্তব্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

রসনিষ্পত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত

"বিভাবানুভাব-ব্যাভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ"—ইহা ভরতমুনি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের সূত্র। ইহাতে নাট্যে কিভাবে রসনিষ্পত্তি হয় তাহা বলা হইয়াছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যা হইতেই নানাবিধ মতের উৎপত্তি হইয়াছে। 'সংযোগ' এবং 'নিষ্পত্তি'—এই দুইটি শব্দের অর্থের ভেদে মতভেদের উদ্ভব হইয়াছে। ভট্টলোল্লট, ভট্টশংকুক, ভট্টনায়ক ও ভট্টাভিনবগুপ্ত—ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

লোকে যাহাকে 'কারণ' বলে, কাব্যে ও নাট্যে তাহাকে বিভাব বলে এইরূপে লৌকিক 'কার্যকে' 'অনুভাব' এবং 'সহকারিকে' 'ব্যভিচারি' ভাব বলা হয়। এই নামান্তরকরণের সার্থকতা আছে। কারণকে বিভাব বলা হয়, যেহেতু সামাজিকের হৃদয়ে বাসনারূপে অবস্থিত রত্যাদি স্থায়িভাব এই বিভাবের দ্বারা আস্বাদের বিষয় হইয়া থাকে। "বিভাবয়ন্তি আস্বাদাঙ্কুরযোগ্যতাং নয়ন্তীতি বিভাবাঃ"। অনুভাব অর্থাৎ কটাক্ষ-ভুজক্ষেপণাদি কার্য্য এই স্থায়িভাবের গমক (বোধক) হইয়া থাকে। ব্যভিচারিভাব—উৎকণ্ঠা প্রভৃতি—স্থায়িভাবের পরিপোষণ করে অর্থাৎ ইহা বিশেষভাবে (বি) সর্বদিক (অভি) হইতে তদভিমুখে প্রবৃত্ত হয় (চরতি) এবং স্থায়িভাবের পরিপুষ্টি সাধন করে। এই বিভাবাদির দ্বারা

কর্ত্তব্যতয়া কাব্যং ভাবকং রসান্ ভাবয়তি, ইতি ত্র্যংশায়ামপি ভাবানায়াং করণাংশে ধ্বননমেব নিপততি। ভোগোঽপি ন কাব্যশব্দেন ক্রিয়তে, অপি তু ঘনমোহান্ধ্যসংকটতানিবৃত্তিদ্বারেণাস্বাদাপরনাম্নি অলৌকিকদ্রুতিবিস্তারবিকাশাত্মনি ভোগে কর্ত্তব্যে লোকোত্তরে ধ্বননব্যাপার এব মূর্ধাভিষিক্তঃ। তচ্চেদং ভোগকৃত্ত্বং রসস্য ধ্বননীয়ত্বে সিদ্ধে দৈবসিদ্ধম্, রস্যমানতোদিতচমৎকারাতিরিক্তত্বাদ্ ভোগস্য।" (ধ্বন্যালোক ২৪ কারিকা ও বৃত্তির টীকা)।

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় অভিনবগুপ্তের উল্লিখিত মতটি সুন্দরভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—ভট্টনায়ক যাহাকে রসের ভোগীকরণ বলিয়াছেন, তাহাকেই অভিনব প্রভৃতিরা ধ্বনন বলিয়াছেন। * * ভট্টনায়কের ভাবকত্ব সম্বন্ধে অভিনব বলেন যে, কেবলমাত্র কাব্যশব্দ হইতে রসাদি ভাবনা হইতে পারে না; কারণ অর্থ না হইলে রসাদির বোধ হইতে পারে না। কেবলমাত্র অর্থ হইতেও তাহা হয় না। কারণ একই অর্থ কোন শব্দ-বিন্যাসে কাব্য হইয়া দাঁড়ায়, অথচ অন্য শব্দবিন্যাসে কাব্য হয় না। অতএব শব্দ ও অর্থ যখন গুণ, অলংকার ঔচিত্যাদি যুক্ত হয়, তখনই কাব্যরসকে ব্যঞ্জিত করিতে পারে। এজন্য রসভাবনার প্রতি ব্যঞ্জন বা ধ্বননই কারণ। ইহা ছাড়া স্বতন্ত্র ভাবকত্ব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই।" (কাব্য-বিচার পৃঃ ২১৫)

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও বলিয়াছেন—"মতস্যৈতস্য পূর্বস্মান্মতাদ্ ভাবকত্বব্যাপারান্তরস্বীকার এব বিশেষঃ। ভোগস্তু ব্যক্তিঃ। ভোগকৃত্ত্বং চ ব্যঞ্জনাদবিশিষ্টম্। অন্যা তু সৈব সরণিঃ।

সাহিত্যতত্ত্বে ভট্টনায়কের উল্লেখযোগ্য অবদান হইতেছে ভরত-নাট্যশাস্ত্রের রসসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়ানির্ণয়ে সাধারণীকরণ-ব্যাপারের আবিষ্কার বিষয়ে তাঁহার মৌলিক চিন্তন। বস্তুতঃ এই রসনিষ্পত্তি বা Communication সমস্যাটি সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে একটি অতি দুরূহ মৌলিক সমস্যা। যদি আমরা মুখ্যভাবে কবিনিষ্ঠ asthetic experience বা সৌন্দর্য্যানুভূতিকে রস বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে কবিনিষ্ঠ রস কি ভাবে সামাজিক হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ সকল শিল্পের Communication এর মৌলিক সমস্যাটিই আমাদের বিশেষ আলোচ্য হইয়া পড়ে। সংস্কৃত বীক্ষাশাস্ত্রের আচার্য্যগণ তাঁহাদের অনন্য-সাধারণ মনীষা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া এই সমস্যাটির আলোচনা করিয়াছেন এবং অভিব্যক্তিবাদ এই সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতসমাজ মনে করেন। রসগঙ্গাধরে আমরা ভরতসূত্রের আটপ্রকারের ব্যাখ্যা দেখি। অভিনবগুপ্ত অভিনব-ভারতীতে এবং মম্মট কাব্য-

প্রকাশে চারিজন আচার্য্যের ব্যাখ্যা নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই চারিজন আচার্য্য হইতেছেন—ভট্টলোল্লট, ভট্টশংকুক, ভট্টনায়ক ও ভট্টাভিনবগুপ্ত। ইঁহাদের ব্যাখ্যা যথাক্রমে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ নামে পরিচিত। উক্ত চারিজন আচার্যের মধ্যে ভট্টলোল্লট ও ভট্ট শংকুকের দৃষ্টি নাট্য-শিল্প অর্থাৎ বস্তুর প্রতি অধিকতর অভিনিবিষ্ট; শেষোক্ত দুইজন emotion বা ভাবকে লক্ষ্য করিয়া সামাজিক-নিষ্ঠ রসাস্বাদের কথা বলিয়াছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা রচনায় এই বাদচতুষ্টয়ের বহু নিপুণ ব্যাখ্যা আছে। তন্মধ্যে অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহিত্যমীমাংসা ও ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের কাব্য-বিচার-গ্রন্থ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যাল মহাশয় তাঁহার 'অভিনব-গুপ্তের রসভাষ্য' গ্রন্থে এই বাদচতুষ্টয়কে একত্র গ্রথিত করিয়া তাহাদের অনুবাদ করিয়াছেন ও টীকা রচনার দ্বারা বুঝিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন ' আমরা এই বাদচতুষ্টয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব না। তবে যেহেতু শ্রীমদভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোক-লোচনে ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন, সেই কারণে সংক্ষেপে বিভিন্ন আচার্য্যের বক্তব্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

রসনিষ্পত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত

"বিভাবানুভাব-ব্যাভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ"—ইহা ভরতমুনি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের সূত্র। ইহাতে নাট্যে কিভাবে রসনিষ্পত্তি হয় তাহা বলা হইয়াছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যা হইতেই নানাবিধ মতের উৎপত্তি হইয়াছে। 'সংযোগ' এবং 'নিষ্পত্তি'—এই দুইটি শব্দের অর্থের ভেদে মতভেদের উদ্ভব হইয়াছে। ভট্টলোল্লট, ভট্টশংকুক, ভট্টনায়ক ও ভট্টাভিনবগুপ্ত—ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

লোকে যাহাকে 'কারণ' বলে, কাব্যে ও নাট্যে তাহাকে বিভাব বলে এইরূপে লৌকিক 'কার্য্যকে' 'অনুভাব' এবং 'সহকারিকে' 'ব্যভিচারি' ভাব বলা হয়। এই নামান্তরকরণের সার্থকতা আছে। কারণকে বিভাব বলা হয়, যেহেতু সামাজিকের হৃদয়ে বাসনারূপে অবস্থিত রত্যাদি স্থায়িভাব এই বিভাবের দ্বারা আস্বাদের বিষয় হইয়া থাকে। "বিভাবয়ন্তি আস্বাদাঙ্কুরযোগ্যতাং নয়ন্তীতি বিভাবাঃ"। অনুভাব অর্থাৎ কটাক্ষ-ভুজক্ষেপণাদি কার্য্য এই স্থায়িভাবের গমক (বোধক) হইয়া থাকে। ব্যভিচারিভাব—উৎকণ্ঠা প্রভৃতি—স্থায়িভাবের পরিপোষণ করে অর্থাৎ ইহা বিশেষভাবে (বি) সর্বদিক (অভি) হইতে তদভিমুখে প্রবৃত্ত হয় (চরতি) এবং স্থায়িভাবের পরিপুষ্টি সাধন করে। এই বিভাবাদির দ্বারা

সাঁমাজিকনিষ্ঠস্থায়িভাবের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। এই অভিব্যক্ত স্থায়িভাবই রস বলিয়া অভিহিত হয়। অভিব্যক্তি চর্বণা বা রসাস্বাদব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহা শ্রীঅভিনবগুপ্তের মতানুসারিনী ব্যাখ্যা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—ভরতনাট্যসূত্রের ব্যাখ্যাতৃগণের মতভেদের বিষয় 'সংযোগ' ও 'নিষ্পত্তি' এই শব্দ দুইটি। ভট্টলোল্লট সম্ভবতঃ ভরতনাট্যশাস্ত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যাতা ছিলেন কিংবা হয়তো তিনি তাঁহার স্বরচিত কোন গ্রন্থে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভট্ট লোল্লাটের ব্যাখ্যা এইরূপ—

বিভাবাদি রত্যাদি স্থায়িভাবের উৎপাদক। বিভাবের সহিত স্থায়ীর সম্বন্ধ জন্য-জনক বা উৎপাদ্য-উৎপাদক ভাব। আর অনুভাবকার্যাদি

ভট্টলোল্লট

ইহার গমক। অনুভাবের সহিত স্থায়িভাবের গম্য-গমক-ভাব-সম্বন্ধ এবং ব্যভিচারীর সহিত পোষ্য-পোষক-ভাব-সম্বন্ধ। এই স্থায়িভাবের উৎপত্তিজ্ঞান ও পরিপুষ্টি মুখ্যভাবে নায়কের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। নট অভিনয় কৌশলের দ্বারা নায়করূপে প্রতীত হয়। নটের মধ্যে রসের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু সেখানে আরোপিত হয়। নট কেবল অনুকরণ-কর্ত্তা এবং নায়কাদি এখানে অনুকার্য্য। এই স্থায়িভাব নটে আরোপিত হয় এবং এই আরোপিত স্থায়িভাবের বোধই সামাজিকের চমৎকারের হেতু।

ভট্ট লোল্লটের এই মতের নাম উৎপত্তিবাদ। ইহা পণ্ডিতসমাজে গ্রহণ-যোগ্য হয় নাই, যেহেতু সামাজিকের যে চমৎকারকৃত আনন্দের বোধ হইয়া থাকে, তাহা এরূপভাবে নটে আরোপের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। আর অনুকার্য্য নায়ক-নায়িকার মধ্যেই রসের উৎপত্তি হয়—ইহাও রসের স্বারসিক ব্যাখ্যা হইতে পারে না; যেহেতু অপর ব্যক্তিতে যে অনুভব হয়, তাহা অন্য ব্যক্তি বোধ করিতে পারে না। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ এই আরোপিত স্থায়িভাবের জ্ঞানকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। কিন্তু সামাজিকের হৃদয়ে যদি স্থায়িভাবের অভিব্যক্তির দ্বারা রসের বোধ না হয়, তাহা হইলে সামাজিকের দ্বারা অনুভূয়মান রসবোধের উপপাদন অসম্ভব হয়। লৌকিক নরনারী-তে যে রতি উৎপন্ন হয়, তাহার ঈদৃশ জ্ঞানের দ্বারা সামাজিকের হৃদয়ে আনন্দের উৎপত্তি হয়—ইহা বলা যায় না। অনেক সময়ে বৈপরীত্যই ঘটে। অতএব এই ব্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী নয়।

শ্রীশংকুক এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—বিভাবাদির দ্বারা স্থায়ীর

ভট্টশংকুক

অনুমিতি হয়। রসের অনুমিতিই রস-নিষ্পত্তি। এস্থলে 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ অনুমিতি (Inference) এবং সংযোগ 'শব্দের' অর্থ

অনুমাপ্য-অনুমাপক সম্বন্ধ। ভট্ট শংকুক বলেন—এই রসবোধের স্বরূপ বিলক্ষণ। জ্ঞান চারি-প্রকারের হইতে পারে। **সম্যক জ্ঞান** নিয়মগর্ভ। অভিনেতা নট সম্বন্ধে—ইনি রামই (রাম এবায়ম্) কিংবা ইনিই রাম (অয়মেব রামঃ)—এরূপ অবধারণাত্মক বোধ হয় না। ইহা ভ্রম—ইহাও বলা যায় না। **ভ্রমজ্ঞান** মিথ্যা হয় এবং পরবর্ত্তীকালে তাহার বাধ হয়। কিন্তু অভিনয় দর্শনে বা কাব্যের অনুশীলনে সহৃদয়ের মনে এইরূপ বাধবুদ্ধির উদয় হয় না। অতএব ইহা মিথ্যাজ্ঞান হইতে বিলক্ষণ। ইহাকে **সংশয়** বলা যায় না, যেহেতু নট সম্বন্ধে সামাজিকের এরূপ বোধ হয় না যে—ইনি রাম কিংবা রাম নহেন। নট রামসদৃশ এরূপ জ্ঞানও হয় না। **সাদৃশ্যজ্ঞান** দুইটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যেই সম্ভব হয়—ইহা তাদার্থ্যবোধ নহে। কিন্তু নটের অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্যের দ্বারা চিত্রতুরগন্যায়ে—ইনি রাম—এরূপ জ্ঞান হয়, যেমন অতি নিপুণ শিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত অশ্বের চিত্র দেখিয়া লোকের অশ্ব বলিয়া ভ্রান্তি (illusion) হয়। ইহা ভ্রান্তি, কিন্তু এরূপ ভ্রান্তি না হইলে রসবোধের উদয়ই হইতে পারে না। সামাজিক নটকেই রাম বলিয়া মনে করেন এবং তাহাতেই অনুভাবের সাহায্যে স্থায়িভাবের অনুমান করেন। এই অনুমিতি বিষয়ের সৌন্দর্য্যবশতঃ অন্য অনুমিতি হইতে বিলক্ষণ। ইহাতে চমৎকারবোধ অনুস্যূত। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ইহার যে ন্যায়ানুসারিণী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তাহা রসগঙ্গাধরের প্রথম আননে রসস্বরূপের বিভিন্ন মতবাদের বিচারপ্রসঙ্গে কৃত আলোচনায় দ্রষ্টব্য। শ্রীশংকুকের মতবাদও সহৃদয়গণের অনুপাদেয়। সহৃদয়ের চিত্তে যে আনন্দের আবির্ভাব হয়, তাহা সাক্ষাৎকারের দ্বারাই সম্ভব—অনুমিতির দ্বারা নহে। অতএব এই ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে।

ভট্টনায়ক এই দুইটি মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন—রস নটগত বা রামগত (অনুকারী ও অনুকার্য্যগত) বলিয়া অনুমিত হয় না, কিংবা ইহাদের

ভট্টনায়ক

কাহারো মধ্যে রসের উৎপত্তিও হয় না। সামাজিকের হৃদয়ে রসের বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু এই রসবোধকে অভিব্যক্তি বলা যায় না, যেহেতু রস সিদ্ধ বস্তু (accomplished fact) নহে এবং সিদ্ধ বস্তুরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। প্রদীপাদির আলোকের দ্বারা অন্ধকারে অবস্থিত ঘট-পটাদির অভিব্যক্তি ঘটে; কিন্তু এগুলি (ঘট-পটাদি) পূর্ব্বেই বিদ্যমান ছিল, আবরণবশতঃ অনুভূত হয় নাই। রস কিন্তু পূর্ব্বসিদ্ধ নহে। ইহা বিভাবাদি-ব্যাপারের দ্বারাই বোধ-বিষয় হয়। অতএব রসবোধের উপপাদনের জন্য ভট্টনায়ক কল্পনা করেন যে শব্দের তিনটি ব্যাপার আছে; (১) সংকেতিত

অর্থের বোধ কিংবা তৎসম্বন্ধী অর্থের বোধ ; ইহা অভিধা ও লক্ষণা ব্যাপারের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়—ইহা সর্বজনপ্রতীতি-সিদ্ধ। (২) শব্দের আর একটি ব্যাপারের নাম—ভাবকত্ব। ইহার কার্য্য হইতেছে সাধারণীকরণ। ইহাতে কেবল নায়ক-নায়িকার সহিতই স্থায়িভাবের সম্বন্ধ এই জ্ঞান স্থগিত হয় ; তখন দুষ্মন্ত, রামচন্দ্র প্রভৃতি নায়ক সাধারণরূপে প্রতীত হন—ব্যক্তিবিশেষরূপে নহে। বিভাবাদির সাধারণীকরণ ভাবকত্বব্যাপারের ফল, (৩) আর তৃতীয় ব্যাপার হইতেছে—ভোজকত্ব বা ভোগকৃত্ব, যাহার ফলে আমাদের চিত্তে রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হইয়া পড়ে এবং সত্ত্বের উদ্রেক হয়। সত্ত্বগুণের উদ্রেকে চিত্ত স্থির হয় এবং তাহাতে আত্মার ধর্ম আনন্দের প্রকাশ হয়। এই আনন্দের ভোগ বা সাক্ষাৎকারই রস। ইহা অলংকারশাস্ত্রে 'ভুক্তিবাদ' নামে পরিচিত। কাব্যপ্রকাশের টীকা 'প্রদীপ'কার শ্রীগোবিন্দ ঠক্কুর ইহাতে সাংখ্যমতের প্রভাব দেখিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা পরবর্ত্তীকালে অনেক বিভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে ভট্টনায়ক প্রভৃতি কাশ্মীর দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই দেশে প্রচলিত প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন ইঁহাদের সকলেরই উপজীব্য। আত্মা চেতন বস্তু। তাহার সত্তা হইতেছে চৈতন্য এবং তাহার স্বরূপ হইতেছে আনন্দ। আত্মভিন্ন সমস্ত পদার্থই সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। ইহা প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের তথা বেদান্তদর্শনের মত। সুতরাং ভট্টনায়কের অভিমতে সাংখ্যের প্রভাব দর্শন করা সমীচীন নহে। রসে যে আনন্দের বোধ হয় তাহা আত্মস্বরূপ আনন্দেরই অনুভব। অতএব রসবোধ নায়কনিষ্ঠ নহে, নট-নিষ্ঠ তো নহেই, ইহা সামাজিকেরই অনুভবের বিষয়।

ভট্টনায়কের মতেরই পরিবর্ত্তন ও পরিশোধনের দ্বারা আচার্য্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার অভিব্যক্তিবাদ স্থাপন করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত ব্যঞ্জনার পক্ষপাতী।

ভট্টাভিনবগুপ্ত

তিনি ব্যঞ্জনাব্যাপারের দ্বারা রসবোধের উপপাদন করেন। তিনি ভট্টনায়ক-কল্পিত শব্দের ভাবকত্ব এবং ভোজকত্ব ব্যাপারদ্বয় স্বীকার করেন না। অভিনবগুপ্তের মতে ভোজকত্ব ব্যাপার অভিব্যক্তির নামান্তর। ইহা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কণ্ঠরবে ঘোষিত করিয়াছেন।* ভট্টনায়ক কথিত সাধারণীকরণ ব্যাপারটি অভিনবগুপ্তও অস্বীকার করেন নাই ; কিন্তু তজ্জন্য শব্দের ভাবকত্ব-ব্যাপার স্বীকার করার আবশ্যকতা আছে—ইহা মনে করেন নাই। লৌকিক বোধে কারণাদির দ্বারা স্থায়িভাব রত্যাদির অনুমান

---

* 'ভোগকৃত্বং চ ব্যঞ্জনাদবিশিষ্টম্'—রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন।

হইয়া থাকে। কাব্যে ও নাট্যে এই কারণাদির রূপান্তর ঘটে; রসবোধ হয় বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের মিলিত অনুভবের দ্বারা। এস্থলে কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করা যায় না। রস যদি বিভাবাদির কার্য্য হইত, তাহা হইলে বিভাবাদির বোধ পূর্বেই হইত। কিন্তু রসবোধে বিভাবাদি-সংবলিত স্থায়িভাবের যুগপৎ বোধ হইয়া থাকে। এই স্থায়িভাব নায়কনিষ্ঠ নহে; ইহা সহৃদয়ের হৃদয়ে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত রত্যাদিরই অভিব্যক্তি অর্থাৎ ইহা পূর্বসিদ্ধ বস্তুরই প্রকাশ। সুতরাং ইহা পূর্বে অসিদ্ধ বলিয়া অভিব্যক্তি সম্ভব নহে—ভট্টনায়কের এই মত সূক্ষ্মদৃষ্টিপ্রসূত বলা যায় না। সহৃদয়ের হৃদয়ে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত স্থায়িভাবের প্রকাশ বলিয়া, যাহার রত্যাদি স্থায়িভাবেব বাসনা অবিদ্যমান, তাহার রসবোধ হয় না। মীমাংসক, বৈয়াকরণ, গাণিতিক প্রভৃতির যে রস-বোধ হয় না, তাহার কারণ এই যে তাঁহাদের ঈদৃশ বাসনা নাই। যদি তাঁহাদের রসবোধ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহাদের পূর্বসিদ্ধ বাসনা বর্তমান।

শ্রীমদভিনবগুপ্তের মতে সাধারণীকরণ ব্যঞ্জনারূপ বৃত্তির অবান্তর ব্যাপারের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। রসাভিব্যক্তির প্রক্রিয়া এইরূপ—সহৃদয়ের ইহা মনে হয় না যে এই রত্যাদিবিভাব এবং তাহার অভিনয়াদি কায্যরূপ অনুভাব—ইহা আমারই বা শত্রুরই বা তটস্থ ব্যক্তিরই। অর্থাৎ রস স্বাদস্থলে এইরূপ সম্বন্ধী-বিশেষের স্বীকারের নিয়ম অনুভূত হয় না। আবার—ইহা আমারই নয়, বা শত্রুরই নয় কিংবা তটস্থ ব্যক্তিরই নয়—এরূপ সম্বন্ধী-বিশেষের পরিহারের বোধও হয় না। এইরূপ বিচিত্র অনুভূতি বিভাবনাদিরূপ ব্যাপারের দ্বারা সংঘটিত হয়। সাধারণ্যের প্রতীতির অর্থ ইহা নয় যে সব ব্যক্তির সহিত সহৃদয়ের সম্বন্ধবোধ; ইহার অর্থ হইতেছে যে, এই প্রতীতি ঘটলে বিভাবানু-ভাবাদিকে কোন সম্বন্ধী-বিশেষের অর্থাৎ নট-নায়কাদির ধর্ম বলিয়া বোধ হয় না। এই স্বীকার এবং পরিহারের নিয়মের অজ্ঞানবশতঃ ঈদৃশ সাধারণীকরণ সম্ভব হয়।

সাধারণীকরণের মূলভিত্তি হইতেছে—সহৃদয়ের আত্মবিস্মরণ, তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিস্মৃতি; সে যে অন্য সমস্ত ব্যক্তি হইতে ভিন্ন বা তাহার সহিত কাহারো কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে—এরূপ বোধ তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) সত্তায় অবস্থিত হইলেই রসবোধের অধিকার আসে। কাহারো সহিত তাহার ভেদবুদ্ধি না থাকায় কাব্য-নাটকের বিভাবের সহিত তাহার ভেদবুদ্ধি থাকে না। ইহাকেই সাধারণীকরণ বা impersonal or

superpersonal state of existence বলে। পরিমিত ব্যক্তিত্ববোধই ভেদবুদ্ধির কারণ। তাহা অবিদ্যাকল্পিত। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ও বেদান্ত মতে পরম তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় চৈতন্য। অবিদ্যার আবরণবশতঃ ও নানা ভেদবুদ্ধির উপস্থিতির জন্য জীব তাহার বাস্তবিক সত্তা বিস্মৃত হয়। এই বাস্তবিক সত্তায় মানুষ তখনই আরূঢ় হয়, যখন তাহার ভেদবুদ্ধির উৎস—ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধি—লুপ্ত হয়। শৈবসিদ্ধান্তসম্মত সেই পরম অহংতার এবং বেদান্তসম্মত সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মের সহিত তখন তাহার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়। ইহাই সাধারণীকরণের মূল এবং ইহাই অভিনবগুপ্তের সম্বন্ধীবিশেষের স্বীকার ও পরিহারের ফল।

শ্রীমদভিনবগুপ্ত মনে করেন—সাধারণীকরণ ব্যঞ্জনারই অবান্তর ব্যাপার। পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে সম্বন্ধী-বিশেষের জ্ঞান রসবোধের প্রতিবন্ধক। ব্যঞ্জনার দ্বারা এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়। যেমন অন্ধকাররূপ প্রতিবন্ধকের নিরসনের দ্বারা প্রদীপ ঘটাদির অভিব্যঞ্জক হয়, সেইরূপ ব্যঞ্জনা এই সম্বন্ধী-বিশেষের প্রতীতিরূপ প্রতিবন্ধকের নিরাস করিয়াই রসের অভিব্যক্তি করে। এই রস সহৃদয়-হৃদয়স্থিত এবং পূর্বে অননুভূত বাসনার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। এইরূপ স্থায়িভাবের প্রতীতি সহৃদয়ের স্বীয় আত্মানন্দের দ্বারাই বিষয়ীকৃত হয়। আনন্দ ও জ্ঞান অভিন্ন-স্বরূপ। সুতরাং রসবোধ শব্দের অর্থ—সহৃদয়ের স্বস্বরূপ আনন্দাত্মক জ্ঞানের দ্বারা স্থায়িভাবের গ্রহণ; ইহা সাক্ষাৎকারস্বরূপ।

আমরা উপরের আলোচনায় দেখিলাম—কিভাবে ধ্বনিবাদিগণ ভট্টনায়কের মত পরিশোধিত করিয়া রসনিষ্পত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং রস যে ব্যঙ্গ্য বা অভিব্যক্ত হয়—তাহা কিভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য অভিনব-গুপ্ত যদিও আচার্য ভট্টনায়কের মত পরিশোধিত করিয়া এবং তাঁহার ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব ব্যাপারকে যথাক্রমে ব্যঞ্জনা ও অভিব্যক্তির নামান্তর বলিয়া ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যে রসের অভিব্যক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তবুও আধুনিক সমালোচনা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অভিনবগুপ্তের মতানুসারী হয় নাই এবং আচার্য ভট্টনায়কের চিন্তাধারার যে মৌলিকত্বের প্রতি এতাবৎ তাদৃশ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই, সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কবিগত রস সামাজিক চিত্তে আস্বাদিত হইতে হইলে ভট্টনায়ক-উদ্ভাবিত 'সাধারণীকরণ' ব্যাপার যে অপরিহার্য তাহা অভিনবগুপ্ত স্বকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—"সাধারণ্য-গ্রহং বিনা ন কদাচিদপি বিভাবত্বম্ স্বপ্নেঽপি ন রসত্বমিতি চ ন বিস্মর্তব্যম্।" (অভিনবভারতী)। ধ্বন্যালোকের কুত্রাপি সাধারণীকরণের কথা নাই। সাধারণীকরণের একদিকে রহিয়াছে সৌন্দর্য-চেতনা ও তাহার

দর্শন বা প্রখ্যা এবং অপর দিকে রহিয়াছে উক্ত চেতনার প্রকাশ অর্থাৎ বর্ণনা বা উপাখ্যা। ধ্বনিতে আছে কেবলমাত্র উপাখ্যার দিক, অর্থাৎ শব্দব্যাপারকে আশ্রয় করিয়া ব্যঙ্গ বস্তুকে প্রকাশ করিয়া তোলা, ব্যঙ্গ রসকে অভিব্যক্ত করিয়া তোলা। এটি expression or mainfestation এর দিক মাত্র; কিন্তু সাধারণীকরণে সংযুক্ত হন কবি ও সহৃদয় উভয়েই; এখানে vision এবং manifestation দুইই মিলিত হইয়াছে। এই কারণে অধ্যাপক রাও বলিয়াছেন—

—Whereas dhvani covers only *upakhya* i,e., śabda-vyāpara, sādhāraṇīkaraṇa covers both prakhyā and upākhyā and is thus more comprehensive than dhvani; **Further, while Ānanda is chiefly lroking at Kāvya from the point of view of the reader, Bhaṭṭanāyaka is viewing Kāvya from the point of view of the poet as well as the reader; while Ānanda is laying bare the heart of the reader and has called his work Sahṛdayāloka, Bhaṭṭanāyaka is holding the mirror to the heart of the poet as well as the reader and has therefore given it the more general name Hṛdayadarpaṇa,"

বস্তুতঃ সহৃয়ালোক-প্রণেতা আনন্দবর্ধনের দৃষ্টি প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল সামাজিকের প্রতি এবং হৃদয়-দর্পণ-রচয়িতা ভট্টনায়ক যে কবি ও সহৃদয় উভয়ের হৃদয়ভাবকে দর্পণে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছেন—তাহা উভয়গ্রন্থের নামেই প্রকাশ—অধ্যাপক রাও এর এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অধ্যাপক রাও শ্রীমদভিনবগুপ্তকৃত ভাবকত্ব-ভোজকত্ব-ব্যাপার-খণ্ডনকেও যুক্তিসহ মনে করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য নিম্নরূপ—

'The reader's activity (Vyāpāra) which is chiefly enjoyment with the least effort is aptly termed by Bhaṭṭa Nāyaka as bhoktṛtva in order to distinguish it from the poet's activity which is more one of immense effort (bhāvakatva) than of enjoyment (bhoktṛtva). If we thus understand Bhatta-Nāyaka's bhoktṛtva (bhoktṛtvam sahaṛdaya-viṣayam) as what relates to the reader and the reader is more a bhoktṛ than a Katṛ, the necessity for the distinction which Bhatta Nāyka made between

bhāvakatva and bhoktṛtva becomes clear and Abhinavagupta's criticism misses entirely the need for this distinction.

একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে পাঠকের ধর্ম হিসাবে ভোক্তৃত্বের এবং কবির ধর্ম হিসাবে ভাবকত্বের মধ্যে পার্থক্য করা যুক্তিসঙ্গত এবং সেদিক দিয়া ভট্ট-নায়কের ব্যাপারভেদ অগ্রাহ্য করা কঠিন ; কিন্তু পাঠকের জন্য যে মানদণ্ড শ্রীমদভিনবগুপ্ত স্থির করিয়া দিয়াছেন তাঁহার সেই অতি বিখ্যাত সূত্রে—'যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ' ইত্যাদিতে,—অধ্যাপক রাও যদি তাহা বিস্মৃত না হইতেন তাহা হইলে একথা বলিতে তাঁহার দ্বিধা হইত যে পাঠক "with the least effort" স্বল্পায়াসেই উত্তমকাব্যের রসাস্বাদ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সত্যকারের সহৃদয় হইতে হইলে কাব্যপাঠকালে পাঠকের মধ্যেও কবিগত ভাবকত্বের তৎকালীন আবির্ভাব হইতে হইবে এবং তাহারই ফলে সাধারণীকরণ ব্যাপারের উদয় ও রসাভিব্যক্তি সম্ভব হইবে। ভাবকত্ব কেবল কবিরই ব্যাপার, সহৃদয়ের নয়—ইহা আংশিক সত্য মাত্র। আনন্দবর্ধনের 'সহৃদয়' শব্দের মধ্যেই ভাবকত্ব-ভোজকত্বের সম্মিলন ঘটিয়াছে।

শ্রীমদভিনবগুপ্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তাঁহার সুবিখ্যাত 'অপূর্বং যদ্ বস্তু প্রথয়তি বিনা কারণকলাম্'—ইত্যাদি শ্লোকে তিনি যে সারস্বত-তত্ত্বের বিজয় কামনা করিয়াছেন, তাহাকে বিশেষিত করিয়াছেন দুইটি বিশেষণের দ্বারা ; সেই "সরস্বত্যাস্তত্বং" হইতেছে—'প্রখ্যোপাখ্যা-প্রসরসুভগম্' এবং 'কবি-সহৃদয়াখ্যম্'—union of vision and manifestation—রসদৃষ্টি ও রসাভিব্যক্তির একত্র মিলন। অতএব ধ্বনিবাদিগণ কেবল সামাজিকের দিক হইতে কাব্যতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন—কবির দিক হইতে নয়—এই অভিমত গ্রহণ করার পূর্বে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

কুন্তক অতঃপর আমরা সংক্ষেপে আচার্য্য কুন্তক-প্রবর্তিত বক্রোক্তি-প্রস্থানের আলোচনা করিব। অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রস্থান-সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে ডঃ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁহার 'কাব্যতত্ত্ব-সমীক্ষা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"অলংকারশাস্ত্রস্য পঞ্চ প্রস্থানানি সন্তি। তানি চ শব্দার্থ-সাহিত্য-প্রস্থানং, শব্দ-প্রাধান্য-প্রস্থানং, কেবলরস-প্রস্থানং, ধ্বনিপ্রস্থানং, ধ্বনি-ধ্বংসপ্রস্থানং চ।"

তিনি আচার্য্য কুন্তককে অন্যান্যদের সহিত ধ্বনিধ্বংসপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এ বিষয়ে ডঃ চৌধুরী লিখিয়াছেন—

"অথ কেচন বিদ্বাংসঃ কাব্যস্যোপনিষদ্‌ভূতং রসতত্ত্বং স্বীকুর্বন্তোঽপি ধ্বনিবাদং নাঙ্গীকুর্বন্তি। তেষাং প্রস্থানং হি ধ্বনিধ্বংসপ্রস্থানমিতি ব্যপদেষ্টুং শক্যম্। অস্মিন্ প্রস্থানে ভট্টনায়কস্য, মহিমভট্টস্য, কুন্তকস্য, ক্ষেমেন্দ্রস্য চ নামানি প্রসিদ্ধি-মুপগতানি।"

অতঃপর কুন্তকের সিদ্ধান্তের সারবর্ণনা এইভাবে করা হইয়াছে—

"কুন্তকেন বক্রোক্তি-জীবিতে বক্রোক্তেরেব কাব্যজীবিতত্বং প্রদিদর্শয়িষিতম্। উক্তং চ—

'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্।

অস্য মতে ইয়ং বক্রোক্তির্ন কেবমলংকারঃ, কিন্তু কবেঃ কাব্যনির্মাণে লোকশাস্ত্র-বিলক্ষণপ্রতিভাসমুদ্‌ভাবিতং যদ্ যদেবাপেক্ষিতং তৎ সর্বমেব। কিং বহুনা, কুন্তকস্য নয়ে, বক্রোক্তিরেব সর্বব্যাপকং কাব্যতত্ত্বম্। আনন্দবর্ধনেন প্রতি-পাদিতঃ প্রতীয়মানোঽর্থঃ কুন্তকেন নাভ্যুপগতঃ। পরন্তু উপচারবক্রতেতি নাম্না স বক্রোক্ত্যামেব অন্তর্ভাবিতঃ। অতঃ কুন্তকস্যাপি ধ্বনি-ধ্বংসপ্রস্থানবর্তিত্বমেবো-পপদ্যতে। **এতত্তু স্পষ্টমত্র যদ্ ভামহপ্রোক্তস্য অতিশয়োক্ত্যপরনাম্নো বক্রোক্ত্যলংকারস্য এব কুন্তকেন স্বরূপাদিপরিবর্ধনেন, বিষয়বিস্তারেন চ মহৎ সাম্রাজ্যং প্রতিষ্ঠাপিতম্। ন নবীনং কিমপি তত্ত্বমত্র উপলক্ষ্যতে নিপুণদৃষ্ট্যা॥**

অর্থাৎ আচার্য্য কুন্তক রসতত্ত্ব স্বীকার করিলেও ধ্বনিতত্ত্ব স্বীকার করেন নাই; আনন্দবর্ধন কর্তৃক প্রতিপাদিত প্রতীয়মান অর্থেরও অভ্যুপগম করেন নাই। ইঁহার মতে কাব্যের আত্মা হইতেছে বক্রোক্তি; কুন্তক-কথিত বক্রোক্তি কেবলমাত্র একটি অলংকার নহে; কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজনে কাব্যরচনাকারী কবির প্রতিভাসমুদ্‌ভাবিত সমস্ত উপাদানই—শব্দ, অর্থ, রীতি, গুণ, অলংকার, ধ্বনি, রস—সবই এই বক্রোক্তির অন্তর্ভুক্ত। কাব্যের উপাদান হিসাবে ধ্বনিকে কুন্তক একেবারে অস্বীকার করেন নাই; উপচারবক্রতা নামক বক্রতার এক অবান্তরভেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। বক্রোক্তিবাদের এইরূপ পরিচয় দিয়া অতঃপর ডঃ চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছেন যে—নিপুণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, কুন্তক-কথিত এই বক্রোক্তিতে মৌলিকত্ব কিছু নাই—এতদ্দ্বারা অলংকারশাস্ত্রে নূতন তত্ত্বও কিছু প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহাতে ভামহ-কথিত অতিশয়োক্তি বা বক্রোক্তি নামক অলংকারেরই স্বরূপাদির পরিবর্ধন এবং সেই বিষয়কেই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র।

ডঃ চৌধুরী আচার্য্য কুন্তককে শব্দার্থসাহিত্য-প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া

কেন যে ধ্বনি-ধ্বংস-প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিলেন—তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। ডঃ চৌধুরীর নিজ উক্তিতেই যে স্ববিরোধ আছে তাহাও তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়া উচিত ছিল। তিনি আচার্য্য ভামহকে শব্দার্থসাহিত্য-প্রস্থানের এক বিশিষ্ট প্রবক্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "অস্মিন্ প্রস্থানে শব্দার্থয়োস্তুল্য-প্রাধান্যেন কাব্যঘটকত্ব-মভ্যুপগতম্। ভামহেন বিরচিতঃ 'কাব্যালংকার' এবাস্য প্রস্থানস্য উপজীব্যমানঃ প্রাচীনতমো গ্রন্থঃ।" কুন্তক সম্বন্ধে তাঁহার উপরে উদ্ধৃত উক্তিতে তিনি স্বকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে কুন্তকের মতবাদ ভামহের অভিমতেরই স্বরূপাদির পরিবর্ধন ও বিষয়বিস্তার মাত্র, অথচ উভয়কে বিভিন্ন প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। ভামহের বিষয়ে আলোচনার সময় আমরা 'বক্রোক্তি-জীবিত' হইতে উদ্ধৃতি সহকারে দেখাইয়াছি যে শব্দার্থের সুষ্ঠুভাবে মিলিত রূপকেই আচার্য কুন্তকও সাহিত্য বলিয়া মনে করিতেন।

এক্ষেত্রে দুইটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। একটি হইতেছে—শব্দ ও অর্থের সহিত-ত্ব তো সর্বদাই বিদ্যমান। এই দুই উপাদানের সাহিত্য না ঘটিলে তো কাব্য হইতেই পারে না। অতএব এখানে বিশেষভাবে এই সাহিত্যের কথা বলার তাৎপর্য্য কি! আচার্য্য কুন্তক এ সম্বন্ধে বলেন—

"নমু চ বাচ্যবাচকসম্বন্ধস্য বিদ্যমানত্বাৎ এতয়োর্ন কথঞ্চিদপি সাহিত্যবিরহঃ; সত্যমেতৎ। **কিন্তু বিশিষ্টমেবেহ সাহিত্যমভিপ্রেতম্।"** কীদৃশম্?—বক্রতাবিচিত্রগুণালংকারসংপদাং পরস্পরস্পর্ধাধিরোহঃ। তেন—

সমসর্বগুণৌ সন্তৌ সুহৃদাবিব সঙ্গতৌ।
পরস্পরস্য শোভায়ৈ শব্দার্থৌ ভবতো যথা॥ (ব. জী পৃঃ ১০-১১)

কুন্তকের উপরোক্ত অভিমতকে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় তাঁহার কাব্য-বিচার গ্রন্থে অতি সুস্পষ্ট ও মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

কুন্তক বলেন যে কাব্য হইতে হইলে এই শব্দার্থ-সাহিত্যের একটি বিশিষ্টতা আবশ্যক। যখন একটি বাক্য অপর বাক্যের সহিত বিচিত্র বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়, তখন বর্ণের সহিত বর্ণ মিলিয়া সে যেমন একদিকে ছন্দ ও ধ্বনির সাহায্যে, স্বর ও ধ্বনি-লহরীর আতান-বিতানে রমণীয় মাধুর্য্য সৃষ্টি করিবে, অপরদিকে তেমনি তদ্-গর্ভিত অর্থও তাহার সহিত তুল্য-যোগিতা করিয়া পরস্পর অর্থের দিক দিয়া নূতন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিবে। এমনি করিয়া ধ্বনির সহিত ধ্বনির মিলনে, অর্থের সহিত অর্থের মিলনে যে পরস্পরস্পর্দ্ধি চারুতাদ্বয় উৎপন্ন হইবে, তাহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্যই এখানে সাহিত্য শব্দের অর্থ।" (পৃঃ ৬৫)।

সেই কারণে কাব্য-লক্ষণ করিতে গিয়া আচার্য্য কুন্তক বলিয়াছেন—

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি॥ ১।৭ বঃ জী।

এই কাব্যলক্ষণের কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, শব্দ ও অর্থের "দ্বয়োরপি প্রতিতিলমিব তৈলং তদ্বিদাহ্লাদকারিত্বং বর্ত্ততে, ন পুনরেকস্মিন্"—প্রতি তিলে যেমন তৈল থাকে, তেমনি কাব্যে গৃহীত প্রতি শব্দ ও অর্থের রসিকচিত্তের উপযোগী আহ্লাদকারিত্ব আছে। দ্বিতীয়তঃ, শব্দ ও অর্থ হইবে "সহিতৌ"—"যথাযুক্তি স্বজাতীয়াপেক্ষয়া শব্দস্য শব্দান্তরেন বাচ্যস্য বাচ্যান্তরেণ চ সাহিত্যং পরস্পরস্পর্দ্ধিত্বলক্ষণমেব বিবক্ষিতম্"—শব্দের সহিত শব্দের ও অর্থের সহিত অর্থের যথাযোগ্য মিলনে পরস্পরস্পর্দ্ধি চারুত্ব সৃষ্টি করিবে। তৃতীয়তঃ, এই শব্দার্থের সাহিত্যকে 'বন্ধে ব্যবস্থিতৌ' হইতে হইবে। ইহা কিরূপ তাহা কুন্তক ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—'বন্ধো বাক্যবিন্যাসঃ. তত্র ব্যবস্থিতৌ বিশেষেণ লাবণ্যাদিগুণালংকারশোভিনা সংনিবেশেন কৃতাবস্থানৌ"—বন্ধ হইতেছে বাক্য-বিন্যাস; সেখানে অর্থাৎ সেই বাক্য-বিন্যাসে বিশেষভাবে লাবণ্যাদি গুণ ও অলংকার-সমূহের দ্বারা সুশোভিত হইয়া শব্দার্থ সন্নিবিষ্ট হইবে। চতুর্থতঃ, শব্দ ও অর্থের এই বিশিষ্ট বিন্যাসকে, এই বন্ধকে হইতে হইবে—"বক্র-কবি-ব্যাপারশালী'। কারিকার এই শব্দটি ব্যাখ্যা করিয়া কুন্তক বলিয়াছেন "কীদৃশে বন্ধে?—বক্রকবিব্যাপারশালিনি। বক্রো যোঽসৌ শাস্ত্রাদি-প্রসিদ্ধ-শব্দার্থোপনিবন্ধব্যতিরেকী, ষট্-প্রকারবক্রতাবিশিষ্টঃ কবিব্যাপার-স্তৎক্রিয়া-ক্রমস্তেন শালতে শ্লাঘতে যস্তস্মিন্।" কবিব্যাপারের যে ক্রিয়াক্রমের ফলে শাস্ত্রাদিতে ব্যবহৃত শব্দার্থের নিবন্ধ, তাহাদের প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে অতিরিক্ত অর্থপ্রকাশ করিয়া ছয় প্রকারের বিশিষ্ট বন্ধে সন্নিবিষ্ট হয় এবং তাহার ফলে এইরূপ রচনা গৌরবলাভ করে—সেইরূপ কবিব্যাপারকেই এখানে বক্রকবি-ব্যাপার বলা হইয়াছে। অর্থাৎ কুন্তক বলিতে চাহেন যে কবি-প্রতিভার অপূর্ব স্পর্শে প্রচলিত শব্দার্থ ই এরূপ বিদগ্ধ ভণিতি-বিচ্ছিত্তিতে নিবদ্ধ হয় যে তাহারা অতিশয় গৌরব ও শোভা লাভ করে। কাব্যে কবি-প্রতিভাজাত এই বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গী-ভণিতি থাকিতে হইবে। সর্বশেষে কুন্তক বলিয়াছেন যে এইরূপ রচনাকে 'তদ্বিদাহ্লাদকারী' হইতে হইবে—কাব্যতত্ত্বজ্ঞগণকে আনন্দদান করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কাব্যতত্ত্বজ্ঞগণের আনন্দদায়ক, গুণালংকার-শোভিত, যথাযথ মিলনে সম্মিলিত শব্দার্থের কবি-প্রতিভাজাত বিশিষ্ট বন্ধই

হইতেছে—কুন্তকের মতে কাব্যশব্দবাচ্য। অর্থাৎ চরম বিশ্লেষণে ইহা ভণিতি-প্রকার বা উক্তিবৈচিত্র্যবিশেষ।

এই মূল কাব্যলক্ষণ হইতেই আসিয়াছে কুন্তকের অলংকার সম্বন্ধে ধারণা ও সিদ্ধান্ত। কুন্তক বলিতেছেন—

উভাবেতাবলংকার্য্যৌ তয়োঃ পুনরলংকৃতিঃ।

বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে ॥ ১।১০ ব. জী।

এই কারিকার বৃত্তিতে তিনি বলিয়াছেন-শব্দ ও অর্থ উভয়েই হইতেছে অলংকার্য্য এবং ইহাদের অর্থাৎ এই শব্দ ও অর্থের একটিমাত্রই অলংকার আছে এবং তাহা হইতেছে বক্রোক্তি। "উভৌ দ্বাবপ্যেতৌ শব্দার্থাবলংকার্যাবলংকরণীয়ৌ কেনাপি শোভাতিশয়কারিনালংকরণেন যোজনীয়ৌ। * * * তয়ো * * অপি অলংকৃতিঃ পুনরেকৈব, যয়া দ্বাবপ্যলংক্রিয়েতে। কাসৌ—বক্রোক্তিরেব।" অতএব কুন্তকের কাছে অলংকার ও বক্রোক্তি সমার্থক। বস্তুতঃ স্বীয় গ্রন্থের অন্যত্র তিনি একই অর্থে উভয় শব্দকে ব্যবহার করিয়াছেন। 'বক্রোক্তি-বৈচিত্র্যকে' তিনি 'অলংকার-বিচিত্র-ভাবঃ' (পৃঃ ৬৫) এবং বক্রোক্তিকে তিনি 'সকলালংকার-সামান্য' (পৃঃ ৫৩) বলিয়াছেন। কুন্তক ধ্বনিবাদিগণের মত মনে করেন না যে অনলংকৃত রচনা কাব্য হইতে পারে; বরং তিনি মনে করেন যে শব্দ ও অর্থ অলংকৃত না হইলে কাব্য হয় না। তিনি ১৬ কারিকায় বলিয়াছেন 'সালংকারস্য কাব্যতা'। বৃত্তিতে বলিয়াছেন—'অয়মত্র পরমার্থঃ—সালংকারস্যালংকারণ-সহিতস্য সকলস্য নিরস্তাবয়বস্য সতঃ সমুদায়স্য কাব্যতা কবিকর্মত্বম্। তেনালংকৃতস্য কাব্যত্বমিতি স্থিতিঃ ন পুনঃ কাব্যস্যালংকারযোগ ইতি।"

কুন্তকের কাব্য-পরিকল্পনায় গুণ ও রীতিরও বিশেষ স্থান আছে। তিনি দেশগতভাবে রীতিবিভাগ স্বীকার করেন নাই; তাঁহার মতে রীতির বিভিন্নতা হয় 'কবি-স্বভাবভেদনিবন্ধনত্বাৎ'। কবিপ্রতিভার অনন্তত্ববশতঃ রীতিও অনন্ত প্রকারের হইতে পারে; তবে সাধারণভাবে বিচার করিয়া তিনি রীতিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—সুকুমার, বিচিত্র ও উভয়ের সম্মিলিতরূপ মধ্যম। কুন্তক দুই প্রকারের গুণ স্বীকার করেন—সাধারণ ও অসাধারণ। সমস্ত কাব্যেই সাধারণ গুণসমূহ বিদ্যমান থাকে, অসাধারণ গুণসমূহ থাকে বিশেষ বিশেষ মার্গে। কুন্তকের মতে সৌভাগ, লাবণ্য, এবং ঔচিত্য—এই তিনটি গুণ হইতেছে সর্বকাব্যসাধারণ এবং মাধুর্য্য, প্রসাদ, লাবণ্য ও আভিজাত্য—এই গুণগুলি হইতেছে বিশেষ বিশেষ মার্গদ্যোতক। কুন্তক যে গুণকে অলংকার হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন, তাহা তাঁহার নিজেদের উক্তিতেই প্রকাশিত

—"অলংকারশব্দঃ শরীরস্য শোভাতিশয়কারিত্বামুখ্যতয়া কটকাদিষু বর্ত্ততে, তৎকারিত্বসামান্যাদুপচারাদুপমাদিষু, তদ্বদেব চ তৎসদৃশেষু গুণাদিষু—"। বস্তুতঃ অলংকারকে বক্রতার প্রকারভেদ বলিয়া এবং গুণসমূহকে অলংকার বলিয়া ঘোষণা করিয়া কুন্তক উভয়কেই বক্রোক্তিরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। আর রীতিকে তো তিনি কবি-আত্মার প্রকাশ বলিয়াই মনে করেন।

এখন দেখা যাক, ধ্বনি সম্বন্ধে কুন্তকের মনোভাব কিরূপ। এসম্বন্ধে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলিয়াছেন—

"ধ্বনিকেও তিনি বক্রতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার উপচারবক্রতা আনন্দবর্ধনের লক্ষণামূল-ধ্বনির অনুরূপ। আনন্দবর্ধনাদির ন্যায় তিনি ধ্বনিকেই একমাত্র কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন না। ইঁহাদের মতে ধ্বনি—প্রধান নয়, ধ্বনি গৌণ বা ভাক্ত; বক্রোক্তিই প্রধান; ধ্বনি তাহার অঙ্গভূত। * * কুন্তক বিচিত্র-রীতি বর্ণনার স্থলে এই ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থের বিশেষ গৌরব করিয়া গিয়াছেন। পদ-বক্রতা, রূঢ়ি-বক্রতা, পর্য্যায়বক্রতা ও উপচারবক্রতা স্থলেও কুন্তক ধ্বনি অস্বীকার করেন নাই। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ধ্বনি-স্বীকার-বিষয়ে আনন্দবর্ধনের সহিত কুন্তকের বিশেষ বিবাদ নাই। কুন্তক যে কেবলমাত্র লক্ষণামূল ধ্বনি স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি বস্তুধ্বনি এবং রসধ্বনি ও অলংকারধ্বনি —এই ত্রিবিধ ধ্বনি স্বীকার করিয়াছেন।" * (কাব্য-বিচার ৮৫-৮৬ পৃঃ)

বিচিত্রমার্গের লক্ষণ করিতে গিয়া কুন্তক ১।৪০ কারিকায় বাচ্যবাচকবৃত্তির অতিরিক্তবৃত্তি প্রতীয়মানতার কথা বলিয়াছেন—

প্রতীয়মানতা যত্র বাক্যার্থস্য নিবধ্যতে।
বাচ্য-বাচক-বৃত্তিভ্যাং ব্যতিরিক্তস্য কস্যচিৎ।

বৃত্তিতে সুস্পষ্টভাবেই ইহাকে 'ব্যঙ্গ্যভূত' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—বাচ্য-বাচকবৃত্তিভ্যাং শব্দার্থ-শক্তিভ্যাম্। ব্যতিরিক্তস্য তদতিরিক্তবৃত্তেরন্যস্য **ব্যঙ্গ্যভূতস্যাভিব্যক্তিঃ ক্রিয়তে।** 'বৃত্তি'-শব্দোঽত্র শব্দার্থয়োস্তৎপ্রকাশন-সামর্থ্যমভিধত্তে। **এবং চ প্রতীয়মান-ব্যবহারঃ।**

'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থের তৃতীয় উন্মেষের তৃতীয় ও চতুর্থ কারিকায় বাক্য-বক্রতার লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। সেই কারিকাদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৃত্তিতে কুন্তক এ বিষয়ে আপনার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এইভাবে দিয়াছেন—"যথা চিত্রস্য

---

* বস্তুমাত্রম্। অলংকারাঃ রসাদয়শ্চেতি ত্রিতয়োপপত্তেঃ। (ব. জী-পৃঃ)

কিমপি ফলকাত্যুপকরণকলাপব্যতিরেকি সকলপ্রকৃতপদার্থজীবিতায়মানং চিত্র-করণকৌশলং পৃথক্‌ত্বেন মুখ্যতয়োদ্ভাসতে, তথৈব বাক্যস্ত মার্গাদিপ্রকৃত-পদার্থ-সার্থ-ব্যতিরেকি কবিকৌশললক্ষণং কিমপি সহৃদয়সংবেগুং সকলপ্রস্তুত-পদার্থ-স্ফুরিতভূতং বক্রত্বমুজ্জৃম্ভতে।”

এখানে কুন্তক কাব্যের সমস্ত উপাদান-বহির্ভূত কবিপ্রতিভাজাত এক অনির্ব-চনীয় নূতন তাৎপর্য্য বা মহিমার কথা স্বীকার করিয়াছেন। এই যে বাচ্য, বাচক, গুণ, অলংকার—সমস্তকে অতিক্রম করিয়া অভিনব মহিমার ভাসমানতা তাহাই—হইতেছে ধ্বনিকার-কথিত ব্যঞ্জনা। প্রতীয়মানতার কথা বলিতে গিয়া কুন্তক একই কথা বলিয়াছেন। এখানেও কাব্যের মুখ্যার্থ অতিক্রান্ত, শব্দ-ও অর্থ-শক্তি তিরস্কৃত এবং শব্দার্থবৃত্তির অতিরিক্ত কোন এক বৃত্তির সাহায্যে নূতন অর্থ অভিব্যক্ত। কুন্তক ইহাকে বক্রতা বলিয়াছেন—কিন্তু ইহাই হইতেছে ধ্বনি।

আচার্য্য কুন্তক ধ্বনিকে উপচার-বক্রতার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন বলিয়া কেহ-কেহ তাঁহাকে ভাক্তবাদী বলিতে চাহেন। ন্যায়বার্ত্তিকে (২।২।৬৩) ‘উপচার’ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—অ-তচ্ছব্দস্য তচ্ছব্দেনাভিধানম্ উপাচারঃ”। রুষ্যক, বিদ্যাধর, জয়রথ ও সাম্প্রতিক কালে হরিচাঁদ শাস্ত্রী প্রভৃতি আলংকারিক-গণ এই কারণে কুন্তককে লক্ষণান্তর্ভাববাদী বলিতে চাহেন। জয়রথ স্পষ্টই বলিয়াছেন—“ইদানীং যগুপ্যস্যৈরস্য (=ধ্বনেঃ) ভক্ত্যন্তরভাবমুক্তম্, তদপি দর্শয়িতুমাহ।” ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় এই অভিমত স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

“But inspite of thc opinions of Rūyyaka, Vidyādhara and Jayaratha, it appears that Kuntaka is more fully alive to the importance of dhvani in poetry**and assigns to it a larger part in his scheme of poetics than allowing it to be comprehended in all its apects in upcāra-vakratā merely. At the very outset of his work he defines vācaka śabda and vācya artha (1-8) comprehensively as including in its scope not only lakṣaka śabda and lakṣya artha but also vyañjaka and vyaṅgya word and sense, thus expressly recognising three vṛttis, including vañjanā in poetry.” নানা উদাহরণের সাহায্যে নিজ বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়া ডঃ দে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—“Kuntaka admits most of the broad divisions of dhvani elaborated by the dhvani theorists.” (V. J. Introduction p.p. xliv—xiv).

ডঃ কৃষ্ণমূর্তিও মনে করেন—

Kuntaka does not repudiate the Dhvani theory. * *. Since his view of Vakrokti is more comprehensive than Dhvani, it is clear that he was not completely satisfied with Anandavardhana's exclusive consideration of Dhvani. There is a shift in the emphasis on the importance of Dhvani. Anandavardhana held that Kavipratibha works only through the medium of Dhvani and hence Dhvani is the soul of poetry. Kuntaka would put it differently. Dhvani very frequently indicates Kavi-pratibha. But the activity of pratibha is more comprehensive and it is not chained to Dhvani only. It may derive help from Alaṃkāras, Guṇas, Rītis and Dhvani. Hence Kavi-pratibha is more important and its activity is Vakrokti noticeable in a thousand and one ways, though the major ways are of Dhvani. While Anandavardhana thinks that Alaṃkāras, Guṇas etc. are all related to Dhvani, Kuntaka holds that they are related to Vakrokti. This is all the difference in theory. (Dhvanyāloka and its Critics.

—Dr. K. Krishnamurti pp. 264-265)

আচার্য কুন্তক একটি বিশিষ্ট প্রস্থানের প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি যদি কেবল অলংকারবাদী হইতেন, তাহা হইলে আপনার প্রস্থানের স্বতন্ত্র নামকরণ করিতেন না; যদি গুণ বা রীতিবাদী হইতেন, তাহা হইলেও সুস্পষ্টভাবেই তাহা বলিতেন। কিন্তু গুণ, অলংকার ও রীতিকে বক্রোক্তির সহিত অন্বিত করিয়া, কবি-প্রতিভাজাত বক্রোক্তিকেই কাব্যের জীবিত বা প্রাণ বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। বক্রোক্তিবাদ সম্বন্ধে সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থে বাচ্য, বাচক, গুণ, অলংকার ও রীতি কোন বিশেষ বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহাদের পরস্পরস্পর্দ্ধিত্ব ও অন্যূনানতিরিক্তত্ব লাভ করে—কুন্তক স্বীয় গ্রন্থে সেই সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কবিপ্রতিভা কি কারণে নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, কি কারণে প্রকাশলাভের বাসনায় অধীর হইয়া উঠে, কোন শক্তিবলে ভাষা, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি যথাযোগ্য মিলনে মিলিত হইয়া সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদি হইয়া উঠে, সে সম্বন্ধে কোন গভীর আলোচনা কুন্তকের গ্রন্থে নাই। কেবল

কবিপ্রতিভার উপর ছাড়িয়া দিলেই কার্য সমাধা হয় না। 'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থে এই মৌলিক তত্ত্বের আলোচনা নাই বলিয়া মহামহোপাধ্যায় ডঃ কাণে ও ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় উভয়েই ইহাকে অলংকারবাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের অভিমত অন্যত্র যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি—

"বস্তুতঃ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও গভীর মনন সত্ত্বেও বক্রোক্তিবাদ কাব্যের দেহবাদের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে। বাগ্‌ভঙ্গীর 'মনোহারিত্বের দ্বারা হৃদয়হারী আনন্দসৃষ্টি —বস্তুতঃ দেহবল্লরীর বসনে, ভূষণে ও ছলাকলায় মন-ভুলানোরই অনুরূপ। ইহা দেহ ও মনকে অতিক্রম করিয়া সেই অধিমানস ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করে না, যেখানে রসস্বরূপের আবাসস্থল, যেখানে ভোক্তা ও ভুক্ত এক অদ্বৈত-মিলনে আবদ্ধ। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অনুগামী। ভারতীয় দর্শনের পথ বিভিন্ন হইলেও, লক্ষ্য এক—রসস্বরূপের সাক্ষাৎকার। কাব্য সেই কারণে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ'; চিৎ-স্বরূপের আবরণ ভঙ্গ ও স্ব-স্বরূপ-রসানন্দের আস্বাদলাভ সেই কারণে কাব্যের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত বলিয়া ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের চরম-মীমাংসা মনে করিয়াছে। কুন্তকের বক্রোক্তি-বাদ এই দার্শনিক লক্ষ্য হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়াই ভারতীয় রসশাস্ত্রে তেমন স্বীকৃতি পায় নাই") (ভারতচন্দ্র কবি ও শিল্পী—ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১৩৩-১৩৪)

'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থের রচনার সঙ্গেই সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের ইতিহাসে প্রকরণ-গ্রন্থরচনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। অতঃপর সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নিবন্ধ-গ্রন্থ অনেক রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রস্থান-প্রতিষ্ঠাকারী প্রকরণ গ্রন্থ আর রচিত হয় নাই। কুন্তকের পর মহিমভট্ট 'ব্যক্তিবিবেক' রচনা করিয়া ধ্বনিকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যঞ্জনা ব্যাপারকে অস্বীকার করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে অনুমানের দ্বারাই প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি হয়। অনুমিতিবাদ অলংকারশাস্ত্রে গৃহীত হয় নাই; আনন্দবর্ধন ও যথোপযুক্ত কারণ সহকারে অনুমিতিবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের পরবর্তী আলংকারিকগণের মধ্যে আচার্য্য মম্মট ও পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ব্যতীত আরো অনেক প্রসিদ্ধ আলংকারিক অলংকার গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তবে মম্মট হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথ পর্য্যন্ত সমস্ত আলংকারিকগণের মধ্যে কেহই আর নূতন

তত্ত্বের উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ ধ্বনিবাদের সঙ্গেই ভারতীয় সাহিত্য-তত্ত্ব তাহার চরম মীমাংসায় উপনীত হইয়াছে।

মম্মট

মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশ' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন—

In the Alamkāra literature, the Kavyaprakāśa occupies a unique position. It sums up in itself all the activities that had been going on for centuries in the field of poetics, while it becomes itself a fountain-head from which fresh streams of doctrines issue forth."

একথা সত্য যে অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন চিন্তাধারাকে—অলংকার, গুণ, রীতি, ধ্বনি, রস প্রভৃতিকে—মম্মট একটি ঐক্য ও সামঞ্জস্যের সূত্রে বিধৃত করিয়া দিয়াছেন। পূর্ববর্তী মতসমূহের সমন্বয়-সাধনই যে তাঁহার প্রধান কার্য্য এবং সংঘটনাবৈশিষ্ট্যই যে তাঁহার গ্রন্থের লক্ষণীয় বিশেষত্ব—একথা মম্মট স্বকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—

ইত্যেষ মার্গো বিদুষাং বিভিন্নোঽ-
প্যভিন্নরূপঃ প্রতিভাসতে যৎ।
ন তদ্ বিচিত্রং যদমুত্র সম্যগ্
বিনির্মিতা সংঘটনৈব হেতুঃ ॥ (কাঃ প্রঃ ১০।২১৪)

মম্মট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা অন্যত্র যাহা বলিয়াছি, এখানেও তাহাই আমাদের বক্তব্য—

সাহিত্যালোচনার শেষ সিদ্ধান্ত ধ্বনিকার, অভিনবগুপ্তাদি করিয়া গিয়াছেন; মম্মট তাহার পর নূতন কিছু উদ্ভাবন করেন নাই, সত্য; কিন্তু লক্ষ্যানুসারে বস্তুনিষ্ঠ প্রণালীতে সমগ্র সাহিত্যালোচনার 'অজিহ্মা রাজপদ্ধতি' তাঁহারই আবিষ্কৃত; ইহাতে সাহিত্যতত্ত্বজিজ্ঞাসুর অনায়াস বিচরণ সম্ভবপর হইয়াছে। *

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ হইতেছেন সর্বশেষ আলংকারিক, যাঁহার নাম আলংকারিকসম্প্রদায়ে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করা হয়। এখানেও কিন্তু

জগন্নাথ

পণ্ডিতরাজের খ্যাতি নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবনে নয়, পূর্বপ্রতিষ্ঠিত মতসমূহের বিচার ও ব্যাখ্যায়; নব্যন্যায়ের পরিভাষার সাহায্যে সমস্ত পূর্বসিদ্ধান্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া তিনি পুরাতন কাব্যতত্ত্বের নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার 'Rasagangādhara and its Contribution to Poetics' প্রবন্ধে অলংকারশাস্ত্রে জগন্নাথের অবদান সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্যই করিয়াছেন—

* সাহিত্য-দর্পণ—সম্পাদনা ডঃ শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, উপক্রমণিকা পৃঃ ১৮/০।

"So far as originality in Jagannātha is concerned, we have to trace it to **his method of discrimination** (**vicāra**), which he has almost always, specially in his treatment of alaṃkāras, applied with unfailing vision, following the methods of navya-nyāya dialectics. * * The **section on verbal cognition** (Śābda-bodha) which like the treatment of the Vaṅgya-aspect of the alaṃkāras, is tagged throughout the alaṃkāra section **is a new feature in his** work. * * * More than this cannot be claimed for him, and self-sufficient though he was, he has himself not put forward any claim therefor."*

বিহঙ্গমদৃষ্টিতে কাব্যতত্ত্ব-মীমাংসার ইতিহাসের যে আলোচনা আমরা করিলাম, তাহাতে দেখা গেল যে ধ্বনিবাদ এই ইতিহাসের মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত। আচার্য আনন্দবর্ধনের পূর্ববর্ত্তী সমস্ত আলংকারিবর্গের চিন্তা ও ধারণা একদিকে যেমন ধ্বনিবাদে আসিয়া বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, তেমনি পরবর্ত্তী আলংকারিকবৃন্দের সাহিত্য-তত্ত্বভাবনাও এই ধ্বনিবাদকে আশ্রয় করিয়াই আবর্ত্তিত-বিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই কারণেই ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় তাঁহার History of Sanskrit Poetics গ্রন্থে সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করিয়াছেন—

"Looking at the question from another point of view, we may classify the systems of poetics broadly into (1) Pre-dhvani, (2) Dhvani and (3) Post-Dhvani systems, taking Dhvani-theory as the central land-mark.

এখন আমরা দেখিব কিভাবে ধ্বনিবাদ কাব্যের আত্মার আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

(৪)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি—ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট প্রভৃতি আচার্য্যগণ গুণ ও অলংকারকে কাব্যের সৌন্দর্য্যের প্রধান কারণ স্থির করিয়াই কাব্য-তত্ত্বের মীমাংসা শেষ করিয়াছিলেন। ভামহ বক্রোক্তিকে অলংকারের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহাকে ভণিতি-বৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করেন নাই। দণ্ডীও ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন পদাবলীকেই কাব্যের শরীর বলিয়া নিজ কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছেন। কুন্তকের

ধ্বনিবাদের বক্তব্য-বিচার

* Studies in Indian Poetics—S. P. Bhattacaryya p.p 17.

বক্রোক্তিও প্রকারান্তরে ভামহের বক্রোক্তিরই বিস্তৃততর সংস্করণ। প্রাচীন আলংকারিকবর্গের মধ্যে একমাত্র আচার্য্য বামন রীতিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া কাব্যশরীর ব্যতীতও যে কাব্যাত্মা আছে তাহা বলিয়াছেন ও নিষ্ফল হইলেও সেই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। উপরোক্ত আচার্যগণের মধ্যে কেহই কিন্তু কাব্যতত্ত্বের সেই চরমবস্তুর সন্ধান করিতে পারেন নাই, যাহা কাব্যে বিদ্যমান থাকিলে তবেই গুণ, রীতি, অলংকার, বক্রোক্তি—সবই সার্থক হইয়া উঠে এবং যাহা না থাকিলে সবই মৃতবৎ মনে হয়। আচার্য্য আনন্দবর্ধন ও আচার্য্য অভিনবগুপ্ত এই কাব্যাত্মার সন্ধান দিয়া এবং কাব্যাত্মার সহিত কাব্যের অন্যান্য উপাদানের আত্মিক সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

আচার্য্য আনন্দবর্ধন প্রথমতঃ নেতি, নেতি বিচারের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। ধ্বনি ভক্তি নয়, অলংকার নয়, গুণ নয়, রীতি নয়, সংঘটনা নয়, বৃত্তি নয়; ইহাদের কেহই একক বা সমবেতভাবে কাব্যাত্মার স্বরূপ প্রকাশ করে না। ধ্বনির সহিত সংযুক্ত হইয়াই ইহারা কাব্যাত্মার প্রকাশক নয়; ইহাদের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর কাব্যাত্মা—নির্ভরশীল নয়। পক্ষান্তরে ধ্বনির—পার্য্যন্তিক পরিণতিতে রসধ্বনির—অস্তিত্বের উপরই ইহাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সুতরাং কাব্য-রচনার সমস্ত পূর্বকথিত উপাদানকে কাব্যাত্মা ধ্বনির সহিত সমন্বিত করিবার উদ্দেশ্যেই আনন্দবর্ধনকে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছে এবং এই কার্য্য যে তিনি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করিয়াছেন—তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখিয়াছি কিভাবে আনন্দবর্ধন লক্ষণা বা ভক্তি-বাদের খণ্ডন করিয়াছেন। অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে লক্ষণা আছে ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি দেখাইয়াছেন ধ্বনির অন্যান্য প্রভেদে লক্ষণা নাই। গুণবৃত্তি অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তিদোষ বশতঃ ধ্বনির সহিত অভিন্ন হইতে পারে না—ইহা নানা উদাহরণের সাহায্যে আনন্দবধন প্রমাণ করিয়াছেন।

অলংকার ও ধ্বনি

অলংকার সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের অভিমত হইতেছে যে ধ্বনি ও অলংকার—উভয়ের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ' অর্থাৎ poetic figures এর দ্বারাই কাব্য-স্বরূপ নির্ণীত হইবে—আলংকারিকগণের এই মত যে ভ্রান্ত—তাহা তিনি অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়ের সাহায্যেই প্রমাণ করিয়াছেন। অলংকার আছে, অথচ বাক্য কাব্য হয় নাই, তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে নিম্নোক্ত কবিতায়—

শশিবদনাসিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্।
গগনজলস্থলসংভবহৃদ্যাকারা কৃতা বিধিনা ॥

চন্দ্রের মত মুখ, নীলপদ্মের মত চক্ষু, শুভ্র কুন্দ পুষ্পের মত দন্তপংক্তি—গগনে, জলে, স্থলে যাহা কিছু হৃদ্য আছে, বিধাতা তাহার দ্বারাই তাহার আকৃতি গঠন করিয়াছেন; এখানে অলংকারের বাহুল্য আছে, কিন্তু ইহা রসোত্তীর্ণ কাব্য হয় নাই। পক্ষান্তরে, অলংকার নাই, অথচ কাব্য হইয়াছে—ইহার উদাহরণ হইতেছে কুমারসম্ভবের এই সুপরিচিত শ্লোকটি—

এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রানি গণয়ামাস পার্বতী ॥

বাংলা সাহিত্য হইতেও অতিবিখ্যাত একটি উদাহরণ দেওয়া যায়—

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়!
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
ন বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল।

সমগ্র পদটি নিরলংকার; অথচ ইহার অনুরাগময় শৃঙ্গার-রসধ্বনি সামাজিকের রসসত্তাকে আস্বাদে আনন্দময় করিয়া পদটিকে পরিপূর্ণ কাব্য-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

অলংকারবাদিগণ ধ্বনিকে অলংকারের অন্তর্ভুক্ত বলিতে চাহেন; তাঁহাদের প্রথম বক্তব্য হইতেছে—কাব্যের যে সব প্রসিদ্ধ প্রস্থান আছে তাহাদের অতিরিক্ত কোন কিছু কাব্য-প্রস্থান হইতে পারে না; প্রসিদ্ধ প্রস্থানের বাহিরে ধ্বনিবাদ নামক অভিনব বস্তু গৃহীত হইতে পারে না। দ্বিতীয় বক্তব্য হইতেছে—ধ্বনির উদ্দেশ্য চারুত্ব সৃষ্টি করা; অলংকার-সমূহের উদ্দেশ্যও তাহাই; অতএব ধ্বনি অলংকারের অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁহাদের তৃতীয় ও শেষ বক্তব্য

হইতেছে—যদি প্রতিপক্ষগণ বলেন যে অলংকার-প্রস্থান বাচ্য-বাচককে আশ্রয়-করিয়া বর্তমান থাকে এবং ধ্বনি থাকে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জককে আশ্রয় করিয়া; কাজেই ধ্বনি অলংকারের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না; কারণ এখানে ধ্বনি হইতেছে মুখ্য-ভাবে প্রতীত; তাহা হইলে এ কথা বলা যায়—যে সব অলংকারে প্রতীয়মান অর্থ বিশদভাবে প্রতীত হয় না, সেখানে ধ্বনি নাই স্বীকার করিলেও, যে সব অলংকারে প্রতীয়মান অর্থের বিশদ প্রতীতি ঘটে, ধ্বনিকে যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই সেই সব অলংকারের অন্তর্ভুক্ত বলিতে হইবে। যেমন সমাসোক্তি, আক্ষেপ, অনুক্তনিমিত্তবিশেষোক্তি, পর্য্যায়োক্ত, অপহ্নুতি, দীপক, সংকর প্রভৃতি অলংকারে ব্যঙ্গ্যার্থ পরিস্ফুট; অতএব ধ্বনি এই সব অলংকারের অন্তর্ভুক্ত ইহা বলিতে বাধা কোথায়? আচার্য্য আনন্দবর্ধন প্রতিপক্ষগণের প্রত্যেকটি আপত্তিরই খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথম আপত্তির উত্তরে আনন্দবর্ধন বলেন—"তদপ্যযুক্তম্। যতো লক্ষণকৃতামেব স কেবলং ন প্রসিদ্ধঃ, লক্ষ্যে তু পরীক্ষ্যমাণে স এব সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদকারি কাব্যতত্ত্বম্। ততো-ঽন্যচ্চিত্রমেব।" দ্বিতীয় যুক্তির উত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন—অলংকার কাব্যের যে চারুত্ব সৃষ্টি করে আর ধ্বনি যে চারুত্ব সৃষ্টি করে, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। একটির চারুত্ব হইতেছে বাচ্য-বাচকাশ্রয়ী ও অপরটির চারুত্ব হইতেছে —ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকসমাশ্রয়ী; তদুপরি অলংকারজাত চারুত্ব হইতেছে অঙ্গ এবং ব্যঞ্জনাজাত চারুত্ব হইতেছে অঙ্গী। অতএব একের মধ্যে অপরের অন্তর্ভাব সম্ভব নয়। তৃতীয় আপত্তির ক্ষেত্রে আনন্দবর্ধন নানা উদাহরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে এ সব ক্ষেত্রে 'বাচ্যস্যৈব চারুত্বং প্রাধান্যেন'—বাচ্যের চারুত্বই প্রধান—ব্যঙ্গ্যের চারুত্ব প্রধান নয়। ১।১৩ কারিকার 'উপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ', শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৃত্তিতে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—'অর্থো গুণীকৃতাত্মা, গুণীকৃতাভিধেয়ঃ শব্দো বা যত্রার্থান্তরমভিব্যনক্তি স ধ্বনিরিতি। তেষু কথং তস্যান্তর্ভাবঃ?' অতপর ধ্বনি এবং উপর্য্যুক্ত অলংকারসমূহের পার্থক্যবর্ণনাপ্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বলিলেন— "ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে হি ধ্বনিঃ। ন চৈতৎসমাসোক্ত্যাদিষ্বস্তি।" বস্তুতঃ অলংকারের মধ্যে যে ধ্বনির অন্তর্ভুক্তি হয় না, তাহাদের উদাহরণ বাংলা সাহিত্যেও প্রচুর। আমরা বৈষ্ণবপদাবলী হইতে নিম্নে দুইটি উদাহরণ দিতেছি। প্রথমটি হইতেছে—শ্রীরাধার রূপ বর্ণনার ও দ্বিতীয়টি হইতেছে—শ্রীরাধার অনুরাগের পদ। প্রথমটিতে নানা অলংকারের সমাবেশ আছে—ব্যঞ্জনার গন্ধ-মাত্র নাই, দ্বিতীয়টিতে শেষদিকে ব্যঞ্জনার স্পর্শ থাকিলেও অলংকারবাহুল্যের চাপে তাহার প্রতীতি গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ
মধুপ-শব্দ গঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুলনারী।
ঘন-গঞ্জন চিকুর-পুঞ্জ
মালতী-ফুল-মাল-রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জ নয়নী
খঞ্জন-গতিহারী।
কাঞ্চনরুচি রুচির-অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী কর-কঙ্কণ মৃদু
ঝঙ্কৃত মনোহারী।
নাচত যুগ ভুরু-ভুজঙ্গ
কালিদমনদমনরঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে
রঙ্গিল নীল শাড়ী।
দশন কুন্দকুসুমনিন্দু
বদন জিতল শারদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে
প্রেমসিন্ধু প্যারী।
অমরাবতী যুবতীবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্ধ
মন্দ মন্দ হসনানন্দ
নন্দনসুখকারী।
মাণিমাণিক নখে বিরাজ
কনক নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থল-জলরুহ
চরণকি বলিহারি ॥

এই কবিতায় অনুপ্রাস, ধ্বন্যুক্তি, ব্যতিরেক, উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি—সব-অলংকারই আছে—কিন্তু ব্যঞ্জনার প্রাধান্য নাই। ধ্বনিকার জিজ্ঞাসা করিবেন—ইহাকে কি রসিক-চিত্ত প্রথম শ্রেণীর কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিবে?

দ্বিতীয় পদটিও জগদানন্দ দাসের। যমুনা-স্নানে গিয়া শ্রীরাধা শ্রীনন্দ-নন্দনের রূপের ফাঁদে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন ও তাঁহার অবস্থা কি হইয়াছে—তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—

সই, কেনে গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের মূলে।
দিয়ে হাস্য-সুধাচার অঙ্গছটা-আঠা তার
আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল।
মন-মৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
বাঁশী-ফাঁসী গলায় লাগিল।
ধৈর্য্য-শীল হেমাগার গুরুগৌরব সিংহদ্বার
ধরম-কপাট ছিল তায়।
বংশীরব বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায়।
(আমার) চিত্তশালে মত্ত হাতী বাঁধা ছিল দিবা রাতি
ক্ষিপ্ত-কৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দন্তের শিকল কাটি চারিদিকে যায় ছুটি
না পাইলাম তাহার উদ্দেশে।
কালিয়া কুটিল বাণে কুল-শীল কোন্ খানে
ডুবিল, উঠিল ব্রজের বাস।
প্রাণমাত্র আছে বাকী তাও বুঝি যায়, সখি
ভণয়ে জগদানন্দ দাস।

আদ্যোপান্ত রূপকালংকার মণ্ডিত জগদানন্দ দাসের এই সুবিখ্যাত পদটি শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনে শ্রীরাধিকার ব্যাকুলতা বর্ণনার উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও অলংকারের বিষমভারে এতই ভারাক্রান্ত যে ইহাকে রসোত্তীর্ণ কাব্য বলা কঠিন। রাধিকার ব্যাকুলতা শব্দবাচ্য হওয়ায় ব্যঙ্গ্য ধ্বনিতে ইঙ্গিতময় হইয়া উঠে নাই।

বাংলা সাহিত্য হইতে আর দুইটি উদাহরণ দিয়া আমরা আচার্য্য আনন্দবর্ধনের বক্তব্যকে বিশদ করিয়া তুলিব। প্রথম উদাহরণটি সমাসোক্তির ও দ্বিতীয় উদাহরণটি অপ্রস্তুতি অলংকারের—

তরণী ভিড়াও তীরে
উচ্চ কণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর, চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্র-নৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। দিগন্তরে যায় দেখা
অতিদূর তটপ্রান্তে নীল বন রেখা;
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্য্যাস্ত পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। (দেবতার গ্রাস, রবীন্দ্রনাথ)

এখানে উচ্ছ্বসিত জোয়ারে নদীর দুর্দান্ত সর্বগ্রাসী মূর্ত্তির ধ্বনি (বস্তুধ্বনি) থাকিলেও, এই বর্ণনায় বাচ্যেরই প্রাধান্য, ধ্বনির নয়; আনন্দবর্ধনের ভাষায়—"ব্যঙ্গ্যেনানুগতং বাচ্যমেব প্রাধান্যেন প্রতীয়তে।"

গৌরীর বদনশোভা লখিতে না পারি কিবা
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
মলিনতা সেই শোকে না বিচারি সর্বলোকে
মিথ্যা বলে কলংকের রেখা। (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

এখানের ধ্বনি অবশ্য গৌরীর অপূর্ব বদনশোভা, কিন্তু প্রাধান্য হইয়াছে বাচ্যের। সুতরাং এক্ষেত্রেও ধ্বনিকাব্য হয় নাই—একথা স্বীকার করিতেই হইবে। ধ্বনি যে অলংকারের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, উদাহরণ ও বিশদ আলোচনার সাহায্যে তাহা প্রমাণ করিয়া আনন্দবর্ধন এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন—

ব্যঙ্গ্যস্য যত্রাপ্রাধান্যং বাচ্যমাত্রানুযায়িনঃ।
সমাসোক্ত্যাদয়স্তত্র বাচ্যালংকৃতয়ঃ স্ফুটাঃ॥
ব্যঙ্গ্যস্য প্রতিভামাত্রে বাচ্যার্থানুগমেঽপি বা।
ন ধ্বনির্যত্র বা তস্য প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে॥
তৎপরাবেব শব্দার্থৌ যত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতৌ।
ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সংকরোজ্ঝিতঃ॥

তাহা হইলে কাব্যে অলংকারের স্থান কি? কাব্যে অলংকার-যোজনায়, বাঙ্‌নির্মিতির অলংকরণে কোন নীতি অবলম্বিত হইবে? কোন প্রাণ-বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইলে অলংকার সার্থকতা লাভ করিবে? আচার্য্য আনন্দবর্ধন,

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ অলংকার-লক্ষণ-নির্ণয়ে নিম্নোদ্ধৃত নীতি ঘোষণা করিয়াছেন—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্-যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ ॥ ২'১৬

এবং বলিয়াছেন—

রসবন্তি হি বস্তূনি সালংকারাণি কানিচিৎ।
একেনৈব প্রযত্নেন নির্বর্ত্যন্তে মহাকবেঃ। ২।১৬ বৃত্তি

উপরোক্ত কারিকা ও পরিকর শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে অলংকার সম্বন্ধে ধ্বনিকারের দৃষ্টি রসাভিমুখী, অলংকার-সমূহের সহিত রসের সম্পর্ক হইতেছে—অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক—এবং অলংকার সম্বন্ধে প্রধান কথা হইতেছে—ইহাকে রসের অঙ্গ হইতে হইবে। উদ্ধৃত কারিকায় অলংকারের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে অলংকারকে হইতে হইবে রসাক্ষিপ্ত এবং অপৃথগ্-যত্ন-নির্বর্ত্য; বৃত্তিতে ইহারই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন দেখাইয়াছেন যেযমককেপ্রকৃতপক্ষে অলংকার বলা যায় না; কারণ যমকে "নিয়মেনৈব যত্নান্তর-পরিগ্রহ আপততি শব্দবিশেষান্বেষণ-রূপঃ"। কাব্যের অলংকার কেমনভাবে রসাক্ষিপ্ত হইয়া, রসসমাহিত কবিমানসে যত্নান্তর-পরিগ্রহ ব্যতীতই আবির্ভূত হয় এবং কবির মনের উদ্ভূত ভাবকে বাণীমূর্ত্তি দান করিয়া রসের সহিত অদ্বৈতমিলনে মিলিত হয়,—তাহা দেখাইয়া আনন্দবর্ধন বলিতেছেন—'যুক্তং চৈতৎ, যতো রসা বাচ্যবিশেষৈরেবাক্ষেপ্তব্যাঃ। তৎপ্রতিপাদকৈশ্চ শব্দৈস্তৎপ্রকাশিনো বাচ্যবিশেষা এব রূপকাদয়োঽলংকারাঃ। তস্মান্ন তেষাং বহিরঙ্গত্বম্ রসাভিব্যক্তৌ"। অলংকার যে রসাক্ষিপ্ত এবং কাব্যের অন্তরঙ্গ উপাদান—তাহার অসংখ্য নিদর্শন বিভিন্ন ভাষার কাব্যে ছড়াইয়া আছে। আমরা নিম্নে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতেছি। শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিতে গিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

দেবতার দীপ্ত হস্তে যে আসল ভবে
সেই রুদ্র-দূতে, বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার,
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্ত্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি? শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,

কপট বেষ্টন ; যে নপুংস কোন দিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায় ; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে, লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে ; দুর্গতির করে অহংকার,
দেশের দুর্দ্দশা লয়ে যার ব্যবসায়
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়
সেই ভীরু, নতশির, চিরশাস্তি তার
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগার ॥

উদ্ধৃত কবিতাংশে নানা অলংকারের সমাবেশ আছে। কিন্তু সমস্ত অলংকারকে অতিক্রম করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে কবিতাটির ধর্মবীররস এবং তাহাই কাব্যে অস্বাদ্যমানতা আনিয়া দিয়াছে। এখানে রূপক, উপমা, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকার সর্বতোভাবে রসানুকূল হইয়া ধ্বনিকারের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিয়াছে যে অলংকার কাব্যে যান্ত্রিকভাবে সংযোজিত হয় না, রসই নিজেকে মূর্ত্ত করিবার প্রয়োজনে, যথোপযুক্ত বাক্‌প্রতিমানির্মাণের নৈসর্গিক আকর্ষণে অলংকার সৃষ্টি করিয়া এক পরিপূর্ণ কাব্যবন্ধ রচনা করে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি লওয়া হইয়াছে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে। এখানে শ্রীরাধার সুগভীর ও সুতীব্র শ্রীকৃষ্ণানুরাগ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। তন্মনপ্রাণ—সর্বেন্দ্রিয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানুভব, শ্রীকৃষ্ণের সত্তায় পরিপূর্ণ আত্মনিমজ্জন, প্রেমার্ত্তির ব্যাকুলতা—সমস্ত কাব্যবন্ধে পরিস্ফুট ;

বংশীনামামৃত গান লাবণ্যামৃত জন্মস্থান
যে না হেরে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ ? ॥
সখি হে! শুন মোর হত বিধি বল—
মোর বপু, চিত্ত, মন সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।

কাণাকড়ি ছিদ্র সম জানিহ সে শ্রবণ
তার জন্ম হৈল অকারণে ।।
মৃগমদ-নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব মান ।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ
যেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল কোটি চন্দ্র সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শ-মণি ।
তার স্পর্শ নাহি যার যাউ সেই ছারেখার
হেন বপু লৌহ বলি মানি ॥

উদ্ধৃত কবিতাংশে অলংকারের অভাব নাই। রূপক, উপমা, ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা, প্রভৃতি সব অলংকারই প্রস্তুত কাব্যরচনায় রসাকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে এবং অঙ্গী শৃঙ্গার রসকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। এখানেও অলংকার ও রসের সন্নিবেশ হইয়াছে মহাকবির একই প্রযত্নের দ্বারা—পৃথক চেষ্টার দ্বারা নহে।

পরবর্তী উদাহরণটি গৃহীত হইয়াছে ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সুবিখ্যাত Immortality Ode হইতে—

There was a time, when meadow, grove and stream
The earth and every common sight
To me did seem
Apparelled in celestial light
The glory and the freshness of a dream.

এখানে শৈশবে প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনের অনাবিল আনন্দ একটি উৎপ্রেক্ষা ও একটি রূপকালংকারের মাধ্যমে বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছে ; কিন্তু জন্মজন্মান্তরের যে ভাবস্থির জননান্তর-সৌহৃদের ছায়া মানবহৃদয়ে অনুষক্ত হইয়া থাকে এবং বালকহৃদয়কে জগতের সহিত আনন্দনিবিড় সম্পর্কে বাঁধিয়া দেয়, যাহা মানব-হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবস্থিত অমৃতের রসনির্ঝরিণীকে শুধু সচেতন করিয়া তোলে না, পরন্তু তাহারই যোগে মানবহৃদয়ের অসীম চিত্তাকাশে তাহার চিত্তবিহঙ্গমকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়—উদ্ধৃত কবিতাংশে অলংকারকে অতিক্রম করিয়া সেই রসবস্তুই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাই এখানে কাব্যের প্রাণ।

অতঃপর, এই জননান্তরসৌহৃদের অনাবিল আনন্দ, যাহার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে মানবাত্মার দিব্যচেতনার দ্যুতির পরিচয়—জন্মক্ষণ হইতে তাহা

কিভাবে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে দিনযাপনের ও প্রাণধারণের গ্লানির কারাগারে আবদ্ধ হইয়া যায়, কিভাবে মানবাত্মার নিহিত স্বর্গের দিব্য জ্যোতিঃ বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে ধরণীর ধূলিস্পর্শে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতায় পর্যবসিত হয় এবং মানুষের চৈতন্যস্বরূপকে বিস্মৃতির অতলগহ্বরে নিমজ্জিত করে—ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাহার অনবদ্য চিত্র অংকিত করিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত অমর কাব্যবন্ধে—

Our birth is but a sleep and a forgetting ;
The Soul that rises with us, our life's Star
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar ;
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home ;
Heaven lies about us in our infancy !
Shades of the prison house begin to close
Upon the growing Boy
But he beholds the light, whence it flows
He sees it in his joy ;
The youth who daily farther from the east
Must travel, still is Nature's Priest,
And by the vision splendid
Is on his way attended ;
At length the Man perceives it die away
And fade into the light of Common day.

এখানেও বিভিন্ন অলংকার রসাক্ষিপ্ত হইয়া অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যভাবেই কাব্য-দেহে আপন আপন স্বাভাবিক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং মানবাত্মার চৈতন্যময় সত্তার মহতী বিনষ্টিকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় দ্যোতিত করিয়া সামাজিক-হৃদয়কে করুণরসে আপ্লুত করিয়া দিয়াছে।

আমরা এই প্রসঙ্গে শেষ উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করিতেছি সেকস্পীয়রের ম্যাকবেথের অমর উক্তি—

To morrow and tomorrow and tomorrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time.

And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
Signifying nothing.

লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণের পর অর্থহীন জীবনের বিষণ্ন রিক্তরূপ যে বাণীমূর্তি ধারণ করিয়া ম্যাকবেথের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল—মানুষের ভাষা তাহার উর্দ্ধে যাইতে পারে না। সমস্ত অলংকারকে স্তব্ধ করিয়া, সমস্ত বাচ্য-বাচককে আচ্ছন্ন করিয়া জীবনের গহন-গভীর নিষ্করুণ মূর্তি ও তাহার মর্মমূলের হাহাকার ধ্বনি মুহূর্তেই পাঠককে অভিভূত করিয়া দেয় এবং সুতীব্র করুণ রসে ব্যক্তিত্ববোধের বিলুপ্তি ঘটায়। এখানেও অলংকার ভাবকে রসমূর্তি দান করিবার আবেগেই আকৃষ্ট ও যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ভাবেই রসনিয়ন্ত্রিত হইয়া গুণ, রীতি, অলংকার প্রভৃতি কাব্যের বিভিন্ন উপাদান কাব্য-দেহে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং কাব্যে অলংকার প্রয়োগের নীতি সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের সিদ্ধান্ত যে একটি অখণ্ডনীয় সত্য—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রীমদানন্দবর্ধনাচার্য একথা ভুলেন নাই যে এমন এক শ্রেণীর কাব্য থাকিতে পারে, যেখানে ধ্বনির চারুত্ব অপেক্ষা অলংকারের মনোহারী সৌন্দর্যই প্রধান।

ধ্বনি ও গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য

আনন্দবর্ধন সেই সব রচনাকে কাব্যশ্রেণী হইতে বাদ দেন নাই। কাব্যরচনায় তাহাদের চমৎকারিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রেণীহিসাবে ইহাদিগকে কাব্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন। আনন্দবর্ধন এই শ্রেণীর কাব্যের নাম দিয়াছেন—গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য। অধ্যাপক ডঃ সুধীর কুমার দাসগুপ্ত মহাশয় বোধ হয় ইহাকেই দীপ্তিকাব্য বলিতে চাহিয়াছেন। সংস্কৃত আলংকারিক আচার্যগণ ইহাকেই গুণ, রীতি, অলংকার ও বক্রোক্তির বিভিন্ন প্রকাশ বলিতে চাহিয়াছেন। আনন্দবর্ধন স্বীকার করিয়াছেন—এসব ক্ষেত্রেও ব্যঙ্গের আংশিক সংস্পর্শ আছে—কিন্তু এই সংস্পর্শ কাব্যে চারুত্ব সৃষ্টি করে নাই—চারুত্ব সৃষ্টি করিয়াছে—অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য, বা গুণ, রীতি ও অলংকার সংযোগে বক্রোক্তির বিচিত্র প্রকাশ। সেই কারণে আনন্দবর্ধন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

"তদেবং ব্যঙ্গাংশ-সংস্পর্শে সতি চারুত্বাতিশয়যোগিনো রূপকাদয়োঽলংকারাঃ সর্ব এব গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্ত মার্গঃ।"

বস্তুতঃ আনন্দবর্ধনের মতে গুণীভূত ব্যঙ্গ্যকে ভিত্তি করিয়াই অলংকারের লক্ষণ নির্ণয় করা উচিত। কারণ অলংকারসকল কোন্ ক্ষেত্রে অলংকার হয় ও কোন্ ক্ষেত্রে তাহারা অলংকার ধ্বনি হইয়া দাঁড়ায়, তাহার নীতি-নিয়ামক হইতেছে—এই গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্ব। যেখানে চারুত্বসৃষ্টিতে ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য, সেখানে হইবে ধ্বনি এবং যেখানে ব্যঙ্গ্য গুণীভূত এবং বাচ্য-বাচকের সৌন্দর্যেই প্রধান—সেখানেই হইবে অলংকার। কাব্যরহস্য-ভেদ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যত্বই যে সর্বপ্রকার অলংকারের মূল ভিত্তি তাহা আনন্দবর্ধন সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বং তেষাং তথাজাতীয়ানাং সর্বেষামেবোক্তানুক্তানাং সামান্যম্। তল্লক্ষণে সর্ব এবৈতে সুলক্ষিতা ভবন্তি।'

এবং পরেই মন্তব্য করিয়াছেন যে গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যকেও কাব্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, কারণ এখানেও ব্যঙ্গ্যের স্পর্শ আছে। ব্যঙ্গ্যের স্পর্শ না থাকিলে কোন রচনাই কাব্য হইতে পারে না। কাব্য ও অকাব্য নির্ণয়ের ইহাই একমাত্র মানদণ্ড। আনন্দবর্ধন স্বকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন—

"গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য চ প্রকারান্তরেণাপি ব্যঙ্গ্যার্থানুগমলক্ষণেন বিষয়ত্বমস্ত্যেব তদয়ং ধ্বনি-নিষ্যন্দরূপো দ্বিতীয়োঽতিরমণীয়ো লক্ষণীয়ঃ সহৃদয়ৈঃ। সর্বথা নাস্ত্যেব সহৃদয়-হৃদয়হারিণঃ কাব্যস্য স প্রকারো যত্র প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শেন সৌভাগ্যম্। তদিদং কাব্যরহস্যং পরমিতি সূরিভির্ভাবনীয়ম্।"

অর্থাৎ, রসধ্বনি ও বস্তুধ্বনি উভয়ক্ষেত্রেই কোথায় ধ্বনি হইয়াছে এবং কোথায় গুণীভূতব্যঙ্গ্য হইয়াছে, তাহাও নির্ণীত হইবে ব্যঙ্গ্য বাচ্যের অনুগামী হইয়াছে কিনা তাহা দেখিয়া; যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের উপকরণরূপে কাজ করে, সেখানে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য হইয়াছে—এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। তবে ধ্বনিকাব্যের বা গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ্যার্থের সংস্পর্শ থাকিবেই। তাহা না হইলে, সেরূপ রচনাকে কাব্য বলা যাইবে না। আমরা বাংলা সাহিত্য হইতে কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বক্তব্যবিষয়টিকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি। দাশরথি রায়ের একটি সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালীর পদ হইতেছে—

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি, হে কমলাপতি,
ওহে ভক্তি-প্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী

আমার দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী।
ধর, ধর. জনার্দ্দন, (আমার) পাপ-ভার-গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি।
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী কামধেনুকে বশ করি
হৃদি-গোষ্ঠে, কৃষ্ণ, এস—পদে তোমার এই মিনতি।
যদি বল, হে, রাখাল-প্রেমে বন্ধ আছি ব্রজধামে,
জ্ঞান-হীন রাখাল তোমার—দাস হ'তে চায় দাশরথি॥

উদ্ধৃত পাঁচালীটির কাব্যসৌন্দর্য অনস্বীকার্য; ভক্তিরসের ধ্বনিও ইহাতে বর্তমান। তথাপি উদ্ধৃত কাব্যবন্ধের সৌন্দর্য আসিয়াছে শব্দালংকার ও অর্থালংকার হইতে, অনুপ্রাস ও রূপকঅলংকার হইতে; এখানে ধ্বনি অলংকৃত-বাচ্যের অনুগামী। এতএব একটি গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের দৃষ্টান্ত।

গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের আর একটি উদাহরণ হইতেছে—বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাসের একটি অতি-প্রসিদ্ধ পদ—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥
দেখ সখি কোন ধনি সহচরী মেলি।
আমারি জীবন-সঞে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উচলই কালিন্দী-হিল্লোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান॥

উদ্ধৃত পদে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ বর্ণিত হইয়াছে। এই পদে শ্রীরাধার রূপে শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ধ-ভাবের কথা শব্দের দ্বারাই বর্ণিত হইয়াছে (মুগধল কান-এই পদে) বলিয়া এখানে ধ্বনি চারুত্বসহকারে প্রকাশিত হয় নাই, যদিও অনুরাগের

অর্থাৎ শৃঙ্গাররসের ধ্বনি পদরচনার ভিত্তিভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। এই পদের মূল কাব্যসৌন্দর্য্য কিন্তু ইহার অলংকার-প্রয়োগজাত ভণিতি-বিচ্ছিত্তি। অনুপ্রাস, রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলংকারই প্রধানভাবে অবস্থান করিয়া কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া এখানেও পদটিকে গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যের নিদর্শন-রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে।

ধ্বনি-কাব্যের সহিত গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের পার্থক্য হইতেছে এই ব্যঙ্গ্যজাত চারুত্বকে অবলম্বন করিয়া। যে কাব্যবন্ধে ব্যঙ্গ্যজাত চারুত্ব প্রধান, তাহা হইবে ধ্বনি-কাব্যআর যেখানে ব্যঙ্গ্য থাকিলেও কাব্য-সৌন্দর্য্য আসিবে কাব্যের ব্যঙ্গেতর উপাদান হইতে, সেখানে হইবে গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য। আমরা রসকে অবলম্বন করিয়াই দেখাইতেছি কিভাবে এক ক্ষেত্রে রস বাচ্যার্থের অনুগামী হইয়া গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং অন্য ক্ষেত্রে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া ধ্বনি-কাব্যে পরিণত হইয়াছে। প্রথম উদাহরণটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের বিখ্যাত কবিতা 'বৃন্দাবন অন্ধকার' হইতে লওয়া হইয়াছে—

নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুল গন্ধভার ॥
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দ নীপ
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পপিয়া-পিক-চন্দনার।
ছোঁয় না তৃণ গোঠের ধেনু ব্রজের বনে বাজে না বেণু,
করে না শ্যাম-রাধিকা ল'য়ে শারিকাশুক দ্বন্দ্ব আর।
পিয়াল-ফুল-পরাগ মাখি আয়ত তরলায়িত আঁখি
হরিণী আজি লেহন করে চরণ-সুধা-স্যন্দ কার ?
বৃন্দাবন অন্ধকার।
শিখীরা আজ মেলিয়া পাখা করে না আলো তমালশাখা
কমলকলি ফুটে না, অলি লুটে না মকরন্দ তার।
রুচে না কারো নবনী সর, হেলায় লুটে অবনী'পর
করে না দধিমন্থ বধূ নাচায়ে চারু চন্দ্রহার।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

স্পষ্টতঃই এখানে কবির লক্ষ্য—করুণরস সৃষ্টি; কিন্তু কাব্যবন্ধে রস তো পরিস্ফুট হয়ই নাই, বরং রূপক ও বিশেষভাবে অনুপ্রাসের বিষম চাপে পরিপিষ্ট হইয়া কোথায় যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অর্থালংকারের, বিশেষতঃ

শব্দালংকারের চন্দ্রহারের চারু নৃত্যই এই কাব্যের সৌন্দর্য্য রচনা করিয়াছে। রস এখানে সম্পূর্ণভাবে বাচ্যের অনুগামী হইয়া পড়িয়া কবিতাটিকে গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে পরিণত করিয়াছে।

অতঃপর একই বিষয়ে রচিত বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির নিম্নোদ্ধৃত পদটির বিচার করুন,—তাহা হইলেই তুলনায় বুঝা যাইবে কিভাবে রস বাচ্যকে অতিক্রম করিয়া ও অলংকারকে গুণীভূত করিয়া ধ্বনিতে বিশ্রাম লাভ করে ও কাব্যে পরম আস্বাদ্যমানতা আনিয়া দেয়—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল ॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নজলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরি।
কৈছনে যাওব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর
সহচরী সঞে যাঁহা কয়ল ফুলখেরি।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি।

এখানেও কবির লক্ষ্য হইতেছে করুণ-রস-সৃষ্টি। এখানেও অনুপ্রাস, রূপক, অতিশয়োক্তি—প্রভৃতি অলংকার কাব্যবন্ধকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। কিন্তু সেই সব অলংকারই এখানে রসের আনুগুণ্য করিয়া করুণরসকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ এখানে সমস্ত বাচ্য-বাচক আপন আপন অর্থকে উপসর্জন করিয়া শোকের সুগভীর বেদনাকেই বাণীমূর্ত্তি দান করিয়াছে—করুণরসকেই ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে এবং এই রসধ্বনির প্রাধান্যবশতঃই কাব্য এখানে ধ্বনিকাব্যে পরিণত হইয়াছে।

রস ও ধ্বনি

অতঃপর আমরা রস ও ধ্বনির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। কাব্যতত্ত্ব-সমীক্ষা নামক গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাতে বিভিন্ন প্রস্থানের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ডঃ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 'কেবল-রস-প্রস্থান' নামে একটি প্রস্থানের কথা বলিয়াছেন। এবিষয়ে ডঃ চৌধুরী বলিয়াছেন—

'ইদং প্রস্থানমানন্দবর্ধনাৎ প্রাচীনৈরর্বাচীনৈরালংকারিকৈঃ সম্প্রতিপন্নম্। 'নহি রসাদৃতে, কশ্চিদপ্যর্থঃ প্রবর্ত্ততে'—ইতি ভরতস্য মুনেরুক্তিঃ কবিকর্মণি

রসস্যেব প্রাধান্যং সূচয়ন্তি। 'বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্'—ইত্যগ্নিপুরাণবচনং রসপ্রস্থানমতস্যৈব পরিপোষকমস্তি। ধ্বনিবিদ্বেষিণো ভট্ট-নায়ক-মহিমভট্টাদয়োঽপি 'কাব্যস্যাত্মনি সংজ্ঞিনি রসাদিরূপে ন কস্যচিদ্ বিমতিঃ" ইত্যাদ্যুক্ত্যা কাব্যস্য রসাত্মকত্বং নির্বিবাদমঙ্গীকুর্বন্তি।" দেখা যাইতেছে ডঃ চৌধুরী আচার্য আনন্দবর্ধনকেও এই প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

কাব্য-রচনায় রসের প্রাধান্যের কথা, কিংবা কাব্যশরীরের রসই প্রাণ বা আত্মা—এই অভিমত প্রাচীন-অর্বাচীন সকল অলংকারিকই কোন না কোন ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—একথা সত্য। 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদপ্যর্থঃ প্রবর্ত্ততে"—এই ভরতসূত্র হইতেই বুঝা যায়, রসশাস্ত্রের প্রধান ও প্রথম আচার্য রসকেই নাট্যে বা সাহিত্যে মুখ্য বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য ভামহের কাব্যালংকারে রসের তেমন আলোচনা নাই। তবে তিনিও মনে করেন যে মহাকাব্য রচনায় নানা রসের সমাবেশ থাকা উচিত। এ বিষয়ে ভামহের উক্তি— 'চতুর্বর্গাভিধানেঽপি ভূয়সার্থোপদেশকৃৎ।

যুক্তং লোক-স্বভাবেন রসৈশ্চ সকলৈঃ পৃথক ॥ ১।২১

রচনার আস্বাদ্যমানতার ক্ষেত্রে রসের অবদান যে খুবই বেশী, তাহাও আচার্য্য ভামহ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

স্বাদুকাব্যরসোন্মিশ্রং শাস্ত্রমপ্যুপযুঞ্জতে।
প্রথমালীঢ়মধবঃ পিবন্তি কটু ভেষজম্।। ৫।২

আচার্য দণ্ডীও তাঁহার কাব্যাদর্শে রসকে কাব্যের আত্মা বা প্রাণ বলেন নাই। তবে ভামহ অপেক্ষা তাঁহার দৃষ্টি এ বিষয়ে অধিকতর প্রসারিত ছিল। তিনি মাধুর্যগুণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মাধুর্যগুণ ও রস উভয়েরই লক্ষণ নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন—

মধুরং রসবদ্ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।
যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনেব মধুব্রতাঃ। ১।৫২

অর্থাৎ ভ্রমরসমূহ যেমন মধু দ্বারা মত্ত হয়, সেইরূপ শৃঙ্গারাদি রসযুক্তবাক্যে মাধুর্য্য গুণ ও রস থাকে বলিয়া কবিগণ সেইরূপ রচনার দ্বারা মত্ত হন। এখানে আচার্য্য দণ্ডী রসবৎ বাক্যকে মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন বলিলেন।

যমক লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া দণ্ডী বলিতেছেন—

আবৃত্তিং বর্ণসংঘাতগোচরাং যমকং বিদুঃ।
তত্তু নৈকান্তমধুরমতঃ পশ্চাদ্ বিধাস্যতে ॥১।৬১

যমক যে একান্ত মধুর নয়—তার কারণ এই যে ইহা রসবৎ বাক্য নয়। এখানেও কাব্যের আস্বাদ্যমানতার সহিত রসের সম্পর্কের কথা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। গ্রাম্যতা-দোষ কেন মাধুর্য্যের প্রতিবন্ধক, তাহার কারণ দেখাইতে গিয়া দণ্ড্যাচার্য্য বলিয়াছেন—

কামং সর্বোঽপ্যলংকারো রসমর্থে নিষিঞ্চতি।
তথাপ্যগ্রাম্যতৈবৈনং ভারং বহতি ভূয়সা ॥১।৬২

এখানে তো সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে সমস্ত অলংকারই অর্থবোধের পর প্রচুর রসসঞ্চার করিয়া থাকে। গ্রাম্যতা-দোষ দোষ বলিয়া গণ্য হয়, কারণ তাহা এই রসের পরিপুষ্টিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে; গ্রাম্যতা-দোষ না থাকিলে রসের পরম পরিপুষ্টি হয়। বস্তুতঃ রসই রচনাব প্রাণ—আচার্য্য দণ্ডী ইহা ঠিকমত ধরিতে না পারিলেও রসাস্বাদ আনয়ন করাই যে শব্দ ও অর্থালংকারের লক্ষ্য—তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় মনে করেন যে দণ্ডী যে ভাবে রসের কথা বলিয়াছেন—তাহাতে তিনি নাট্যে বা কাব্যে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত রসের কথা বলেন নাই। এ বিষয়ে ডঃ দে'র মন্তব্য—"Thus, the Rasa in Daṇḍin's madhuryya has distinct connotation which separates it from the technical dramatic Rasa of the Rasa school—সর্বাংশে সত্য বলা যায় কিনা, তাহা বিশেষ বিচারের বিষয়। কারণ ইহার অব্যবহিত পরেই ডঃ দে বলিয়াছেন—"At the same time it cannot be affirmed that Daṇḍin was entirely ignorant of the concept of rasa as elaborated by Bharata and his followers. অতএব দণ্ডী কর্তৃক ব্যবহৃত রসশব্দের অর্থকে বিশেষ বিচার করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

আচার্য্য ভামহ বা দণ্ডী রসকে কাব্যরচনায় স্থান দিলেও, ইহাকে কাব্য-সৃষ্টিতে নিত্য উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বামন কিন্তু রসকে কাব্য-সৃষ্টির নিত্য উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; বামন গুণকে কাব্যের নিত্য উপাদান বলিয়াছেন। 'পূর্বে নিত্যাঃ' (৩।১।৩) এই কারিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন 'পূর্বে' অর্থাৎ 'গুণা নিত্যা'; কারণ গুণ ব্যতীত কাব্যশোভা সাধিতই হয় না—"তৈর্বিনা কাব্যশোভানুপপত্তেঃ।" আচার্য বামন কথিত গুণ-সমূহের মধ্যে কান্তি একটি গুণ। 'কান্তি গুণের' লক্ষণ করিতে গিয়া বামন বলিলেন—দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ (৩।২।১৪) ও বৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিলেন—দীপ্তাঃ রসাঃ শৃঙ্গারাদয়ো যস্য স দীপ্তরসঃ। তস্য ভাবো দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ—এবং

উদাহরণ দিয়া শেষে মন্তব্য করিলেন—এবং রসান্তরেষ্বপ্যূদাহার্য্যম্। গুণ নিত্য; রস কাব্যের অন্যতম নিত্যগুণ কান্তিগুণ সৃষ্টির উপাদান। অতএব ঘুরানো পথে হইলেও—একটিমাত্র গুণের সহিত সংযুক্ত হইলেও—বামন কাব্যে রসের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া ইহাকে আরো অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।

রসপ্রসঙ্গে আচার্য উদ্ভট প্রধানতঃ ভামহের অনুসারী এবং তিনি রসবৎ প্রভৃতি কয়েকটি অলংকারের উপাদানরূপেই রসকে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রেয়স, রসবৎ, ঊর্জস্বি এবং সমাহিত অলংকারের লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি রসের অবতারণা করিয়াছেন। আচার্য্য রুদ্রট কিন্তু তাঁহার কাব্যালংকার গ্রন্থে রসের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন এবং "সরসং কুর্বন্ মহাকবিঃ কাব্যম্"—সরস কাব্য রচনা করিয়াই যে মহাকবিগণ "আকল্পমনল্পম্ যশঃ" লাভ করিয়াছেন, তাহা বলিয়াছেন। তবে রসের বর্ণনায় চারিটি অধ্যায় পরিপূর্ণ করিলেও রুদ্রট কোথাও রস সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা করেন নাই; রস সম্বন্ধে রুদ্রটের ধারণার কথা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

অতঃপর আবির্ভূত হন ধ্বনিবাদিগণ; তাঁহাদের মুখ্য প্রবক্তা আচার্য্য আনন্দবর্ধন এবং বিশেষভাবে তাঁহার অমর টীকাকার আচার্য্য অভিনবগুপ্ত সাহিত্যতত্ত্বে রসের স্থান ও ধারণা বিষয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। (ধ্বনিকে কাব্যাত্মা বলিয়া ঘোষণা করিলেও বস্তুতঃ রসই অর্থাৎ রসধ্বনিই যে কাব্যের জীবিতভূত বস্তু—সে কথা আনন্দবর্ধনের মন হইতে ক্ষণকালের জন্যও দূর হইয়া যায় নাই।) আনন্দবর্ধনের—

(ক) রসো যদা প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যস্তদা তৎপ্রতীতৌ ব্যবধায়কা বিরোধিনশ্চ সর্বাত্মনৈব পরিহার্য্যাঃ।

(খ) রসবন্ধোক্তমৌচিত্যং ভাতি সর্বত্র সংশ্রিতা।
রচনাবিষয়াপেক্ষং তত্তু কিঞ্চিদ্ বিভেদবৎ ॥ ৩।৯

(গ) সন্ধি-সন্ধ্যঙ্গঘটনং রসাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া।
নতু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতি-সম্পাদনেচ্ছয়া ॥৩।১২

(ঙ) কবিনা কাব্যমুপনিবধ্নতা সর্বাত্মনা রসপরতন্ত্রেণ ভবিতব্যম্।

(চ) প্রবন্ধে মুক্তকে বাপি রসাদীন্ বন্ধুমিচ্ছতা।
যত্নঃ কার্য্যঃ সুমতিনা পরিহারে বিরোধিনাম্ ॥ ৩।১৭

—প্রভৃতি অসংখ্য উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখানো যায় যে ধ্বনিবাদী হইলেও আনন্দবর্ধন রসকে—পার্য্যন্তিক বিচারে অভিনবগুপ্ত-কথিত রসধ্বনিকেই—কাব্যাত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আচার্য্য আনন্দবর্ধনের রসবাদের বৈশিষ্ট্য হইল—ইহাকে কাব্যের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে এক আত্মিক সম্বন্ধে সংযুক্ত করিয়া কাব্যবন্ধ-রচনায় একটি organic unity প্রতিষ্ঠা করা—যাহা তাঁহার পূর্বাচার্য্যগণ করিতে পারেন নাই। ধ্বনি-পূর্ব আলংকারিকগণ কাব্যরচনায় রসের স্থান স্বীকার করিলেও কাব্যসৃষ্টিতে ইহাই যে কাব্য-দেহনির্মাণের মুখ্য নিয়ন্ত্রী শক্তি—তাহা অনুধাবন করিতে পারে নাই এবং সেই কারণেই রসকে কাব্য-রচনায় গৌণ স্থান দিয়াছেন।

আনন্দবর্ধনের মতে ইতিবৃত্তাদি অর্থাৎ কাব্যের বিষয়বস্তু হইতেছে ইহার শরীরস্বরূপ; বৃত্তিসমূহও এই শরীরেই অন্তর্ভুক্ত আর রস হইতেছে এই উভয়ের প্রাণ-স্বরূপ। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—

"বৃত্তয়ো হি রসাদিতাৎপর্য্যেণ সন্নিবেশিতাঃ কামপি নাট্যস্য কাব্যস্য চ ছায়ামাবহন্তি। রসাদয়ো হি দ্বয়োরপি তয়োর্জীবিতভূতাঃ। ইতিবৃত্তাদি তু শরীরভূতমেব।" (ধ্বন্যালোক ৩৷৩৩ বৃত্তি)। আনন্দবর্ধনের মতে রসের সহিত যে কাব্যশরীরের গুণি-গুণ-সম্বন্ধ বা রত্ন ও তাহার উৎকৃষ্টতার মত সম্বন্ধ নাই—সে কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

আনন্দবর্ধন রসকে অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বাচ্যার্থের প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই রসপ্রতীতি ঘটে বলিয়া, উভয় প্রতীতির ব্যবধান লক্ষিত হয় না বলিয়া রসকে অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আনন্দবর্ধন মনে করেন যে এই অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির অর্থাৎ রসের বা রসধ্বনির ব্যঞ্জক হইতে পারে বর্ণ, পদাদি, বাক্য, সংঘটনা—এমন কি প্রবন্ধ পর্য্যন্ত। এ বিষয়ে আনন্দবর্ধনের উক্তি হইতেছে—

যস্ত্বলক্ষ্যক্রমো ব্যঙ্গ্যো ধ্বনির্বর্ণ-পদাদিষু।
বাক্যে সংঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেঽপি দীপ্যতে ॥ ৩৷২

তিনি নানা উদাহরণের সাহায্যে আপনার বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে এ সম্বন্ধে সোদাহরণ বিস্তৃত আলোচনা আছে।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রালোচনায় একটি অপূর্ণতা সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচক মহলে একটি সাধারণ অভিযোগ দেখা যায়। তাঁহাদের সেই অভিযোগ সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে—

"প্রাচীন আলংকারিকেরা ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকে কাব্যের প্রাণ-কেন্দ্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া একটি মৌলিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথাপি এই ব্যঞ্জনার চরম শক্তির পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ব্যঞ্জনার

ক্রিয়া কাব্যের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে উদাহৃত, সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত নয়। যাহাকে বলা হয় atmosphere—সামগ্রিক ভাবাবহ—কাব্যালোচনায় তাঁহাদের দৃষ্টি সেই পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই।" (সমালোচনা-সাহিত্য, ভূমিকা)।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য শিষ্য ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই অভিযোগকে আংশিকভাবে স্বীকার করিলেও গুরুর উক্ত মন্তব্য খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন—

"ধ্বন্যালোক গ্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে আনন্দবর্ধন রামায়ণ ও মহাভারতের সামগ্রিক বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই দুই গ্রন্থ প্রধানতঃ দুইটি বিশিষ্ট রসের প্রকাশ। সমুদ্রলংঘন, যুদ্ধ-বিগ্রহাদি অন্য যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অঙ্গী রসের অন্তর্ভূর্ত। এই বিচার সার্থক হইয়াছে কিনা, সেই সম্পর্কে তর্ক উপস্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু তিনি রসকে যে atmosphere বা সামাজিক ভাবাবহে পরিব্যাপ্ত করিতে চাহিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।" (ধ্বন্যালোকের ভূমিকা-পৃঃ ৩০)

আমরাও অন্যত্র * ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের এই অপূর্ণতার কথা স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু তাহা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তত্ত্বের ক্ষেত্রে নহে। তত্ত্বের ক্ষেত্রে ধ্বন্যালোকেই ইহার বিস্তৃত ও সুনিপুণ আলোচনা আছে এবং রসসৃষ্টিতে সামগ্রিক atmosphere কিভাবে রক্ষা করিতে হইবে তাহার অভ্রান্ত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের সম্বন্ধে ধ্বন্যালোকে যে আলোচনা আছে (চতুর্থ উদ্দ্যোতে), তাহার উল্লেখ করিয়া ধ্বনিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে রসকে সামগ্রিক ভাবাবহে পরিব্যপ্ত করিয়াছেন, ডঃ সেনগুপ্ত তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে এ বিষয়ে যে সুদীর্ঘ তাত্ত্বিক আলোচনা আছে—তাহার উল্লেখ করেন নাই। আনন্দবর্ধনাচার্য্যের সূক্ষ্ম রসদৃষ্টি যে সামগ্রিকতার প্রতিও নিবদ্ধ ছিল—ইহাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতের দ্বিতীয় কারিকায় আচার্য্য আনন্দবর্ধন বলিলেন—

যস্তলক্ষ্যক্রমো ব্যঙ্গ্যো ধ্বনির্বর্ণ-পদাদিষু
বাক্যে সংঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেঽপি দীপ্যতে ॥

অর্থাৎ অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির বা রসধ্বনির নানা ব্যঞ্জকের মধ্যে প্রবন্ধও

---

* ভারত চন্দ্র : কবি ও শিল্পী—ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়

অন্যতম। এই প্রবন্ধ-ব্যঞ্জকতার আলোচনা প্রসঙ্গেই কাব্যরচনার সামগ্রিক ভাবাবহের আলোচনা আসিয়াছে। এই আলোচনার অবতারণা করিয়া আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—

ইদানীং অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো ধ্বনিঃ প্রবন্ধাত্মা রামায়ণ-মহাভারতাদৌ প্রকাশমানঃ প্রসিদ্ধ এব। তস্য তু যথা প্রকাশনং তৎ প্রতিপাদ্যতে—

বিভাব-ভাবানুভাব-সঞ্চার্যৌচিত্যচারুণঃ।
বিধিঃ কথা-শরীরস্য বৃত্তস্যোৎপ্রেক্ষিতস্য বা॥
ইতিবৃত্তবশায়াতাং ত্যক্ত্বানগুণাং স্থিতিম্।
উৎপ্রেক্ষ্যোঽপ্যন্তরাভীষ্টরসোচিত-কথোন্নয়ঃ॥
সন্ধি-সন্ধ্যঙ্গ-ঘটনং রসাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া।
ন তু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতি-সম্পাদনেচ্ছয়া॥
উদ্দীপন-প্রশমনে যথাবসরমন্তরা।
রসস্যারব্ধবিশ্রান্তেরনুসন্ধানমঙ্গিনঃ॥
অলংকৃতীনাং শক্তাবপ্যানুরূপ্যেন যোজনম্।
প্রবন্ধস্য রসাদীনাং ব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধনম্॥ ৩।১০-১৪

বৃত্তিতে এই কারিকাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া আনন্দবর্ধন বলিলেন—"যদিতিহাসাদিষু কথাসু রসবতীষু বিবিধাসু সতীষ্বপি যত্তত্র বিভাবাদ্যৌচিত্যবৎ কথাশরীরং তদেব গ্রাহ্যং, নেতরৎ। বৃত্তাদপি চ কথাশরীরাদুৎপ্রেক্ষিতে বিশেষতঃ প্রযত্নবতা ভবিতব্যম্। তত্র হ্যনবধানাৎ স্খলতঃ কবেরব্যুৎপত্তিসম্ভাবনা মহতী ভবতি।"

এবং পরিকর শ্লোকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন—

কথাশরীরমুৎপাদ্যবস্তু কার্য্যং তথা তথা।
যথা রসময়ং সর্বমেব তৎ প্রতিভাসতে॥

আবার ৩।২১ কারিকায় তিনি এ সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে।
একো রসোঽঙ্গীকর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা॥

আনন্দবর্ধনের সুবিখ্যাত উক্তি—

অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্ রসভঙ্গস্য কারণম্
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা॥

—কেবল স্বতন্ত্র শ্লোক-রচনা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে—সাহিত্যকৃতির সামগ্রিক ভাবাবহকেও ইহা লক্ষ্য করিতেছে। বস্তুতঃ বিভিন্ন প্রকারের কাব্যে নায়ক-নায়িকা-নির্ণয়, তাহাদের বেশভূষা, চরিত্র, বৃত্তি, ব্যবহার, সংলাপ, পঞ্চসন্ধির যথাযথ উপস্থাপন, অঙ্গী ও অঙ্গরসসমূহের যথোচিত ব্যবহার, প্রবন্ধরসের হানিকর দোষসমূহ প্রদর্শন—প্রভৃতি নানা বিচার করিয়া গ্রন্থকার কাব্যালোচনায় তাঁহার সামগ্রিক তত্ত্বদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতেই বুঝা যায় যে ধ্বনিবাদী হইলেও আনন্দবর্ধন মুখ্যতঃ রসবাদী ছিলেন এবং—রসধ্বনিই যে সর্বপ্রকার ধ্বনির পার্যন্তিক পরিণতি—এই কথা বলিয়া শ্রীমদভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধনের মতবাদকে সঠিক-ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা ধ্বন্যালোক হইতে আর দুইটি উদ্ধৃতি দিয়া এ বিষয়ে আলোচনা শেষ করিব—

বাচ্যানাং বাচকানাং চ যদৌচিত্যেন যোজনম্।
রসাদি-বিষয়েণৈতৎ কর্ম মুখ্যং মহাকবেঃ॥ ৩।৩২

বৃত্তি—'অয়মেব হি মহাকবে র্মুখ্যো ব্যাপারো যদ্ রসাদীনেব মুখ্যতয়া কাব্যার্থীকৃত্য তদ্ব্যক্ত্যনুগুণত্বেন শব্দানামর্থানাং চোপনিবন্ধনম্।"

"মহাকবির মুখ্য কবিকর্ম হচ্ছে—রসের অভিব্যঞ্জনার উপযোগী করে কাব্যের বাচ্য ও বাচকের উপনিবন্ধন "(কাব্যজিজ্ঞাসা—শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত, পৃঃ ৩২)। অতএব কবিসমাজের প্রতি আনন্দবর্ধনের উপদেশ হইতেছে—

ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক-ভাবেঽস্মিন্ বিবিধে সম্ভবত্যপি।
রসাদিময় একস্মিন্ কবিঃ স্যাদবধানবান্॥ ৪।৫

নানা প্রকারের ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক-ভাব সম্ভব হইলেও কবি রসময় একটি ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাবের প্রতিই মনোযোগী হইবেন।

অতঃপর আমরা গুণ, দোষ, রীতি, বৃত্তি ও সংঘটনা প্রভৃতি কাব্যের অন্যান্য উপাদান সম্বন্ধে ধ্বনিবাদিগণের মত আলোচনা করিব। পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি আনন্দবর্ধনাচার্য রসকেই—রসধ্বনিকেই—কাব্যের আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং কাব্যের অন্য সমস্ত উপাদানকে তাহারই সহিত অন্বিত করিয়াছেন। অতএব গুণ, দোষ, রীতি, বৃত্তি প্রভৃতি কাব্যের সমস্ত উপাদানকেই যে তিনি রসের অপেক্ষিত বলিয়া গ্রহণ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক এবং বস্তুতঃ তাহাই করা হইয়াছে। গুণের লক্ষণ-নির্ণয় প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—

গুণ, দোষ, রীতি বৃত্তি, সংঘটনা—ও ধ্বনি

তমর্থমবলম্বন্তে যেঽঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ। ২।৬

এবং বৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যে তমর্থং রসাদিলক্ষণমঙ্গিনং সন্তমবলম্বন্তে, তে গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ; আনন্দবর্ধনের মতে অঙ্গী রসকে অবলম্বন করিয়া যাহা অবস্থান করে, তাহাই গুণ। ইহা রসের আত্মভূত ধর্ম এবং ইহা দেহস্থ সৌন্দর্য-বীর্য্যাদি গুণের ন্যায় রসের সহিত সমবায়সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া অবস্থান করে। যেমন গুণকে অপসারিত করিলে গুণীর অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপে কাব্যবন্ধেও গুণকে রস হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে রসের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়; অর্থাৎ আচার্য্য বামনের মত আচার্য্য আনন্দবর্ধনও মনে করেন—গুণ কাব্যের নিত্যধর্ম।

গুণ-বিচার

আনন্দবর্ধনাচার্য্য ভামহ-কথিত তিনটি গুণকেই—মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ গুণকে—স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য নিম্নোদ্ধৃত কারিকা কয়েকটিতে প্রকাশিত হইয়াছে—

শৃঙ্গার এব মধুরঃ পরঃ প্রহ্লাদনো রসঃ।
তন্ময়ং কাব্যমাশ্রিত্য মাধুর্য্যং প্রতিতিষ্ঠতি॥
শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভাখ্যে করুণে চ প্রকর্ষবৎ।
মাধুর্য্যমার্দ্রতাং যাতি যতস্তত্রাধিকং মনঃ।
রৌদ্রাদয়ো রসা দীপ্ত্যা লক্ষ্যন্তে কাব্যবর্তিনঃ।
তদ্‌ব্যক্তিহেতূ শব্দার্থাবাশ্রিত্যোজো ব্যবস্থিতম্॥
সমর্পকত্বং কাব্যস্য যত্তু সর্বরসান্ প্রতি।
স প্রসাদো গুণো জ্ঞেয়ঃ সর্বসাধারণক্রিয়ঃ॥ ২।৭-১০.

বলা হইয়া থাকে—গুণসমূহ শব্দ ও অর্থের গুণ, ইহারা রসপ্রকাশক শব্দ ও অর্থকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে কি ভাবে বলা যায় যে গুণসমূহ অঙ্গী রসাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে? শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ 'লোচন' টীকায় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—

"আত্মভূতস্য রসস্যৈব পরমার্থতো গুণা মাধুর্যাদয়ঃ, উপচারেণ তু শব্দার্থয়োঃ" ॥ অর্থাৎ মাধুর্যাদি গুণসমূহ পরমার্থতঃ কাব্যের আত্মভূত রসেরই গুণ; উপচারবশতঃ বলা হয়—এগুলি শব্দ ও অর্থের গুণ; এই প্রসঙ্গে অপর প্রশ্ন হইতেছে—রস বা রসধ্বনিই তো কাব্যের আত্মা, এই রসের বা রসধ্বনির সহিত গুণ কি ভাবে অন্বিত হয়? প্রসাদগুণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া বৃত্তিতে বলিয়াছেন যে "স...ব্যঙ্গ্যার্থাপেক্ষয়ৈব মুখ্যতয়া ব্যবস্থিতো মন্তব্যঃ'। বৃত্তির এই অংশের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তপাদ বলিলেন যে শব্দের নিজ নিজ অর্থ

বুঝাইবার শক্তির মধ্যেও এমন কিছু অলৌকিকত্ব আছে, যাহা গুণরূপে গণ্য হইতে পারে; আর অর্থকে তো ব্যঙ্গ্য অর্থকেই সম্যকরূপে বুঝাইতে হইবে; কারণ অন্যভাবে তাহার সমর্পকত্ব থাকিতেই পারে না—"অর্থস্য তাবৎ সমর্পকত্বং ব্যঙ্গং প্রত্যেব সংভবতি, নান্যথা, শব্দস্যাপি স্ববাচ্যার্পকত্বং নাম কিয়দলৌকিকং যেন গুণঃ স্যাদিতি ভাবঃ" ॥

দোষ-বিচার

দোষ সম্বন্ধেও আনন্দবর্ধনের মনোভাব গুণেরই অনুরূপ। দোষকে তিনি যে দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্বসূরিগণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মৌলিক। দোষকেও তিনি রসের সহিত অপেক্ষিত করিয়াই বিচার করিয়াছেন। শব্দগত, অর্থগত, ব্যাকরণ-গত, নীতি-গত—প্রভৃতি বিভিন্ন দিক হইতে দোষের বিচারের আবশ্যকতা আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। কারণ ঐরূপ বিচার বাহ্য বিচার মাত্র; তাঁহার মতে কাব্যের দোষ হইতেছে একটিমাত্র এবং তাহা হইতেছে রসভঙ্গ-দোষ এবং এই দোষ ঘটে অনৌচিত্যের দ্বারা; এ বিষয়ে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ উক্তি হইতেছে—

অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্ রসভঙ্গস্য কারণম্।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা।

অনৌচিত্য ছাড়া কাব্যেব রসভঙ্গের আর কোন কারণ নেই। এই ঔচিত্যবন্ধই রসের উপনিষৎ, কাব্যতত্ত্বের পরা বিদ্যা" (কাব্যজিজ্ঞাসা)।

এই কারিকায় যে ঔচিত্যকে রসশাস্ত্রের পরা বিদ্যা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে রসের ঔচিত্য, অন্য কোন বস্তুর নহে। কাব্যের বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব, তাহার গুণ, রীতি, সংঘটনা—সকলকেই হইতে হইবে রসের অনুগুণ। যেখানে মহাকবির মুখ্য কবিকর্ম হইতেছে রসের ব্যঞ্জনার উপযোগী করিয়া কাব্যের বাচ্য ও বাচককে গাঁথিয়া তোলা, সেখানে কাব্যের দোষগুণ-বিচারে একটিমাত্র মাপকাঠিই থাকিতে পারে। তাহা হইতেছে—এই মুখ্য কবিকর্মে বিভিন্ন উপাদান নিজ নিজ যথোচিত অংশ গ্রহণ করিয়াছে কিনা তাহা দেখা। সুতরাং কাব্যসৃষ্টিতে আপন আপন বিশিষ্ট অংশগ্রহণকার্যে যে উপাদান এই ঔচিত্য-বিধি ভঙ্গ করিবে—তাহাকেই দোষযুক্ত বলিতে হইবে। কারণ তাহাই রসাপকর্ষক হইয়াছে। ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে প্রবন্ধরসের আলোচনা প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন এবিষয়ে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন এবং এই অনৌচিত্য-দোষ পরিহারের জন্য কবিগণকে কোন কোন দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে নিম্নোদ্ধৃত কারিকাসমূহে তাহার নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন—

"কানি পুনস্তানি বিরোধীনি, যানি যত্নতঃ কবেঃ পরিহর্ত্তব্যানীত্যুচ্যতে—

বিরোধিরসসম্বন্ধি-বিভাবাদিপরিগ্রহঃ।
বিস্তরেনাম্বিতস্যাপি বস্তুনোঽন্যস্য বর্ণনম্ ॥
অকাণ্ড এব বিচ্ছিত্তিরকাণ্ডে চ প্রকাশনম্।
পরিপোষং গতস্যাপি পৌনঃপুন্যেন দীপনম্।
রসস্য স্যাদ্ বিরোধায় বৃত্ত্যনৌচিত্যমেব চ। ৩।১৭-১৮

ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে প্রবন্ধরসবিচার প্রসঙ্গে সাহিত্যকৃতির সামগ্রিক ভাবাবহ কিভাবে সৃষ্টি ও রক্ষা করিতে হইবে—তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও নির্দেশ আছে। দোষ সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের অভিমতের যে আলোচনা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ বিষয়ের আলোচনার সমাপ্তি করিব। উদ্ধৃতিটি কাব্যের প্রকৃত দোষ কি—তাহা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে—

"আনন্দবর্ধন কাব্যের দোষ দুভাগে ভাগ করে কথাটা বিশদ করেছেন। "দ্বিবিধো হি দোষঃ—কবেরব্যুৎপত্তিকৃতোঽশক্তিকৃতশ্চ।" কাব্যের দোষ দু রকমের—কবির অব্যুৎপত্তিকৃত ও কবির অশক্তি-জনিত। ছোটোখাটো অসংগতি ও অনৌচিত্য, ভাষার কাঠিন্য, ছন্দের অলালিত্য—কবির অব্যুৎপত্তি-কৃত, এ সব দোষ কাব্যের পক্ষে মারাত্মক নয়। কারণ,

অব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্ত্যা সংব্রিয়তে কবেঃ।
যস্ত্বশক্তিকৃতস্তস্য স বাটিত্যবভাসতে। ৩।৬ বৃত্তি

অব্যুৎপত্তিকৃত যে দোষ, কবির রসসৃষ্টির শক্তি তাদের সংবরণ করে রাখে। অর্থাৎ শক্তি-তিরস্কৃত হ'য়ে তারা এক রকম অলক্ষ্যই থেকে যায়, (তত্রাবুৎপত্তি-কৃতো দোষঃ শক্তি-তিরস্কৃতত্বাৎ কদাচিন্ন লক্ষ্যতে) কিন্তু কাব্যের দোষের মূল হচ্ছে কবির রসসৃষ্টিশক্তির লাঘবতা, সহৃদয় পাঠকের চিত্তে সে দোষ মুহূর্ত্তেই প্রতিভাত হয়।

এবং এই দোষই কাব্যের যথার্থ দোষ।

রীতি সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের অভিমত আমরা বামনের রীতিবাদের বিচার-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ আনন্দবর্ধন একটিমাত্র রীতিবাদ-বিচার কারিকায় ও তাহার বৃত্তিতে এ বিষয়ে নিজ অভিমত ঘোষণা করিয়াছেন। এ বিষয়ে আনন্দবর্ধনের উক্তি হইতেছে—

অস্ফুটস্ফুরিতং কাব্যতত্ত্বমেতদ্ যথোদিতম্।
অশক্নুবদ্ভির্ব্যাকর্তুং রীতয়ঃ সম্প্রবর্ত্তিতাঃ। ৩।৪৭

এতদ্ ধ্বনি-প্রবর্ত্তনেন নির্ণীতং কাব্যতত্ত্বমস্ফুটস্ফুরিতং সদশক্নুবদ্ভিঃ প্রতিপাদয়িতুং বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী চেতি রীতয়ঃ প্রবর্ত্তিতাঃ। রীতিলক্ষণ-বিধায়িনাং হি কাব্যতত্ত্বমেতদস্ফুটতয়া মনাক্ স্ফুরিতমাসীদিতি লক্ষ্যতে।

শ্রীমদভিনবগুপ্ত উক্ত কারিকা ও বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়া মন্তব্য করিলেন—"রীতির্হি গুণেষ্বেব পর্য্যবসিতা। যদাহ—বিশেষো গুণাত্মা, গুণাশ্চ রসপর্য্যবসায়িন এবেতি হ্যুক্তং প্রাগ্ গুণনিরূপণে 'শৃঙ্গার এব মধুর' ইত্যত্রেতি।" অর্থাৎ রীতি গুণেই পর্য্যবসিত হয় ও সেদিক হইতে ইহাও রসাপেক্ষিত।

বৃত্তি-বিচার

বৃত্তি সম্বন্ধেও আনন্দবর্ধনের দৃষ্টি অনুরূপ। বৃত্তি সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত আনন্দবর্ধন এইভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন—

শব্দতত্ত্বাশ্রয়াঃ কাশ্চিদর্থতত্ত্বযুজোঽপরাঃ।
বৃত্তয়োঽপি প্রকাশন্তে জ্ঞাতেঽস্মিন্ কাব্যলক্ষণে॥ ৩।৪৭

অস্মিন্ ব্যঙ্গব্যঞ্জকভাববিবেচনময়ে কাব্য-লক্ষণে জ্ঞাতে সতি, যাঃ কাশ্চিৎ প্রসিদ্ধা উপনাগরিকাদ্যা শব্দতত্ত্বাশ্রয়া বৃত্তয়ো যাশ্চার্থতত্ত্বসম্বদ্ধাঃ কৈশিক্যাদয়স্তাঃ সম্যগ্ রীতিপদমবতরন্তি।

আনন্দবর্ধনের মতে বৃত্তি দুই প্রকার—শব্দতত্ত্বাশ্রয়ী ও অর্থতত্ত্বাশ্রয়ী। উপনাগরিকাদি বৃত্তি হইতেছে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এবং কৈশিকী প্রভৃতি বৃত্তি হইতেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই উভয় প্রকারের বৃত্তিই রীতিতে পর্য্যবসিত হয়। বৃত্তির "রীতিপদবীমবতরন্তি—এই অংশের লোচনটীকায় অভিনবগুপ্তপাদ বলিয়াছেন—"রীতিপদবীমিতি। তদ্বদেব পর্য্যবসায়িত্বাৎ।"

আনন্দবর্ধন যে দুই প্রকারের বৃত্তি স্বীকার করেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কারিকায় বলা হইয়াছে—

রসাদ্যনুগুণত্বেন ব্যবহারোঽর্থশব্দয়োঃ।
ঔচিত্যবান্ যস্তা এতা বৃত্তয়ো দ্বিবিধাঃ স্থিতাঃ।৩।৩৩

এখানে বৃত্তি যে দুই প্রকার শুধু তাহাই বলা হয় নাই; আরো বলা হইয়াছে—এবং তাহাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা,—যে বৃত্তি দুইটিকে রসাদির অনুগুণ হইতে হইবে এবং তদনুসারে ঔচিত্যপূর্ণভাবে তাহাদের প্রয়োগ করিতে হইবে। উক্ত কারিকার বৃত্তিতে ইহা সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে—

"ব্যবহারো হি বৃত্তিরুচ্যতে। তত্র রসানুগুণ ঔচিত্যবান্ বাচ্যাশ্রয়ো যো ব্যবহারস্তা এতাঃ কৈশিক্যাদ্যা বৃত্তয়ঃ, বাচকাশ্রয়াশ্চোপনাগরিকাদ্যাঃ। বৃত্তয়ো হি রসাদিতাৎপর্য্যেণ সন্নিবেশিতাঃ কামপি নাট্যস্য কাব্যস্য চ ছায়ামাবহন্তি।"

ধ্বন্যালোকের ৩।৭ কারিকার বৃত্তিতেও আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—"বৃত্তৌচিত্যং তু যথারসমনুসর্ত্তব্যম্'। ধ্বন্যালোকের প্রথম উদ্দ্যোতেও আনন্দবর্ধন বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন ('তদনতিরিক্তবৃত্তয়ো বৃত্তয়োঽপি যাঃ কৈশ্চিদুপনাগরিকাদ্যাঃ প্রকাশিতাঃ ইত্যাদি)। এই বৃত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য অভিনবগুপ্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে তিনিও গুণ ও বৃত্তিকে অভিন্ন বলিয়াই মনে করেন। অভিনব গুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"নৈব বৃত্তিরীতানাং তদ্ (গুণ)-ব্যতিরিক্তত্বং সিদ্ধম্; তথাহি অনুপ্রাসানামেব দীপ্তমসৃণমধ্যমবর্ণনীয়োপযোগিতয়া পরুষত্ব-ললিতত্ব-মধ্যমত্ব-স্বরূপ-বিবেচনায় বর্গত্রয়-সম্পাদনার্থং তিস্রোঽনুপ্রাসজাতয়ো বৃত্তয় ইত্যুক্তাঃ—বর্ততন্তে অনুপ্রাসভেদা আসু ইতি"। তিনি আরো বলিলেন—'বৃত্তয়োঽনুপ্রাসজাতয় এব'। এখানে তিনি আচার্য উদ্ভটের মতানুসারেই পরুষা, উপনাগরিকা এবং গ্রাম্যা বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন ও তাহারা যে অনুপ্রাস-জাতীয় সে কথা স্বকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তি যে রসের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ তাহা বলিতে ভুলেন নাই। ধ্বন্যালোকের ৩।৩৩ কারিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

'বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ'—ইতি ব্রুবাণেন মুনিনা **রসোচিতেতিবৃত্ত-সমাশ্রয়ণোপদেশেন রসস্যৈব জীবিতত্বমুক্তম্**"।

উক্ত কারিকারই বৃত্তির ব্যাখ্যায় আবার তিনি বলিয়াছেন—

'এবং রসাদয়ঃ কৈশিক্যাদীনামিতিবৃত্তভাগরূপাণাং বৃত্তীনাম্ জীবিতমুপনাগরিকাদ্যানাং চ সর্বস্যাস্যোভয়স্যাপি বৃত্তিব্যবহারস্য রসাদিনিয়ন্ত্রিত-বিষয়ত্বাৎ"—

এবং শেষে ৩।৪৭ কারিকা ও তাহার বৃত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও ঘোষণা করিয়া বলিলেন—

"নাগরিকয়া হি উপমিতেত্যনুপ্রাসবৃত্তিঃ শৃঙ্গারাদৌ বিশ্রাম্যতি, পরুষেতি দীপ্তেষু, রৌদ্রাদিষু; কোমলেতি হাস্যাদৌ। তথা—বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ'—ইতি যদুক্তং মুনিনা তত্র রসোচিত এব চেষ্টাবিশেষঃ বৃত্তিঃ।"

এখানে বিভিন্ন বৃত্তিকে বিভিন্ন রসের সহিত সংযুক্ত করিয়া উভয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাই আচার্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন।

সংঘটনা-বিচার

ধ্বন্যালোকে সংঘটনা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা আছে। অতএব এই বিষয়ে আচার্য্য আনন্দবর্ধনের অভিমত কি তাহা আমরা অতঃপর জানিবার চেষ্টা করিব।

ধ্বন্যালোকের ৩।২ কারিকায় বলা হইয়াছে যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি অন্যান্যের সহিত সংগঠনার দ্বারা দীপ্তি লাভ করে—

যস্ত্বলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো ধ্বনির্বর্ণপদাদিষু।
বাক্যে সংঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেঽপি দীপ্যতে ॥ ৩।২

সংঘটনা কাহাকে বলে, তাহা ৩।৫ কারিকায় বলা হইয়াছে—

অসমাসা সমাসেন মধ্যমেন চ ভূষিতা।
তথা দীর্ঘসমাসেতি ত্রিধা সংঘটনোদিতা ॥

সংঘটনা হইতেছে শব্দের সমাসবৃত্তি। সংঘটনা তিন প্রকারের হইতে পারে—(১) সমাসবিহীন (২) মধ্যম প্রকারের সমাসযুক্ত এবং (৩) দীর্ঘ-সমাসযুক্ত। এই সংঘটনার আশ্রয়, কার্য্য ও নিয়ামক কি—সে সম্বন্ধে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—

গুণানাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তী মাধুর্য্যাদীন্ ব্যনক্তি সা।
রসান্ তন্নিয়মে হেতুরৌচিত্যং বক্তৃবাচ্যয়োঃ ॥ ৩।৬

সংঘটনা মাধুর্য্যাদি গুণসমূহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, ইহা রসসমূহের প্রকাশক হয় এবং বক্তা ও বাচ্যের ঔচিত্যই এই সংঘটনার নিয়ামক হেতু। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—'গুণানাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তী' এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি? রসাভিব্যক্তিকারী সংঘটনা ও গুণ কি একই বস্তু? তাহারা যদি একই বস্তু না হয়, স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে—গুণের আশ্রয় সংঘটনা, না সংঘটনার আশ্রয় গুণসমূহ? আনন্দবর্ধন তৃতীয় উদ্দ্যোতে ৩।২ কারিকার আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে গুণ ও সংঘটনার মধ্যে ঐক্যসম্বন্ধ নাই অর্থাৎ তাহারা এক নয় এবং গুণসমূহ সংঘটনাশ্রয় নয় অর্থাৎ সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণসমূহ অবস্থান করে না। কারণস্বরূপ আনন্দবর্ধন বলিতেছেন—

"যদি গুণাঃ সংঘটনা চেত্যেকং তত্ত্বং, সংঘটনাশ্রয়া বা গুণাঃ, তদা সংঘটনায়া ইব গুণানামনিয়তবিষয়প্রসঙ্গঃ। গুণানাং হি মাধুর্য্য-প্রসাদ-প্রকর্ষঃ করুণ-বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারবিষয় এব। রৌদ্রাদ্ভুতাদিবিষয়মোজঃ; মাধুর্য্য-প্রসাদৌ রসভাব-তদাভাসবিষয়াবেত্তি বিষয়নিয়মো ব্যবস্থিতঃ; সংঘটনায়াস্তু স বিঘটতে।"

গুণ ও সংঘটনা যে এক নয়, অথবা সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া যে গুণ থাকে না, তাহার প্রধান প্রমাণ হইতেছে—তাহা হইলে সংঘটনার বিষয় কোন রস হইবে অর্থাৎ তিনপ্রকারের সংঘটনার মধ্যে কোনটি কোন রসাভিব্যঞ্জক হইবে—তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিত, যেমন গুণের ক্ষেত্রে আছে। গুণের সম্বন্ধে নিয়ম আছে যে করুণ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসে মাধুর্য্য ও প্রসাদ গুণের

প্রকর্ষ থাকিবে ; রৌদ্র, অদ্ভুত প্রভৃতি রসে ওজঃ গুণের আধিক্য থাকিবে ; রস, ভাব বা তাহাদের আভাসসমূহ হইবে মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণের বিষয়। কিন্তু সংঘটনার ক্ষেত্রে এরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। নানা উদাহরণের সাহায্যে আনন্দবর্ধন ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে শৃঙ্গাররসেও দীর্ঘসমাসা সংঘটনা ও রৌদ্রাদি রসে সমাসবিহীন সংঘটনা থাকিতে পারে। অতএব গুণ ও সংঘটনা এক নহে কিংবা সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণসমূহ অবস্থান করে না। আমরা বাংলা সাহিত্য হইতে কয়েকটি সুপরিচিত উদাহরণ দিয়া দেখাইতে পারি যে গুণসমূহ সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে না এবং সংঘটনার বিষয় নির্দ্দিষ্ট নহে। প্রথম নিদর্শনটি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহাশয়ের সুবিখ্যাত "বঙ্গ আমার জননী আমার" কবিতার অংশবিশেষ—

"একদা যাঁহার বিজয়সেনানী হেলায় লংকা করিল জয়।
একদা যাঁহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময় ॥
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ।
তুই কিনা, মাগো, তাদের জননী, তুই কিনা, মাগো, তাদের দেশ !

* * *

আমরা ঘুচাবো মা, তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নাহি তো মেষ,
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

এখানে কাব্যাংশ দেশপ্রেমমূলক বীররসের পরিচায়ক ; গুণ এখানে ওজঃ কিন্তু সংঘটনা দীর্ঘসমাসা এমনকি মধ্যমসমাসাও নহে। অনুরূপ আর একটি উদাহরণ—

'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর , সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী—আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।" (স্বদেশমন্ত্র-স্বামী বিবেকানন্দ)।

এখানেও রসাভিব্যঞ্জক গুণ হইতেছে ওজঃ ; কিন্তু সংঘটনা প্রায়শঃ সমাসবিহীন। একটি বিপরীত উদাহরণ—

"পাথর এমন করিয়া যাহারা পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তিসকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্যপুষ্পমাল্যাভরণভূষিত,

বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য, সর্বাঙ্গসুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষ মূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপ-প্রেমগর্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবন-ভারাবনতদেহা—

তন্বী, শ্যামা, শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ —

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে—তাহারা কি হিন্দু?" (সীতারাম-বঙ্কিমচন্দ্র)

এখানেও গুণ ওজঃ; কিন্তু সংঘটনা দীর্ঘসমাসা ও মধ্যম-সমাসা। করুণরসের ক্ষেত্রে নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলিও এ বিষয়ে আলোকপাত করিবে—

(ক) "এই অপ্রত্যাশিত বাক্য ও ব্যবহারে মহিম বিস্মিত হইল, শংকিত হইল। এমন করিয়া সে একবারও চাহে নাই। এ দৃষ্টি যেমন সোজা, তেমনি স্বচ্ছ। ইহার ভিতর দিয়া তাহার বুকের অনেকখানি যেন বড় স্পষ্ট দেখা গেল, সেখানে ভয় নাই, ভরসা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই—যত দূর দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার রং নাই, মূর্ত্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই—একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শূন্য।" (গৃহদাহ-শরৎচন্দ্র)

(খ) আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে
মৃত্যু-তরঙ্গিণী-ধারা-মুখরিত ভাঙ্গনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের।
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত-নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব; উদয়-শৈলের তলে আজি
নবসূর্য্য-বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগান? (রবীন্দ্রনাথ—সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি)

এখানে প্রথম উদাহরণটির সংঘটনা অসমাসা ও দ্বিতীয়টির সংঘটনা মিশ্র—সমাসযুক্ত ও সমাস-বিহীন।

প্রধানতঃ সমাসযুক্ত সংঘটনার মাধ্যমে শৃঙ্গাররসের প্রকাশ নিম্নোদ্ধৃত অংশে লক্ষণীয়—

"ওসমান পূর্ববৎ ব্যঙ্গ্য করিয়া কহিলেন—'আর আমি যদি জিজ্ঞাসা করি?" আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ববৎ স্থিরদৃষ্টিতে ওসমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন; তাঁহার বিশাল লোচন আরো যেন বর্ধিতায়তন হইল, মুখপদ্ম যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ

ঈষৎ একদিকে হেলিল ; হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড়শৈবালজালবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল ; অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন,—"ওসমান, তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে, আমার উত্তর এই যে—এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।"

উপরের উদাহরণ হইতেই মনে হয়—গুণ ও সংঘটনা যে এক নহে, এবং গুণ যে সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া থাকে না—শ্রীমদানন্দবর্ধনের এই অভিমত সর্বথা মান্য। বিশেষ বিশেষ সংঘটনাই যে বিশেষ বিশেষ রসের অভিব্যঞ্জক হইবে—তাহা নহে ; যে কোন সংঘটনা যে কোন রসকে ব্যঞ্জিত করিতে পারে।

আবার অন্যদিক হইতেও বলা যায় যে গুণ সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। সংঘটনা কখনও রসের অভিব্যঞ্জক হয়, কখনও বা হয় না। এমন অনেক শব্দসমাবেশ বা পদ থাকিতে পারে, যেখানে রসের গন্ধমাত্রও নাই ; আবার অনেক ক্ষেত্রে সংঘটনার সাহায্যেই রস অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সংঘটনাই তো রসাভিব্যঞ্জক নয়। বর্ণও তো রসের ব্যঞ্জনা দিতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে গুণও থাকিবে। কাজেই গুণ সেখানে রসসম্বন্ধী হইয়া বর্ণাবলম্বী হয়। সুতরাং গুণ সংঘটনাশ্রয়ী নহে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—গুণ বা রস সংঘটনার নিয়ামক নহে। ইহার নিয়ামক হইতেছে—

—তন্নিয়মে হেতুরৌচিত্যং বক্তৃবাচ্যয়োঃ।
বিষয়াশ্রয়মপ্যন্যদৌচিত্যং তাং নিযচ্ছতি।
কাব্যপ্রভেদাশ্রয়তঃ স্থিতা ভেদবতী হি সা॥
সর্বত্র গদ্যবন্ধেঽপি ছন্দোনিয়মবর্জিতে॥ ৩।৬—৮

শ্রীমদানন্দবর্ধন উক্ত কারিকাসমূহের ব্যাখ্যায় বৃত্তিতে সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন কিভাবে উপর্যুক্ত বিভিন্ন ঔচিত্য সংঘটনার নিয়ামক হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে গুণের সহিত রসের যে প্রত্যক্ষ ও নিত্য সম্বন্ধ আছে, সংঘটনার সহিত রসের সে সম্বন্ধ নাই। সংঘটনা গুণকে আশ্রয় করিয়া রসের অভিব্যঞ্জক হয়। এক্ষেত্রে স্বীকার করিতে হয় যে সংঘটনা গুণকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে ; কারণ কোন না কোন গুণকে অবলম্বন না করিলে সংঘটনা স্বতঃই রসভিব্যঞ্জক হইতে পারে না। আনন্দবর্ধন সংঘটনা, গুণ ও রসের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—

'তস্মাদ্‌ গুণাব্যতিরিক্তত্বে বা সংঘটনায়া, যথোক্তাদৌচিত্যাদ্বিষয়নিয়মোঽস্তীতি তস্যা অপি রসব্যঞ্জকত্বম্। তস্যাশ্চ রসাভিব্যক্তিনিমিত্তভূতায়া যোঽয়মনন্তরোক্তো নিয়মহেতুঃ স এব গুণানাং নিয়তো বিষয় ইতি গুণাশ্রয়েন ব্যবস্থাপনমপ্যবিরুদ্ধম্।'

অর্থাৎ সংঘটনা ও গুণ একই হউক বা স্বতন্ত্রই হউক, ইহার নিয়ামক হইতেছে—ঔচিত্য। ঔচিত্য আবার গুণেরও নিয়ামক ; সুতরাং সংঘটনাকে গুণাশ্রিত বলিলে অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং আনন্দবর্ধনের মতে সংঘটনা হইতেছে গুণাশ্রয়ী।

সংঘটনার নিয়ামক এই ঔচিত্যকে আনন্দবর্ধন অন্য দিক হইতেও বিচার করিয়াছেন। সাহিত্যের যে বিভিন্ন রূপ আছে,—যেমন মুক্তক, সন্দানিতক, পর্য্যায়বন্ধ ইত্যাদি—তাহাদের ক্ষেত্রেও ঔচিত্যানুসারে সংঘটনার প্রয়োগ করিতে হইবে। এসম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের নির্দ্দেশ নিম্নরূপ—

"মুক্তকেষু প্রবন্ধেষ্বিব রসবন্ধাভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে, * * * সন্দানিতকাদিষু তু বিকটনিবন্ধনৌচিত্যান্মধ্যমসমাসাদীর্ঘসমাসে এব রচনে। প্রবন্ধাশ্রয়েষু যথোক্ত-প্রবন্ধৌচিত্যমেবানুসর্ত্তব্যম্। পর্য্যায়বন্ধে পুনরসমাসামধ্যমসমাসে এব সংঘটনে। * * * পরিকথায়াং কামচারঃ, * * * খণ্ডকথা সকলকথয়োস্তু প্রাকৃতপ্রসিদ্ধয়োঃ কুলকাদিনিবন্ধনভূয়স্ত্বাদ্দীর্ঘসমাসয়ামপি ন বিরোধঃ। ** সর্গবন্ধে তু রসতাৎপর্য্যে যথারসমৌচিত্যমন্যথা তু কামচারঃ। * * * অভিনেয়ার্থে তু সর্বথা রসবন্ধেঽভিনিবেশঃ কার্য্যঃ। * * * আখ্যায়িকায়াং তু ভূম্না মধ্যমসমাসাদীর্ঘসমাসে এব সংঘটনে।"

কাব্যের বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের সংঘটনার নির্দ্দেশ দিলেও আনন্দবর্ধন সর্বক্ষেত্রেই ঔচিত্য বলিতে যে রসৌচিত্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন—একথা বারংবার বলিতে ভুলেন নাই। অর্থাৎ এখানেও মূল কথা হইতেছে—'রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।" ॥

ধ্বনি ও কবি-প্রতিভা

ধ্বন্যালোকের চতুর্থ উদ্দ্যোতে ধ্বনি ও কবি-প্রতিভার পারস্পরিক প্রভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ধ্বনি যেমন কবি-প্রতিভাকে অনন্তপ্রকারে প্রকাশিত হইবার সুযোগ আনিয়া দেয়, তেমনি কবি-প্রতিভার স্পর্শে ধ্বনিও নব নব বৈচিত্র্য লাভ করে। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—

ধ্বনের্যঃ সগুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যাধ্বা প্রদর্শিতঃ
অনেনানন্ত্যমায়াতি কবীনাং প্রতিভাগুণঃ ॥ ৪।১
অতো হ্যন্যতমেনাপি প্রকারেণ বিভূষিতা।
বাণী নবত্বমায়াতি পূর্বার্থান্বয়বত্যপি ॥ ৪।১২

ইহারই ফলে—

দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ ॥ ৪।৪

এবং কবির প্রতিভা থাকিলে এইরূপে ধ্বনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্যকে আশ্রয় করিয়া কাব্যার্থের অবিরাম প্রকাশ ঘটিতে পারে—

ধ্বনেরিত্থং গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য চ সমাশ্রয়াৎ।
ন কাব্যার্থ-বিরামোঽস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ ॥ ৪।৬

কেবলমাত্র ধ্বনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্যই যে অনন্তরূপে প্রকাশিত হইতে পারে তাহাই নহে। অবস্থা-দেশ-কালাদির বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ব্যঙ্গ্যনিরপেক্ষ শুদ্ধ বাচ্য অর্থও স্বাভাবিকভাবে অনন্ততা লাভ করে। আনন্দবর্ধন নানা উদাহরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে—

অবস্থা-দেশ কালাদি-বিশেষৈরপি জায়তে।
আনন্ত্যমেব বাচ্যস্য শুদ্ধস্যাপি স্বভাবতঃ ॥ ৪।৭

পূর্বে ব্যবহৃত বিষয়বস্তু নবীন কবিগণ নিজ নিজ কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন কিনা, করিলে তাঁহাদিগকে চৌর্যাপরাধে অপরাধী হইতে হইবে কিনা—এ বিষয়েও আনন্দবর্ধন স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—

রসভাবাদিসম্বদ্ধা যদ্যৌচিত্যানুসারিণী।
অন্বীয়তে বস্তুগতির্দেশকালাদিভেদিনী ॥
বাচস্পতিসহস্রানাং সহস্রৈরপি যত্নতঃ।
নিবদ্ধা সা ক্ষয়ং নৈতি প্রকৃতির্জগতামিব ॥

আনন্দবর্ধনের এই সিদ্ধান্ত যে একটি ঐকান্তিক সত্য, তাহা তো সাহিত্য জগতে সকলেই উপলব্ধি হয়। বাল্মীকি রামায়ণের ঘটনা যাহা, মধুসূদনের মেঘনাদবধের ঘটনা মূলতঃ সেইরূপ ; তথাপি উভয়ের কাব্যবন্ধ ও রসপরিবেশনা যে স্বতন্ত্র ও মৌলিক—একথা কে অস্বীকার করিবে ? নর-নারীর প্রেম সাহিত্যের একটি অতি পুরাতন বিষয়বস্তু। কিন্তু Othello নাটকে ইহার যে রূপ আমরা দেখি, Doll's House এ কি তাহারই প্রতিরূপ পাওয়া যায় ? বিষবৃক্ষ, কপাল-কুণ্ডলা বা কৃষ্ণকান্তের উইলে ইহার যে রূপ,—দত্তা, দেনাপাওনা ও চরিত্রহীনে কি তাহা একই প্রকার ? তাহাই বা কেন ? একই বিষয়বস্তু একই কবির নিকটে কত বিচিত্ররূপে প্রতিভাত—তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন তো সাহিত্যে সর্বত্রই ছড়াইয়া আছে।

আনন্দবর্ধন বিভিন্ন কবির মধ্যে সংবাদ বা সাদৃশ্য সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন বিভিন্ন কবির মধ্যে এরূপ সংবাদ থাকা সম্ভব ও স্বাভাবিক। তবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এরূপ হৃদয়-সংবাদও অবিকল

এক নহে। তাঁহার মতে এরূপ সাদৃশ্য তিনপ্রকারের হইতে পারে (১) দেহীর সহিত প্রতিবিম্বের সাদৃশ্য (২) দেহীর সহিত চিত্রপটের সাদৃশ্য এবং (৩) এক দেহীর সহিত অন্য দেহীর সাদৃশ্য। তন্মধ্যে কাব্যে তৃতীয় সাদৃশ্যই গ্রহণীয়। কারণ ইহা সাদৃশ্যের সহিত বৈশিষ্ট্যও সূচনা করে। কবিগণের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা এই তৃতীয় প্রকারের সাদৃশ্য। আনন্দবর্ধন নিম্নোক্ত কারিকা-সমূহে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—

সংবাদাস্তু ভবন্ত্যেব বাহুল্যেন সুমেধসাম্।
নৈকরূপতয়া সর্বে তে মন্তব্যা বিপশ্চিতা॥
সংবাদো হ্যন্যসাদৃশ্যং তৎপুনঃ প্রতিবিম্ববৎ।
আলেখ্যাকারবত্তুল্যদেহিবচ্চ শরীরিনাম্॥
তত্র পূর্বমনন্যাত্ম তুচ্ছাত্ম তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং তু প্রসিদ্ধাত্ম নান্যসাম্যং ত্যজেৎ কবিঃ॥ ৪।১১-১৩.

আনন্দবর্ধন স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে রচিত কাব্যবন্ধে যদি ধ্বনি থাকে, তাহা হইলে বহু-ব্যবহৃত বিষয়বস্তুও কবি-প্রতিভাগুণে রমণীয় হইয়া উঠিবে—তুচ্ছও অসামান্য হইবে এবং পার্থিব বস্তুও অলৌকিক দিব্যরূপ লাভ করিবে। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—

আত্মনোহন্যস্য সদ্ভাবে পূর্বস্থিত্যনুযায্যপি।
বস্তু ভাতিতরাং তন্ব্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্॥ ৪।১৪.

নূতন কবি যদি স্বীয় কাব্যে ধ্বনিরূপ পৃথক আত্মার ব্যবস্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে অপর কবি কর্তৃক পূর্বে ব্যবহৃত বিষয়বস্তুও, তাঁহার কাব্যে উজ্জ্বলতর হইয়া প্রতিভাত হয়, যেমন দীপ্তি পায় চন্দ্রতুল্য হইলেও তন্বীর মুখমণ্ডল। তখন—

অক্ষরাদিরচনেব যোজ্যতে যত্র বস্তু-রচনা পুরাতনী।
নূতনে স্ফুরতি কাব্যবস্তুনি ব্যক্তমেব খলু সা ন দুষ্যতি॥

পুরাতন বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিলেও নূতন কাব্যবস্তু স্ফুরিত হয় এবং তাহা দোষাবহ হয় না। আসল কথা হইল বিষয়বস্তু নহে—বিষয়বস্তুর এমন উপস্থাপন, যাহাতে সহৃদয়গণের হৃদয়ে চমৎকৃতি উৎপন্ন হয়। কবি-প্রতিভা যদি তাহা করিতে পারে, তাহা হইলে বিষয়বস্তু নূতন-পুরাতন যাহাই হউক না কেন, কবি নিন্দাভাজন হইবেন না। আচার্য্য আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—

"যদপি তদপি রম্যং যত্র লোকস্য কিঞ্চিৎ
স্ফুরিতমিদমিতীয়ং বুদ্ধিরভ্যুজ্জিহীতে।

অনুগতমপি পূর্বচ্ছায়য়া বস্তু তাদৃক্
সুকবিরুপনিবধ্নন্ নিন্দ্যতাং নোপযাতি।

—স্ফুরণেয়ং * * * সহৃদয়ানাং চমৎকৃতিঃ”—কবি প্রতিভার স্পর্শে এই যে স্ফুরণা—তাহাই হইতেছে সহৃদয়গণের চমৎকৃতি এবং কাব্যে তাহার সৃষ্টি হইলে বিষয়ের বিচার লুপ্ত হয় এবং রসাস্বাদ চিত্তকে পুলকাপ্লুত করিয়া রাখে।

(৫)

পূর্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদসমূহে আমরা সংক্ষেপে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বিবর্ত্তন-কাহিনীর এবং ধ্বনিকাবের উপস্থাপিত সাহিত্য-তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছি। এখন আনন্দবর্ধন-প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ইহার মৌলিকত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে স্বল্প কথায় আলোচনা কবিব। আনন্দবর্ধন সম্বন্ধে কাব্যমীমাংসা-প্রণেতা রাজশেখরের একটি সুপরিচিত প্রশস্তি শ্লোক আছে। সেখানে তিনি বলিয়াছেন—

ধ্বনিনাতিগভীবেন কাব্যতত্ত্বনিবেশিনা।
আনন্দবর্ধনঃ কস্য নাসীদানন্দবর্ধনঃ॥

বস্তুতঃই এই কাব্যাত্মভূত অতি গভীর ধ্বনিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া আচার্য আনন্দবর্ধন কাব্যামোদি ত্রবই আনন্দবর্ধন করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার আপনার গৌরবজনক কৃতির জন্য যে সগর্ব উক্তি করিয়াছেন—

সৎকাব্যতত্ত্বনয়বর্ত্ম-চির-প্রসুপ্ত-
কল্পং মনঃ সুপরিপক্বধিয়াং যদাসীৎ।
তদ্ব্যাকরোৎ সহৃদয়োদয়লাভহেতো
রানন্দবর্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ॥

—তিনি সর্বতোভাবে তাহার অধিকারী। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি, ধ্বনি-পূর্ব কোনও আলংকারিকই সৎকাব্যতত্ত্বের ন্যায়ানুমোদিত (Logical) পথ দেখাইতে পারেন নাই। কাব্যের প্রতিটি উপাদানকে, তাহার প্রতিটি অঙ্গকে কাব্যের আত্মার সহিত স্বাভাবিক ও সঙ্গত সম্বন্ধে বাঁধিয়া দিতে পারেন নাই। শাস্ত্রালোচনায় পরিপক্ব-বুদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা যেন ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন ছিলেন; কাব্যতত্ত্বের সামগ্রিক রূপ তাঁহাদের চিদাকাশে প্রকটিত হয় নাই। সেই কারণেই কেহ গুণকে, কেহ অলংকারকে, কেহ রীতিকে, কেহ বক্রতাকেই কাব্যাত্ম-স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আনন্দবর্ধনই প্রথম কাব্যতত্ত্ববেত্তা এবং এখনও

পর্যন্ত, তিনিই শেষ—যিনি কাব্যাত্মার সন্ধান শুধু দেন নাই—তাহাকে নির্ভুলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে কাব্যের অন্য সব উপাদানকে এক অচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন। সেইজন্যই তিনি—'অলংকারিক-সরণি-ব্যবস্থাপক' রূপে কীর্তিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ আনন্দবর্ধন তাঁহার সুবিখ্যাত 'যা ব্যাপারবর্তী ইত্যাদি শ্লোকে যে রসদৃষ্টি ও বৈপশ্চিতী দৃষ্টির কথা বলিয়াছেন—ধ্বন্যালোক-গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে সেই উভয়বিধ দৃষ্টির পরিচয়ই প্রস্ফুটিত হইয়া আছে।

ধ্বনিকারের মৌলিকত্ব কোথায়? রসাস্বাদ দান করা, চমৎকার সৃষ্টি করা কাব্যের লক্ষ্য—একথা তো তাঁহার পূর্ববর্ত্তিগণও বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার পূর্বসূরিগণ অলংকারশাস্ত্রের আলোচনায় মস্তিষ্ককেই অগ্রগণ্য স্থান দিয়াছিলেন। আনন্দবর্ধন সেই স্থান দিলেন—হৃদয়কে; যে কোন হৃদয়কে নয়, সহৃদয়-হৃদয়কে—যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাস-বশাদ্ বিশদীভূতাঃ মনোমুকুরাঃ"—তাঁহাদের হৃদয়কে। আনন্দবর্ধন বলিলেন—শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যাকরণ-শিক্ষা, দর্শন-ইতিহাস-পুরাণে ব্যুৎপত্তি—কোন কিছুই এক্ষেত্রে কজে লাগিবে না—যদি কাব্যরস আস্বাদ করিবার উপযুক্ত হৃদয়টি না থাকে। আনন্দবর্ধনের স্পষ্টবাক্য হইতেছে—

শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেনৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে স তু কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্॥ ১।৭

কিন্তু আনন্দবর্ধনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে—তিনি তাঁহার এই সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—গোঁড়ামির কোন প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার সিদ্ধান্তের একদিকে রহিয়াছে মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি এবং অন্যদিকে আছে দার্শনিক যুক্তি।

সাহিত্য-তত্ত্বের ক্ষেত্রে আনন্দবর্ধনের মৌলিক অবদান হইতেছে—ধ্বনিকে কাব্যের আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাব্যের সমস্ত উপাদানকেই রসাপেক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা। বস্তুতঃ আনন্দবর্ধনের পূর্বে কাব্যাত্মার সহিত কাব্যো-পাদানসমূহের এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় সাধন করিতে কেহ পারেন নাই। ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যে তিনি কবি কর্তৃক ব্যবহৃত সাধারণ শব্দের অলোকসামান্য চমৎকৃতির রহস্যদ্বার উন্মোচন করিলেন। কিভাবে বর্ণ, পদ, সংঘটনা, প্রবন্ধ প্রভৃতি লোকোত্তর রসাস্বাদ আনয়ন করে—সেই দুঃসাধ্য সমস্যার সমাধান করিলেন এবং অঙ্গনাদেহের লাবণ্যের মত কাব্যদেহের সৌন্দর্যতত্ত্বের অবরুদ্ধ দ্বার চিরকালের জন্য উন্মোচন করিয়া দিলেন। বস্তু ও অলংকারকে ধ্বনির অন্তর্গত

করিয়া একদিকে যেমন তিনি ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া দিলেন, অন্যদিকে তেমনি সমস্ত ধ্বনিকেই রসাপেক্ষিত করিয়া কাব্যসৌন্দর্যের মূল বস্তুকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া দিলেন। ধ্বনিকাব্যকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দিলেও, তাঁহার কাব্য-পরিকল্পনায় গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যকেও যথোপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, চিত্রকাব্যকেও বাদ দিলেন না। এই দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, ধ্বন্যালোকে আসিয়া পূর্বসূরিগণের সমস্ত কাব্য-তত্ত্ব-ভাবনা যেমন একটি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তেমনি সেগুলি একটি বৈজ্ঞানিক-মনস্তাত্ত্বিক-দার্শনিক ভিত্তিভূমির উপর সুদৃঢ় আসন লাভ করিয়াছে।

আচার্য্য আনন্দবর্ধনের অপর মৌলিক অবদান হইতেছে—কবি ও সহৃদয়কে এক বন্ধনে বাঁধিয়া তোলা। আমরা জানি ব্যক্তি হিসাবে উভয়ে স্বতন্ত্র; একজনের সহিত অপরের হৃদয়সংবাদ সহজে হয় না; কিন্তু হৃদয়াবেগের রসোচ্ছ্বাসে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভাসিয়া যায়, শব্দার্থের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় যে পরিমিত ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে, রসাস্বাদের উদার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে যে কবি ও সহৃদয় অদ্বৈতমিলনে আবদ্ধ হন, একজনের রসরচনা যে অপরের চিদ্‌বস্তুকে ভগ্নাবরণ করিয়া দেয়,—এই সত্য আনন্দবর্ধন আমাদের চক্ষুর সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অবশ্য ভট্টনায়ক-কল্পিত সাধারণীকরণ-ব্যাপারের গুরুত্বও এখানে মনে রাখিতে হইবে।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে; বিশেষতঃ ধ্বনিবাদ-ব্যাখ্যায় আচার্য্য শ্রীমদভিনব-গুপ্তের অপূর্ব অবদানের কথা আলোচনা না করিলে আলোচনা শুধু যে অপূর্ণাঙ্গ হইবে তাহা নয়, প্রত্যবায়-দোষেও অপরাধী হইতে হইবে। ধ্বন্যালোকের উপর রচিত তাঁহার সুবিখ্যাত 'লোচন' টীকায় তিনি গর্বভরে বলিয়াছেন—

কিং লোচনং বিনা লোকো ভাতি চন্দ্রিকয়াপি হি।
তেনাভিনবগুপ্তোঽত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ॥

বস্তুতঃই অভিনবগুপ্তপাদের 'লোচন' না থাকিলে আমরা চক্ষুষ্মান হইয়াও অন্ধ থাকিতাম, ধ্বন্যালোক বারংবার পাঠ করিয়াও তাহার সুগভীর তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না। ধ্বন্যালোক আজ অলংকারশাস্ত্রে যে মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার অনেকখানিই শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদের অবদান। ধ্বনিতত্ত্বের এরূপ বিশদ ব্যাখ্যা, এরূপ সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা এবং এরূপ সুগভীর বিশ্লেষণ—একমাত্র তাঁহার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে।

সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে মুখ্য সমস্যা হইতেছে দুইটি; একটি হইতেছে—সাহিত্য-রূপ শিল্পকার্য সুন্দর ও মনোহারী কেন এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে—কি করিয়া

কবিনিষ্ঠ রস, কবির æsthetic experience—সামাজিক হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয়। আনন্দবর্ধন প্রথম সমস্যার সমাধান করিয়াছেন ধ্বনিবাদের দ্বারা এবং অভিনবগুপ্ত দ্বিতীয় সমস্যাটির সমাধান করিয়াছেন অভিব্যক্তিবাদের দ্বারা। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচক একালে যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন—We start from the natural isolation and severence of minds. Their experience at the best, under most fovourale circumstances, can be similar. Communication, we shall say, takes place when one mind so acts upon its environment that another mind is influenced and in that another mind an experience occurs which is like the experience of that first mind and is caused in part by that experience. (I. A. Richards—Principles of Literary Criticism pp. 137),—তাহার কথাই বহু শত বৎসর পূর্বে ভরতের রসসূত্রে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে এবং ইহারই অন্তর্নিহিত সত্য অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদে চরম প্রকাশ লাভ করিয়াছে। Richardsএর under the most fovourable circumstances কি আমাদের বিঘ্নাপসরণ বা চিদ্‌বস্তুর আবরণ-ভঙ্গ নয়? আর Richards-কথিত শিল্পী ও রসিক, দ্রষ্টা বা শ্রোতার সমানানুভব, তাহাও তো সামাজিক-হৃদয়ে বাসনালোকে অবস্থিত স্থায়ী ভাব উদ্‌বুদ্ধ হইবার ফলে কবি ও সামাজিক কর্তৃক একই পর্য্যায়ের আনন্দানুভূতি! এ সত্যদর্শনেও আচার্য অভিনবগুপ্তের দানই সর্বাধিক।

আনন্দবর্ধন-কথিত তিন প্রকারের ধ্বনির—বস্তুধ্বনি, অলংকার ধ্বনি ও রসধ্বনির-বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করিয়া এবং শেষ পরিণতিতে সকল ধ্বনিরই রসধ্বনিতে বিশ্রান্তির কথা বলিয়া অভিনবগুপ্ত কাব্যতত্ত্বের যে নিগূঢ় সত্য ও ধ্বনিবাদের যে প্রকৃত তত্ত্ব—তাহাকেই বিশদ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে ইহাই ধ্বনিবাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সুতরাং এই দিক হইতেও অভিনবগুপ্তের অবদান অসামান্য। মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক পি. ভি. কাণে মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন—

The commentary of Abhinavagupta occupies in the Alaṃkara literature a position analogous to that of Patanjali's Mahashaṣya in Grammar or Sankaracarya's bhaṣya on the Vedanta-sutras. (H.S.P.)

'লোচন'টীকা শেষ করিয়া অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—

আনন্দবর্ধনবিবেকবিকাসি-কাব্যা-
লোকার্থতত্ত্বঘটনাদনুমেয়সারম্।
যৎপ্রোন্মিষৎ সকল-সদ্‌বিষয়প্রকাশি
ব্যাপার্যতাভিনবগুপ্তবিলোচনং তৎ॥

কাব্যালোকের অর্থতত্ত্ব আনন্দবর্ধনের বিচার শক্তির দ্বারা বিকশিত হইয়াছে; সেজন্য তাহার সারবত্তা অনুমেয়; যাহা উন্মেষিত হইয়া সকল সদ্বিষয়কে প্রকাশিত করিয়াছে, অভিনব গুপ্তের 'লোচন' তাহাকে সৃষ্টির বিষয়ীভূত করুক।

আচার্য্য শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদের এই দাবী সর্বথা স্বীকার্য্য; কারণ তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত 'লোচন', আনন্দবর্ধনাচার্য্যের 'ধ্বন্যালোকে' উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত কাব্যতত্ত্বকে অপূর্ব বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সকল সহৃদয়ের উপলব্ধিগম্য করিয়া তুলিয়াছে এবং স্বয়ং নবসৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে।

(৬)

আমরা বহু পরিশ্রমে ধ্বন্যালোকেব ন্যায় সুকঠিন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা রচনা করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে সুখ্যাত অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই দুরূহ গ্রন্থের ও তৎসহ 'লোচন' টীকার বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গভাষা-ভাষিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমি স্বাধীনভাবেই অনুবাদকার্য্য ও ব্যাখ্যারচনা সম্পন্ন করিয়াছি। যেখানে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে আমার পরমপূজনীয় অধ্যাপক সুধীকুলশ্রেষ্ঠ ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত কিংবা আমার পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন অধ্যাপক ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া সন্দেহ নিরসন করিয়াছি। তৎসত্ত্বেও যদি কিছু ভুল ত্রুটি ঘটিয়া থাকে—এবং 'এরূপ দুরূহ কার্য্যে ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক—তাহা হইলে সেই ভুল আমার বুঝিবার বা বুঝাইবার ভুল ও সে দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আমারই। ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে আমার সম্পাদিত গ্রন্থের কথামুখ (foreword) ও ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন ও অশেষপ্রকারে অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমি পরম পূজনীয় অধ্যাপক ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চরণে সভক্তি প্রণাম জানাইতেছি এবং ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমার সম্পাদিত ও অনূদিত 'সাহিত্য-দর্পণ' গ্রন্থের মত এই 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থটিও আমার পরমারাধ্য ইষ্টদেব ব্রজবিদেহী মোহন্ত শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের শুভাশীর্বাদ লাভে ধন্য হইয়াছে। আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে বারংবার অসংখ্য প্রণিপাত জানাইতেছি।

এই গ্রন্থের উপক্রমণিকা লিখিতে বসিয়া বহু পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে। ইংরাজী ১৯৩৭ সালে কলিকাতার বিখ্যাত রামমোহন লাইব্রেরীতে পড়িবার সময় দৈবক্রমে শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় রচিত 'কাব্যজিজ্ঞাসা' বইখানি হাতে আসে। তাহাতে ধ্বন্যালোকের বারংবার উল্লেখ দেখিয়া এই গ্রন্থপাঠে আকৃষ্ট হই। কিন্তু বইটি সুকঠিন বলিয়া পড়ার কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হয় না। ইতিমধ্যে কর্মসূত্রে ১৯৪৭ সালে চন্দননগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করি। এখানে ১৯৫২-৫৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান (পঞ্চম জর্জ) অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুশীল কুমার মৈত্র মহাশয়ের সহিত পরিচয় হয়। মৈত্র মহাশয় তখন চন্দননগরে বাস করিতেছিলেন। একদিন গবেষণা সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি আমাকে 'ধ্বন্যালোক' লইয়া গবেষণা করিতে বলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সংস্কৃত কলেজের অলংকারশাস্ত্রের তদানীন্তন অধ্যাপক শ্রীহরিনন্দন ঝা মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। অধ্যাপক ঝা আমাকে পরম আদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং অতি যত্নের সহিত পংক্তি ধরিয়া পড়াইতে থাকেন। এরূপ নিরভিমান, নিরাসক্ত, অনাড়ম্বর ব্যক্তি জীবনে খুব বেশী দেখি নাই। তাঁহার অলংকারশাস্ত্রে, বিশেষতঃ ধ্বন্যালোকে, অধিকার ছিল সর্ব অর্থেই অসাধারণ। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অকালমৃত্যু তাঁহার স্নেহময় সান্নিধ্য হইতে শুধু আমাকে বঞ্চিতই করিলনা—আমার ধ্বন্যালোক অধ্যয়নেও সাময়িক ছেদ টানিয়া দিল। আজ ডঃ মৈত্র এবং অধ্যাপক ঝা উভয়েই স্বর্গগত। একজনের নিকট হইতে নির্দেশ এবং অপরজনের নিকট হইতে প্রথম শিক্ষাপ্রাপ্ত 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা-সমন্বিত করিয়া আজ বঙ্গভাষাভাষী পাঠকসমাজে উপস্থাপিত করার সময় বারংবার তাঁহাদের কথা মনে পড়িতেছে। আমি তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। শ্রুতকীর্ত্তি অধ্যাপক শ্রীযুত গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সেই ক্ষণিকের পরিচয় তাঁহার মনে থাকিবার কথা নয়, কিন্তু আমার স্মৃতিতে তাহা অক্ষয় হইয়া আছে। এই গ্রন্থরচনার মূলে তাঁহার যোগাযোগ বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। তাঁহাকে

আমার সুগভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। চন্দননগর কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক শ্রীদয়াময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ধ্বন্যালোকের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করিয়া ও সেবিষয়ে লিখিত রচনা ব্যবহার করিতে দিয়া এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। আমি এই অগ্রজতুল্য সহকর্মীকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। পণ্ডিত শ্রীচিত্তরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ ও কামারপুকুর কলেজের অধ্যাপক ডঃ শ্রীরামজীবন আচার্য্য এম. এ. (ডবল) ডি. ফিল লোচনটীকার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার ছাত্র শ্রীমান্ অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে; তাহাকে স্নেহাশিস জানাই।

বাংলা ভাষায় 'ধ্বন্যালোকের' অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে হইলেও ধ্বন্যালোকের ব্যাখ্যা বাংলা ভাষায় এই প্রথম। আমাদের রচিত 'বাসুদেব' ব্যাখ্যায় মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে ধ্বন্যালোকের কারিকা ও বৃত্তিতে উল্লিখিত তত্ত্ব ও তথ্য-সমূহকে বিশদ করিয়াছি এবং ব্যাখ্যা যাহাতে সর্বত্র শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদের বিশ্ববিখ্যাত লোচনটীকার' অনুসারিণী হয়, সে বিষয়ে সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি দিয়াছি প্রথম প্রচেষ্টার ভুল-ত্রুটি ইহাতে থাকিবে—ইহাই স্বাভাবিক। সহৃদয় পণ্ডিতসমাজের নিকট আমার বিনীত আবেদন—তাঁহারা যেন কৃপাদৃষ্টিতে সেগুলি ক্ষমা করেন ও সংশোধনের জন্য ভুলত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আমি আলংকারিক পণ্ডিত নই। অলংকারশাস্ত্র পড়িতে গিয়া সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের স্বল্পতা বশতঃ বিশেষ অসুবিধা বোধ করিয়াছি এবং বারংবার মনে হইয়াছে—যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃত ভাল জানেন না কিংবা কেবলমাত্র বাংলা ভাষাই জানেন—এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার তাঁহাদের নিকট চিরকাল অবরুদ্ধই থাকিয়া যাইবে। এই বেদনাময় চিন্তা আমাকে নিরন্তর পীড়িত করিয়াছে এবং সেই বেদনাবোধ হইতেই বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইল। যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থ রচিত, পুস্তকখানি তাঁহাদের প্রসন্ন অভ্যর্থনা লাভ করিলে আমি কৃতকৃতার্থ হইব।

॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

॥ শ্রীশ্রী৺সরস্বত্যৈ নমঃ ॥

॥ ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনাচার্য্য-প্রণীতো

ধ্বন্যালোকঃ

প্রথমোদ্দ্যোতঃ

মূল

১। শ্রীনৃহরয়ে নমঃ—

স্বেচ্ছাকেসরিণঃ স্বচ্ছস্বচ্ছায়ায়াসিতেন্দবঃ।
ত্রায়ন্তাং বো মধুরিপোঃ প্রপন্নার্ত্তিচ্ছিদো নখাঃ॥

অনুবাদ

স্বেচ্ছায় সিংহমূর্ত্তি-ধারণকারী মধুরিপুর যে নির্মল শোভাশালী নখাবলীর দ্বারা চন্দ্রের রূপ ক্লেশযুক্ত হইয়াছে এবং যে নখ-সমূহ শরণাগতগণের আর্ত্তিছেদন (দুঃখনাশ) করে, সেই নখসমূহ তোমাদিগকে রক্ষা করুক।

বাসুদেব

ইহা এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক। ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতৃবর্গ যাহাতে নির্বিঘ্নে অভীষ্ট ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সমুচিত ফল লাভ করেন—

লোচন-টীকা

শ্রীভারত্যৈ নমঃ।

অপূর্বং যদ্ বস্তু প্রথয়তি বিনা কারণকলাং
জগদ্ গ্রাবপ্রখ্যং নিজরসভরাৎ সারয়তি চ।
ক্রমাৎ প্রখ্যোপাখ্যাপ্রসরসুভগং ভাসয়তি তৎ
সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবিসহৃদয়াখ্যং বিজয়তে।

সেই কারণেই এই আশীর্বাদ-মূলক শ্লোক রচনা করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য—ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতৃবর্গ যেন ভগবদভিমুখী হন্।

নিম্নে উদ্ধৃত শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদের সুপ্রসিদ্ধ 'লোচন'-টীকা হইতে জানা যায় যে এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই গ্রন্থকার গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য তিনটি ধ্বনির—বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনির—উদাহরণ দিয়াছেন। 'ত্রায়ন্তাম্'—এই শব্দের দ্বারা বীররসধ্বনিত হইয়াছে। ত্রাণকার্য্যে বিঘ্ন অপসারণের জন্য উদ্যম থাকা চাই। ঈশ্বরে সেই উদ্যম সতত ক্রিয়াশীল। এই মোহমুক্ত অধ্যবসায়ই উৎসাহ-স্থায়িভাবের প্রতীতি জন্মাইয়া বীররস ধ্বনিত করিতেছে।

বস্তুধ্বনি দ্যোতিত হইয়াছে—'স্বচ্ছায়ায়াসিতেন্দবঃ' এই পদে। মধুরিপুর নির্মল নখাবলীর দ্বারা চন্দ্র খেদযুক্ত হওয়ায় অর্থশক্তিমূল ধ্বনির সাহায্যে 'বালচন্দ্রের বিচ্ছায়ত্বাদি বস্তু' ধ্বনিত হইয়াছে।

ভট্টেন্দুরাজচরণাব্জকৃতাধিবাস-
হৃদ্যশ্রুতোঽভিনবগুপ্তপদাভিধোঽহম্।
যৎকিংচিদপ্যনুরণন্ স্ফুটয়ামি কাব্যা-
লোকং স্বলোচননিয়োজনয়া জনস্য ॥

স্বয়মব্যুচ্ছিন্ন-পরমেশ্বর-নমস্কার-সম্পত্তি-চরিতার্থোঽপি ব্যাখ্যাতৃ-শ্রোতৄণাম-বিঘ্নেন অভীষ্ট-ব্যাখ্যা-শ্রবণ-লক্ষণ-ফল-সম্পত্তয়ে সমুচিতাশীঃ প্রকটনদ্বারেন পরমেশ্বর-সাংমুখ্যং করোতি বৃত্তিকারঃ—স্বেচ্ছেতি।

মধুরিপোর্নখাঃ বো যুষ্মান্ ব্যাখ্যাতৃশ্রোতৄংস্ত্রায়ন্তাম্, তেষামেব সম্বোধন-যোগ্যত্বাৎ; সম্বোধনসারোহি যুষ্মদর্থঃ। ত্রাণং বাভীষ্টলাভং প্রতি সাহায়কচরণং তচ্চ তৎপ্রতিদ্বন্দ্বিবিঘ্নাপসারণাদিনা ভবতীতি। ইয়দত্র ত্রাণং বিবক্ষিতম্। নিত্যোদ্যোগিনশ্চ ভগবতোঽসম্মোহাধ্যবসায়যোগিত্বেনোৎসাহপ্রতীতের্বীররসো ধ্বন্যতে। নখানাং প্রহরণত্বেন প্রহরণেন চ রক্ষণে কর্ত্তব্যে নখানামব্যতিরিক্তত্বেন করণত্বাৎ সাতিশয়শক্তিতা কর্ত্তৃত্বেন সূচিতা, ধ্বনিতশ্চ পরমেশ্বরস্য ব্যতিরিক্ত-করণাপেক্ষাবিরহঃ। মধুরিপোরিত্যনেন তস্য সদৈব জগত্ত্রাসাপসারণোদ্যমঃ উক্তঃ। কিদৃশস্য মধুরিপোঃ? স্বেচ্ছাকেসরিণঃ, ন তু কর্মপারতন্ত্র্যেন, নাপ্য-ন্যদীয়েচ্ছয়া, অপিতু বিশিষ্টদানবহননোচিততথাবিধেচ্ছাপরিগ্রহৌচিত্যাদেব স্বীকৃতসিংহরূপস্যেত্যর্থঃ। কিদৃশা নখাঃ? প্রপন্নানামার্ত্তিং যে ছিন্দন্তি;

আর এই শ্লোকে তিনপ্রকার অলংকারধ্বনি আছে—ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা ও অপহ্নুতি। মধুরিপুর নখের তুলনায় বালচন্দ্র নিকৃষ্ট—এখানে ব্যতিরেকালংকারধ্বনি। হীনতার দুঃখে যেন বালচন্দ্র মনঃকষ্ট অনুভব করিতেছে—এইভাবে উৎপ্রেক্ষা অলংকার ধ্বনিত হইয়াছে; এবং এইগুলি নখ নহে—বালচন্দ্র—এইভাবে বর্ণনীয় বস্তুকে গোপন করিয়া আক্ষিপ্ত উপমান বস্তুর স্থাপন ব্যঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া অপহ্নুতি অলংকার ধ্বনিত হইয়াছে।

মূল

২। কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্ব-
স্তস্যাভাবং জগদুরপরে ভাক্তমাহুস্তমন্যে।
কেচিদ্ বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমূচুস্তদীয়ং
তেন ব্রূমঃ সহৃদয়-মনঃপ্রীতয়ে তৎ-স্বরূপম্ ॥ ১

নখানাং হি ছেদকত্বমুচিতম্। আর্ত্তেঃ পুনশ্ছেত্তৃত্বং নখান্ প্রত্যসম্ভাবনীয়মপি তদীয়ানাং নখানাং স্বেচ্ছানির্মাণৌচিত্যাৎ সম্ভাব্যত এবেতি ভাবঃ। অথবা ত্রিজগৎকন্টকো হিরণ্যকশিপুর্বিশ্বস্যোৎক্লেশকর ইতি স এব বস্তুতঃ প্রপন্নানাং ভগবদেকশরণানাং জনানামার্ত্তিকারিত্বাম্‌তৈর্বার্তিস্তং বিনাশয়দ্ভিরার্ত্তিরেবোচ্ছিন্না ভবতীতি পরমেশ্বরস্য তস্যামপ্যবস্থায়াং পরমকারুণিকত্বমুক্তম্। কিং চ তে নখাঃ স্বচ্ছেন স্বচ্ছতাগুণেন নৈর্মল্যেন; স্বচ্ছমৃদুপ্রভৃতয়ো হি মুখ্যতয়া ভাববৃত্তয়ঃ এব। স্বচ্ছায়য়া চ বক্রত্বস্বরূপয়াঽহকৃত্যাঽয়াসিতঃ—খেদিত ইন্দুর্যৈঃ। অত্রার্থশক্তিমূলেন ধ্বনিনা বালচন্দ্রত্বং ধ্বন্যতে, আয়াসকারিত্বং চ নখানাং সুপ্রসিদ্ধম্। নরহরি-নখানাং তচ্চ লোকাত্তরেণ রূপেন প্রতিপাদিতম্। কিং চ, তদীয়াং স্বচ্ছতাং কুটিলিমানং চাবলোক্য বালচন্দ্রঃ স্বাত্মনি খেদমনুভবতি; তুল্যোঽপি স্বচ্ছকুটিলাকারযোগেঽমী প্রপন্নার্ত্তিনিবারণকুশলাঃ; ন ত্বহমিতি ব্যতিরেকালংকারোঽপি ধ্বনিতঃ; কিং চাহং পূর্বমেক এবাসাধারণবৈশদ্যহৃদ্যাকারযোগাৎ সমস্তজনাভিলষণীয়তাভাজনমভবম্, অস্য পুনরেবংবিধা নখা দশবালচন্দ্রাকারাঃ সন্তাপার্ত্তিচ্ছেদকুশলাশ্চেতি তানেব লোকো বালেন্দুবহুমানেন পশ্যতি, ন তু মামিত্যাকলয়ন্ বালেন্দুরবিরতমায়াসামনুভবতী বেত্যুৎপ্রেক্ষাপহ্নুতিধ্বনিরপি; এবং বস্ত্বলংকাররসভেদেন ত্রিধা ধ্বনিরত্র শ্লোকে অস্মদ্‌গুরুভির্ব্যাখ্যাতঃ। ১

অনুবাদ

পণ্ডিতগণ পূর্বে সম্যকরূপে প্রকটিত করিয়া বলিয়াছেন যে কাব্যের আত্মা হইতেছে—ধ্বনি। অপরে বলেন—ইহার অভাব আছে (ইহার অর্থাৎ ধ্বনির অভাব আছে অর্থাৎ ধ্বনি বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই); অন্যেরা ইহাকে (ধ্বনিকে) ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন তাহার (ধ্বনির) তত্ত্ব বাক্যের বিষয়ীভূত নয় (অর্থাৎ অনির্বচনীয়)। সেই কারণে সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের মনের প্রীতির জন্য আমরা ধ্বনির স্বরূপ বলিতেছি (ব্যাখ্যা করিতেছি)।

বাসুদেব

'কাব্যস্যাত্মা-ধ্বনিঃ'—এই মতবাদ নূতন নহে এবং আনন্দবর্ধন ইহার প্রবর্ত্তকও নহেন। ইহা যে প্রাচীন মত ও পণ্ডিতবর্গের অনুমোদিত ও পরম্পরাক্রমে প্রকটিত, তাহা—'বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্বঃ'—এই অংশে বলা হইয়াছে। আচার্য্য-পরম্পরাক্রমে প্রচলিত থাকিলেও ধ্বনিবাদ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয় নাই। ধ্বন্যালোকই ধ্বনিবাদের প্রথম গ্রন্থ। কারিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিতে এই মতবাদের তিন শ্রেণীর প্রতিপক্ষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা হইতেছেন—(১) অভাববাদিগণ—'তস্যাভাবং জগদুরপরে'; (২) লক্ষণাবাদিগণ (ভক্তিবাদিগণ)—ভাক্তমাহুস্তমন্যে',—এবং (৩) অনির্বচনীয়তাবাদিগণ—'কেচিদ্ বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমূচুস্তদীয়ম্'।

শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ ধ্বনিবাদিগণের প্রধান তিন শ্রেণীর প্রতিপক্ষের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—(১) তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন—শব্দ সংকেতের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করে; অতএব বাচ্য অর্থ হইতে পৃথক কোন ব্যঙ্গ্য অর্থ থাকিতে পারে না; ইঁহারাই অভাববাদী; (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবক্তাগণ বলেন—বাচ্য-ব্যতিরিক্ত কোন অর্থ থাকিলেও, সেই অর্থ শব্দের অভিধাশক্তির দ্বারাই আক্ষিপ্ত হয় এবং

লোচন টীকা

অথ প্রাধান্যেনাভিধেয়-স্বরূপমভিদধদপ্রধানতয়া প্রয়োজন-প্রয়োজনং তৎসম্বন্ধং প্রয়োজনং সামর্থ্যাৎ প্রকটয়ন্নাদিবাক্যমাহ—কাব্যস্যাত্মেতি। ২

সে কারণেঐ অর্থকে ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ বলাই সঙ্গত। ইঁহারা হইতেছেন লক্ষণান্তর্বাদী; (৩) তৃতীয় দলের অভিমত হইতেছে—যদি সেই অর্থ অভিধাশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে—ইহা এমনই বস্তু যাহাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; ইঁহারা হইতেছেন অনির্বচনীয়ত্তাবাদী।

মূল

৩। বুধৈঃ কাব্যতত্ত্ববিদ্ভিঃ, কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি সংজ্ঞিতঃ, পরম্পরয়া য সমাম্নাৎপূর্বঃ সম্যক্ আসমন্তাদ্ ম্লাতঃ প্রকটিতঃ, তস্য সহৃদয়জনমনঃ-প্রকাশমানস্যাপ্যভাবমন্যে জগদুঃ।

অনুবাদ

'বুধৈঃ' অর্থাৎ কাব্যতত্ত্ববিদ্গণের দ্বারা 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ',—এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। 'সমাম্নাতপূর্বঃ'—শব্দের অর্থ হইতেছে সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে যাহা কথিত হইয়াছে। 'সমাম্নাত' শব্দের অর্থ হইতেছে—যাহা সম্যকরূপে ম্লাত অর্থাৎ প্রকটিত। সহৃদয়গণের মনে প্রকাশিত হইলেও তাহার (ধ্বনির) অভাব আছে (অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই)—একথা অপরে বলিয়াছেন।

বাসুদেব

বৃত্তির এই অংশে 'বুধৈঃ' এই শব্দের দ্বারা ধ্বনিতত্ত্বের ব্যাখ্যা যে কাব্যতত্ত্ববিদ্গণকে উদ্দেশ্য করিয়া বিবৃত হইতেছে এবং ধ্বনি যে কাব্যের

লোচন টীকা

কাব্যাত্মশব্দসংনিধানাদ্ বুধশব্দোঽত্র কাব্যাত্মাববোধনিমিত্তক ইত্যভিপ্রায়েণ বিবৃণোতি—কাব্যতত্ত্ববিদ্ভিরিতি। আত্মশব্দস্য তত্ত্বশব্দেনার্থং বিবৃণ্বানঃ সারত্বমপরশব্দবৈলক্ষণ্যকারিত্বং চ দর্শয়তি। ইতি শব্দঃ স্বরূপপরত্বং ধ্বনিশব্দস্যাচষ্টে, তদর্থস্য বিবাদাস্পদীভূততয়া নিশ্চয়ভাবেনার্থত্বাযোগাৎ। এতদ্বিবৃণোতি—সংজ্ঞিত ইতি। বস্তুতস্তু ন তৎ সংজ্ঞামাত্রেণোক্তম, অপি ত্বস্ত্যেব ধ্বনিশব্দবাচ্যং প্রত্যুত সমস্তসারভূতম্। ন হ্যন্যথা বুধাস্তাদৃশমাম্মনেয়ু রিত্যভিপ্রায়েণ বিবৃণোতি—তস্য সহৃদয়েত্যাদিনা। এবং তু যুক্ততরম্; ইতি শব্দো ভিন্নক্রমো বাক্যার্থপরামর্শকঃ, ধ্বনিলক্ষণোঽর্থঃ কাব্যস্যাত্মেতি যঃ সমাম্নাত ইতি। শব্দে পদার্থকত্বে হি ধ্বনিসংজ্ঞিতোঽর্থ ইতি—কা সঙ্গতিঃ?

সারাংশ ও অন্যশব্দবোধ্য নহে—ইহা বলা হইয়াছে। 'সংজ্ঞিত' শব্দের দ্বারা ধ্বনিকে কেবল সংজ্ঞা হিসাবেই গ্রহণ করা হয় নাই, কাব্যের অন্যান্য উপাদানসমূহের মধ্যে কেবলধ্বনিশব্দবাচ্য সারভূত পদার্থকেই বুঝান হইয়াছে। ধ্বন্যালোকে ব্যাখ্যাত এই অভিমত যে নূতন নহে এবং কাব্যতত্ত্বজ্ঞগণ যে ইহা পূর্বেই সম্যকরূপে আলোচনা করিয়া প্রকটিত করিয়াছেন ও এই মতবাদ যে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত আছে তাহাও বলা হইয়াছে। অভাববাদিগণের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—ধ্বনি সহৃদয়গণের মনেই স্ফুরিত হয়। সহৃদয় নহেন বলিয়া অভাববাদিগণের চিত্তে ইহার প্রকাশ ঘটে না এবং সেই কারণেই ইহার অস্তিত্ব তাঁহারা অস্বীকার করেন।

মূল

৪। তদভাববাদিনাং চামী বিকল্পাঃ সম্ভবন্তি। তত্র কেচিদাচক্ষীরন্—শব্দার্থশরীরং তাবৎ কাব্যম্। তত্র চ শব্দগতাশ্চারুত্বহেতবোঽনুপ্রাসাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব। অর্থগতশ্চোপমাদয়ঃ। বর্ণসংঘটনাধর্মাশ্চ যে মাধুর্য্যাদয়স্তেঽপি প্রতীয়ন্তে। তদনতিরিক্ত-

---

এবং হি ধ্বনিশব্দঃ কাব্যস্যাত্মেত্যুক্তং ভবেৎ, গবিত্যয়মাহেতি যথা। ন চ বিপ্রতিপত্তিস্থানমসদেব, প্রত্যুত সত্যেব ধর্মিণি ধর্মমাত্রকৃতা বিপ্রতিপত্তিরিত্যলমপ্রস্তুতেন ভূয়সা সহৃদয়জনোদ্বেজনেন। বুধস্যৈকস্য প্রামাদিকমপি তথাভিধানং স্যাৎ, নতু ভূয়সাং তদ্‌যুক্তম্। তেন বুধৈরিতি বহুবচনম্। তদেব ব্যাচষ্টে পরম্পরেতি অবিচ্ছিন্নেন প্রবাহেন তৈরেতদুক্তং বিনাপি বিশিষ্টপুস্তকেষু বিনিবেশনাদিত্যভিপ্রায়ঃ। ন চ বুধা ভূয়াংসোঽনাদরণীয়ং বস্ত্বাদরেণোপদিশেয়ুঃ; এতত্ত্বাদরেণোপদিষ্টম্। তদাহ—সম্যগাম্নাতপূর্ব ইতি। পূর্বগ্রহণেদম্প্রথমতা নাত্র সম্ভাব্যত ইত্যাহ, ব্যাচষ্টে চ—সম্যগাসমন্তাদ্ ম্নাতঃ প্রকটিত ইত্যনেন। তস্যেতি। যস্যাধিগমায় প্রত্যুত যতনীয়ং, কা তত্রাভাবসম্ভাবনা। অতঃ কিং কুর্মঃ, অপারং মৌর্খ্যমভাববাদিনামিতি ভাবঃ। ন চাস্মাভিরভাববাদিনাং বিকল্পাঃ শ্রুতাঃ, কিং তু সম্ভাব্য দূষয়িষ্যন্তে, অতঃ পরোক্ষত্বম্। ন চ ভবিষ্যদ্বস্তু দূষয়িতুং যুক্তং অনুৎপন্নত্বাদেব। তদপি বুদ্ধ্যারোপিতং দূষ্যত ইতি চেৎ; বুদ্ধ্যারোপিতত্বাদেব ভবিষ্যত্বহানিঃ। অতো ভূতকালোন্মেষাৎ পারোক্ষ্যাদ্বিশিষ্টাদ্যতনত্বপ্রতিভানাভাবাচ্চ লিটা প্রয়োগঃ কৃতঃ—জগদুরিতি। ও

বৃত্তয়ো বৃত্তয়োঽপি যাঃ কৈশ্চিদুপনাগরিকাদ্যাঃ প্রকাশিতাঃ, তা অপি গতাঃ শ্রবণগোচরম্, রীতয়শ্চ বৈদর্ভীপ্রভৃতয়ঃ। তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽয়ং ধ্বনির্নামেতি।

অনুবাদ

এখন, সেই অভাববাদিগণের এই কয়প্রকার শ্রেণীবিভাগ থাকা সম্ভব। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন—কাব্যের শরীর তো শব্দার্থময় (অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ লইয়া কাব্যশরীর গঠিত), এবং সেক্ষেত্রে শব্দগত চারুত্ব বা সৌন্দর্য্যের হেতুসমূহ হইতেছে—অনুপ্রাস প্রভৃতি (শব্দালংকার) ; এগুলি তো প্রসিদ্ধই ; এবং অর্থগত সৌন্দর্য্যের কারণ হইতেছে উপমা প্রভৃতি (অর্থালংকার)। বর্ণ ও সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া মাধুর্য্য প্রভৃতি যে সব (গুণ) আছে, তাহাদেরও প্রতীতি হইয়া থাকে। কাহারো দ্বারা প্রকাশিত উপনাগরিকাদি বৃত্তিসমূহও, —ইহাদের (অনুপ্রাসাদি) হইতে অতিরিক্ত কিছু না হইলেও (কাব্যভক্তগণের) শ্রবণগোচর হইয়াছে। বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতিসমূহ (ইহাদের হইতে অতিরিক্ত কিছু না হইলেও—তাহাদের কথাও শ্রবণ-গোচর হইয়াছে)। (তাহা হইলে)—এগুলি হইতে পৃথক ধ্বনি নামে আবার একি (অভিনব) বস্তু ?

বাসুদেব

অতঃপর কারিকায় উক্ত তিন শ্রেণীর ধ্বনি-প্রতিপক্ষগণের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ অভাববাদিদের সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়া বৃত্তিকার

লোচন টীকা

তদ্ব্যাখ্যানায়ৈব সম্ভাব্যদূষণং প্রকটয়িষ্যন্তি। সম্ভাবনাপি নেয়মসম্ভবতো যুক্তা, অপি তু সম্ভবত এব, অন্যথা সম্ভাবনানামপর্যবসানং স্যাৎ, দূষণানাং চ। অতঃ সম্ভাবনামভিধায়িষ্যমাণাং সমর্থয়িতুং পূর্বং সম্ভবন্তীত্যাহ। সম্ভাব্যন্ত ইতি তূচ্যমানং পুনরুক্তার্থমেব স্যাৎ। ন চ সম্ভবন্ত্যাপি সম্ভাবনা, অপি তু বর্ত্তমানত্বৈব স্ফুটেতি বর্ত্তমানেনৈব নির্দেশঃ। ননু চ সম্ভবদ্বস্তুমূলয়া সম্ভাবনয়া যৎসম্ভাবিতং তদ্দূষয়িতুমশক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিকল্পা ইতি। ন তু বস্তু সম্ভবতি তাদৃক্ যত ইয়ং সম্ভাবনা, অপি তু বিকল্পা এব। তে চ তত্ত্বাববোধবন্ধ্যতয়া স্ফুরেয়ুরপি, অতএব 'আচক্ষীরন্' ইত্যাদয়োঽত্র সম্ভাবনাবিষয়া লিঙ্প্রয়োগা অতীতপরমার্থে পর্য্যবস্যন্তি। যথা—

পূর্বপক্ষ করিতেছেন। অভাববাদিগণের মধ্যে আবার তিনটি অবান্তরভেদ আছে। যথা :—(১) একশ্রেণীর অভাববাদী বলেন—সৌন্দর্যশালী শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে কাব্য-সৃষ্টি হয়। শব্দ ও অর্থের এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে শব্দ ও অর্থের গুণ ও অলংকারসমূহ। এই গুণ ও অলংকার ব্যতীত কাব্যের শোভাসৃষ্টিকারী অপর কোন বস্তু নাই, যাহা আমরা গণনা করি নাই।

(২) আমরা যদি এরূপ কোন বস্তু গণনা না করিয়া থাকি, তাহার কারণ হইতেছে যে তাহা শোভাকারীই নহে।

(৩) আর কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধায়ক এমন কোন বস্তু থাকিলেও, তাহা পূর্বোল্লিখিত গুণ বা অলংকারেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। নূতন নামকরণে নূতন মতবাদ সৃষ্টি হয় না। হয়ত বা গুণ বা অলংকারের অন্তর্ভুক্ত এই বস্তুর সামান্য বৈশিষ্ট্য আছে ও সেই কারণেই তাহার 'ধ্বনি' নামক নূতন নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও তো

যদি নামাস্য কায়স্য যদন্তস্তদ্বহির্ভবেৎ।

দণ্ডমাদায় লোকোঽয়ং শুনঃ কাকাংশ্চ বারয়েৎ॥

ইত্যত্র যস্ত্বেবং কায়স্য দুষ্টতা স্যাত্তদৈবমবলোক্যেতেতি ভূতপ্রাণৈব। যদি ন স্যাত্ততঃ কিং স্যাদিত্যত্রাপি, কিং বৃত্তং যদি পূর্ববন্ন ভবনস্য সম্ভাবনেত্যয়মেবার্থ ইত্যলমপ্রকৃতেন বহুনা। তত্র সময়াপেক্ষণেন শব্দোঽর্থ প্রতিপাদক ইতি কৃত্বা বাচ্যব্যতিরিক্তং নাস্তি ব্যঙ্গ্যম্, সদপি বা তদভিধাবৃত্ত্যাক্ষিপ্তং শব্দাবগতার্থবলাকৃষ্টত্বাদ্ ভাক্তম্, তদনাক্ষিপ্তমপি বা ন বক্তুং শক্যং কুমারীষ্বিব ভর্তৃসুখমতদ্বিৎসু —ইতি ত্রয় এবৈতে প্রধানবিপ্রতিপত্তিপ্রকারাঃ। তত্রাভাববিকল্পস্য ত্রয়ঃ প্রকারাঃ —শব্দার্থগুণালঙ্কারাণামেব শব্দার্থশোভাকারিত্বাল্লোকশাস্ত্রাতিরিক্ত-সুন্দর-শব্দার্থময়স্য কাব্যস্য ন শোভাহেতুঃ কশ্চিদন্যোঽস্তি যোঽস্মাভির্ন গণিতঃ—ইত্যেকঃ প্রকারঃ। যো বা ন গণিতঃ স শোভাকার্য্যেব ন ভবতি ইতি দ্বিতীয়ঃ। অথ শোভাকারী ভবতি তর্হ্যস্মদুক্ত এব গুণে বালঙ্কারে বান্তর্ভবতি, নামান্তরকরণে তু কিয়দিদং পাণ্ডিত্যম্। অথাপ্যুক্তেষু গুণেষলঙ্কারেষু বা নান্তর্ভাবঃ, তথাপি কিঞ্চিদ্ বিশেষলেশমাশ্রিত্য নামান্তরকরণমুপমাবিচ্ছিত্তিপ্রকারাণামসংখ্যত্বাৎ। তথাপি গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তত্বাভাব এব। তাবন্মাত্রেণ চ কিং কৃতম্? অন্যস্যাপি বৈচিত্র্যস্য শক্যোৎপ্রেক্ষ্যত্বাৎ। চিরন্তনৈর্হি ভরতমুনিপ্রভৃতিভিঃ যমকোপমে এব

ইহা গুণ বা অলংকারেরই অন্তর্ভুক্ত হইল। ভরতমুনি প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত শব্দালংকার ও অর্থালংকার—যমক ও উপমার—বিস্তার সাধন ও নানাদিক প্রদর্শন করা হইলেও সেগুলি অভিনব কিছু নহে; তেমনি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ধ্বনিবাদ একটা নূতন তত্ত্ব নহে—পুরাতন গুণালংকারেরই বিচিত্র প্রকাশ মাত্র। অতএব ইহা আদরণীয় নহে।

বৃত্তির এই অংশে এই তিনটি অবান্তরভেদের মধ্যে প্রথমটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

'কাব্যং' যে 'শব্দার্থশরীরম্' বলিয়া বিখ্যাত, তাহা 'তাবৎ' এই শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। দণ্ডী বলিয়াছেন—"শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী"। ভামহ বলিয়াছেন 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'। রুদ্রটের মত 'ননু শব্দার্থৌ কাব্যম্'। কুন্তক বলেন—'তেন শব্দার্থৌ দ্বৌ সম্মিলিতৌ কাব্যমিতি স্থিতম্'। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলেন—'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্'। অর্থাৎ প্রাচীন ও নবীন উভয় শ্রেণীর আচার্য্যগণ এবিষয়ে একমত যে 'শব্দার্থ-শরীরং তাবৎ কাব্যম্'।

কিন্তু কেবলমাত্র শব্দ ও অর্থের সমন্বয় ঘটিলেই কি কাব্য হয়? শব্দ ও অর্থের শোভাকারী ধর্ম ইহাদের সহিত সংযুক্ত থাকিলে তবেই শব্দার্থের মিলন কাব্য নাম পাইয়া থাকে। অতএব চারুত্বের হেতু যাহা, তাহাই কাব্যের প্রাণ। শব্দার্থের অলংকার ও গুণসমূহই এই চারুত্বের হেতু! অনুপ্রাসাদি হইতেছে শব্দালংকার; উপমাদি হইতেছে

শব্দার্থালঙ্কারত্বেনেষ্টে, তৎপ্রপঞ্চদিক-প্রদর্শনং স্বৈরেবালঙ্কারকারৈঃ কৃতম্। তদ্‌যথা 'কর্মণ্যন্' ইত্যত্র কুম্ভকারাদ্যুদাহরণং শ্রুত্বা স্বয়ং নগরকারাদিশব্দা উৎপ্রেক্ষ্যন্তে তাবতা ক আত্মনি বহুমানঃ। এবং প্রক্রান্তেঽপীতি তৃতীয়ঃ প্রকারঃ। এবমেকস্ত্রিধা বিকল্পঃ, অন্যৌ চ দ্বাবিতি পঞ্চ বিকল্পা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। তানেব ক্রমেণাহ শব্দার্থশরীরং তাবদিত্যাদিনা। তাবদ্‌গ্রহনেণ কস্যাপ্যত্র ন বিপ্রতিপত্তিরিতি দর্শয়তি। তত্র শব্দার্থৌ ন তাবদ্ধ্বনিঃ, যতঃ সংজ্ঞামাত্রেণ হি কো গুণঃ? অথ শব্দার্থয়োশ্চারুত্বং স ধ্বনিঃ। তথাপি দ্বিবিধং চারুত্বম্—স্বরূপমাত্রনিষ্ঠং

অর্থালংকার এবং মাধুর্য্যাদি হইতেছে গুণ। শব্দের দিক হইতে শব্দালংকার ও শব্দগুণ এবং অর্থের দিক হইতে অর্থালংকার ও অর্থগুণ এই চারুত্ব-বিধান করিয়া থাকে। সেই কারণে অনুপ্রাসাদি শব্দালংকার ও উপমাদি অর্থালংকারই শব্দার্থশরীর কাব্যের চারুত্বের হেতু বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শব্দালংকার হইতে শব্দের স্বরূপমাত্রে অবস্থিত চারুত্ব ও শব্দগুণ হইতে পদসংঘটনাশ্রিত চারুত্বের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ, অর্থের স্বরূপমাত্রে অবস্থিত চারুত্ব—অর্থালংকার উপমা প্রভৃতি হইতে এবং অর্থের পদসংঘটনাশ্রিত চারুত্ব—অর্থগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। এই কারণে বৃত্তিকার বলিলেন—তত্র চ শব্দগতশ্চারুত্বহেতবোঽনুপ্রাসাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব। অর্থগতাশ্চোপমাদয়ঃ। বর্ণসংঘটনাধর্মাশ্চ যে মাধুর্য্যাদয়স্তেঽপি প্রতীয়ন্তে। ধ্বনি যদি চারুত্বের হেতু হয়, তাহা হইলে ইহাকে গুণও অলংকারের অন্তর্ভুক্ত হইতেই হইবে। অতএব গুণ ও অলংকার ব্যতিরিক্ত ধ্বনি নামে নূতন বস্তু কিছু নাই।

আপত্তি উঠিতে পারে যে গুণালংকারব্যতিরিক্ত অন্য কিছু সৌন্দর্য্যের হেতু না হইলে বৃত্তি ও রীতি—যাহারা গুণালংকারব্যতিরিক্ত—তাহারা কি করিয়া চারুত্বের হেতু হইয়া থাকে? তদুত্তরে বৃত্তিকার বলিতেছেন—বৃত্তি ও রীতিসমূহ হইতেছে 'তদনতিরিক্ত-বৃত্তয়ঃ'। অর্থাৎ বৃত্তি ও রীতি গুণ এবং অলংকার হইতে অতিরিক্ত নহে।

সংঘটনাশ্রিতং চ। তত্র শব্দানাং স্বরূপমাত্রকৃতং চারুত্বং শব্দালঙ্কারেভ্যঃ, সংঘটনাশ্রিতং তু শব্দগুণেভ্যঃ। এবমর্থানাং চারুত্বং স্বরূপমাত্রনিষ্ঠমুপমাদিভ্যঃ সংঘটনাপর্য্যবসিতং ত্বর্থগুণেভ্য ইতি ন গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তো ধ্বনিঃ কশ্চিৎ। সংঘটনাধর্মা ইতি।

শব্দার্থয়োরিতি শেষঃ। যদ্ গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তং তচ্চারুত্বকারি ন ভবতি, নিত্যানিত্যদোষা অসাধুদুঃশ্রবাদয় ইব। চারুত্বহেতুশ্চ ধ্বনিঃ, তন্ন তদ্ব্যতিরিক্ত ইতি ব্যতিরেকী হেতুঃ। নন্বু বৃত্তয়ো রীতয়শ্চ যথা গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তা-শ্চারুত্বহেতবশ্চ, তথা ধ্বনিরপি তদ্ব্যতিরিক্তশ্চ চারুত্বঃহেতুশ্চ ভবিষ্যতীত্যসিদ্ধো ব্যতিরেক ইত্যনেনাভিপ্রায়েনাহ—তদনতিরিক্তবৃত্তয় ইতি। নৈব বৃত্তিরীতীনাং তদ্ব্যতিরিক্তত্বং সিদ্ধম্। তথাহ্যনুপ্রাসানামেব দীপ্তমসৃণমধ্যমবর্ণনীয়োপযোগিতয়া

লোচন টীকায় 'বৃত্তি' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীমদভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—'বর্ত্তন্তে অনুপ্রাসভেদা আসু ইতি'—ইহার মধ্যে (বৃত্তিতে) বিভিন্ন প্রকার অনুপ্রাস আছে—এই কারণে ইহার নাম বৃত্তি। অতএব 'অনুপ্রাস-জাতয়ো বৃত্তয় ইত্যুক্তাঃ'। এবং 'তদনুগ্রহ এব হি তত্র বর্ত্তমানত্বম্'—এখানে 'বর্ত্তমানত্ব' বলিতে 'তাহার দ্বারা অনুগৃহীত বা বিশেষিত'—এরূপ বুঝিতে হইবে। বর্ণনীয় বিষয়ের দীপ্তত্ব, মসৃণত্ব ও মধ্যমত্ব ভেদে বৃত্তিরও পরুষত্ব, ললিতত্ব ও মধ্যমত্ব ভেদ করা হইয়াছে এবং এই তিন প্রকারের বৃত্তির স্বরূপ বুঝাইবার জন্য অনুপ্রাসের তিন প্রকার ভেদ করা হইয়াছে। অতএব বৃত্তি অনুপ্রাসেরই অন্তর্ভুক্ত—তাহার অতিরিক্ত কিছু নহে।

'উপনাগরিকাদ্যাঃ'—'আদি' শব্দে অন্য দুই প্রকার বৃত্তি বুঝাইতেছে। বৃত্তি তিনপ্রকার ঃ—(১) পরুষ বা নাগরিকা (২) ললিত বা উপনাগরিকা এবং (৩) কোমলা বা গ্রাম্যা।

[আচার্য্য ভামহ 'বৃত্তি'র উল্লেখ করেন নাই; উদ্ভট তিনটি বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন ও রুদ্রটের মতে বৃত্তি পাঁচটি—(১) মধুরা (২) প্রৌঢ়া, (৩) পরুষা, (৪) ললিতা এবং (৫) ভদ্রা। কেহ কেহ বৃত্তি আট প্রকার বলিয়া থাকেন]

পরুষত্বললিতত্বমধ্যমত্বস্বরূপবিবেচনায় বর্গত্রয়সম্পাদনার্থং তিস্রোঽনুপ্রাসজাতয়ঃ বৃত্তয় ইত্যুক্তাঃ, বর্ত্তন্তেঽনুপ্রাসভেদা আস্বিতি। যদাহ—

স্বরূপব্যঞ্জনন্যাসং তিসৃষ্বেতাসু বৃত্তিষু।
পৃথক পৃথগনুপ্রাসমুশন্তি কবয়ঃ সদা॥

পৃথকপৃথগিতি। পরুষানুপ্রাসা নাগরিকা। মসৃণানুপ্রাসা উপনাগরিকা, ললিতা। নাগরিকয়া বিদগ্ধয়া উপমিতেতি কৃত্বা। মধ্যমমকোমলপরুষমিত্যর্থঃ। অতএব বৈদগ্ধ্যবিহীনস্বভাবাসুকুমারাপরুষগ্রাম্যবনিতা সাদৃশ্যাদিয়ং বৃত্তির্গ্রাম্যেতি। তত্র তৃতীয়ঃ কোমলানুপ্রাস ইতি বৃত্তয়োঽনুপ্রাসজাতয় এব। ন চেহ বৈশেষিকবদ্‌বৃত্তির্বিবক্ষিতা যেন জাতৌ জাতিমতো বর্ত্তমানত্বং ন স্যাৎ, তদনুগ্রহ এব হি তত্র বর্ত্তমানত্বম্। যথাহ কশ্চিৎ—লোকোত্তরে হি গাম্ভীর্য্যে বর্ত্তন্তে পৃথিবীভুজঃ। ইতি তস্মাদ্ বৃত্তয়োঽনুপ্রাসাদিভ্যোঽনতিরিক্তবৃত্তয়ো নাত্যধিকব্যাপারাঃ। অতএব ব্যাপারভেদাভাবান্ন পৃথগনুমের-

'তাঃ অপি গতাঃ শ্রবণগোচরম্'—পূর্বেই বলা হইয়াছে আচার্য্য ভামহ পৃথকভাবে 'বৃত্তি'র উল্লেখ করেন নাই, কারণ বৃত্তিকে তিনি অনুপ্রাসেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আচার্য্য উদ্ভট বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন বটে—কিন্তু তদ্দারা অনুপ্রাসের অতিরিক্ত কোন অর্থ বুঝা যায় না। সেই কারণেই বৃত্তিকার বলিয়াছেন—'এই সব বৃত্তির কথা শোনা গিয়াছে বটে'।

রীতয়শ্চ বৈদর্ভী-প্রভৃতয়ঃ—বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতির কথাও শ্রবণ-গোচর হইয়াছে। এই রীতিসমূহও 'তদনতিরিক্তবৃত্তয়ঃ„—এইভাবে পূর্ব-বাক্যের সহিত সম্বন্ধ করিতে হইবে। বিশ্বনাথ বলেন—'পদ-সংঘটনা রীতিঃ'। বামন বলেন—'বিশিষ্টপদ-রচনা রীতিঃ'। রীতি-সমূহ—তদনতিরিক্ত—এই কথার অর্থ হইতেছে—রীতি সমূহ 'তৎ' অর্থাৎ মাধুর্য্যাদি গুণ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। রীতি কাহারো মতে তিন প্রকার—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী; কাহারো মতে চারপ্রকার—পাঞ্চালী, গৌড়ী, বৈদর্ভী, লাটীয়া। অন্যান্য আলংকরিকগণ ইহাদের সংখ্যা আরো বাড়াইয়াছেন। মাধুর্য্যাদিগুণের বর্ণনীয় বিষয় দীপ্ত বা ওজস্বী হইলে গৌড়ীয়, ললিত হইলে বৈদর্ভী এবং কোমল হইলে পাঞ্চালী রীতির প্রয়োগ হয়। সুতরাং রীতির নিয়ামক হইতেছে গুণ। গুণ হইতেই রীতির উৎপত্তি। সেই কারণে রীতি গুণ হইতে ভিন্ন নহে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—ধ্বনির শব্দার্থময় শরীর (রূপ) নাই, অতএব ইহা চারুত্বের স্থান নহে; ধ্বনি গুণ ও অলংকার হইতে

স্বরূপা অপীতি বৃত্তিশব্দস্য ব্যাপারবাচিনোঽভিপ্রায়ঃ। অনতিরিক্তত্বা-দেব বৃত্তিব্যবহারো ভামহাদিভির্নকৃতঃ। উদ্ভটাদিভিঃ প্রযুক্তেঽপি তস্মিন্নার্থঃ কশ্চিদধিকো হৃদয়পথমবতীর্ণ ইত্যভিপ্রায়েণাহ—গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি। রীতয়শ্চেতি। তদনতিরিক্তবৃত্তয়োঽপি গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি সম্বন্ধঃ। তচ্ছব্দেনাত্র মাধুর্য্যাদয়ো গুণাঃ, তেষাং চ সমুচিতবৃত্ত্যর্পণে যদন্যোন্যমেলনক্ষমত্বেন পানক ইব গুড়মরিচাদিরসানাং সঙ্ঘাতরূপতাগমনং দীপ্তললিতমধ্যমবর্ণনীয়বিষয়ং গৌড়ীয়বৈদর্ভপাঞ্চালদেশহেবাকপ্রাচুর্যদৃশা তদেব ত্রিবিধং রীতিরিত্যুক্তম্। জাতির্জাতিমতো নান্যা, সমুদায়শ্চ সমুদায়িনো নান্য ইতি বৃত্তিরীতয়ো ন গুণালঙ্কার-

পৃথক—অতএব ইহা কাব্য-শোভার হেতুও নহে। বিভেদ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া কেহ যদি অখণ্ডভাবে আস্বাদ্য কাব্যকে খণ্ডভাবেও বিচার করে, তাহা হইলেও কাব্যের এমন বিশেষ অর্থ পাওয়া যায় না—যাহা ধ্বনি-শব্দ-বাচ্য হইতে পারে। সুতরাং যেদিক হইতেই বিচার করা যাক—গুণালংকার-ব্যতিরিক্ত ধ্বনি নামে কাব্যশোভাকর কোন অভিনব পৃথক বস্তু থাকিতে পারে না। যে বস্তুর অস্তিত্বই নাই তাহা আবার কাব্যের আত্মা হইবে কিরূপ? ইহাই হইল প্রথম শ্রেণীর অভাববাদিগণের সিদ্ধান্ত।

মূল

৫। অন্যে ব্রূয়ুঃ—নাস্ত্যেব ধ্বনিঃ। প্রসিদ্ধ-প্রস্থান-ব্যতিরেকিণঃ কাব্যপ্রকারস্য কাব্যত্বহানেঃ। সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্। ন চোক্তপ্রস্থানাতিরেকিণো মার্গস্য তৎ সম্ভবতি। ন চ তৎসময়ান্তঃপাতিনঃ সহৃদয়ান্ কাংশ্চিৎ পরিকল্প্য তৎপ্রসিদ্ধ্যা ধ্বনৌ কাব্যব্যপদেশঃ প্রবর্ত্তিতোঽপি সকলবিদ্বন্মনোগ্রাহিতামবলম্বতে।

অনুবাদ

অপর কেহ কেহ বলিতে পারেন—ধ্বনি বলিয়া কোন বস্তু অবশ্যই নাই। কারণ, কাব্যের যে সমস্ত প্রস্থান (আচার্য্য-পরম্পরায়) প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, যদি সেগুলি হইতে পৃথক কাব্যের কোন (নূতন) প্রকার (প্রস্থান) থাকে, তাহা হইলে তাহার (কাব্যের এই নূতন প্রকারের) কাব্যত্বহানি হইবে। সহৃদয়গণের হৃদয়াহ্লাদকারী শব্দার্থময়ত্বই হইতেছে কাব্যের লক্ষণ। এবং যে সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রস্থানের কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি হইতে বিভিন্ন মার্গের কাব্যের পক্ষে তাহা (সহৃদয়গণের হৃদয়াহ্লাদকারী হওয়া) সম্ভব নয়। এবং

ব্যতিরিক্তা ইতি স্থিত এবাসৌ ব্যতিরেকী হেতুঃ। তদাহ—তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽয়ং ধ্বনিরিতি। নৈব চারুত্বস্থানং শব্দার্থরূপত্বাভাবাৎ। নাপি চারুত্বহেতুঃ, গুণালঙ্কার-ব্যতিরিক্তত্বাদিতি। তেনাখণ্ডবুদ্ধি-সমাস্বাদ্যমপি কাব্যমপোদ্ধারবুদ্ধ্যা যদি বিভজ্যতে, তথাপ্যত্র ধ্বনিশব্দবাচ্যো ন কশ্চিদতিরিক্তোঽর্থো লভ্যত ইতি নামশব্দেনাহ। ৪

যদি ধ্বনির নিয়ম বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তিকে পরিকল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধিবশতঃ ধ্বনিতে কাব্য-ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে তাহা সকল বিদ্বান ব্যক্তির মনঃপূত হইবে না।

বাসুদেব

বৃত্তির এই অংশে অভাববাদিগণের দ্বিতীয় শ্রেণীর বক্তব্য তুলিয়া ধরা হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে কাব্যকে শব্দার্থশরীর হইতে হইবে এবং এই শব্দার্থকে অলংকার, গুণ, বৃত্তি ও রীতি সহযোগে চারুত্বযুক্ত হইতে হইবে॥ তাহা না হইলে কাব্য হইবে না। ধ্বনি যেহেতু শব্দার্থশরীর নয় এবং চারুত্বের স্থান ও হেতু নয়, সে কারণে ধ্বনি বলিয়া কাব্যে কিছু থাকিতে পারে না।

এখন, ধ্বনিপক্ষ বলিতে পারেন—ধ্বনি শব্দার্থশরীর না হউক, এবং ইহা কাব্যের শোভাকারী গুণ ও অলংকারও না হউক। ইহা যদি গুণালংকারের অতিরিক্ত কিছু হয়, তাহাতে আপত্তি করিবার কি আছে ?

তদুত্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর অভাববাদিগণ বলেন—তোমরা, ধ্বনিবাদিগণ—যেভাবে ধ্বনির লক্ষণ কবিতে চাহিতেছ,সেইরূপ কোন ধ্বনি কিছুতেই থাকিতে পারে না। কারণ শব্দার্থের কাব্যত্বের উপপত্তি কিভাবে হইবে, তাহা আচার্য্যপরম্পরাক্রমে বিভিন্ন প্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভরত, ভামহ, উদ্ভট, দণ্ডী, বামন প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ কাব্যশাস্ত্রের সুনিপুণ বিচারপূর্বক রস-প্রস্থান অলংকার-প্রস্থান, গুণ-প্রস্থান, রীতি-

---

লোচন টীকা

ননু মা ভূদসৌ শব্দার্থস্বভাবঃ, মা চ ভূত্তচ্চারুত্বহেতুঃ, তেন গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তোঽসৌ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়মভাববাদপ্রকারমাহ—অন্য ইতি। ভবত্বেবম্ ; তথাপি নাস্ত্যেব ধ্বনির্যাদৃশস্তব নিলক্ষয়িষিতঃ। কাব্যস্য হ্যসৌ কশ্চিদ্বক্তব্যঃ। ন চাসৌ নৃত্যগীতবাদ্যাদিস্থানীয়ঃ কাব্যস্য কশ্চিৎ। কবনীয়ং কাবং, তস্য ভাবশ্চ কাব্যত্বম্। ন চ নৃত্তগীতাদি কবনীয়মিত্যুচ্যতে।

প্রসিদ্ধেতি। প্রসিদ্ধং প্রস্থানং শব্দার্থৌ তদ্‌গুণালঙ্কারাশ্চেতি ; প্রতিষ্ঠন্তে পরম্পরয়া ব্যবহরন্তি যেন মার্গেণ তৎ প্রস্থানম্। কাব্যপ্রকারস্তেতি। কাব্য-

প্রস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্থানের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে গুণ ও অলংকারের দ্বারা সৌন্দর্য্যশালী হইয়া শব্দার্থের মিলন কাব্যে পরিণত হয়। এই সব প্রসিদ্ধ প্রস্থানের বহির্ভূত কাব্যের নূতন কোন প্রকারের কাব্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

'প্রসিদ্ধ প্রস্থান'—বলিতে শব্দ ও অর্থ, এবং তাহাদের গুণ ও অলংকার বুঝিতে হইবে। কারণ এই পথেই শব্দার্থের কাব্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে অভাববাদিগণ বলিতেছেন যে প্রসিদ্ধ-প্রস্থান-বহির্ভূত নূতন প্রকারের কাব্যের কাব্যত্ব সিদ্ধ হয় না। তাহা হইলে কাব্যের লক্ষণ কি তাহা অগ্রে জানিতে হয়। কারণ কোন শব্দার্থের সাহিত্য কাব্য হইয়াছে কিনা তাহা এই লক্ষণ দৃষ্টে বিচার করা যাইবে। সেই-কারণে বৃত্তিকার এখানে কাব্যের লক্ষণ দিয়া বলিলেন—**'সহৃদয়-হৃদয়াহ্লাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্য-লক্ষণম্'**—অর্থাৎ কেবলমাত্র সেই শব্দার্থময় রচনাই কাব্য হইবে, যাহা সহৃদয়গণের হৃদয়ে আহ্লাদ জন্মাইতে পারে। এখন বিচার্য্য বিষয় হইতেছে—উল্লিখিত প্রসিদ্ধ প্রস্থানসমূহের অতিরিক্ত নূতন কোন মার্গ বা প্রস্থানের পক্ষে কি সহৃদয়-হৃদয়াহ্লাদি শব্দার্থময়ত্ব হইতে পারে? ধ্বনিমার্গ কি উক্তলক্ষণে কাব্য সিদ্ধি করিতে পারে? অভাববাদিগণ বলিতেছেন—না, তাহা সম্ভব নয়।

প্রকারত্বেন তব স মার্গোঽভিপ্রেতঃ, 'কাব্যস্যাত্মা' ইত্যুক্তত্বাৎ। নমু কস্মাত্তৎ কাব্যং ন ভবতীত্যাহ—সহৃদয়েতি। মার্গস্যেতি। নৃত্যগীতাক্ষিনিকোচনাদি-প্রায়স্যেত্যর্থঃ। তদিতি। সহৃদয়েত্যাদি কাব্যলক্ষণমিত্যর্থঃ। নমু যে তাদৃশমপূর্বং কাব্যরূপতয়া জানন্তি, তএব সহৃদয়াঃ। তদভিমতত্বং চ নাম কাব্য-লক্ষণমুক্তপ্রস্থানাতিরেকিণ এব ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। যথা চ হি খড়্গ-লক্ষণং করোমীত্যুক্ত্বা আতানবিতানাত্মা প্রাব্রিয়মাণঃ সকলদেহাচ্ছাদকঃ সুকুমারশ্চিত্রতন্তুবিরচিতঃ সংবর্তনবিবর্তনসহিষ্ণুরচ্ছেদকঃ সুচ্ছেত্ত উৎকৃষ্টঃ খড়্গ ইতি ব্রুবাণঃ, পরৈঃ পটঃ খল্বেবংবিধো ভবতি ন খড়্গ ইত্যনুযুক্তস্তর পর্য্যনুযুজ্যমান এবং ব্রূয়াৎ—ঈদৃশ এব খড়্গো মমাভিমত ইতি তাদৃগেবৈতৎ। প্রসিদ্ধং হি লক্ষ্যং ভবতি ন কল্পিতমিতি ভাবঃ। তদাহ—সকলবিদ্বদিতি.

ধ্বনিবাদিগণের বক্তব্য হইতেছে—ধ্বনি শব্দ ও অর্থ এবং তাহাদের গুণ ও অলংকার হইতে অতিরিক্ত এক বস্তু। কিন্তু কাব্য তো শব্দ ও অর্থ বাদ দিয়া হয় না। তাহা হইলে ধ্বনি হইতেছে—শ্রীমদভিনবগুপ্তের-ভাষায়—'নৃত্য-গীতাক্ষি-নিকোচন' ইত্যাদি। অভাববাদিগণ বলেন—এগুলি ধ্বনির প্রকাশক হইতে পারে, কিন্তু শব্দার্থশরীর নয় বলিয়া কাব্য হইতে পারে না। অতএব 'সহৃদয়-হৃদয়াহ্লাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্য-লক্ষণম্' এই সংজ্ঞা,—শব্দার্থশরীর না হওয়ায়—ধ্বনির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইল না।

এখন ধ্বনিবাদিগণ বলিতে পারেন যে কাব্যের লক্ষণ হইতেছে—সহৃদয়গণের হৃদয়াহ্লাদি শব্দার্থময়ত্ব ; শব্দ ও অর্থের গুণ ও অলংকার ব্যতিরিক্ত ধ্বনি নামক নূতন বস্তু থাকিতে পারে। শব্দ ও অর্থের ধ্বনি নামক অপূর্ব বস্তু আছে কিনা তাহার বিচারক হইতেছেন—উক্ত সংজ্ঞানুসারে—সহৃদয়গণ। যদি ধ্বনি-প্রস্থানে অভিজ্ঞ সহৃদয়গণের হৃদয়াহ্লাদি ধ্বনি নামক অপূর্ব বস্তু শব্দার্থের থাকে, তাহা হইলে সহৃদয়গণের অনুভববেদ্য এই ধ্বনিকে কি ভাবে অস্বীকার করা যাইবে ? 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনি' এই উক্তি ধ্বনির নিয়মে অভিজ্ঞ সহৃদয়গণকে কল্পনা করিয়াই বলা হইয়াছে।

অভাববাদিগণ তদুত্তরে বলেন—তুমি ধ্বনির নিয়মে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কল্পনা করিয়া, সেই কল্পিত ব্যক্তিগণের অনুভবপ্রসিদ্ধির দ্বারা ধ্বনিতত্ত্ব সিদ্ধ করিতে চাহিতেছে। কিন্তু তোমার ধ্বনিতত্ত্ব অপ্রসিদ্ধ ও ধ্বনির নিয়মে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কল্পিত। এক্ষেত্রে কল্পিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে

বিদ্বাংসোঽপি হি তৎসময়জ্ঞা এব ভবিষ্যন্তীতি শঙ্কাং সকলশব্দেন নিরাকরোতি। এবং হি কৃতেঽপি ন কিঞ্চিৎকৃতং স্যাদ্‌ভ্রান্ততা পরং প্রকটিতেতি ভাবঃ।

যত্ত্বত্রাভিপ্রায়ং ব্যাচষ্টে—জীবিতভূতো ধ্বনিস্তাবত্তবাভিমতঃ, জীবিতং চ নাম প্রসিদ্ধপ্রস্থানাতিরিক্তমলঙ্কারৈরনুক্তত্বাত্তচ্চ ন কাব্যমিতি লোকে প্রসিদ্ধমিতি। তত্ত্বেদং সর্বং স্ববচনবিরুদ্ধম্। যদি হি তৎকাব্যস্যানুপ্রাণকং তেনাঙ্গীকৃতং পূর্বপক্ষবাদিনা তচ্চিরন্তনৈরনুক্তমিতি প্রত্যুত লক্ষণার্হমেব ভবতি। তস্মাৎ প্রাক্তন এবাত্রাভিপ্রায়ঃ। ৫

অপ্রসিদ্ধ বস্তুর সংজ্ঞা করা এক হাস্যকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহা ব্যতীত তোমার এই যুক্তিসকল বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইবে। 'সকলবিদ্বৎ' এই শব্দের দ্বারা—এমন কি ধ্বনিবাদিগণও এই যুক্তি স্বীকার করিবেন না—এই কথা বলা হইয়াছে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে "প্রসিদ্ধপ্রস্থান-ব্যতিরেকিণঃ কাব্যপ্রকারস্য কাব্যত্বহানেঃ" এই যুক্তির দ্বারা এই শ্রেণীর অভাববাদিগণ প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর অভাববাদিগণের অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

মূল

৬। পুনরপরে তস্যাভাবমন্যথা কথয়েয়ুঃ —ন সম্ভবত্যেব ধ্বনির্নামাপূর্বঃ কশ্চিৎ। কামনীয়কমনতিবর্ত্তমানস্য তস্যোক্তেষ্বেব চারুত্বহেতুষ্বন্তর্ভাবাৎ। তেষামন্যতমস্যৈব বা অপূর্বসমাখ্যামাত্রকরণে যৎকিঞ্চনকথনং স্যাৎ। কিং চ, বাগ্‌বিকল্পানামানন্ত্যাৎ সম্ভবত্যপি বা কস্মিংশ্চিৎ কাব্যলক্ষণবিধায়িভিঃ প্রসিদ্ধৈরপ্রদর্শিতে প্রকারলেশে ধ্বনির্ধ্বনিরিতি যদেতদলীকসহৃদয়ত্বভাবনামুকুলিতলোচনৈর্নৃত্যতে, তত্র হেতুং ন বিদ্মঃ। সহস্রশো হি মহাত্মভিরন্যৈরলংকারপ্রকারাঃ প্রকাশিতাঃ, প্রকাশ্যন্তে চ। ন চ তেষামেষা দশা শ্রূয়তে। তস্মাৎ প্রবাদমাত্রং ধ্বনিঃ। ন ত্বস্য ক্ষোদক্ষমং তত্ত্বং কিংচিদপি প্রকাশয়িতুং শক্যম্। তথা চান্যেন কৃত এবাত্র শ্লোকঃ —

"যস্মিন্নস্তি ন বস্তু কিংচন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি
ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।
কাব্যং তদ্ ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসন্ জড়ো
নো বিদ্মোহভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ॥"

অনুবাদ

আবার অন্য কেহ কেহ তাহার (ধ্বনির) অভাবের কথা অন্যভাবে বলিতে পারেন। ধ্বনি নামক কোন অপূর্ব বস্তুর সম্ভাবনাই নাই। কারণ কমনীয়তাকে অতিক্রম করিয়া চলে না বলিয়া, ইহা কথিত

চারুত্বের হেতুগুলিরই অনুভূর্ক্ত। তাহাদের চারুত্বের সেই হেতুগুলির মধ্যে কোন একটিরই নূতন নামকরণ করা হইলে, যাহা বলা হয় তাহা অকিঞ্চিৎকর। উপরন্তু, বাগ্‌বৈচিত্র্য অনন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ কাব্যলক্ষণকারিগণ ইহার (এই অনন্ত বাগ্‌বৈচিত্র্যের) কোন একটি সামান্য প্রকাশ প্রদর্শন করেন নাই ইহা হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে (সামান্য প্রকাশকে) "ধ্বনি' "ধ্বনি" বলিয়া কেহ কেহ 'আমরা সহৃদয়' এইরূপ অলীক চিন্তাপূর্বক কেন যে মুকুলিতনয়নে নৃত্য করিয়া থাকেন, তাহার কারণ কিছু বুঝি না। অন্যান্য মহাত্মাগণ সহস্রপ্রকারে অলংকারভেদ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং তাঁহাদের এরূপ দশা শোনা যায় নাই। অতএব ধ্বনি প্রবাদ-মাত্র। ইহার সূক্ষ্মবিচারযোগ্য কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারা যায় না। সেই কারণে এবিষয়ে অন্য (কবি) শ্লোক রচনা করিয়াছেন—

'যেখানে মনের আনন্দদানকারী সালংকার কোন বস্তু নাই, যাহা নিপুণ বাক্যের দ্বারা রচিত নয় এবং যাহা বক্রোক্তিশূন্য—মূর্খব্যক্তি তাহাকে ধ্বনিসমন্বিত কাব্য বলিয়া সানন্দে প্রশংসা করিয়া থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তি যদি তাহাকে ধ্বনির স্বরূপ কি জিজ্ঞাসা করেন—তাহা হইলে সে কি বলে তাহা আমরা জানি না।'

বাসুদেব

বৃত্তির এই অংশে তৃতীয় শ্রেণীর অভাববাদিগণের কথা বলা হইয়াছে। ধ্বনিবাদিগণ পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর অভাববাদীর যুক্তি স্বীকার করিয়া বলিতে পারেন যে তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লই যে ধ্বনি চারুত্বের হেতু ও শব্দার্থগুণালংকারের অন্তর্ভূত, তাহা হইলেও একথা

লোচন টীকা

নন্বু ভবত্বসৌ চারুত্বহেতুঃ শব্দার্থগুণালঙ্কারান্তর্ভূতশ্চ, তথাপি ভাষয়া জীবিতমিত্যসৌ ন কেনচিদুক্ত ইত্যভিপ্রায়মাশঙ্ক্য তৃতীয়মভাববাদমুপন্যস্যতি—পুনরপর ইতি।

কামনীয়কমিতি কমনীয়স্য কর্ম। চারুত্বধীহেতুতেতি যাবৎ। বিচ্ছিত্তীনামসংখ্যত্বাৎ কাচিত্তাদৃশী বিচ্ছিত্তিরস্মাভির্দৃষ্টা, যা নানুপ্রাসাদৌ নাপি মাধুর্য্যাদাবুক্তলক্ষণেঽন্তর্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাভ্যুপগমপূর্বকং পরিহরতি—

তো স্বীকার করিতেই হইবে যে—'কাব্যের আত্মা হইতেছে ধ্বনি'—এই ভাষায় কেহ কাব্যের আত্মার বর্ণনা করেন নাই। এইভাবে বর্ণনা করিয়া আমরা, ধ্বনিবাদিগণ, কাব্যের আত্মার স্বরূপনির্ণয় করিয়াছি। অতএব ধ্বনিকে নূতন তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

তৃতীয় প্রকারের অনস্তিত্ববাদে ধ্বনিবাদিগণের উপরোক্ত যুক্তি নিরসন করার চেষ্টা হইয়াছে। ইহারা প্রথমেই বলিলেন—'ধ্বনি' নামে কোন অপূর্ব বস্তুর সম্ভাবনাই নাই; কারণ ধ্বনি কমনীয়তা বা চারুত্ববোধের হেতুকে অতিক্রম করে না। অতএব ধ্বনি পূর্বোক্ত চারুত্বহেতুসমূহের অন্তর্ভুক্ত—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে ধ্বনির পৃথক অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। চারুত্বের অসংখ্য কারণসমূহের মধ্যে ধ্বনি অন্যতম হইলেও তাহার নূতন নামকরণের দ্বারা অভিনব কিছু বলা হইল না—যাহা বলা হইল তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বৈচিত্র্যের সংখ্যা অনন্ত। কাব্যের এমন বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব যাহা অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকর এবং মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণের মধ্যে পড়ে না। 'বাক্'-শব্দে—শব্দ, অর্থ ও অভিধাব্যাপার তিনই বুঝায়। এই তিনটিরই বৈচিত্র্য অনন্ত হইতে পারে। ধ্বনি হইতেছে সেই অনন্ত বাগ্‌বিকল্পের মধ্যে একটী। হয়তো প্রসিদ্ধ কাব্যলক্ষণকারী আচার্যগণ—ভামহ-দণ্ডী প্রভৃতি,—এই বৈচিত্র্যের কথা আলোচনা করেন নাই! তাই বলিয়া—'এই সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যকেই আমরা 'ধ্বনি' বলিয়া বুঝিয়াছি, অতএব আমরা

বাগ্বিকল্পানামিতি। বক্তীতি বাক্ শব্দঃ। উচ্যত ইতি বাগর্থঃ। উচ্যতে হ নয়েতি বাগভিধাব্যাপারঃ। তত্র শব্দার্থ-বৈচিত্র্য-প্রকারোঽনন্তঃ। অভিধা-বৈচিত্র্যপ্রকারোঽপ্যসংখ্যেয়ঃ। প্রকারলেশ ইতি। স হি চারুত্বহেতুর্গুণো বালঙ্কারো বা। স চ সামান্যলক্ষণেন সংগৃহীত এব। যদাহুঃ—কাব্যশোভায়াঃ কর্ত্তারো ধর্মা গুণাঃ, তদতিশয়হেতবস্ত্বলঙ্কারা ইতি।

তথা 'বক্রাভিধেয়শব্দোক্তিরিষ্টা বাচামলঙ্কৃতিঃ' ইতি। ধ্বনিধ্বর্নিরিতি বীপ্সয়া সম্ভ্রমং সূচয়ন্নাদরং দর্শয়তি—নৃত্যত ইতি। তল্লক্ষণকৃত্তিস্তদযুক্ত-কাব্যবিধায়িভিস্তচ্ছ্রবণোদ্ভূতচমৎকারৈশ্চ প্রতিপত্তৃভিরিতি শেষঃ।

ধ্বনিশব্দে কোঽত্যাদর ইতি ভাবঃ। এষা দশেতি। স্বয়ং দর্পঃ পরৈশ্চ তূয়মানতেত্যর্থঃ। বাগ্বিকল্পাঃ বাক্যপ্রবৃত্তিহেতুপ্রতিভাব্যাপার-প্রকারা ইতি

সহৃদয়' এই অলীক চিন্তায় ভাবমুকুলিতলোচনে নৃত্য করিবার কোন কারণ নাই। এমন নূতন নূতন সহস্র বৈচিত্র্য মহান 'আলংকারিকগণ সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে মাত্র চারিটি অলংকারের—উপমা, দীপক, রূপক, যমক—এর উল্লেখ ছিল। তাহার পর বিভিন্ন আলংকারিক বিভিন্ন নূতন অলংকারের সৃষ্টি করিয়াছেন। আচার্য দণ্ডী তো স্পষ্টই বলিয়াছেন—'তে চাদ্যাপি বিকল্প্যন্তে কস্তান্ কাৎর্স্ন্যেন বক্ষ্যতি'। নূতন নূতন অলংকারসৃষ্টিকারী আলংকারিকগণ তো নূতন উদ্ভাবনায় উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করেন নাই।

তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতেই হয়—ধ্বনি বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই; ইহা প্রবাদ মাত্র। কারণ ইহার এমন কোন তত্ত্ব নাই—যাহা সূক্ষ্মবিচারের বিষয় হইতে পারে। অভাববাদী নিজ বক্তব্যের সমর্থনে আনন্দবর্ধনের সমসাময়িক মনোরথ নামক কবির শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মনোরথ নামক কবির উদ্ধৃত শ্লোকে—(১) "ন বস্তু কিংচন, মনঃ-প্রহ্লাদি, সালংকৃতি"—এই অংশে অর্থালংকারের, (২) 'ব্যুৎপন্নৈরচিতং নৈব বচনৈঃ'—এই অংশে শব্দালংকারের, (৩) বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ'—এই অংশে উৎকৃষ্ট সংঘটনারূপ শব্দার্থগুণের—অভাব সূচিত হইয়াছে।

আচার্য্য অভিনবগুপ্ত সুন্দরভাবে এই তিন শ্রেণীর অভাববাদীর মতের উপসংহার করিয়াছেন—(১) গুণ ও অলংকার ব্যতীত কাব্য-শোভার অন্য কোন হেতু নাই। (২) যাহা গুণ ও অলংকার-

---

বা। তস্মাৎ প্রবাদমাত্রমিতি। সর্বেষামভাববাদিনাং সাধারণ উপসংহারঃ। যতঃ শোভাহেতুত্বে গুণালঙ্কারেভ্যো ন ব্যতিরিক্তঃ, যতশ্চ ব্যতিরিক্তত্বে ন শোভাহেতুঃ, যতশ্চ শোভাহেতুত্বেঽপি নাদরাস্পদং তস্মাদিত্যর্থঃ। ন চেয়মভাব-সম্ভাবনা নির্মূলৈব দূষিতেত্যাহ—তথা চান্যেনেতি। গ্রন্থকৃৎ-সমানকালভাবিনা মনোরথনাম্না কবিনা। যতো ন সালঙ্কৃতি, অতো ন মনঃপ্রহ্লাদি। অনেনার্থালঙ্কারাণামভাব উক্তঃ। ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈরিতি শব্দালঙ্কারাণাম্।

বক্রোক্তিঃ উৎকৃষ্টা সংঘটনা, তচ্ছূন্যমিতি শব্দার্থগুণানাম্। বক্রোক্তিশূন্য-

ব্যতিরিক্ত, তাহা শোভাহেতু নহে এবং (৩) গুণালংকারব্যতিরিক্ত বস্তু শোভাকারী হইলেও আদরাস্পদ নহে।

অনস্তিত্ববাদিগণের বক্তব্যসমূহের মধ্যে একটা শৃঙ্খলাপরম্পরা আছে এবং এগুলি পরস্পরসম্বদ্ধ। বৃত্তির প্রথমে 'পুনঃ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা [পুনরপরে তস্যাভাবমন্যথা কথয়েয়ুঃ] বৃত্তিকার দেখাইতেছেন যে তিন শ্রেণীর অভাববাদিগণের মতে পারস্পরিক সমন্বয় আছে। ইহারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে অন্তর্ভাববাদী—অভাববাদী নহেন, প্রথম দুই শ্রেণীর অভাববাদিগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং শেষোক্ত শ্রেণী পরোক্ষভাবে।

মূল

৭। ভাক্তমাহুস্তমন্যে। অন্যে তং ধ্বনিসংজ্ঞিতং কাব্যাত্মানং গুণবৃত্তিরিত্যাহুঃ। যদ্যপি চ ধ্বনিশব্দসংকীর্তনেন কাব্যলক্ষণবিধায়িভির্গুণবৃত্তিরন্যো বা ন কশ্চিৎ প্রকারঃ প্রকাশিতঃ, তথাপি অমুখ্যবৃত্ত্যা কাব্যেষু ব্যবহারং দর্শয়তা ধ্বনিমার্গো মনাক্ স্পৃষ্টোঽপি ন লক্ষিতঃ ইতি পরিকল্প্যৈবমুক্তম্—'ভাক্তমাহুস্তমন্যে' ইতি।

অনুবাদ

অপরে ইহাকে (ধ্বনিকে) ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ বলিয়াছেন। অন্য কেহ কেহ বলেন যে, কাব্যের আত্মার 'ধ্বনি' নামে যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা (সেই ধ্বনি) হইতেছে (শব্দের) গৌণী বৃত্তি। এবং যদিও 'ধ্বনি' শব্দের ব্যবহার করিয়া কাব্যলক্ষণকারিগণ (শব্দের) গুণবৃত্তি বা অন্য কোন প্রকারের কথা প্রকাশ করেন নাই, তথাপি কাব্যে

শব্দেন সামান্যলক্ষণাভাবেন সর্বালঙ্কারাভাব উক্ত ইতি কেচিৎ। তৈঃ পুনরুক্তত্বং ন পরিহৃতমেবেত্যলম্। প্রীত্যেতি। গতানুগতিকানুরাগেণেত্যর্থঃ। সুমতিনেতি। জড়েন পৃষ্টো ভ্রূভঙ্গকটাক্ষাদিভিরেবোত্তরং দদত্তৎস্বরূপং কামমাচক্ষীতেতি ভাবঃ। এবমেতেঽভাববিকল্পাঃ শৃঙ্খলাক্রমেণাগতাঃ, ন ত্বন্যোন্যাসম্বদ্ধা এব। তথা হি তৃতীয়াভাবপ্রকারনিরূপণোপক্রমে পুনঃ শব্দস্যায়মেবাভিপ্রায়ঃ উপসংহারৈক্যং চ সঙ্গচ্ছতে। অভাববাদস্য সম্ভাবনাপ্রাণত্বেন ভূতত্বমুক্তম্।

(শব্দের) গৌণীবৃত্তির ব্যবহারপ্রদর্শনকারী ধ্বনিমার্গ কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র, (সম্যকভাবে) তাহার লক্ষণ করেন নাই —এইরূপ পরিকল্পনা করিয়াই বলা হইয়াছে—'অন্যে ইহাকে ভাক্ত অর্থ বলিয়া থাকে।'

বাসুদেব

অতঃপর দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিপক্ষ—লক্ষণাবাদিগণের বক্তব্য গ্রহণ করা হইতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অভাববাদিগণের বক্তব্য বলিবার সময় অতীতকালের ব্যবহার হইয়াছে (তস্যাভাবং জগদুরপরে), কিন্তু লক্ষণাবাদিগণের বক্তব্য উপস্থাপনকালে বর্ত্তমানকালের ব্যবহার করা হইয়াছে (ভাক্তমাহুস্তমন্যে)। তাহার কারণ অনস্তিত্ববাদ সম্ভাবনামাত্র এবং সেইজন্য এখানে অতীতকালের প্রয়োগ হইয়াছে; আর ভক্তিবাদ শাস্ত্রপরম্পরায় অবিচ্ছিন্নধারায় প্রবহমান—সেজন্য এখানে নিত্যপ্রবৃত্তবর্ত্তমানকালের ব্যবহার হইয়াছে।

'ভাক্ত'—শব্দ 'ভক্তি' হইতে আগত (ভক্তি+অন্=ভাক্তম্)। এখানে ভক্তি, লক্ষণা, গুণবৃত্তি প্রভৃতি একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীমদভিনবগুপ্তের মতে—'পদের অর্থের দ্বারা ইহার ভজনা হয়, সেবা হয়, ইহা প্রসিদ্ধভাবে উৎপ্রেক্ষিত হয়—এই কারণে ইহার নাম ভক্তি; অর্থাৎ অভিধেয়ের সহিত সারূপ্য, সামীপ্য, সমবায়, বৈপরীত্য ও

লোচন টীকা

ভাক্তবাদস্ত্ববিচ্ছিন্নঃ পুস্তকেষ্বিত্যভিপ্রায়েণ ভাক্তমাহুরিতি নিত্যপ্রবৃত্তবর্ত্তমানাপেক্ষয়াভিধানম্। ভজ্যতে সেব্যতে পদার্থেন প্রসিদ্ধতয়োৎপ্রেক্ষ্যত ইতি ভক্তিধর্মোঽভিধেয়েন সামীপ্যাদিঃ, তত আগতো ভাক্তো লাক্ষণিকোঽর্থঃ। যদাহুঃ—

অভিধেয়েন সামীপ্যাৎ সারূপ্যাৎ সমবায়তঃ।
বৈপরীত্যাৎ ক্রিয়াযোগাল্লক্ষণা পঞ্চধা মতা॥ ইতি

গুণসমুদায়বৃত্তেঃ শব্দস্যার্থভাগস্তৈক্ষ্ণ্যাদির্ভক্তিঃ, তত আগতো গৌণোঽর্থো ভাক্তঃ। ভক্তিঃ প্রতিপাদ্যে সামীপ্যতৈক্ষ্ণ্যাদৌ শ্রদ্ধাতিশয়ঃ, তাং প্রয়োজনত্বেন উদ্দিশ্য তত আগতো ভাক্ত ইতি গৌণো লাক্ষণিকশ্চ। মুখ্যস্য চার্থস্য ভঙ্গো ভক্তিরিত্যেবং মুখ্যার্থবাধা, নিমিত্তং, প্রয়োজনমিতি ত্রয়সদ্ভাব উপচারবীজমিত্যুক্তং·

ক্রিয়াসংযোগরূপ বিভিন্ন সম্বন্ধের কথনরূপ ধর্ম হইতেছে ভক্তি। গুণসমূহবিশিষ্ট শব্দের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি বিশেষ কোন অর্থকে ভাগ করিয়া দেয় বলিয়া ইহার নাম ভক্তি। তাহা হইলে সামীপ্য, তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি বিশেষ প্রতিপাদ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাতিশয্যই হইতেছে ভক্তি। প্রতিপাদ্য সম্পর্কবিশেষকে উদ্দেশ করিয়া তাহা হইতে আগত বলিয়া এই অর্থ হইতেছে ভাক্ত অর্থ বা গৌণ অর্থ বা লাক্ষণিক অর্থ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মুখ্যার্থের ভঙ্গই হইতেছে ভক্তি। এতদ্দ্বারা মুখ্যার্থের বাধা, নিমিত্ত ও প্রয়োজন তিনটিই উপচারের কারণ—ইহা বলা হইল।

'অন্যে'—ভামহ, বামন, উদ্ভট ইত্যাদি। ইঁহারা অভাববাদিগণের মত কেবলমাত্র অভিধা ও বাচ্যার্থকেই গ্রহণ করেন নাই, শব্দের লক্ষণাশক্তিকেও গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা কাব্যাত্মারূপে কথিত ধ্বনিকে শব্দের গুণবৃত্তি বলিয়া মনে করেন; গুণ হইতেছে—সামীপ্য প্রভৃতি ধর্ম এবং তীক্ষ্ণতা প্রভৃতিও। গুণসমূহরূপ উপায়ের দ্বারা যাহার অর্থের অর্থান্তরে বৃত্তি বা প্রকাশ হয়; কিংবা গুণসমূহরূপ উপায়ের দ্বারা যেখানে শব্দের ব্যাপারের বৃত্তি বা প্রকাশ হয় তাহার নাম গুণবৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে ইহা শব্দ কিংবা অর্থ। কিংবা গুণের দ্বারা যাহার বর্ত্তন তাহাই হইতেছে গুণবৃত্তি। ইহা অমুখ্য অভিধাব্যাপার।

'কাব্যাত্মনং গুণবৃত্তিরিতি'—এখানে যে সমানাধিকরণত্ব আছে তাহার ভাবার্থ হইতেছে এই—অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে

ভবতি। কাব্যাত্মানং গুণবৃত্তিরিতি। সামানাধিকরণ্যস্যায়ং ভাবঃ—যদ্যপ্যবিবক্ষিতবাচ্যে ধ্বনিভেদে 'নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ' ইত্যাদাবুপচারোঽস্তি তথাপি ন তদাত্মৈব ধ্বনিঃ, তদ্ব্যতিরেকেণাপি ভাবাৎ; বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যপ্রভেদাদৌ অবিবক্ষিতবাচ্যেঽপ্যুপচার এব, ন ধ্বনিরিতি বক্ষ্যামঃ। তথা চ বক্ষ্যতি—

ভক্ত্যা বিভর্ত্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ং ধ্বনিঃ।
অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্তের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তথা॥ ইতি
কস্যচিদ্ ধ্বনিভেদস্য সা তু স্যাদুপলক্ষণম্॥ ইতি চ

গুণাঃ সামীপ্যাদয়ো ধর্মাস্তৈক্ষ্ণ্যাদয়শ্চ। তৈরুপায়ৈর্বৃত্তিরর্থান্তরে যস্য, তৈরুপায়ৈর্বৃত্তির্বা শব্দস্য যত্র স গুণবৃত্তিঃ শব্দোঽর্থো বা। গুণদ্বারেণ বা বর্ত্তনং

[নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ ইত্যাদি উদাহরণে (২।১)] উপচারের প্রয়োগ থাকিলেও ধ্বনি সেই উপচারের আত্মা নহে। উপচার ছাড়াও যে ধ্বনি হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে দেখা যায়। অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতেও বস্তুতঃ ধ্বনি হয় না, উপচারই হয়। গ্রন্থকার সেইজন্য এ সম্বন্ধে পরে বলিয়াছেন—

(ক) ভক্ত্যা বিভর্ত্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ং ধ্বনিঃ।
অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্তের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তথা। ১।১৪

এবং (খ) কস্যচিদ্ ধ্বনিভেদস্য সা তু স্যাদুপলক্ষণম্॥ ১।১৯

অর্থাৎ (১) স্বরূপের বিভিন্নতাবশতঃ এই ধ্বনি ভাক্ত অর্থের সহিত একত্ব লাভ করে না অর্থাৎ ধ্বনি ও ভক্তি একই রকম হইতে পারেনা। অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিদোষবশতঃ ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না।

(২) তাহা অর্থাৎ ভক্তি কোন কোন প্রকার ধ্বনির উপলক্ষণ হইতে পারে।

ধ্বনি শব্দ তিন প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে (১) ধ্বনতি-ইতি ধ্বনিঃ - যাহা ধ্বনন করে তাহা ধ্বনি; (২) ধ্বন্যতে ইতি ধ্বনিঃ—যাহা ধ্বনিত হয়, তাহা ধ্বনি এবং (৩) ধ্বননমিতি ধ্বনিঃ যাহার দ্বারা ধ্বনিত হয়, তাহা ধ্বনি। 'ধ্বনি' শব্দের যে অর্থই গ্রহণ করা হোক না, তাহা শব্দ ও অর্থের ঔপচারিক প্রয়োগমাত্র। শব্দের মুখ্য অর্থ হইতেছে অভিধা; মুখ্যার্থ ছাড়া যে অর্থ থাকে তাহা হইতেছে অমুখ্য অর্থ। ইহাই ধ্বনি। কারণ ইহা ছাড়া শব্দের আর তৃতীয় রাশি নাই। শব্দের মুখ্য ও অমুখ্য দুইটি ব্যাপার স্বীকার

গুণবৃত্তিরমুখ্যোঽভিধাব্যাপারঃ। এতদুক্তং ভবতি—ধ্বনতীতি বা, ধ্বন্যত ইতি বা, ধ্বননমিতি বা যদি ধ্বনিঃ, তথাপ্যুপচরিতশব্দার্থব্যাপারাতিরিক্তো নাসৌ কশ্চিৎ। মুখ্যার্থে হ্যভিধেবেতি পারিশেষ্যাদমুখ্য এব ধ্বনিঃ, তৃতীয়রাশ্যভাবাৎ।

নম্বু কেনৈতদুক্তং ধ্বনির্গুণবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপি চেতি। অন্যো বেতি। গুণালঙ্কারপ্রকার ইতি যাবৎ। দর্শয়তেতি। ভট্টোদ্ভটবামনাদিনা। ভামহেনোক্তং—'শব্দাশ্ছন্দোঽভিধানার্থাঃ', ইতি অভিধানস্য শব্দাদ্ ভেদং ব্যাখ্যাতুং ভট্টোদ্ভটো বভাষে—'শব্দানামভিধানমভিধাব্যাপারো মুখ্যো গুণবৃত্তিশ্চ

করিলে—অমুখ্যার্থ বা লক্ষণার মধ্যে ধ্বনিকেও অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না।

কাব্যলক্ষণকারী উদ্ভট, বামন প্রভৃতি আচার্য্যগণ 'ধ্বনি' এই শব্দের দ্বারা অন্য কোন প্রকার গুণ বা অলংকারের কথা বলেন নাই, কিন্তু শব্দের অমুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ লক্ষণাকে কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্বারা তাঁহারা ধ্বনিমার্গ যৎকিঞ্চিৎভাবে হইলেও স্পর্শ করিয়াছেন। কি ভাবে তাহা বলা হইতেছে।

লক্ষণা বা শব্দের অমুখ্যবৃত্তির দুইটি ভেদ—রূঢ়ি-লক্ষণা ও প্রয়োজন-লক্ষণা। প্রয়োজনলক্ষণায় লক্ষণার প্রয়োজনটি ব্যঞ্জনার সাহায্যে প্রকাশ করিতে হয়। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—এইটি প্রয়োজনলক্ষণার উদাহরণ। এখানে প্রয়োজন হইতেছে শীতত্ব, পাবনত্ব প্রভৃতির আতিশয্য বুঝান। তাহা শব্দের মুখ্যবৃত্তির দ্বারা অলভ্য; অতএব অমুখ্য লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু শীতত্ব, পাবনত্ব প্রভৃতির বোধ তো ব্যঞ্জনার সাহায্যেই আসে। অতএব লক্ষণার ব্যবহার করিয়াও প্রকৃত পক্ষে ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রকেও অতি সামান্যভাবে হইলেও স্পর্শ করা হইয়াছে—ইহাই ধ্বনিবাদিগণ বলিতে চাহেন।

মূল

৮। কেচিৎ পুনঃ লক্ষণ-করণশালীনবুদ্ধয়ো ধ্বনেস্তত্ত্বং গিরামগোচরং সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যমেব সমাখ্যাতবন্তঃ। তেন এবংবিধাসু বিমতিষু স্থিতাসু সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে তৎস্বরূপং ব্রূমঃ।

অনুবাদ

আবার কোন কোন লক্ষণকরণকার্য্যে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন—ধ্বনির তত্ত্ব বাক্যের অতীত, ইহা কেবলমাত্র সহৃদয়হৃদয়-

---

ইতি। বামনোহপি 'সাদৃশ্যাল্লক্ষণা বক্রোক্তিঃ' ইতি। মনাক্‌স্পৃষ্ট ইতি। তৈস্তাবদ্‌ধ্বনিদিগুন্মীলিতা, যথা লিখিতাপাঠকৈস্তু স্বরূপবিবেকং কর্ত্তুমশক্নুবদ্ভিস্তৎস্বরূপবিবেকো ন কৃতঃ, প্রত্যুতোপালভ্যতে, অভগ্ননারিকেলবৎ যথাশ্রুতগ্রন্থোদ্‌গ্রহণমাত্রেণেতি। অতএবাহ—পরিকল্পৈবমুক্তমিতি। যত্ত্বেবং ন যোজ্যতে তদা ধ্বনিমার্গঃ স্পৃষ্ট ইতি পূর্বপক্ষাভিধানং বিরুধ্যতে। ৭

সংবেদ্য। অতএব এইরূপ নানাবিধ বিরুদ্ধ মত থাকায় সহৃদয় ব্যক্তিগণের মানসিক প্রীতির জন্য তাহার (ধ্বনির) স্বরূপ বলিতেছি।

বাসুদেব

অতঃপর অনির্বচনীয়তাবাদিগণের কথা বলা হইতেছে। কোন কোন অপ্রগল্‌ভমতি পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা লক্ষণ নিরূপণে সুদক্ষ! কিন্তু তাঁহারাও ধ্বনির লক্ষণনির্ণয়ে অসমার্থ্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে ধ্বনিতত্ত্ব বাক্যের অগোচর। ইহা কেবলমাত্র সহৃদয়গণের হৃদয়েই প্রকাশিত হয়, ইহা তাঁহাদের অনুভবসিদ্ধ বস্তু, প্রকাশযোগ্য নহে।

ধ্বনিবাদ সম্বন্ধে এইরূপ নানা বিরুদ্ধ মত আছে। উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ধ্বনিবাদ সম্বন্ধে সর্বসমেত পাঁচপ্রকার বিরুদ্ধ মত আছে; যথা—তিনপ্রকার অভাববাদ, ভক্তিবাদ ও অনির্বচনীয়তাবাদ। জয়রথ রুয্যকের 'অলংকারসর্বস্বের' টীকায় দ্বাদশ প্রকার ধ্বনিপ্রতিপক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন:—

'তাৎপর্য্যশক্তিরভিধা লক্ষণানুমিতী দ্বিধা।
অর্থাপত্তিঃ ক্বচিত্তন্ত্রং সমাসোক্ত্যাদ্যলংকৃতিঃ॥
রসস্য কার্য্যতা ভোগঃ ব্যাপারান্তরবাধনম্‌।
দ্বাদশেত্থং ধ্বনেরস্য স্থিতা বিপ্রতিপত্তয়ঃ॥

লোচন টীকা

শালীনবুদ্ধয় ইতি। অপ্রগল্‌ভমতয় ইত্যর্থঃ। এতে চ ত্রয় উত্তরোত্তরং ভব্যবুদ্ধয়ঃ। প্রাচ্যা হি বিপর্য্যস্তা এব সর্বথা মধ্যমাস্তু তদ্রূপং জাননা অপি বিপর্য্যাসসন্দেহেনাপহ্নুবতে। অন্ত্যাস্ত্বনপহ্নুবানা অপি লক্ষয়িতুং ন জানত ইতি ক্রমেণ বিপর্য্যাসসন্দেহাজ্ঞানপ্রাধান্যমেতেষাম্‌। তেনেতি। একৈকোঽপ্যয়ং বিপ্রতিপত্তিরূপো বাক্যার্থো নিরূপণে হেতুত্বং প্রতিপন্নত ইত্যেকবচনম্‌।

এবংবিধাসু বিমতিষ্বিতি নির্ধারণে সপ্তমী। আসু মধ্যে একোঽপি যো বিমতিপ্রকারস্তেনৈব হেতুনা তৎস্বরূপং ব্রূম ইতি। ধ্বনিস্বরূপমভিধেয়ম্‌, অভিধানাভিধেয়লক্ষণো ধ্বনিশাস্ত্রয়োর্বক্তৃশ্রোত্রোর্ব্যুৎপাদ্যব্যুৎপাদকভাবঃ সম্বন্ধঃ,

দ্বাদশ প্রকার, যথা—(১) তাৎপর্য্য (মীমাংসক) (২) অভিধা, (প্রাচীন মীমাংসক) (৩) (৪) দুই প্রকারের লক্ষণা, জহৎস্বার্থা লক্ষিত-লক্ষণা এবং অজহৎস্বার্থা ; (৫) (৬) দুই প্রকারের অনুমান (অজ্ঞাত) (৭) অর্থাপত্তি (অনুমানবিশেষ) (৮) তন্ত্র, (শব্দের দ্ব্যর্থবোধক নিপুণ প্রয়োগ,) (৯) সমাসোক্তি ও অন্য অলংকার (১০) রসকার্য্যতা (দণ্ডী, লোল্লট প্রভৃতি উৎপত্তিবাদিগণ) (১১) ভোগ (ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ) এবং (১২) ব্যাপারান্তরবাধন (অনির্বচনীয়তাবাদ) [This view accepts that Dhvani is not included in any other Vyāpāra and that it is different from them, but leaves Dhvani there saying that it is not possible to define it.—V. Rāghavan Śṛṅgāra Prakāśa PP 143 ;] সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ ইহাকে 'রসনা' বলিয়াছেন।

আচার্য্য অভিনবগুপ্তও ধ্বনিপ্রতিপক্ষগণের মধ্যে মুখ্যভেদ তিনটি ও অভাববাদিগণের তিনটি অবান্তরভেদ সহ মোট পাঁচটি ভেদের

বিমতিনিবৃত্ত্যা তৎস্বরূপজ্ঞানং প্রয়োজনম্, শাস্ত্রপ্রয়োজনয়োঃ সাধ্যসাধনভাবঃ সম্বন্ধ ইত্যুক্তম্। ৮

অথশ্রোতৃগতপ্রয়োজনপ্রতিপাদকং 'সহৃদয়মনঃ প্রীতয়ে' ইতি ভাগং ব্যাখ্যাতুমাহ—তস্য হীতি। বিমতিপদপতিতস্যেত্যর্থঃ। ধ্বনেঃ স্বরূপং লক্ষয়তাং সম্বন্ধিনি মনসি আনন্দো নির্বৃত্যাত্মা চমৎকারাপরপর্য্যায়ঃ, প্রতিষ্ঠাং পরৈর্বিপর্য্যা-সাত্মপহতৈরমুন্মূল্যমানত্বেন স্থেমানং লভতামিতি প্রয়োজনং সম্পাদয়িতুং তৎস্বরূপং প্রকাশ্যত ইতি সঙ্গতিঃ। প্রয়োজনং চ নাম তৎসম্পাদকবস্তু প্রযোক্তৃতাপ্রাণতয়ৈব তথা ভবতীত্যাশয়েন প্রীতয়ে তৎস্বরূপং ব্রূম' ইত্যেকবাক্যতয়া ব্যাখ্যেয়ম্। তৎস্বরূপশব্দং ব্যাচক্ষাণঃ সংক্ষেপেণ তাবৎ পূর্বোদীরিত-বিকল্পপঞ্চকোদ্ধরণং সূচয়তি—সকলেত্যাদিনা। সকলশব্দেন সৎকবি-শব্দেন চ প্রকারলেশে কস্মিংশ্চিদিতি নিরাকরোতি। অতিরমণীয়মিতি ভাক্তা দ্ব্যতিরেকমাহ। নহি 'সিংহোবটুঃ', 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যত্র রম্যতা কাচিৎ। উপনিষদ্ভূতশব্দেন তু অপূর্বসমাখ্যামাত্রকরণ ইত্যাদি নিরাকৃতম্। অণীয়সী ভিরিত্যাদিনা গুণালঙ্কারানন্তর্ভূতত্বং সূচয়তি। অথ চেত্যাদিনা 'তৎসময়ান্তঃ-পাতিন' ইত্যাদিনা যৎ সাময়িকত্বং শঙ্কিতং তুন্নিরবকাশীকরোতি। রামায়ণ-

কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ধ্বনির তিন মুখ্য প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—এই তিন শ্রেণীর প্রতিপক্ষগণের বুদ্ধির ভব্যতায় উত্তরোত্তর ক্রম আছে। প্রথম শ্রেণী ধ্বনির অস্তিত্বে সর্বপ্রকারে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; দ্বিতীয় শ্রেণী ধ্বনির স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াও তাহাকে সন্দেহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন; এবং তৃতীয় পক্ষ ইহার স্বরূপ অস্বীকার না করিলেও ইহার লক্ষণ করিতে জানেন না। সুতরাং ক্রমানুসারে ইহাদের মধ্যে ভ্রান্তি, সন্দেহ ও অজ্ঞানের প্রাধান্য আছে।

এই ভাবে গ্রন্থকার অভিধেয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের কথা বলিলেন। গ্রন্থের অভিধেয় হইতেছে ধ্বনিস্বরূপ; ধ্বনি এবং ধ্বনি বিষয়ক শাস্ত্রের মধ্যে অভিধান ও অভিধেয় সম্বন্ধ; ধ্বনিস্বরূপের বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ব্যুৎপাদক ও ব্যুৎপাদ্য সম্বন্ধ। সংশয়দূরীকরণপূর্বক

মহাভারতশব্দেনাদিকবেঃ প্রভৃতি সর্বৈরেব সূরিভিরস্থাদরঃ কৃত ইতি দর্শয়তি। লক্ষয়তামিত্যনেন বাচাং স্থিতমবিষয় ইতি পরাস্থতি। লক্ষ্যতেঽনেনেতি লক্ষো লক্ষণম্। লক্ষেণ নিরূপয়ন্তি লক্ষয়ন্তি, তেষাং লক্ষণদ্বারেণ নিরূপয়তা-মিত্যর্থঃ। সহৃদয়ানামিতি। যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে সহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ। যথোক্তম্—

যোঽর্থো হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুষ্কং কাষ্ঠমিবাগ্নিনা॥ ইতি॥

আনন্দ ইতি। রসচর্বণাত্মনঃ প্রাধান্যং দর্শয়ন্ রসধ্বনেরেব সর্বত্র মুখ্যভূতমাত্মত্বমিতি দর্শয়তি। তেন যদুক্তম্—

ধ্বনির্নামাপরো যোঽপি ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকঃ।
তস্য সিদ্ধেঽপি ভেদে স্যাৎ কাব্যাংশত্বং ন রূপতা॥

ইতি তদপহস্তিতং ভবতি। তথা হ্যভিধাভাবনারসচর্বণাত্মকেঽপি ত্র্যংশে কাব্যে রসচর্বণা তাবজ্জীবিতভূতেতি ভবতোঽপ্যবিবাদোঽস্তি। যথোক্তং ত্বয়ৈব—

কাব্যে রসয়িতা সর্বো ন বোদ্ধা ন নিয়োগভাক্, ইতি তদবলঙ্কারধ্বন্যুক্তিপ্রা-য়েনাংশ-মাত্রত্বমিতি সিদ্ধসাধনম্। রসধ্বন্যুক্তিপ্রায়েন তু স্বাভ্যুপগমপ্রসিদ্ধি-সংবেদনবিরুদ্ধমিতি। তত্র কবেস্তাবৎ কীর্ত্যাপি প্রীতিরেব সম্পাদ্যা।

ধ্বনির স্বরূপজ্ঞানপ্রতিষ্ঠা করা হইতেছে প্রয়োজন; শাস্ত্র ও প্রয়োজনের মধ্যে রহিয়াছে সাধ্যসাধন-সম্বন্ধ। ধ্বনির স্বরূপজ্ঞানের প্রয়োজন হইল প্রীতি। সেই কারণে, সহৃদয়গণের প্রীতিসম্পাদনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার ধ্বনিস্বরূপ বলিতেছেন। সহৃদয় ব্যক্তিগণ হইতেছেন এই শাস্ত্রের অধিকারী। অতএব এতদ্দ্বারা অনুবন্ধ-চতুষ্টয় (অধিকারী, অভিধেয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন) বিবৃত হইল।

মূল

৯। তস্য হি ধ্বনেঃ স্বরূপং সকল-সৎকবি-কাব্যোপনিষদ্‌-ভূতম্‌ অতিরমণীয়ম্‌ অণীয়সীভিরপি চিরন্তনকাব্যলক্ষণ-বিধায়িনাং বুদ্ধিভিরনুন্মীলিতপূর্বম্‌ অথ চ রামায়ণ-মহাভারত-প্রভৃতিনি লক্ষ্যে সর্বত্র প্রসিদ্ধব্যবহারং লক্ষয়তাং সহৃদয়ানামানন্দো মনসি লভতাং প্রতিষ্ঠাম্‌ ইতি প্রকাশ্যতে।

যদাহ—'কীর্তিং স্বর্গফলমাহুঃ ইত্যাদি। শ্রোতৃণাং চ ব্যুৎপত্তিপ্রীতী যদ্যপি স্তঃ, যথোক্তম্—

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্তিং প্রীতিং চ সাধুকাব্যনিষেবণম্॥ ইতি—

তথাপি তত্র প্রীতিরেব প্রধানম্। অন্যথা প্রভুসংমিতেভ্যো বেদাদিভ্যো মিত্রসংমিতেভ্যশ্চেতিহাসাদিভ্যো ব্যুৎপত্তিহেতুভ্যঃ কোঽস্য কাব্যরূপস্য ব্যুৎপত্তিহেতোর্জায়াসংমিতত্বলক্ষণো বিশেষ ইতি প্রাধান্যেনানন্দ এবোক্তঃ। চতুর্বর্গব্যুৎপত্তেরপি চানন্দ এব পার্যন্তিকং মুখ্যং ফলম্।

আনন্দ ইতি চ গ্রন্থকৃতো নাম। তেন স আনন্দবর্ধনাচার্য্য এতচ্ছাস্ত্রদ্বারেণ সহৃদয়হৃদয়েষু প্রতিষ্ঠাং দেবতায়তনাদিবদনশ্বরীং স্থিতিং গচ্ছত্বিতি ভাবঃ। যথোক্তম্

উপেয়ুষামপি দিবং সন্নিবন্ধবিধায়িনাম্।
আস্ত এব নিরাতঙ্কং কান্তং কাব্যময়ং বপুঃ॥ ইতি॥

যথা মনসি প্রতিষ্ঠা এবংবিধমস্য মনঃ, সহৃদয়চক্রবর্তী খল্বয়ং গ্রন্থকৃদিতি যাবৎ। যথা—'যুদ্ধে প্রতিষ্ঠাং পরমার্জুনস্য' ইতি; স্বনামপ্রকটীকরণং শ্রোতৃণাম প্রবৃত্ত্যঙ্গমেব সম্ভাবনাপ্রত্যয়োৎপাদনমুখেনেতি গ্রন্থান্তে বক্ষ্যামঃ। এবং গ্রন্থকৃতঃ কবেঃ শ্রোতুশ্চ মুখ্যং প্রয়োজনমুক্তম্। ১॥১

অনুবাদ

সকল সৎকবির কাব্যের জীবনস্বরূপ, অতিরমণীয়, প্রাচীন কাব্য-লক্ষণকারিগণের সূক্ষবুদ্ধিও পূর্বে যাহার স্বরূপ প্রকটিত করিতে অসমর্থ, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত উল্লেখযোগ্য কাব্যে যাহার প্রসিদ্ধ ব্যবহার সহৃদয়গণ লক্ষ্য করিয়াছেন সেই ধ্বনির স্বরূপ সহৃদয়গণের মনে আনন্দকে প্রতিষ্ঠিত করুক—এই উদ্দেশ্যে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

বাসুদেব

বৃত্তির এই অংশে বাক্যটির কর্তৃপদ হইতেছে 'ধ্বনেঃ স্বরূপম্'। ইহার বিশেষণসমূহ হইতেছে—"সকলসৎকবিকাব্যোপনিষদ্‌ভূতম্, অতিরমণীয়ম্, চিরন্তনকাব্যলক্ষণবিধায়িনাম্ অণীয়সীভিঃ বুদ্ধিভিঃ অনুন্মীলিতপূর্বং, রামায়ণমহাভারতপ্রভৃতিনি লক্ষ্যে সর্বত্র প্রসিদ্ধ-ব্যবহারম্"—এইগুলি; শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্য্যের মতে এই সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা পূর্বোল্লিখিত পঞ্চ সন্দেহের খণ্ডন সূচিত হইয়াছে।

পূর্বে ধ্বনিপ্রতিপক্ষগণের বক্তব্য বলিতে গিয়া বৃত্তি-অংশে—'কস্মিংশ্চিৎ অপ্রদর্শিতে প্রকারলেশে', ভাক্তমাহুস্তমন্যে' "অপূর্বসমাখ্যামাত্রকরণে" 'উক্তেষু এব চারুত্বহেতুষু অন্তর্ভাবাৎ', 'তৎসময়ান্তঃপাতিনঃ" 'ন সকল বিদ্বন্মনোগ্রাহিতামবলম্বতে' 'ধ্বনেস্তত্ত্বং গিরামগোচরম্' ইত্যাদি পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে (১) কস্মিংশ্চিৎ অপ্রদর্শিতে প্রকার লেশে,' 'অপূর্বসমাখ্যামাত্রকরণে' 'উক্তেষু এব চারুত্ব-

---

লোচন টীকা

নমু 'ধ্বনিস্বরূপং ব্রূম' ইতি প্রতিজ্ঞায় বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্যৌ দ্বৌ ভেদাবর্থস্যেতি বাচ্যাভিধানে কা সঙ্গতিঃ কারিকায়া ইত্যাশঙ্ক্য সঙ্গতিং কর্তুমবতরণিকাং করোতি তত্রেতি। এবংবিধেহভিধেয়ে প্রয়োজনে চ স্থিত ইত্যর্থঃ। ভূমিরিব ভূমিকা। যথা অপূর্বনির্মাণে চিকীর্ষিতে পূর্বং ভূমির্বিরচ্যতে, তথা ধ্বনিস্বরূপে প্রতীয়-মানাখ্যে নিরূপয়িতব্যে নির্বিবাদসিদ্ধবাচ্যাভিধানং ভূমিঃ। তৎপৃষ্ঠেহধিক-প্রতীয়মানাংশোল্লিঙ্গনাৎ।

বাচ্যেন সমশীর্ষিকতয়া গণনং তস্যাপ্যনপহ্নবনীয়ত্বং প্রতিপাদয়িতুম্।

হেতুষু অন্তর্ভাবাৎ,' 'তৎসময়ান্তঃপাতিনঃ' 'সকলবিদ্বন্মনোগ্রাহি তামবলম্বতে'—প্রভৃতি পদের প্রয়োগে তিনপ্রকারের অনস্তিত্ববাদের কথা বলা হইয়াছে। অভিনবগুপ্তপাদ বলেন--বৃত্তির 'সকল' ও 'সৎকবি' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা 'কস্মিংশ্চিৎ প্রকার লেশে' এই আপত্তির নিরাকরণ হইয়াছে। 'উপনিষদ্‌ভূতম্' এই শব্দের দ্বারা অপূর্বসমাখ্যা-মাত্রকরণ'—এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে। 'অণীয়সীভিঃ' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ধ্বনি যে গুণ ও অলংকারের অন্তর্ভূত নহে—তাহা সূচিত হইয়াছে 'অথ চ'—এই শব্দগুলির দ্বারা আপত্তির 'তৎসময়ান্তঃপাতিনঃ'—এই অংশে যে সংকেতানুবর্ত্তিতার আশংকা করা হইয়াছে—তাহা নিরাকৃত 'হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতাদি' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে সকল পণ্ডিত ও মহাকবিই ধ্বনিতত্ত্বকে সমাদর করিয়াছেন,। 'অতিরমণীয়ম্' এই শব্দের প্রয়োগের দ্বারা ধ্বনির ভক্তিত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। এবং 'লক্ষয়তাম্' শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে ধ্বনির লক্ষণ করা যায়, অর্থাৎ, ইহা অনির্বচনীয় নহে। এতদ্দ্বারা 'ধ্বনেস্তত্বং গিরামগোচরম্' এই মত খণ্ডিত হইল। এই ভাবে বৃত্তিকার একটী বাক্যে সংক্ষেপে সকল আপত্তির খণ্ডন সূচিত করিয়াছেন।

বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে ধ্বনির স্বরূপ সহৃদয়গণ লক্ষ্য করিয়াছেন। সহৃদয়গণই ধ্বনির স্বরূপতত্ত্ব বুঝিবার একমাত্র অধিকারী ; তাহা হইলে 'সহৃদয়ের' লক্ষণ কি? আচার্য্য অভিনবগুপ্তপাদ তাঁহার অভি

স্বতাবিত্যনেন 'যঃ সমাম্নাতপূর্ব, ইতি দ্রঢ়য়তি। 'শব্দার্থশরীরং কাব্যমি'তি যদুক্তং তত্র শরীরগ্রহণাদেব কেনচিদাত্মনা তদনুপ্রাণকেন ভাব্যমেব। তত্র শব্দস্তাবচ্ছরীর-ভাগ এব সন্নিবিশতে সর্বজনসংবেদ্যধর্মত্বাৎ স্থূলকৃশাদিবৎ। অর্থঃ পুনঃ সকলজনসং-বেদ্যো ন ভবতি। ন হ্যর্থমাত্রেণ কাব্যব্যপদেশঃ ; লৌকিক-বৈদিকবাক্যেষু তদভাবাৎ। তদাহ—সহৃদয়শ্লাঘ্য ইতি। স এক এবার্থো দ্বিশাখতয়া বিবেকি-ভির্বিভাগবুদ্ধ্যা বিভজ্যতে।

তথাহি—তুল্যেঽর্থেরূপত্বে কিমিতি কস্মৈচিদেব সহৃদয়াঃ শ্লাঘন্তে। তদ্ভবিতব্যং তত্র কেনচিদ্বিশেষেণ। যো বিশেষঃ, স প্রতীয়মানভাগো বিবেকিভির্বিশেষহেতুত্বা-দাত্মেতি ব্যবস্থাপ্যতে। বাচ্যসংবলনাবিমোহিতহৃদয়ৈস্তু তৎপৃথগ্‌ভাবে বিপ্রতি-

বিখ্যাত সংজ্ঞায় এসম্বন্ধে বলিয়াছেন 'যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা ত এব সহৃদয়-সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ,' অর্থাৎ 'সহৃদয়' হইতেছেন তাঁহারাই, কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশতঃ যাঁহাদের হৃদয়দর্পণ অতিশয় নির্মল বা স্বচ্ছ হইয়াছে এবং তাহার ফলে যাঁহারা কাব্যে বর্ণনীয় বিষয়-বস্তুর সহিত তন্ময়তা লাভের যোগ্য হইয়াছেন।

বৃত্তিতে ব্যবহৃত আনন্দো মনসি লভতাম্ প্রতিষ্ঠাম' এই অংশে 'আনন্দ' শব্দের শ্লিষ্ট প্রয়োগ লক্ষণীয়; 'আনন্দ' শব্দের দ্বারা দেখান হইয়াছে কাব্যে রসচর্বণাত্মা আনন্দই প্রধান এবং সর্বত্রই আনন্দের প্রধানতম হেতু হইতেছে রসধ্বনি। আবার এই গ্রন্থের রচয়িতা হইতেছেন আনন্দবর্ধন। সহৃদয়শিরোমণি আনন্দবর্ধন এই গ্রন্থরচনার দ্বারা দেহান্তের পরেও সকল-সহৃদয়মনে শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা লাভ করুন—ইহাও এই অংশে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। নিজের নাম প্রকাশের দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনে সম্ভাবনা ও বিশ্বাস উৎপাদনপূর্বক শ্রোতৃবর্গকে গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত করানোই ইহার উদ্দেশ্য। শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্য্য বলিয়াছেন এইভাবে—গ্রন্থকার, কবি ও শ্রোতার—মুখ্য প্রয়োজন উক্ত হইল।

পশ্যতে, চার্বাকৈরিবাত্মপৃথগ্‌ভাবে। অত এব অর্থ ইত্যেকতয়োপক্রম্য সহৃদয়শ্লাঘ্য ইতি বিশেষণদ্বারা হেতুমভিধায়াপোদ্ধারদৃশা তস্য দ্বৌ ভেদাবংশাবিত্যুক্তম্, ন তু দ্বাবপ্যাত্মানৌ কাব্যস্যেতি।

কারিকাভাগগতং কাব্যশব্দং ব্যাকর্তুমাহ—কাব্যস্য ইতি ললিতশব্দেন গুণালঙ্কারানুগ্রহমাহ। উচিতশব্দেন রসবিষয়মেবৌচিত্যং ভবতীতি দর্শয়ন্ রসধ্বনে র্জীবিতত্বং সূচয়তি। তদভাবে হি কিমপেক্ষয়েদমৌচিত্যং নাম সর্বত্রোদ্ঘোষ্যত ইতি ভাবঃ। যোঽর্থ ইতি যদানুবদন্ পরেণাপ্যেতত্তাবদভ্যুপগতমিতি দর্শয়তি' তস্যেত্যাদিনা তদভ্যুপগম এব দ্ব্যংশত্বে সত্যুপপদ্যত ইতি দর্শয়তি। তেন যদুক্তম্ চারুত্ব-হেতুত্বাদ্ গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তো ন ধ্বনিঃ' ইতি, তত্র ধ্বনেরাত্মস্বরূপত্বাদ্ধেতুর সিদ্ধ ইতি দর্শিতম্। ন হ্যাত্মা চারুত্বহেতুর্দেহস্যেতি ভবতি। অথাপ্যেবং স্যাত্তথাপি বাচ্যোঽনৈকান্তিকো হেতুঃ। ন হ্যলঙ্কার্য্য এবালঙ্কারঃ, গুণী এব গুণঃ। এতদর্থমপি বাচ্যাংশোপক্ষেপঃ। অতএব বক্ষ্যতি—'বাচ্যঃ প্রসিদ্ধঃ' ইতি ॥ ২ ॥১০

মূল

১০। তত্র ধ্বনেরেব লক্ষয়িতুমারব্ধস্য ভূমিকাং রচয়িতুমিদমুচ্যতে—

যোঽর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মেতি ব্যবস্থিতঃ।
বাচ্য-প্রতীয়মানাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ॥ ২

কাব্যস্য হি ললিতোচিতসন্নিবেশচারুণঃ শরীরস্যেবাত্মা সাররূপতয়া স্থিতঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যো যোঽর্থস্তস্য বাচ্যঃ প্রতীয়মানশ্চেতি দ্বৌ ভেদৌ।

অনুবাদ

সেই বিষয়ে, ধ্বনিরই লক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া ভূমিকা রচনা করিবার জন্য ইহা বলা হইতেছে—

সহৃদয়গণের প্রশংসাযোগ্য যে অর্থ কাব্যের আত্মারূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে—তাহার দুইটি ভেদ—বাচ্য অর্থ ও প্রতীয়মান অর্থ—এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

লালিত্য ও ঔচিত্যের সন্নিবেশহেতু চারুত্বপ্রাপ্ত, কাব্যশরীরের আত্মার ন্যায় সাররূপে অবস্থিত এবং সহৃদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত যে অর্থ আছে, তাহার দুইটি ভেদ—বাচ্য ও প্রতীয়মান।

বাসুদেব

অতঃপর ধ্বনিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার ভূমিকা রচনা করা হইতেছে। ভূমিকা বা ভিত্তি রচনা না হইলে কোন বস্তু নির্মিত হইতে পারে না। এই গ্রন্থে যে তত্ত্ব রচিত হইবে তাহা হইতেছে ধ্বনিতত্ত্ব। প্রতীয়মানাখ্য ধ্বনিতত্ত্ব নির্ণয় করার ভিত্তিস্বরূপ হইতেছে নির্বিবাদসিদ্ধ বাচ্যার্থ। সেই কারণে বাচ্যার্থের পরে প্রতীয়মানার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। লেখক পূর্বে বলিয়াছেন—'ধ্বনির স্বরূপ বলিতেছি'; আবার এইখানে বলিতেছেন অর্থের দুই প্রকার ভেদ আছে। ধ্বনিতত্ত্ব বলিতে গিয়া অর্থের ভেদের কথা উল্লেখের প্রয়োজন কি? লেখক বলিতেছেন—প্রয়োজন হইতেছে ধ্বনিতত্ত্বের ভূমিকা রচনা।

কাব্যাত্মারূপে ব্যবস্থিত অর্থের বাচ্য ও প্রতীয়মান এই দুইভেদ স্বীকার করিয়া ধ্বনিকার—বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মানার্থ—উভয় প্রকার

অর্থকেই সমান প্রাধান্য দিয়াছেন। এতদ্দ্বারা গ্রন্থকার ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে বাচ্যার্থের ন্যায় প্রতীয়মান অর্থেরও অপহ্নব (গোপনতা) সম্ভব নহে।

পূর্বে বলা হইয়াছে 'শব্দার্থশরীরং তাবৎ কাব্যম্'; এখানে বলা হইতেছে 'অর্থঃ কাব্যাত্মেতি ব্যবস্থিতঃ'। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে হয়—কাব্যের শরীর হইতেছে শব্দ ও আত্মা হইতেছে অর্থ। শব্দ কাব্যের শরীর বটে; কারণ দেহের স্থূলত্ব, কৃশত্ব প্রভৃতির ন্যায় শব্দের ধর্মও সর্বজনসংবেদ্য। আত্মা যেমন সর্বজনসংবেদ্য নহে, আত্মাভজন-তৎপরব্যক্তিগণেরই উপলব্ধিযোগ্য, সেইরূপ অর্থও সকলের উপলব্ধির বিষয় নহে—কেবল সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্য।

আবার শব্দের অর্থ থাকিলেই কাব্য হয় না; লৌকিক ও বৈদিক বাক্যে শব্দের অর্থ আছে, কিন্তু তাহা কাব্য নয়; তাহা হইলে শব্দের অর্থের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য থাকিতে হইবে, যাহাতে তাহা কাব্য হইতে পারে। বাচ্যার্থের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য নাই, প্রতীয়মান অর্থের মধ্যেই সেই বৈশিষ্ট্য আছে। বাচ্যার্থের অন্তরালে বা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া যে প্রতীয়মান অর্থ আছে ও যাহা 'সহৃদয়-শ্লাঘ্য' তাহাই হইতেছে 'কাব্যাত্মা'। এখানে কাব্যের আত্মার দুই বিভাগ বলা হয় নাই, অর্থের দুই ভেদের কথাই বলা হইয়াছে।

বৃত্তির 'ললিত' শব্দের দ্বারা গুণ ও অলংকারকে বুঝাইতেছে; 'উচিত' শব্দের দ্বারা রসেরই ঔচিত্য হয় ইহা দেখাইয়া রসধ্বনিই যে কাব্যের প্রাণ তাহা সূচিত করা হইয়াছে

প্রতীয়মান অর্থ বা ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলায় ইহা যে গুণ ও অলংকারের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না—তাহা বলা হইল। আত্মা দেহের চারুত্বের হেতু হইতে পারে না এবং হইলেও বাচ্য অর্থ সেই হেতু হইতে পারে না। বাচ্যার্থ অলংকার সৃষ্টি করে। সেই অলংকার কাব্যশরীরের চারুত্ববিধান করে। শরীরের চারুত্ব আত্মাতে থাকিতে পারে না। সেই কারণে আত্মস্বরূপে ব্যবস্থিত 'ধ্বনিতে' দেহের ধর্ম চারুত্ব থাকিতে পারে না। কারণ যাহা অলংকার, তাহা অলংকার্য্য

হইতে পারে না ; এই কারণেও বাচ্যার্থের কথা বলা হইল—কেবল ভূমিকা রচনার জন্য নহে।

মূল

১১। তত্র বাচ্যঃ প্রসিদ্ধো যঃ প্রকারৈরুপমাদিভিঃ।
বহুধা ব্যাকৃতঃ সোঽন্যৈঃ—
কাব্যলক্ষণবিধায়িভিঃ।
ততো নেহ প্রতন্যতে ॥৩
কেবলমনূদ্যতে পুনর্যথোপযোগমিতি।

অনুবাদ

তন্মধ্যে বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ—উপমা প্রভৃতি নানা প্রকারের দ্বারা অন্যান্য লেখকগণ তাহার বহু প্রকারে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। (অন্যান্য লেখকগণ কর্তৃক অর্থাৎ) কাব্য-লক্ষণ-কারিগণের দ্বারা। সেই কারণে এখানে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হইল না। কেবল প্রয়োজনমত পুনরুল্লেখ করা হইল।

বাসুদেব

অর্থের দুইটি ভেদ থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে বাচ্যার্থের কথা এই শ্লোকে সামান্য ভাবে উল্লিখিত হইল ! কারণ বাচ্যার্থ সুপ্রসিদ্ধ। অন্যান্য আলংকারিকগণ—ভামহ দণ্ডী প্রভৃতি—উপমাদি নানা অলংকারের বিচার-মুখে বাচ্যার্থের বিস্তৃত ও বহুধা আলোচনা করিয়াছেন। এজন্য এখানে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইল না—প্রয়োজনবশতঃ কেবলমাত্র পুনরুল্লিখিত হইল। 'প্রতন্যতে' শব্দে 'প্র' উপসর্গের দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে বাচ্যার্থ প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বলিয়া ইহার বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নাই; যাহা অজ্ঞাত বা অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত তাহার কথাই বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

লোচন-টীকা

তত্রেতি। দ্ব্যংশত্বে সত্যপীত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধ ইতি। বনিতাবদনোদ্যানেন্দূদয়াদিলৌকিক এবেত্যর্থঃ। উপমাদিভিঃ প্রকারৈঃ স ব্যাকৃতো বহুধেতি সঙ্গতিঃ। অন্যৈরিতি কারিকাভাগং কাব্যেত্যাদিনা ব্যাচষ্টে। 'ততো নেহ প্রতন্যত' ইতি বিশেষপ্রতিষেধেন শেষাভ্যনুজ্ঞেতি দর্শয়তি—কেবলমিত্যাদিনা ।৩।১১॥

মূল

১২। প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব
বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং
বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥৪

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বাচ্যাদ্ বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্। যত্তৎ সহৃদয়-সুপ্রসিদ্ধং প্রসিদ্ধেভ্যোঽলংকৃতেভ্যঃ প্রতীতেভ্যো বা অবয়বেভ্যো ব্যতিরিক্তত্বেন প্রকাশতে লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু! যথা হি অঙ্গনাসু লাবণ্যং পৃথঙ্ নির্বর্ণ্যমানং নিখিলাবয়বব্যতিরেকি কিমপ্যন্যদেব সহৃদয়-লোচনামৃতং তত্ত্বান্তরং তদ্বদেব সোঽর্থঃ ॥

অনুবাদ

আবার, মহাকবিগণের বাণীতে অপর একটি বস্তু আছে: তাহা রমণীগণের প্রসিদ্ধ দেহসৌষ্ঠব হইতে অতিরিক্ত লাবণ্যের মত শোভা পাইয়া প্রকাশিত হয়।

আবার মহাকবিদের বাণীতে বাচ্য (অর্থ) হইতে পৃথক প্রতীয়মান (অর্থ) নামে অন্য এক বস্তু অবশ্যই আছে। রমণীগণের লাবণ্য যেমন দেহ হইতে অতিরিক্তভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ (প্রতীয়মান অর্থ নামে) যাহা আছে. সহৃদয়গণের নিকট সুপ্রসিদ্ধ সেই অর্থ—প্রসিদ্ধ অলংকারসমূহ হইতে পৃথকভাবে প্রতীত হইয়া প্রকাশিত হয়। যেমন রমণীগণের লাবণ্য পৃথগ্‌ভাবে বর্ণনীয় সর্বাবয়বাতিরিক্ত এমন একটি পৃথক বস্তু, যাহা সহৃদয়গণের নয়নামৃত স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়, এই অর্থও তদ্রূপ।

বাসুদেব

উদ্ধৃত কারিকায় ও বৃত্তিতে প্রতীয়মান অর্থ কিরূপ তাহা বলা হইতেছে। এখানে ধ্বনির লক্ষণ দেওয়া হইতেছে না, দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহার ভাসমানত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

লোচন টীকা

অন্যদেব বস্ত্বিতি। পুনশ্‌শব্দো বাচ্যাদ্বিশেষদ্যোতকঃ। তদ্ব্যতিরিক্তং সারভূতং চেত্যর্থঃ। মহাকবীনামিতি বহুবচনমশেষবিষয়ব্যাপকত্বমাহ। এতদভি-

কারিকায় উল্লিখিত 'পুনঃ' শব্দের দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে বাচ্যার্থ হইতে প্রতীয়মান অর্থ পৃথক। ইহা বাচ্যাতিরিক্ত ও কাব্যের জীবনীভূত; 'মহাকবীনাম্' শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ ইহাই দেখাইতেছে যে ধ্বনির অশেষ বিষয়ে ব্যাপকত্ব আছে। 'প্রতীয়মানম্' শব্দের দ্বারা ইহা বুঝান হইল যে ধ্বনির অস্তিত্ব আছে; কারণ যাহার অস্তিত্ব আছে তাহাই ভাসমান বা প্রতীয়মান হইতে পারে। অস্তিত্বহীন বস্তুর প্রকাশ হয় না।

'প্রসিদ্ধ'—এই শব্দের দুইটি অর্থ—(১) ইহা সকলের বোধগম্য এবং (২) ইহা অলংকৃত; এতদ্দ্বারা সর্বপ্রতীতিত্ব ও অলংকৃতত্ব প্রদর্শিত হইল। 'প্রসিদ্ধ' হইতেছে সর্বজনবোধ্য বাচ্যার্থ। ইহা হইতেছে ধর্মী। বাচ্যার্থ হইতে পৃথক প্রতীয়মানের সহিত এই বাচ্যার্থ যুক্ত থাকে। যেমন লাবণ্যযুক্ত রমণীর দেহের মাধ্যমেই তদ্ব্যতিরিক্ত লাবণ্য প্রতিভাত হয়, সেইরূপ বাচ্যার্থের মাধ্যমেই প্রতীয়মান অর্থ প্রকাশিত হয়।

ধান্যমানপ্রতীয়মানানুপ্রাণিতকাব্যনির্মাণনিপুণপ্রতিভাভাজনত্বেনৈব মহাকবিব্যপদেশো ভবতীতি ভাবঃ। যদেবংবিধমস্তি তদ্ভাতি। ন হ্যত্যন্তাসতো ভানমুপপন্নম্; রজতাদ্যপি নাত্যন্তমসদ্ভাতি। অনেন সত্ত্বপ্রযুক্তং ভাবদ্ভানমিতি ভানাৎ সত্ত্বমবগম্যতে। তেন যদ্ভাতি তদস্তি তথেত্যুক্তং ভবতি। তেনায়ং প্রয়োগার্থঃ—প্রসিদ্ধং বাচ্যং ধর্মি, প্রতীয়মানেন ব্যতিরিক্তেন তদ্বৎ, তয়া ভাসমানত্বাৎ—লাবণ্যোপেতাঙ্গনাঙ্গবৎ। প্রসিদ্ধশব্দস্য সর্বপ্রতীতত্বমলঙ্কৃতত্বং চার্থঃ। যত্তদিতি সর্বনামসমুদায়শ্চমৎকারসারতাপ্রকটীকরণার্থমব্যপদেশ্যত্বমন্যোন্যসংবলনাকৃতং চাব্যতিরেকভ্রমং দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্দর্শয়তি। এতচ্চ কিমপি ইত্যাদিনা ব্যাচষ্টে। লাবণ্যং হি নামাবয়বসংস্থানাভিব্যঙ্গ্যমবয়বব্যতিরিক্তং ধর্মান্তরমেব। ন চাবয়বানামেব নির্দোষতা ভূষণযোগো বা লাবণ্যম্, পৃথঙ্‌নির্বণ্যমানকাণাদিদোষশূন্যশরীরাবয়বযোগিন্যামপ্যলঙ্কৃতায়ামপি লাবণ্যশূন্যেয়মিতি, অতথাভূতায়ামপি কস্যাশ্চিল্লবণ্যামৃতচন্দ্রিকেয়মিতি সহৃদয়ানাং ব্যবহারাৎ।

ননু লাবণ্যং তাবদ্ ব্যতিরিক্তং প্রথিতম্। প্রতীয়মানং কিং তদিত্যেব ন জানীমঃ, দূরেতু ব্যতিরেকপ্রথেতি। তথা ভাসমানত্বমসিদ্ধো হেতুরিত্যাশঙ্ক্য স

কারিকায় 'যৎ' এবং 'তৎ'-এই দুইটি সর্বনাম প্রয়োগের দ্বারা দেখানো হইয়াছে যে দৃষ্টান্ত (লাবণ্য) এবং দার্ষ্টান্তিকের (প্রতীয়মান অর্থ) সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। পরস্পরের সংমিশ্রনজনিত ভ্রমের ফলেই লাবণ্যকে দেহ হইতে এবং প্রতীয়মান অর্থকে বাচ্যার্থ হইতে অভিন্ন মনে করা হয়।

বৃত্তিতে উল্লিখিত 'কিম্ অপি অন্যদেব'—প্রভৃতির দ্বারা লাবণ্য এবং প্রতীয়মান অর্থের প্রাণ যে চমৎকার বা আনন্দ—তাহা বলা হইয়াছে।

'লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু'—এই উপমা প্রয়োগের সার্থকতা এইরূপ :—

অবয়বসংস্থানের দ্বারা লাবণ্য প্রকাশিত হইলেও ইহা দেহাতিরিক্ত একটি নূতন ধর্ম—দেহের দোষশূন্যতা বা অঙ্গে অলংকারসংযোগ নহে ; কারণ নির্দোষদেহযুক্তা ও সাংলকারা রমণী লাবণ্যহীনা হইতে পারেন ; আবার অলংকারহীনা নারীরও নয়নানন্দদায়ী লাবণ্য থাকিতে পারে। সেইরূপ গুণ ও অলংকার থাকিলেও কাব্য না হইতে পারে, আবার কেবলমাত্র ধ্বনি থাকিলেও কাব্য হইতে পারে। অতএব

হ্যর্থ ইত্যাদিনা স্বরূপং তস্যাভিধত্তে। সর্বেষু চেত্যাদিনা চ ব্যতিরেকপ্রথাং সাধয়িষ্যতি। অত্র প্রতীয়মানস্য তাবদ্ দ্বৌ ভেদৌ—লৌকিকঃ কাব্যব্যাপারৈক-গোচরশ্চেতি। লৌকিকঃ যঃ স্বশব্দবাচ্যতাং কদাচিদধিশেতে, স চ বিধিনিষেধা-দ্যনেকপ্রকারো বস্তুশব্দেনোচ্যতে। সোঽপি দ্বিবিধঃ—যঃ পূর্বং ক্বাপি বাক্যার্থেঽ-লঙ্কারভাবমুপমাদিরূপতয়ান্বভূৎ, ইদানীং ত্বনলঙ্কাররূপ এবান্যত্র গুণীভাবাভাবাৎ, স পূর্বপ্রত্যভিজ্ঞানবলাদলংকারধ্বনিরিতি ব্যপদিশ্যতে ব্রাহ্মণশ্রমণন্যায়েন। তদ্রূপতাভাবেন তূপলক্ষিতং বস্তুমাত্রমুচ্যতে। মাত্রগ্রহণেন হি রূপান্তরং নিরাকৃতং। যস্তু স্বপ্নেঽপি ন স্বশব্দবাচ্যো ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ, কিং তু শব্দসমর্প্যমাণহৃদয়সংবাদসুন্দর-বিভাবানুভাবসমুদিতপ্রাঙ্ নিবিষ্টরত্যাদি-বাসনানুরাগসুকুমারস্বসংবিদানন্দচর্বণাব্যাপার-রসনীয়রূপো রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈ-কগোচরো রসধ্বনিরিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়াত্মেতি।

যদুচে ভট্টনায়কেন—'অংশত্বং ন রূপতা' ইতি তদ্বস্ত্বলঙ্কারধ্বন্যোরেব যদি নামোপালম্ভঃ রসধ্বনিস্তু তেনৈবাত্মতয়াঙ্গীকৃতঃ, রসচর্বণাত্মনস্তৃতীয়স্যাংশস্যাভি-ধাভাবনাংশদ্বয়োত্তীর্ণত্বেন নির্ণয়াৎ, বস্ত্বলঙ্কারধ্বন্যো রসধ্বনিপর্যন্তত্বমেবেতি বয়মেব বক্ষ্যামস্তত্রেত্যাস্তাং তাবৎ ॥১২

ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যার্থ হইতে পৃথক ও তাহার অতিরিক্ত, যদিও বাচ্যার্থের মাধ্যমেই ধ্বনি প্রকাশিত হয়।

মূল

১৩। স হ্যর্থো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তং বস্তুমাত্রমলংকারা রসাদয়শ্চেত্যনেকপ্রভেদপ্রভিন্নো দর্শয়িষ্যতে। সর্বেষু চ তেষু প্রকারেষু তস্য বাচ্যাদন্যত্বম্।

অনুবাদ

সেই অর্থ যে বাচ্যার্থের শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া—বস্তুমাত্র, অলংকারসমূহ ও রসাদি—প্রভৃতি নানাভাবে বিভিক্ত হয়—তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে; এবং সেই সমস্ত প্রকারেরই মধ্যে বাচ্যার্থ হইতে তাহার (প্রতীয়মান অর্থের) বিভিন্নতা (দেখা যাইবে)।

বাসুদেব

অতঃপর বৃত্তিকার ধ্বনির তিনটি প্রভেদ—বস্তুধ্বনি, অলংকার-ধ্বনি ও রসধ্বনির কথা উল্লেখ করিয়া তিনটিতেই ধ্বনির সাধারণ লক্ষণ করিতেছেন—'বাচ্যাদন্যত্বম্'—ইহা বাচ্যার্থ হইতে পৃথক।

লোচন টীকা

বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তমিতি ভেদত্রয়-ব্যাপকং সামান্যলক্ষণম্। যদ্যপি হি ধ্বননং শব্দস্যৈব্য ব্যাপারঃ, তথাপ্যর্থসামার্থ্যস্য সহকারিণঃ সর্বত্রানপায়াদ্বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তত্বম্। শব্দশক্তিমূলানুরণনব্যঙ্গ্যেঽপ্যর্থসামর্থ্যাদেব প্রতীয়মানাবগতিঃ, শব্দশক্তিঃ কেবলমবান্তরসহকারিণীতি বক্ষ্যামঃ।১৩

লোচন টীকা

দূরং বিভেদবানিতি। বিধিনিষেধৌ বিরুদ্ধাবিতি ন কস্যচিদপি বিমতিঃ। এতদর্থং প্রথমং তাবেব উদাহরতি—

'ভ্রম ধার্মিক বিশ্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিত স্তেন।
গোদাবরীনদীকূললতা গহনবাসিনা দৃপ্তসিংহেন॥

কস্যাশ্চিৎ সঙ্কেতস্থানং জীবিতসর্বস্বায়মানং ধার্মিকসঞ্চরণান্তরায়দোষাত্তদবলুপ্যমানপল্লবকুসুমাদিবিচ্ছায়ীকরণাচ্চ পরিত্রাতুমিয়মুক্তিঃ। তত্র স্বতঃসিদ্ধমপি ভ্রমণং শ্বভয়েনাপোদিতমিতি প্রতিপ্রসবাত্মকো নিষেধাভাবরূপঃ, ন তু নিয়োগঃ প্রৈষাদিরূপোঽত্র বিধিঃ, অতিসর্গপ্রাপ্ত কালয়োর্হ্যয়ং লোট্। তত্র ভাবতদ-

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রতীয়মান যে কি তাহাই তো অজ্ঞাত ; মূল বস্তু জানা না থাকিলে তাহার ব্যতিরিক্তত্বের কথা আসে না। সেই কারণে 'স হ্যর্থঃ—ইত্যাদির দ্বারা লেখক প্রতীয়মানের স্বরূপ বলিতেছেন। 'সর্বেষু চ তেষু প্রকারেষু' বলিয়া যে পরবর্তী বাক্য আছে, তাহাতে বাচ্যার্থ হইতে প্রতীয়মান অর্থের বিভিন্নতার কথা বলা হইয়াছে।

সেই প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যার্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া বস্তু, অলংকার ও রসাদিধ্বনি সৃষ্টি করে। তাহা হইলে বস্তু-ধ্বনি, অলংকার-ধ্বনি ও রসধ্বনি এই তিন প্রকার ধ্বনিরই সাধারণ লক্ষণ হইতেছে—'বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তম্'—এই শব্দটি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে উক্ত তিনপ্রকার ধ্বনিই বাচ্যার্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত। ধ্বনন-কার্য্য শব্দেরই ব্যাপার ; কিন্তু তাহাতে অর্থের শক্তির সহকারিতা সর্বদাই থাকে, কখনও নষ্ট হয় না ; সেই কারণে ধ্বনি সব সময়েই বাচ্য অর্থের শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়। শব্দশক্তিমূলক অনুরণনব্যঙ্গ্যে ইহা ঘটিয়া থাকে। সেই কারণেই বলা হইল 'বাচ্য-সামর্থ্যাক্ষিপ্তম্' !

ভাবয়ো র্বিরোধাদ্ দ্বয়োস্তাবন্ন যুগপদ্বাচ্যতা, ন ক্রমেণ, বিরম্যব্যাপারাভাবাৎ। 'বিশেষ্যং নাভিধা গচ্ছেৎ' ইত্যাদিনাভিধাব্যাপারস্য বিরম্য ব্যাপারসংভবাভিধানাৎ।

নন্বু তাৎপর্যাশক্তিরপর্য্যবসিতা বিবক্ষয়া দৃপ্তধার্মিকতদাদিপদার্থানন্বয়রূপ-মুখ্যার্থবাধবলেন বিরোধনিমিত্তয়া বিপরীতলক্ষণয়া চ বাক্যার্থীভূতনিষেধ-প্রতীতিমভিহিতান্বয়দৃশা করোতি ইতি শব্দশক্তিমূল এব সোঽর্থঃ। এবমনেনোক্ত-মিতি হি ব্যবহারঃ, তন্ন বাচ্যাতিরিক্তোঽন্যোঽর্থ ইতি।

নৈতৎ ; ত্রয়ো হ্যত্র ব্যাপারাঃ সংবেদ্যন্তে—পদার্থেষু সামান্যাত্মস্বভি-ধাব্যাপারঃ, সময়াপেক্ষয়ার্থাবগমনশক্তির্হ্যভিধা। সময়শ্চ তাবত্যেব, ন বিশেষাংশে আনন্ত্যাদ্ব্যভিচারাচ্চৈকস্য। ততো বিশেষরূপে বাক্যার্থে তাৎপর্য্যশক্তিঃ পরস্পরা-ন্বিতে. সামান্যান্যান্যথাসিদ্ধের্বিশেষং গময়ন্তি হি ইতি ন্যায়াৎ। তত্র চ দ্বিতীয়-কক্ষ্যায়াং ভ্রম ইতি বিধ্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিৎ প্রতীয়তে, অন্বয়মাত্রস্যৈব প্রতিপন্নত্বাৎ। ন হি 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ', 'সিংহো বটুঃ, ইত্যত্র যথান্বয় এব বুভুষণ প্রতিহন্যতে, যোগ্যতাবিরহাৎ ; তথা তব ভ্রমণনিষেদ্ধা স শ্বা সিংহেন হতঃ।

বৃত্তিতে বলা হইয়াছে প্রতীয়মান অর্থের—বস্তুমাত্র, অলংকারসমূহ ও রসাদি প্রভৃতি—বিবিধ বিভেদ আছে অর্থাৎ বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসাদিধ্বনির নানা অবান্তরভেদ আছে। এখন প্রতীয়মানের দুইটি প্রভেদ হইতে পারে—লৌকিক ও কেবলমাত্র কাব্যব্যাপার-গোচর। লৌকিক প্রতীয়মান বিধি, নিষেধ প্রভৃতি নানা প্রকার হইতে পারে। 'বস্তু' শব্দের দ্বারা এই সব লৌকিক বিধিনিষেধাদি বুঝায়। আবার বাচ্যত্ব অবস্থায় যাহাতে উপমাদি রূপে অলংকারত্ব ছিল, ব্যঙ্গ্যত্ব অবস্থায় তাহাতে সেই অলংকারত্ব না থাকিলে, তাহা তখন বস্তুমাত্র বলিয়া কথিত হয়। 'বস্তুমাত্র' পদে 'মাত্র'—এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া বস্তুধ্বনি যে অলংকারধ্বনি নয় তাহা প্রমাণ করা হইল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—প্রতীয়মান দুই প্রকারের হইতে পারে লৌকিক ও কেবলমাত্রকাব্যব্যাপারগোচর। লৌকিক প্রতীয়মান কখন কখনও স্বশব্দ-বাচ্য হইতে পারে। কেবলমাত্র-কাব্যব্যাপার-গোচর 'রস' কিন্তু কখনও স্বপ্নেও স্বশব্দবাচ্য ও লৌকিক ব্যবহারের

তদিদানীং ভ্রমণনিষেধকারণবৈকল্যাদ্ ভ্রমণং তবোচিতমিত্যন্বয়স্য কাচিৎ ক্ষতিঃ। অতএব মুখ্যার্থবাধা নাত্র শঙ্ক্যেতি ন বিপরীতলক্ষণায়া অবসরঃ।

ভবতু বাসৌ। তথাপি দ্বিতীয়স্থানসংক্রান্তা তাবদসৌ নভবতি। তথা হি মুখ্যার্থবাধাযাং লক্ষাযাঃ প্রক্লৃপ্তিঃ। বাধা চ বিরোধপ্রতীতিরেব। ন চাত্র পদার্থানাং স্বাত্মনি বিরোধঃ। পরস্পরং বিরোধ ইতি চেৎ—নোঽয়ং তর্হ্যন্বয়ে বিরোধঃ প্রত্যেয়ঃ।

ন চাপ্রতিপন্নেঽন্বয়ে বিরোধপ্রতীতিঃ, প্রতিপত্তিশ্চান্বয়স্য নাভিধাশক্ত্যা, তস্যাঃ পদার্থপ্রতিপত্ত্যুপক্ষীণায়া বিরম্যাব্যাপারাৎ ইতি তাৎপর্য্যশক্ত্যৈবান্বয়-প্রতিপত্তিঃ।

নন্বেবং 'অঙ্গুল্যগ্রে করিবরশতম্; ইত্যত্রাপ্যন্বয়প্রতীতিঃ স্যাৎ। কিং ন ভবত্যন্বয়প্রতীতিঃ দশদাডিমাদিবাক্যবৎ, কিন্তু প্রমাণান্তরেণ সোঽন্বয়ঃ প্রত্যক্ষাদিনা বাধিতঃ—প্রতিপন্নোঽপি শুক্তিকায়াং রজতমিবেতি তদবগমকারিণো বাক্যস্যাপ্রামাণ্যম্। 'সিংহো মানবকঃ' ইত্যত্র দ্বিতীয়কক্ষ্যানিবিষ্টতাৎপর্য্য-শক্তি-সমর্পিতান্বয়বাধকোল্লাসানন্তরমভিধাতাৎপর্য্যশক্তিদ্বয়ব্যতিরিক্তা তাবৎ তৃতীয়ৈব শক্তিস্তদ্বাধকবিধুরীকরণনিপুণা লক্ষণাভিধানা সমুল্লসতি।

অন্তর্গত নহে। তাহা হইলে রস কি? আচার্য অভিনবগুপ্ত ইহার লক্ষণ করিয়াছেন—'শব্দ-সমর্প্যমাণ-হৃদয়-সংবাদ-সুন্দর-বিভাবানুভাব-সমুদিত-প্রাঙ্‌নিবিষ্টরত্যাদি-বাসনানুরাগ-সুকুমার-স্বসংবিদানন্দ-চর্বণ-ব্যাপার-রসনীয়রূপো রসঃ।

["রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের (Consciousness) আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্বনিবিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাবের বাসনা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েই সম্বিৎ আনন্দময় সৌকুমার্য্য প্রাপ্ত হয়। লৌকিক 'ভাবের'-কারণ ও 'কার্য্য, কবির গ্রথিত শব্দে সমর্পিত হ'য়ে সকল হৃদয়ে সমবাদী যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্যপাঠকের ভাবগুলিকে উদ্‌বুদ্ধ করে" ;—ডঃ অতুল চন্দ্র গুপ্ত—কাব্যজিজ্ঞাসা—পৃঃ ১৫)

নন্বেবং 'সিংহো বটু' ইত্যত্রাপি কাব্যরূপতা স্যাৎ; ধ্বননলক্ষণস্যাত্মনোঽত্রাপি সমনন্তরং বক্ষ্যমাণতয়া ভাবাৎ। নন্বু ঘটেঽপি জীবব্যবহারঃ স্যাৎ; আত্মনো বিভুত্বেন তত্রাপি ভাবাৎ। শরীরস্য খলু বিশিষ্টাধিষ্ঠানযুক্তস্য সত্যাত্মনি জীবব্যবহারঃ, ন যস্য কস্যচিদিতি চেৎ—গুণালঙ্কারৌচিত্য-সুন্দরশব্দার্থ-শরীরস্য সতি ধ্বননাখ্যাত্মনি কাব্যরূপতাব্যবহারঃ। ন চাত্মনোঽসারতা কাচিদিতি চ সমানম্। নচৈবং ভক্তিরেব ধ্বনিঃ, ভক্তির্হি লক্ষণাব্যাপার তৃতীয়কক্ষ্যানিবেশী। চতুর্থ্যাং তু কক্ষ্যায়াং ধ্বননব্যাপারঃ; তথা হি—ত্রিতয়সন্নিধৌ লক্ষণা প্রবর্ত্তত ইতি তাবদ্ভবন্ত এব বদন্তি। তত্র মুখ্যার্থবাধা তাবৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরমূলা। নিমিত্তং চ যদভিধীয়তে সামীপ্যাদি তদপি প্রমাণান্তরাবগম্যমেব।

যত্ত্বিদং ঘোষস্যাতিপবিত্রত্বশীতলত্বসেব্যত্বাদিকং প্রয়োজনমশব্দান্তরবাচ্যং প্রমাণান্তরাপ্রতিপন্নম, বটোর্বা পরাক্রমাতিশয়শালিত্বং তত্র শব্দস্য ন তাবন্ন ব্যাপারঃ।

তথাহি তৎসামীপ্যাত্তদ্ধর্মত্বানুমানমনৈকান্তিকম্, সিংহশব্দবাচ্যত্বং চ বটোরসিদ্ধম্। অথ যত্র যত্রৈবং শব্দপ্রয়োগস্তত্র তত্র তদ্ধর্মযোগ ইত্যনুমানম, তস্যাপি ব্যাপ্তিগ্রহণকালে মৌলিকং প্রমাণান্তরং বাচ্যম্,ন চাস্তি। ন চ স্মৃতিরিয়ম্, অননুভূতে তদযোগাৎ, নিয়মাপ্রতিপত্তে র্বক্তুরেতদ্বিবক্ষিতমিত্য-ধ্যবসায়াভাব-প্রসঙ্গাচ্চেত্যস্তি তাবদত্র শব্দস্যৈব ব্যাপারঃ। ব্যাপারশ্চ নাভিধাত্মা,

যেখানে বাচ্যার্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া এই রস ধ্বনিত হয় সেখানে রসধ্বনি হয়। স্পষ্টতঃই রসধ্বনি লৌকিক নহে, ইহা 'কাব্যব্যাপারৈকগোচরঃ'। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—এই রসই ধ্বনি, ইহাই মুখ্য,—সেই কারণে ইহাই কাব্যের আত্মা।

ভট্টনায়ক বলিয়াছে—ধ্বনির ভেদ যদিও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহাকে কাব্যের অঙ্গ (অংশ) বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, কাব্যরূপী বা 'কাব্য-আত্মা' বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভট্টনায়ক বলিয়াছেন—

ধ্বনির্নামাপরো যোঽসৌ ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকঃ।
তস্য সিদ্ধেঽপি ভেদে, স্যাৎ কাব্যাঙ্গত্বং, ন রূপিতা।

[কাব্যাংশত্বং ন রূপতা ইতি পাঠভেদঃ]

সময়াভাবাৎ। ন তাৎপর্য্যাত্মা, তস্যান্বয়প্রতীতাবেব পরিক্ষয়াৎ। ন লক্ষণাত্মা, উক্তাদেব হেতোঃ স্খলদ্গতিত্বাভাবাৎ। তত্রাপি হি স্খলদ্গতিত্বে পুনর্মুখ্যার্থবাধা নিমিত্তং প্রয়োজনমিত্যনবস্থা স্যাৎ। অতএব যৎকেনচিল্লক্ষিতলক্ষণেতি নাম কৃতং তদ্ব্যসনমাত্রম্। তস্মাদভিধাতাৎপর্য্যলক্ষণাব্যতিরিক্তশ্চতুর্থোঽসৌ ব্যাপারো ধ্বননদ্যোতনব্যঞ্জনপ্রত্যায়নাবগমনাদিসোদরব্যপদেশ-নিরূপিতোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। যদ্বক্ষ্যতি—

'মুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্ত্যার্থদর্শনম্।
যদুদ্দিশ্য ফলং তত্র শব্দো নৈব স্খলদ্গতিঃ॥

তেন সময়াপেক্ষা বাচ্যাবগমনশক্তিরভিধাশক্তিঃ। তদন্যথানুপপত্তি সহায়ার্থাববোধনশক্তিস্তাৎপর্য্যশক্তিঃ। মুখ্যার্থবাধাদিসহকার্য্যপেক্ষার্থপ্রতিভাসনশক্তির্লক্ষণাশক্তিঃ। তচ্ছক্তিত্রয়োপজনিতার্থাবগমমূলজাততৎপ্রতিভাসপবিত্রিত-প্রতিপত্তৃপ্রতিভাসহায়ার্থদ্যোতনশক্তির্ধ্বননব্যাপারঃ; স চ প্রাগ্‌বৃত্তং ব্যাপারত্রয়ং ন্যক্কুর্বন্ প্রধানভূতঃ কাব্যাত্মেত্যাশয়েন নিষেধপ্রমুখতয়া চ প্রয়োজনবিষয়োঽপি নিষেধবিষয় ইত্যুক্তম্।

অভ্যুপগমমাত্রেণ চৈতদুক্তম্: ন ত্বত্র লক্ষণা, অত্যন্ততিরস্কারান্যসংক্রমণয়োরভাবাৎ। ন হ্যর্থশক্তিমূলোঽস্য ব্যাপারঃ। সহকারিভেদাচ্চ শক্তিভেদঃ স্পষ্ট এব, যথা তস্যৈব শব্দস্য ব্যাপ্তিস্মৃত্যাদিসহকৃতস্য বিবক্ষাবগতাবনুমাপকত্বব্যাপারঃ। এবমভিহিতান্বয়বাদিনাপ্যিয়দনপহ্নবনীয়ম্।

যদি রসধ্বনিই কাব্যের আত্মা হয়, তাহা হইলে বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনির গতি কি হইবে? তাহারা অংশ না অংশী, কাব্যের আত্মা না দেহ? অভিনবগুপ্তপাদ বলিলেন—আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, তাহারা কাব্যের অঙ্গ। কিন্তু বস্তুধ্বনি ও অলংকার

যোঽপ্যন্বিতাভিধানবাদী 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ' ইতি হৃদয়ে গ্রহীত্বা শরবদভিধাব্যাপারমেব দীর্ঘদীর্ঘমিচ্ছতি, তস্য যদি দীর্ঘো ব্যাপার স্তদেকোঽসাবিতি কুতঃ? ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। অথানেকোঽসৌ? তদ্বিষয়সহকারিভেদাদসজাতীয় এব যুক্তঃ। সজাতীয়ে চ কার্য্যে বিরম্যব্যাপারঃ শব্দকর্ম-বুদ্ধ্যাদীনাং পদার্থবিদ্ভির্নিষিদ্ধঃ। অসজাতীয়ে চাস্মন্নয় এব।

অথ যোঽসৌ চতুর্থকক্ষানিবিষ্টোঽর্থঃ, স এব ঝটিতি বাক্যেনাভিধীয়ত ইত্যেবংবিধং দীর্ঘদীর্ঘত্বং বিবক্ষিতম্, তর্হি তত্র সঙ্কেতাকরণাৎ কথং সাক্ষাৎপ্রতিপত্তিঃ। নিমিত্তেষু সঙ্কেতঃ, নৈমিত্তিকস্ত্বসাবর্থঃ সঙ্কেতানপেক্ষ এবেতি চেৎ—পশ্যত শ্রোত্রিয়স্যোক্তি-কৌশলম্। যো হ্যসৌ পর্যন্তকক্ষাভাগর্থঃ প্রথমং প্রতীতিপথমবতীর্ণঃ, তস্য পশ্চাত্তনাঃ পদার্থাবগমাঃ নিমিত্তিভাবং গচ্ছন্তীতি—নূনং মীমাংসকস্য প্রপৌত্রং প্রতি নৈমিত্তিকত্বমভিমতম্। অথোচ্যতে—পূর্বং তত্র সঙ্কেতগ্রহণসংস্কৃতস্য তথা প্রতিপত্তির্ভবতীত্যমুয়া বস্তুস্থিত্যা নিমিত্তত্বং পদার্থানাম্, তর্হি তদনুসরণোপযোগি ন কিঞ্চিদপ্যুক্তং স্যাৎ। ন চাপি প্রাক্পদার্থেষু সঙ্কেতগ্রহণং বৃত্তম্, অন্বিতানামেব সর্বদা প্রয়োগাৎ। আবাপোদ্বাপাভ্যাং তথাভাব ইতি চেৎ—সঙ্কেতঃ পদার্থমাত্র এবেত্যভ্যুপগমে পাশ্চাত্ত্যৈব বিশেষ প্রতীতিঃ।

অথোচ্যতে—দৃষ্টৈব ঝটিতি তাৎপর্য্যপ্রতিপত্তিঃ কিমত্র কুর্ম ইতি। তদিদং বয়মপি ন নাঙ্গীকুর্মঃ। যদ্বক্ষ্যামঃ—

তদ্বৎ সচেতসাং সোঽর্থো বাক্যার্থবিমুখাত্মনাম্।
বুদ্ধৌ তত্ত্বাবভাসিন্যাং ঝটিত্যেবাবভাসতে॥ ইতি॥

কিং তু সাতিশয়ানুশীলনাভ্যাসাত্তত্র সম্ভাব্যমানোঽপি ক্রমঃ সজাতীয়তদ্বিকল্পপরম্পরানুদয়াদভ্যস্তবিষয়ব্যাপ্তিসময়স্মৃতিক্রমবন্ন সংবেদ্যত ইতি। নিমিত্তিনৈমিত্তিকভাবশ্চাবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ, অন্যথা গৌণলাক্ষণিকয়োর্মুখ্যাদ্ ভেদঃ' "শ্রুতিলিঙ্গাদি-প্রমাণষট্কস্য পারদৌর্বল্যম্' ইত্যাদি প্রক্রিয়াবিঘাতঃ, নিমিত্ততাবৈচিত্র্যেণৈবাস্যাঃ সমর্থিতত্বাৎ। নিমিত্ততাবৈচিত্রে চাভ্যুপগতে কিমপরমস্মাস্বসূয়য়া। যেঽপ্যবিভক্তং স্ফোটং বাক্যং তদর্থং চাহুঃ, তৈরপ্যবিদ্যাপদপতিতৈঃ

ধ্বনিও যে রসধ্বনিতেই বিশ্রান্তি লাভ করে—তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। অভিনবগুপ্ত পাদ বলিতেছেন—ভট্টনায়কও রসধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। কারণ তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অভিধা ও ভাবনা নামক দুইটি অংশ অতিক্রম করিয়া ভোগীকরণ বা রসচর্বণা নামক তৃতীয় অংশে উপনীত হওয়া যায়।

সর্বৈয়মনুসরণীয়া প্রক্রিয়া। তদুত্তীর্ণত্বে তু সর্বং পরমেশ্বরাদ্বয়ং ব্রহ্মেত্যেস্মচ্ছাস্ত্রকারেণ ন ন বিদিতং তত্ত্বালোকগ্রন্থং বিরচয়তেত্যাস্তাম।

যত্তু ভট্টনায়কেনোক্তম্—ইহ দৃপ্তসিংহাদিপদপ্রয়োগে চ ধার্মিকপদপ্রয়োগে চ ভয়ানকরসাবেশকৃতৈব নিষেধাবগতিঃ তদীয়ভীরুবীরত্বপ্রকৃতিনিয়মাবগমমন্তরেণৈকান্ততো নিষেধাবগত্যভাবাদিতি তন্ন কেবলার্থসামর্থ্যনিষেধাবগতের্নিমিত্তমিতি। তত্রোচ্যতে—কেনোক্তমেতৎ 'বক্তৃপ্রতিপত্তৃবিশেষাবগমবিরহেণ শব্দগতধ্বননব্যাপারবিহরেণ চ নিষেধাবগতিঃ' ইতি। প্রতিপত্তৃপ্রতিভাসহকারিত্বং হ্যস্মাভির্দ্যোতনস্য প্রাণত্বেনোক্তম্। ভযানকরসাবেশশ্চ ন নিবার্য্যতে, তস্য ভয়মাত্রোৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ। প্রতিপত্তুশ্চ রসাবেশো রসাভিব্যক্ত্যৈব। রসশ্চ ব্যঙ্গ্য এব, তস্য চ শব্দবাচ্যত্বং তেনাপি নোপগতমিতি ব্যঙ্গ্যত্বমেব। প্রতিপত্তুরপি রসাবেশো ন নিয়তঃ, ন হ্যসৌ নিয়মেন ভীরুধার্মিকসব্রহ্মচারী-সহৃদয়ঃ। অথ তদ্বিশেষোঽপি সহকারী কল্প্যতে, তর্হি বক্তৃপ্রতিপত্তৃপ্রতিভাপ্রাণিতো ধ্বননব্যাপারঃ কিং ন সহ্যতে। কিং চ বস্তুধ্বনিং দূষয়তা রসধ্বনিস্তদনুগ্রাহকঃ সমর্থ্যত ইতি সুষ্ঠুতরাং ধ্বনিধ্বংসোঽয়ম্। যদাহ - 'ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ' ইতি। অথ রসস্যৈবেয়তা প্রাধান্যমুক্তম্; তৎ কো ন সহতে। অথ বস্তুমাত্রধ্বনেরেতদুদাহরণং ন যুক্তমিত্যুচ্যতে, তথাপি কাব্যোদাহরণত্বাদ্ দ্বাবপ্যত্র ধ্বনী স্তঃ, কো দোষঃ। যদি তু রসানুবেধেন বিনা ন তুষ্যতি, তৎ ভয়ানকরসানুবেধো নাত্র সহৃদয়হৃদয়দর্পণমধ্যাস্তে, অপি তু উক্তনীত্যা সম্ভোগাভিলাষবিভাবসঙ্কেতস্থানোচিতবিশিষ্টকাকান্তনুভাবশবলনোদিতশৃঙ্গাররসানুবেধঃ। রসস্যালৌকিকত্বাত্তাবন্মাত্রাদেব চানবগমাৎ প্রথমং নির্বিবাদসিদ্ধ-বিবিক্তবিধিনিষেধপ্রদর্শনাভিপ্রায়েণ চৈতদ্বস্তুধ্বনেরুদাহরণং দত্তম্।

যস্তু ধ্বনিব্যাখ্যানোদ্যতস্তাৎপর্য্যশক্তিমেব বিবক্ষাসূচকত্বমেব বা ধ্বননমবোচৎ স নাস্মাকং হৃদয়মাবর্জয়তি। যদাহুঃ—'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ' ইতি। তদেতদগ্রে যথাযথং প্রতনিষ্যাম ইত্যাস্তাং তাবৎ। ভ্রমেতি। অতিসৃষ্টোঽসি প্রাপ্তস্তে ভ্রমণকালঃ। ধার্মিকেতি। কুসুমাদ্যপকরণার্থং যুক্তং তে ভ্রমণম্। বিস্রব্ধ ইতি

মূল

১৪। তথা হি আদ্যস্তাবৎ প্রভেদো বাচ্যাদ্ দূরং বিভেদবান্। স হি কদাচিদ্ বাচ্যে বিধিরূপে প্রতিষেধরূপঃ। যথা—

'ভম ধম্মিঅ বিসত্থো সো সুণও অজ্জ মারিও দেণ।
গোলাণঈ-কচ্ছ-কুড়ঙ্গবাসিনা দরিঅসীহেণ॥
[ভ্রম ধার্মিক বিস্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন।
গোদাবরীনদীকূললতাগহনবাসিনা দৃপ্তসিংহেন—সং]

অনুবাদ

ইহা বলা যায় যে প্রথম প্রকারের ভেদ (অর্থাৎ বস্তুধ্বনি) বাচ্য অর্থ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তাহা কখনও বাচ্যে বিধিরূপে থাকিলেও নিষেধরূপে ব্যক্ত হয়। যেমন—

হে ধার্মিক। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রমণ কর। সেই গোদাবরী-নদী-তীরস্থ লতাকুঞ্জবাসী কুকুরটি সেই দৃপ্ত সিংহের দ্বারা নিহত হইয়াছে।

বাসুদেব

অতঃপর বস্তু-ধ্বনির সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইতেছে। প্রতীয়মান অর্থের তিনটি ভেদের মধ্যে আদি বা প্রথম ভেদ হইতেছে বস্তু-ধ্বনি। বৃত্তিকার বলিতেছেন ইহা বাচ্য অর্থ হইতে বহুদূরে অবস্থিত এবং উদাহরণ দ্বারা তাহার বক্তব্যকে দৃঢ়ীভূত করিতেছেন।

যে গাথাটি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেটি হালের গাথা-সপ্তশতী হইতে গৃহীত। কোন রমণীর সংকেতস্থান (প্রিয়মিলনস্থান) কোন ধার্মিকের সঞ্চরণবশতঃ অন্তরায়যুক্ত হইয়াছিল। রমণীটি

শঙ্কাকারণবৈকল্যাৎ। স ইতি যস্তে ভয়প্রকম্প্রামঙ্গলতিকামকৃত। অদ্যেতি। দিষ্ট্যা বর্ধস ইত্যর্থঃ॥ মারিত ইতি পুনরস্তানুত্থানম্। তেনেতি। যঃ পূর্বং কর্ণোপকর্ণিকয়া ত্বয়াপ্যাকর্ণিতো গোদাবরীকচ্ছগহনে প্রতিবসতীতি। পূর্বমেব হি—তত্রস্থায়ৈ তত্তয়োপশ্রাবিতোঽহসৌ, স চাধুনা তু দৃপ্তত্বাত্ততো গহনান্নিঃসরতীতি প্রসিদ্ধগোদাবরীতীরপরিসরানুসরণমপি তাবৎ কথাশেষীভূতং কা কথা তল্লতাগহনপ্রবেশশঙ্কয়েতি ভাবঃ।১৪

জানিত যে সেই ধার্মিক কুকুরকে ভয় করে। ধার্মিকটি যাহাতে সংকেত স্থানে না আসে সেই উদ্দেশ্যে রমণীটি ধার্মিককে বলিল—'হে ধার্মিক, গোদাবরীনদীতীরস্থ যে লতাকুঞ্জে তুমি পুষ্পচয়ন করিতে, সেখানে যে কুকুরটি ছিল, সেই কুকুরটি সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছে। কুকুরের ভয় আর নাই, অতএব তুমি এখন নিশ্চিন্তচিত্তে সেখানে ভ্রমণ করিতে পার'। এখানে রমণীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ; যে কুকুরকে ভয় করে সে যে সিংহের ভয়ে সংকেতস্থানে আর যাইবে না ইহা নিশ্চিত ; অতএব এখানে ভ্রমণ-নিষেধই উদ্দেশ্য এবং ভ্রমণ-বিধির ছলে ভ্রমণ নিষেধরূপ বস্তু ধ্বনিত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে উপরোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় ধ্বনিপ্রসঙ্গ আসিবে কেন ? অভিধা, তাৎপর্য্য বা লক্ষণাশক্তির সাহায্যে কি উপরোক্ত শ্লোকটির অর্থ বুঝা যাইবে না ?

অভিধা পদের সাধারণ অর্থ বুঝায়। কোন একটি সংকেত নির্দেশ করাই হইতেছে অভিধার কার্য্য। অভিধা কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। 'সকৃৎপ্রযুক্তশব্দস্য বিরম্যব্যাপারানুপপত্তিঃ' এই ন্যায়ানুসারে অভিধা সংকেতিত অর্থ অর্থাৎ 'ভ্রমণ কর' ইহা বুঝাইয়া শেষ হইতেছে। অভিধার দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থ 'ভ্রমণ করিও না' বুঝান যাইবে না। প্রাভাকর-মীমাংসকগণ (অন্বিতাভিধানবাদিগণ) বলেন "যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ" অর্থাৎ যাহা বুঝাইতে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাই শব্দের অর্থ ; এই যুক্তিতে এখানে অভিধার সাহায্যে অর্থগ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাদের মতে অভিধাব্যাপারটাই শরের মত

লোচন টীকা

অত্তা ইতি।

শ্বশ্রূরত্র শেতে অথবা নিমজ্জতি অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয়।
মা পথিক রাত্র্যন্ধ শয্যায়ামাবয়োঃ শায়িষ্ঠাঃ॥

মহ ইতি নিপাতোঽনেকার্থবৃত্তিরত্রাবয়োরিত্যর্থে ন তু মমেতি। এবং হি বিশেষবচনমেব শঙ্কাকারি ভবেদিতি প্রচ্ছন্নাভ্যুপগমো ন স্যাৎ। কাংচিৎ প্রোষিতপতিকাং তরুণীমবলোক্য প্রবৃদ্ধমদনাঙ্কুরঃ সংপন্নঃ পান্থোঽনেন

ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া উদ্দিষ্ট অর্থকে স্পর্শ ও স্পষ্ট করে। তদুত্তরে অভিনবগুপ্ত বলেন যে বিষয়ের বিভিন্নতাবশতঃ 'ইহা একটিমাত্র ব্যাপার নহে, বিষয় ও সহকারীভেদের জন্য ইহা একজাতীয় নহে। আবার অভিধামূলক সংকেত না থাকায় অভিধাব্যাপারের দীর্ঘ-দীর্ঘত্ব (যাহা বিবক্ষিত হইয়াছে বলা হইতেছে), তাহার সাক্ষাৎ প্রতীতিই হইতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে অভিধাশক্তির অবকাশ নাই, অন্বিতাভিধানবাদিগণের মতও গ্রাহ্য নহে।

এখন দেখা যাক, তাৎপর্য্যশক্তির প্রয়োগ করিয়া শ্লোকটির উদ্দিষ্ট অর্থ লাভ করা যায় কিনা। অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলিতে পারেন—গাথায় ব্যবহৃত 'দৃপ্ত' 'ধার্মিক' ও তদ' শব্দের অন্বয় সম্ভব নহে'; আবার রমণীর বলিবার উদ্দেশ্য—'ভ্রমণ-নিষেধ',। সুতরাং এই উভয় কারণেই বিপরীত লক্ষণার দ্বারা তাৎপর্য্যশক্তিই বাক্যের 'ভ্রমণ করিও না'—এই নিষেধাত্মক অর্থ বুঝাইতে পারে। তাৎপর্য্যশক্তি অন্বয় করিতেই নিজের শক্তি হারায় না; সুতরাং এখানে শব্দশক্তির সাহায্যেই অর্থ-লাভ হইতে পারে; এখানে বাচ্যাতিরিক্ত কোন অর্থ নাই।

শ্রীমদভিনবগুপ্তবাদ অভিহিতান্বয়বাদিগণের এই অভিমতও গ্রহণ করেন নাই। অভিধা শব্দের সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে। বিশেষ অর্থ বোধের জন্য তাৎপর্য্যশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং তাৎপর্য্যশক্তি অন্বয়-সিদ্ধিতে সাহায্য করে। অন্বয়প্রতীতি হইলেই তাৎপর্য্যশক্তির নাশ হয়। এই গাথার ক্ষেত্রে তাৎপর্য্যশক্তির প্রয়োগ করিলে গাথাটির একটি সুসঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে; সেই অর্থ

নিষেধদ্বারেণ তয়াভ্যুপগত ইতি নিষেধাভাবোঽত্র বিধিঃ। নতু নিমন্ত্রণরূপোঽপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনাস্বভাবঃ সৌভাগ্যাভিমানখণ্ডনাপ্রসঙ্গাৎ। অতএব রাত্র্যন্ধেতি সমুচিতসময়সংভাব্যমানবিকারাকুলিতত্বং ধ্বনিতম্। ভাবতদ্ভাবয়োশ্চ সাক্ষাদ্বিরোধাদ্বাচ্যাদ্ব্যঙ্গ্যস্য স্ফুটমেবান্যত্বম্।

যত্বাহ ভট্টনায়কঃ—'অহমিত্যভিনয়বিশেষেণাত্মদশাবেদনাচ্ছাদমেতদপীতি। তত্রাহমিতি শব্দস্য তাবন্নায়ং সাক্ষাদর্থঃ। কাকাদিসহায়স্য চ তাবতিধ্বননমেব ব্যাপার ইতি ধ্বনের্ভূষণমেতৎ। অন্তেতি প্রযত্নেনানিভৃতসংভোগপরিহারঃ।

হইল—ভ্রমণে বাধাসৃষ্টিকারী কুকুরটি নিহত হইয়াছে, অতএব তুমি নিশ্চিন্তে ভ্রমণ কর ; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অর্থের দ্বিতীয় কক্ষ্যা অর্থাৎ তাৎপর্য্যশক্তির দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ 'ভ্রমণনিষেধ'—পাওয়া যাইতেছে না।

অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলিতে পারেন এখানে বিপরীতলক্ষণার দ্বারা তাৎপর্য্যশক্তি উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিবে। তদুত্তরে শ্রীমদভিনবগুপ্ত বলেন—এক্ষেত্রে বিপরীতলক্ষণার কোন অবকাশ নাই। মুখ্যার্থের বাধা হইলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এখানে 'ভ্রমণনিষেধের কারণ দূরীভূত হওয়ায় ভ্রমণ কর'—এই অর্থগ্রহণে কোন বাধা না থাকায় বিপরীতলক্ষণার কোন অবসর নাই। আবার বিপরীতলক্ষণা হইলেও সেই বিপরীতলক্ষণা অর্থের দ্বিতীয় কক্ষ্যা অর্থাৎ তাৎপর্য্যশক্তিতে থাকিয়া হইবে না। কারণ ভক্তি বা লক্ষণা হইতেছে অর্থের তৃতীয় কক্ষ্যা ; অতএব বিপরীতলক্ষণার দ্বারা তাৎপর্য্যশক্তিই গাথাটির উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিতে পারে—অভিহিতান্বয়বাদিগণের এই যুক্তি অসিদ্ধ।

এখানে যে লক্ষণা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যাইবে না তাহা উপর্য্যুক্ত আলোচনাতেই সুস্পষ্ট। যেহেতু মুখ্যার্থ-গ্রহণেও কোনও বিরোধ-প্রতীতি নাই, সেহেতু লক্ষণার অবকাশই নাই।

সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে—অভিধা, তাৎপর্য্য, ও লক্ষণা—এই তিনটি শক্তিই উদ্দিষ্ট অর্থপ্রকাশে সাহায্য করিতে পারিতেছে না। অতএব অর্থের চতুর্থ কক্ষ্যাস্থিত 'ধ্বনন' ব্যাপারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে। এই ধ্বনন (দ্যোতন, ব্যঞ্জন, প্রত্যায়ন, অবগমন—প্রভৃতি শব্দ সমার্থক) ব্যাপার উদ্ভূত হয় অভিধা,তাৎপর্য্য ও লক্ষণা—এই তিন শক্তির দ্বারা অবগত অর্থ হইতে, তাহারই প্রকাশের দ্বারা ইহা পবিত্রিত হয় এবং এই অর্থবোধ সাহায্য পায় প্রতিপত্তার প্রতিভার নিকট হইতে।

অথ যদ্যপি ভাবাম্মদনশরাসারদীর্যমাণহৃদয় উপেক্ষিতুং ন যুক্তঃ, তথাপি কিং করোমি পাপো দিবসকোঽয়মনুচিতত্বাৎ কুৎসিতোঽয়মিত্যর্থঃ। প্রাকৃতে পুংনপুংসকয়োরনিয়মঃ। ন চ সর্বথা ত্বামুপেক্ষে, যতোঽত্রৈবাহং তৎপ্রলোকয়

এই ধ্বনি পূর্বোক্ত অভিধা, তাৎপর্য্য ও লক্ষণা—এই তিনটি শক্তির কার্য্যকে হীন করিয়া নিজে প্রাধান্য লাভ করে এবং সেই কারণেই ইহাকে কাব্যের আত্মা বলা হয়। উল্লিখিত গাথার বিষয় হইতেছে সংকেতস্থানকে জনহীন করা; সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করা হইয়াছে নিষেধ-প্রতীতির দ্বারা; সেই কারণে ইহা নিষেধরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল

১৫। ক্বচিদ্ বাচ্যে প্রতিষেধরূপে বিধিরূপো, যথা—

অত্তা এত্থ নিমজ্জই এত্থ অহং দিঅসঅং পলোএহি।
মা পহিঅ রত্তিঅন্ধঅ সেজ্জাএ মহ নিমজ্জিহিসি।
[সং ঃ—শ্বশ্রূরত্র শেতে (নিমজ্জতি) অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয়।
মা পথিক রাত্র্যন্ধ! শয্যায়ামাবয়োঃ শায়িষ্ঠা।]

অনুবাদ

কখনও কখনও কাব্যে নিষেধরূপ থাকিলেও বিধিরূপে প্রতিভাত হয়। যথা—

এখানে শ্বশ্রূমাতা শয়ন করেন (নিদ্রামগ্ন থাকেন) ঃ এখানে আমি (শয়ন করি)। দিবাভাগে ভাল করিয়া দেখিয়া রাখ। হে রাত্র্যন্ধ পথিক! তুমি আমাদের শয্যায় শয়ন করিও না।

বাসুদেব

উদ্ধৃত উদাহরণের সাহায্যে দ্বিতীয় প্রকারের বস্তুধ্বনি প্রদর্শিত হইতেছে। কোন প্রোষিতভর্তৃকা তরুণীকে দেখিয়া কোন ধনী পথিক কামাতুর হইলে এই নিষেধের দ্বারা তরুণী তাহাকে উপভোগের আমন্ত্রণ জানাইতেছে। এখানে বিধি হইতেছে নিষেধের অভাব।

উদ্ধৃত উদাহরণে, 'অত্তা' পদের দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে যে এখানে নিভৃত-সম্ভোগ সম্ভব নয়। 'অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয়' এই অংশের দ্যোতনা হইতেছে—"মদনশরে বিদ্ধ তোমাকে উপেক্ষা করা অনুচিত

নান্যতোঽহং গচ্ছামি, তদন্যোন্যবদনাবলোকনবিনোদেন দিনং তাবদতিবাহয়াব ইত্যর্থঃ। প্রতিপন্নমাত্রায়াং চ রাত্রাবন্ধীভূতো মদীয়ায়াং শয্যায়াং মা শ্লিষঃ, অপিতু নিভৃতনিভৃতমেবাত্তাভিধাননিকটকণ্টকনিদ্রান্বেষণপূর্বকমিতীয়দত্র ধ্বন্যতে।১৫

হইলেও ইহা দিবাভাগ, দিবাভাগে সম্ভোগ অনুচিত। তবে দেখিয়া রাখ—আমি এখানেই আছি। আমরা পরস্পরের মুখাবলোকনের দ্বারা দিবাভাগে চিত্তবিনোদন করিব। 'রাত্র্যন্ধ' পদের দ্বারা নায়কের কামাকুলতা বুঝান হইয়াছে এবং সংকেত করা হইয়াছে যে রাত্রি হওয়া মাত্রই যেন কামাকুলতাবশতঃ অন্ধ হইয়া আমার শয্যায় আসিও না। নিকটে কণ্টকের মত শাশুড়ী নিদ্রিত হইয়াছেন কিনা ভালভাবে বুঝিয়া তবে আসিও।"

মূল

১৬। ক্বচিদ্ বাচ্যে বিধিরূপেঽনুভয়রূপো যথা—

বচ্চ মহ ব্বিঅ এক্কেই হোন্তু নীসাসরোই অব্বাইং।
মা তুজ্ঝ বি তীঅ বিণা দকখিন্ন ইঅস্স জাঅন্তু॥

[সং ঃ—ব্রজ মমৈবৈকস্যা ভবন্তু নিঃশ্বাসরোদিতব্যানি।
মা তবাপি তয়া বিনা দাক্ষিণ্যহতস্য জনিষত]

অনুবাদ

কখনও কখনও বাচ্যে বিধিরূপ থাকিলেও ব্যঙ্গ্যার্থে কোন অর্থই (বিধি বা নিষেধ) প্রকাশিত হয় না। যথা—

তুমি চলিয়া যাও। দীর্ঘশ্বাস ও রোদন আমার একার ভাগ্যেই থাকুক! তোমার দাক্ষিণ্য আজ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার অভাবে তোমারও যেন এই দশা না হয়।

বাসুদেব

এখানে আর এক প্রকারের বস্তুধ্বনির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। যদিও নির্দ্দেশ আছে ('ব্রজ'—যাও), তবুও ইহা নির্দ্দেশও বুঝাইতেছে না, নির্দ্দেশের অভাবও বুঝাইতেছে না (বিধি ও নিষেধ—এই উভয়-রূপই এখানে অনুপস্থিত)। গাথাটি সম্পূর্ণ অন্য বস্তু ধ্বনিত করিতেছে। তাহা হইতেছে খণ্ডিতা নায়িকার তীব্র হৃদয়জ্বালা।

লোচন টীকা

ব্রজ মমৈবৈকস্যা ভবন্তু নিঃশ্বাসরোদিতব্যানি।
মা তবাপি তয়া বিনা দাক্ষিণ্যহতস্য জনিষত॥

অত্র ব্রজেতি বিধিঃ। ন প্রমাদাদেব নায়িকান্তরসংগমনং তব, অপি তু

নায়ক অন্য নায়িকা সম্ভোগ করিয়া তাহার পূর্বপ্রণয়িনী এই রমণীর নিকট আসিয়াছে। পুলক তাহার মুখের রংয়ে সুস্পষ্ট। ভ্রমবশতঃ নহে, পরন্তু গভীর অনুরাগেই সে অন্যনায়িকাসম্ভোগ করিয়াছে। এখন কপট দাক্ষিণ্য বা অনুরাগ দেখাইতে আসিয়াছে। নায়িকা তাহা উপলব্ধি করিয়া এই বাক্য বলিয়াছেন। এই বাক্যে বিধি বা নিষেধ কিছুই নাই, আছে খণ্ডিতা নায়িকার গভীর বেদনা ও মর্মজ্বালা।

মূল

১৭। ক্বচিদ্ বাচ্যে প্রতিষেধরূপেঽনুভয়রূপো, যথা—

দে আ পসিঅ ণিবত্তসু মুহসসি-জোহ্ণাবিলুত্ত-তমণিবহে।
অহিসারিআণং বিগ্ঘং করোসি অন্নাণং বি হআসে।

[সং—প্রার্থয়ে তাবৎ প্রসীদ নিবর্ত্তস্ব মুখশশিজ্যোৎস্না-
বিলুপ্ততমোনিবহে।
অভিসারিকানাং বিঘ্নং করোষি অন্যাসামপি হতাশে]

অনুবাদ

কখনও কখনও বাচ্যার্থে নিষেধ থাকিলেও ব্যঙ্গ্যার্থে বিধি বা নিষেধ কিছুই থাকে না। যথা ঃ—

প্রার্থনা করি—প্রসন্ন হইয়া ফিরিয়া যাও। হে হতাশে! তোমার মুখচন্দ্রের জ্যোৎস্নালোকে তমোরাশি বিদূরিত হওয়ায় তুমি অন্য অভিসারিকাগণের বিঘ্ন ঘটাইতেছ।

বাসুদেব

ইহা বস্তুধ্বনির আর একটি উদাহরণ। এই গাথাটির দুই প্রকার অর্থের কথা উল্লেখ করিয়া এই দুইটি অর্থ যে বস্তুধ্বনির উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যায় না—সে কথা শ্রীযুত অভিনবগুপ্তাচার্য্য বলিয়াছেন ও

গাঢ়ানুরাগাৎ; যেনান্যাদৃগ্ভ মুখরাগঃ গোত্রস্খলনাদি চ কেবলং পূর্বকৃতানুপালনাত্মনা দাক্ষিণ্যেনৈকরূপত্বাভিমানেনৈব ত্বমত্রস্থিতঃ, তৎসর্বথা শঠোঽসীতি গাঢ়মন্যুরূপোঽয়ং খণ্ডিতনায়িকাভিপ্রায়োঽত্র প্রতীয়তে। ন চাসৌ ব্রজ্যাভাবরূপো-নিষেধঃ, নাপি বিধ্যন্তরমেবাস্তনিষেধাভাবঃ।১৬

শেষে ইহা কিরূপে বস্তুধ্বনি হইতে পারে—সে বিষয়ে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রথম অর্থ :—এখানে 'উদ্যত গমন হইতে নিবৃত্ত হও'—বাক্যটির এই অর্থ প্রতীতি হয় বলিয়া এখানে 'নিষেধ'ই বাচ্য। নায়কের গৃহাগতা নায়িকা নায়কের মুখ হইতে ভুলক্রমে অন্য নায়িকার নাম-শ্রবণ প্রভৃতি অপরাধ দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, নায়ক চাটুবাক্যের দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেছে ও তাহাকে নিবৃত্ত করিতেছে। নায়ক বলিতেছে—তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার, তোমার ও অন্য নায়িকাগণের বিঘ্ন ঘটাইবে। তাহাতে তোমার সুখলেশও হইবে না। অতএব তুমি হইবে আশাহতা। চাটুবাক্যের দ্বারা ব্যক্ত নায়কের এই অভিপ্রায়ই ব্যঙ্গ্য।

দ্বিতীয় অর্থ :—সখীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নায়িকা প্রিয়তমের গৃহে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সখী উক্ত বাক্য তাহাকে বলিতেছে। সখী বলিতেছে—কেবল যে নিজের বিঘ্নই করিবে তাহা নহে, অপরেরও বিঘ্ন ঘটাইবে। লঘুতাবশতঃ নিজেকে অনাদরের পাত্র করিবে এবং অনাদরবশতঃ হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার সময় তোমার চন্দ্রমুখের কান্তির দ্বারা অন্য অভিসারিকাগণেরও বিঘ্ন ঘটাইবে। এখানে ব্যঙ্গ্য হইতেছে সখীর অভিপ্রায়রূপ চাটুবাক্য।

লোচন টীকা

দে ইতি নিপাতঃ প্রার্থনায়াম্। তা ইতি তাবচ্ছব্দার্থে।

তেনায়মর্থঃ—প্রার্থয়ে তাবৎ প্রসীদ নিবর্ত্তস্ব মুখশশিজ্যোৎস্না-বিলুপ্ততমোনিবহে।
অভিসারিকাণাং বিঘ্নং করোষ্যন্যাসামপি হতাশে।

অত্র ব্যবসিতাদ্ গমনান্নিবর্তস্বেতি প্রতীতের্নিষেধো বাচ্যঃ। গৃহাগতা নায়িকা গোত্রস্খলিতাদ্যপরাধিনি নায়কে সতি ততঃ প্রতিগন্তুং প্রবৃত্তা, নায়কেন চাটূপক্রমপূর্বকং নিবর্ত্যতে। ন কেবলং স্বাত্মনো মম চ নির্বৃত্তি-বিঘ্নং করোসি, যাবদন্যাসাম্ অপি, ততস্তব ন কদাচন সুখলবলাভোঽপি ভবিষ্যতীত্যত এব হতাশাসীতি বল্লভাভিপ্রায়রূপশ্চাটুবিশেষো ব্যঙ্গ্যঃ। যদি বা সখ্যোপদিশ্যমানাপি তদবধীরণয়া গচ্ছন্তী সখ্যোচ্যতে—ন কেবলমাত্মনো বিঘ্নং করোষি,

শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদের আপত্তি ঃ

প্রথম অর্থে নায়ক বলিতেছেন—প্রিয়তমের গৃহ হইতে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফিরিয়া যাওয়া হইতে নিবৃত্ত হও। দ্বিতীয় অর্থে সখী বলিতেছে তোমার প্রিয়তমের গৃহে গমন হইতে নিবৃত্ত হও।

এই উভয় ব্যাখ্যাতেই বাচ্যার্থেই চিত্ত বিশ্রাম লাভ করে। সে কারণে এখানে ব্যঞ্জনা মুখ্য হয় না, গৌণ হইয়া যায়। সুতরাং নায়কপক্ষের ব্যাখ্যায় ইহা 'রসবৎ' অলংকারের এবং সখীপক্ষের ব্যাখ্যায় ইহা 'প্রেয়' অলংকারের উদাহরণ হইয়া দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে ধ্বনি হয় না—হয় গুণীভূতব্যঙ্গ্য।

এই গাথার শ্রীমদভিনবগুপ্ত-কৃত ব্যাখ্যা ঃ—

প্রণয়ীর নিকট সবেগে অভিসারোদ্যতা নায়িকার প্রতি তাহার গৃহে আগমনোন্মুখী নায়কের এই উক্তি ; নায়িকার অভিসারের কথা না জানিয়াই যেন নায়ক নায়িকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা বলিতেছে ; 'হতাশে' ইত্যাদি বাচ্যাংশে নর্মবচনের সাহায্যে আপনার পরিচয় দিতেছে। 'আমি আসিয়াছি, হতাশ হইবার কারণ নাই'—ইহাই

লাঘবাদবহুমানাস্পদমাত্মানং কুর্বতী, অতএব হতাশা, যাবদ্‌বদনচন্দ্রিকা-প্রকাশিত-মার্গতয়ান্যাসামপ্যভিসারিকাণাং বিঘ্নং করোষীতি সখ্যভিপ্রায়রূপশ্চাটু-বিশেষো ব্যঙ্গ্যঃ। অত্র তু ব্যাখ্যানদ্বয়েঽপি ব্যবসিতাৎ প্রতীপগমনাৎ প্রিয়তম গৃহগমনাচ্চ নিবর্তস্বেতি পুনরপি বাচ্য এব বিশ্রান্তেগু্ণীভূতব্যঙ্গ্যভেদস্য প্রেয়োরসবদলঙ্কারস্যোদাহরণমিদং স্যাৎ ; ন ধ্বনেঃ।

তেনায়মত্রভাবঃ—কাচিদ্রভসাৎ প্রিয়তমমভিসরন্তী তদ্‌ গৃহাভিমুখমাগচ্ছতা তেনৈব হৃদয়বল্লভেনৈবমুপশ্লোক্যতেঽপ্রত্যভিজ্ঞানচ্ছলেন ; অতএবাত্মপ্রত্যভিজ্ঞাপনার্থমেব নর্মবচনং হতাশা ইতি। অন্যাসাঞ্চ বিঘ্নং করোষি তব চেপ্সিতলাভো-ভবিষ্যতীতি কা প্রত্যাশা। অতএব মদীয়ং বা গৃহমাগচ্ছ, ত্বদীয়ং বা গচ্ছাবেত্যুভয়ত্রাপি তাৎপর্য্যাদনুভয়রূপো বল্লভাভিপ্রায়শ্চাটূ্বাত্মা ব্যঙ্গ্য ইয়ত্যেব ব্যবতিষ্ঠতে। অন্যে তু "তটস্থানাং সহৃদয়ানামভিসারিকাং প্রতীয়মুক্তিঃ" ইত্যাহুঃ। তত্র হতাশে ইত্যামন্ত্রণাদি যুক্তমযুক্তং বেতি সহৃদয়া এব প্রমাণম্‌। এবং বাচ্য-ব্যঙ্গ্যয়োর্ধার্মিক-পান্থপ্রিয়তমাভিসারিকাবিষয়ৈক্যেঽপি স্বরূপভেদাদ্ভেদ ইতি প্রতিপাদিতম্‌।১৭

দ্যোতনা। 'মুখচন্দ্রের শোভার দ্বারা নিজের অভিলাষ পূর্ণ হইবে না, অপরেরও বিঘ্ন ঘটাইবে ; সুতরাং হয় আমার গৃহে আগমন কর, নচেৎ চল, উভয়ে তোমার গৃহেই যাই।' গাথাটির তাৎপর্য্য এইভাবে উভয়ত্রই প্রযুক্ত হয় ; অতএব এখানে বাচ্যার্থে প্রতিষেধ থাকিলেও ব্যঙ্গ্যার্থে বিধি বা নিষেধ কিছু নাই। নায়কের চাটুবাক্যই (নায়িকার মুখসৌন্দর্য্য বর্ণনার দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন ও অভিমুখিনী করিয়া তোলা) এখানে ব্যঙ্গ্যার্থের আত্মা। সুতরাং এখানে বস্তুধ্বনি হইয়াছে—গুণীভূতব্যঙ্গ্য নহে।

মূল

১৮। ক্বচিদ্ বাচ্যাদ্ বিভিন্ন-বিষয়ত্বেন ব্যবস্থাপিতো, যথা—

কস্স বা ন হোই রোসো দঠ্ঠুণ পিআএঁ সব্বণং অহরম্।
সভমরপউমগ্ঘায়িনি বারিঅবামে সহসু এহ্নিম্॥

[সং—কস্য বা ন ভবতি রোষো দৃষ্ট্বা প্রিয়ায়াঃ সব্রণমধরম্।
সভ্রমর-পদ্মাঘ্রাণশীলে বারিতবামে সহস্বেদানীম্]॥

অনুবাদ

কোথাও কোথাও ব্যঙ্গ্যার্থের বিষয় বাচ্যার্থের বিষয় হইতে একেবারে পৃথকভাবে ব্যবস্থাপিত হয়। যথা :—

স্ত্রীর ব্রণযুক্ত অধর দেখিলে কাহার বা রোষ না হয় ! হে নিষেধের প্রতি বিরূপে, (নিষেধ যে শোনে না) ও ভ্রমরযুক্ত পদ্মের আঘ্রাণশীলে ! (সভ্রমর পদ্মের আঘ্রাণ করা যাহার স্বভাব)—এখন (তিরস্কার) সহ্য কর।

বাসুদেব

পূর্বের উদাহরণসমূহে ব্যাচার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতিতে বিষয়ের ঐক্য ছিল। সকলক্ষেত্রে একই ব্যক্তির বাচ্যার্থের ও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হইয়াছে। ধার্মিক ব্যক্তি, পথিক, প্রিয়তম ও অভিসারিকা—যথাক্রমে

লোচন টীকা

অধুনা তু বিষয়ভেদাদপি ব্যঙ্গ্যস্য বাচ্যাদ্ভেদ ইত্যাহ—ক্বচিদ্বাচ্যাদ্ ইতি। ব্যবস্থাপিত ইতি। বিষয়ভেদোঽপি বিচিত্ররূপো ব্যবতিষ্ঠমানঃ সহৃদয়ৈর্ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ।

ইহাদের প্রত্যেকেরই উভয় অর্থের প্রতীতি হইয়াছে। বিষয়ের ঐক্য থাকিলেও যে বাচ্য ও ব্যঙ্গের ভেদ স্বরূপতঃ থাকে তাহা প্রতিপন্ন করাই হইল এই সব উদাহরণের উদ্দেশ্য।

অতঃপর দেখান হইতেছে যে বিষয়ভেদবশতঃও ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থ হইতে পৃথক হয়। উদ্ধৃত উদাহরণে বাচ্যার্থের প্রতীতি হইয়াছে একজনের এবং ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হইয়াছে অপরের।

কোন স্থানে একজন অবিনীতা নায়িকা অন্য নায়কের দ্বারা খণ্ডিতাধরা হইয়াছে। এই নায়িকার স্বামী তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সে সময় আসিয়া পড়ায়, কোন বিদগ্ধা সখী, তাহাকে (স্বামীকে) দেখিতে না পাওয়ার ভাণ করিয়া এই কথা বলিতেছে। উদ্দেশ্য— নায়িকার অসতীত্ব-খণ্ডন। বাচ্যার্থের লক্ষ্য এখানে অসতী নায়িকা। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদের মতে এই গাথার ব্যঙ্গ্যার্থের লক্ষ্য অনেকে। পতিসম্পর্কে রমণীর কোন অপরাধ নাই, প্রতিবেশী নায়ক সম্বন্ধে আশংকা অমূলক—প্রভৃতি পতিবিষয়ক ব্যঙ্গ্যের অন্তর্ভুক্ত। অপরাধ-গোপনতার সাহায্যে সপত্নীগণের মধ্যে রমণীর গৌরবপ্রতিষ্ঠা--ইহা হইতেছে সপত্নীবিষয়ক ব্যঙ্গ্য; 'সহস্ব'—শোভা পাইও"—এই পদের দ্বারা নায়িকার সৌভাগ্য প্রকটিত করা—নায়িকা-বিষয়ক ব্যঙ্গ্য; আবার এই বাক্যের দ্বারা রমণীর গুপ্ত প্রণয়ীকে সতর্ক হইবার জন্য—যেন অধরদংশনাদি পুনরায় প্রকটিত না হয়,—নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে; ইহা হইতেছে গুপ্ত-প্রণয়িবিষয়ক ব্যঙ্গ্য। 'আমি গোপন করিতে পটু'—এই

কস্য বা ন ভবতি রোষো দৃষ্ট্বা প্রিয়ায়াঃ সব্রণমধরম্।
সভ্রমরপদ্মাঘ্রাণশীলে বারিতবামে সহস্বেদানীম্॥

কস্যবেতি। অনীর্ষ্যালোরপি ভবতি রোষো দৃষ্ট্বৈব; অকৃতত্বাপি কুতশ্চিদেবাপূর্বতয়া প্রিয়ায়াঃ সব্রণমধরমবলোক্য। সভ্রমরপদ্মাঘ্রাণশীলে শীলং হি কথঞ্চিদপি বারয়িতুং ন শক্যম্। বারিতে বারণায়াং, বামে তদনঙ্গীকারিণি। সহস্বেদানীমুপালম্ভপরম্পরামিত্যর্থঃ। অত্রায়ং ভাবঃ—কাচিদবিনীতা কুতশ্চিৎ খণ্ডিতাধরা নিশ্চিতভৎসবিধসংনিধানে তদ্ভর্ত্তরি তমনবলোকমানয়েব কয়াচিদ্বিদগ্ধ-সখ্যা তদ্বাচ্যতা পরিহারায়ৈবমুচ্যতে। সহস্বেদানীমিতি বাচ্যমবিনয়বতীবিষয়ম্।

ভাবে যেন সখী উদাসীন বিদগ্ধ লোককে আপনার নিপুণতা বুঝাইতেছে; ইহা হইতেছে উদাসীনব্যক্তিবিষয়ক স্বীয় বৈদগ্ধ্যখ্যাপনরূপ ব্যঙ্গ্য; কারিকায় ব্যবহৃত 'ব্যবস্থাপিত' শব্দের উদ্দেশ্য হইতেছে এই সব বুঝান।

মূল

১৯। অন্যে চৈবংপ্রকারা বাচ্যাদ্ বিভেদিনঃ প্রতীয়মান-
ভেদাঃ সম্ভবন্তি।

তেষাং দিঙ্মাত্রমেৎ প্রদর্শিতম্।

অনুবাদ

বাচ্যার্থ হইতে পৃথক প্রতীয়মান অর্থের এইরূপ অনেক ভেদ সম্ভব। তাহাদের দিঙ্মাত্র এইভাবে প্রদর্শিত হইল।

বাসুদেব

হেমচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যানুশাসন' গ্রন্থে বহু উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন—প্রতীয়মান অর্থের কত ভেদ থাকা সম্ভব। 'কাব্যানুশাসনে'র সংশ্লিষ্ট অংশ দেখুন।

মূল

২০। দ্বিতীয়োঽপি প্রভেদো বাচ্যাদ্ বিভিন্নঃ সপ্রপঞ্চমগ্রে দর্শয়িষ্যতে। তৃতীয়স্তু রসাদিলক্ষণঃ প্রভেদো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তঃ প্রকাশতে, ন তু সাক্ষাৎ শব্দব্যাপারবিষয় ইতি বাচ্যাদ্ বিভিন্ন

ভর্তৃবিষয়ং তু অপরাধো নাস্তীত্যাবেদ্যমানং ব্যঙ্গ্যম্। সহস্বেত্যপি চ তদ্বিষয়ং ব্যঙ্গ্যম্। তস্যাং চ প্রিয়তমেন গাঢ়মুপালভ্যমানায়াং তদ্ব্যলীকশঙ্কিতপ্রাতিবেশিকলোকবিষয়ং চাবিনয়প্রচ্ছাদনেন প্রত্যায়নং ব্যঙ্গ্যম্। তৎ সপত্ন্যাং চ তদুপালম্ভতদবিনয়-প্রহৃষ্টায়ং সৌভাগ্যাতিশয়খ্যাপনং প্রিয়ায়া ইতি শব্দবলাদিতি সপত্নীবিষয়ং ব্যঙ্গ্যম্। সপত্নীমধ্যে ইয়তা খলীকৃতাস্মীতি লাঘবমাত্মনি গ্রহীতুং ন যুক্তং, প্রত্যুতায়ং বহুমানঃ, সহস্ব শোভস্বেদানীমিতি সখীবিষয়ং সৌভাগ্যপ্রখ্যাপনং ব্যঙ্গম্। অদ্যেয়ং তব প্রচ্ছন্নানুরাগিনী হৃদয়বল্লভেত্থং রক্ষিতা, পুনঃ প্রকটরদনদংশনবিধির্ন বিধেয় ইতি তচ্চৌর্য্যকামুকবিষয়সম্বোধনং ব্যঙ্গ্যম্। ইত্থং ময়ৈতদপহ্নুতমিতি স্ববৈদগ্ধ্যখ্যাপনং তটস্থবিদগ্ধলোকবিষয়ং ব্যঙ্গ্যমিতি। তদেতদুক্তং ব্যবস্থাপিতশব্দেন।১৮।১৯

এব। তথা হি বাচ্যত্বং তস্য স্বশব্দ-নিবেদিতত্বেন বা স্যাৎ, বিভাবাদি-প্রতিপাদনমুখেন বা। পূর্বস্মিন্ পক্ষে স্বশব্দ-নিবেদিতত্বাভাবে রসাদীনামপ্রতীতি-প্রসঙ্গঃ। ন চ সর্বত্র তেষাং স্বশব্দ-নিবেদিতব্যম্। যত্রাপ্যস্তি তৎ, তত্রাপি বিশিষ্ট-বিভাবাদি-প্রতিপাদনমুখেনৈবেষাং প্রতীতিঃ। স্বশব্দেন সা কেবলমনূদ্যতে, ন তু তৎকৃতা। বিষয়ান্তরে তথা তস্যা অদর্শনাৎ। ন হি কেবল-শৃঙ্গারাদি-শব্দমাত্রভাজি বিভাবাদি-প্রতিপাদন-রহিতে কাব্যে মনাগপি রসবত্ত্বপ্রতীতিরস্তি। যতশ্চ স্বাভিধানমন্তরেণ কেবলেভ্যোঽপি বিভাবাদিভ্যো বিশিষ্টেভ্যো রসাদীনাং প্রতীতিঃ। তস্মাদন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং অভিধেয়-সামর্থ্যাক্ষিপ্তত্বমেব রসাদীনাং, ন তু অভিধেয়ত্বং কথঞ্চিৎ—ইতি তৃতীয়োঽপি প্রভেদো বাচ্যাদ্ ভিন্ন এবেতি স্থিতম্। বাচ্যেন তু অস্য সহেব প্রতীতিরিত্যগ্রে দর্শয়িষ্যতে।

অনুবাদ

দ্বিতীয় প্রকারের ভেদও (অলংকারধ্বনি) যে বাচ্যার্থ হইতে বিভিন্ন তাহা বিস্তারিতভাবে পরে দেখান হইবে।

রসাদিলক্ষণসমন্বিত যে তৃতীয় প্রকারের ভেদ, তাহা বাচ্যার্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়; ইহা কিন্তু সাক্ষাৎভাবে শব্দব্যাপারের বিষয় নহে; সে কারণে ইহা বাচ্যার্থ হইতে বিভিন্নই; তাহা হইলে—তাহার (রসাদির) বাচ্যত্ব স্বশব্দের দ্বারা নিবেদিত হইতে পারে কিংবা বিভাবাদির প্রতিপাদন দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে। প্রথম পক্ষ ঠিক হইলে যেখানে (রসাদির) স্বশব্দ দ্বারা নিবেদন হয় নাই, সেখানে রসাদির প্রতীতি হয় না এইরূপ প্রসঙ্গই আসে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এগুলি (রসাদি) স্বশব্দের দ্বারা নিবেদিত হয় না। যেখানে তাহা হয়ও, সেখানেও, বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাদনের মাধ্যমেই ইহাদের (রসাদির) প্রতীতি হয়। স্বশব্দের দ্বারা (শৃঙ্গার, হাস্য প্রভৃতি রসের শব্দের দ্বারা) কেবল রসের প্রতীতি সমর্থিত হয়, উহা রস সৃষ্টি করে না। কারণ এই ভাবে বিষয়ান্তরে তাহা (রসপ্রতীতি) দেখা যায় না। কেবল শৃঙ্গারাদিশব্দমাত্রযুক্ত কিন্তু বিভাবাদির

প্রতিপাদনশূন্য কাব্যে লেশমাত্র রসের অস্তিত্ব-প্রতীতি থাকে না। পুনরায় কারণ এই যে, স্বশব্দের দ্বারা অভিধান না হইলেও কেবল বিশিষ্ট বিভাবাদি হইতেই রসাদির প্রতীতি হয়, কেবল স্বশব্দের দ্বারা অভিধানে রসের প্রতীতি হয় না। অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, রসাদি অভিধেয়-সামর্থ্যের দ্বারাই আক্ষিপ্ত হয়, ইহাদের অভিধেয়ত্ব কোন প্রকারেই নাই। এইভাবে স্থির হইল যে তৃতীয় ভেদও বাচ্য অর্থ হইতে বিভিন্নই বটে। বাচ্যের সহিতই যে ইহার প্রতীতি হয়, তাহা পরে দেখান হইবে।

বাসুদেব

বস্তু-ধ্বনির আলোচনা করিয়া অতঃপর রসধ্বনির আলোচনা আরম্ভ হইতেছে। বস্তুধ্বনির পর অলংকার-ধ্বনির আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অলংকার-ধ্বনির বৈচিত্র্য নানা প্রকারের এবং তাহাদের আলোচনায় বিশেষ অভিনিবেশ প্রয়োজন—এ কারণে এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে এই কথা বৃত্তিতে বলা হইয়াছে।
২ ধ্বন্যালোকের দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে বিচক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনির দ্বিতীয় প্রভেদের আলোচনা প্রসঙ্গে—সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের আলোচনাকালে—ইহার বিশেষ বিচার করা হইবে। বিধি-নিষেধাত্মকভাবে এবং বিধি-নিষেধ কিছুই নহে এইভাবে সংক্ষেপে বস্তু-ধ্বনির বর্ণনা সহজ। কিন্তু অলংকারের সংখ্যা অনেক বলিয়া অলংকারধ্বনির বর্ণনা এইভাবে সংক্ষেপে করা যাইবে না। সেই কারণে বৃত্তিতে বলা হইল—'সপ্রপঞ্চম অগ্রে দর্শয়িষ্যতে'।

লোচন-টীকা

অগ্র ইতি। দ্বিতীয়োদ্দ্যোতে 'অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ ক্রমেণোদ্দ্যোতিতঃ পরঃ' ইতি, বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্য দ্বিতীয়-প্রভেদবর্ণনাবসরে। যথা হি বিধিনিষেধ-তদনুভয়াত্মনা রূপেণ সংকলয্য বস্তুধ্বনিঃ সংক্ষেপেণ সুবচঃ, তথা নালঙ্কারধ্বনিঃ, অলঙ্কারাণাং ভূয়স্ত্বাৎ। তত এবোক্তম্—সপ্রপঞ্চম্ ইতি। তৃতীয়স্ত্বিতি। তু শব্দো ব্যতিরেকে। বস্ত্বলংকারাবপি শব্দাভিধেয়ত্বমধ্যাসাতে তাবৎ। রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমা পুনর্ন কদাচিদভিধীয়ন্তে, অথ চাস্বাদ্যমানভাব-প্রাণতয়া ভান্তি! তত্র ধ্বননব্যাপারাদৃতে নাস্তি কল্পনান্তরম্। স্খলদ্‌গতিত্বাভাবে

"তৃতীয়স্তু রসাদিলক্ষণো প্রভেদঃ"—এখানে ব্যবহৃত 'তু'-শব্দ বস্তু ও অলংকারধ্বনি হইতে রসধ্বনির পার্থক্য সূচনা করিতেছে। বস্তু ও অলংকার কখনও-কখনও শব্দের দ্বারা অভিধেয় হয়; রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস ও তাহাদের প্রশম—এগুলি কখনও অভিধেয় নহে। ইহাদের প্রাণ-স্বরূপ যে আস্বাদ্যমানতা, তদ্দ্বারাই ইহারা প্রতিভাত হয়। এখানে অভিধা বা লক্ষণার কোন অবকাশ নাই—একমাত্র ধ্বনন-ব্যাপারেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

রসাদিলক্ষণঃ—রস, ভাব, তাহাদের আভাস ও তাহাদের প্রশান্তি। ঔচিত্যের সহিত আস্বাদ্যমান স্থায়ী চিত্তবৃত্তি হইতে রসের উদ্ভব হয়; ঔচিত্যের সহিত ব্যভিচারী চিত্তবৃত্তির আস্বাদ হইলে ভাবের উদ্ভব হয়; চিত্তবৃত্তির অনুচিতভাবে আস্বাদ হইলে—উৎপত্তি হয় আভাসের; রসের ব্যঞ্জনা-সূচনাকারী চিত্তবৃত্তির আনন্দদায়ক প্রশান্তি হইতেছে—ভাবশান্তি। ইহার বিশেষ আহ্লাদজনকত্ব আছে বলিয়া, 'ভাব' শব্দের মধ্যে গৃহীত হইলেও, ইহাকে (ভাবশান্তিকে) পৃথকভাবে গণনা করা হইয়াছে।

'প্রকাশতে'—রস্যমানরূপেই ইহা প্রকাশিত হয়। অতএব ইহা অভিধার ব্যাপার নয়; শব্দার্থের গতি স্খলিত না হওয়ায় মুখ্যার্থের বাধা

মুখ্যার্থবাধাদের্লক্ষণানিবন্ধনস্যানাশঙ্কনীয়ত্বাৎ। ঔচিত্যেন প্রবৃত্তৌ চিত্তবৃত্তেরাস্বাদ্যত্বে স্থায়িন্যা রসো, ব্যভিচারিণ্যা ভাবঃ, অনৌচিত্যেন তদাভাসঃ, রাবণস্যেব সীতায়াং রতেঃ। যদ্যপি তত্র হাস্যরসরূপতৈব 'শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ধাস্যঃ ইতি বচনাৎ, তথাপি পাশ্চাত্যেয়ং সামাজিকানাং স্থিতিঃ তন্ময়ীভবনদশায়াম্ তু রতেরেবাস্বাদ্যতেতি শৃঙ্গারতৈব ভাতি পৌর্বাপর্য-বিবেকাবধারণেন 'দূরাকর্ষণ মোহমন্ত্র ইব মে তন্নাম্নি যাতে শ্রুতিম্' ইত্যাদৌ। তদসৌ শৃঙ্গারাভাস এব। তদঙ্গং ভাবাভাসশ্চিত্তবৃত্তেঃ প্রশম এব প্রক্রান্তায়া হৃদয়মাহ্লাদয়তি যতো বিশেষেণ, ততএব তৎ সংগৃহীতোঽপি পৃথগ্‌গণিতোঽসৌ। যথা—

একস্মিন্ শয়নে পরাঙ্‌মুখতয়া বীতোত্তরং তাম্যতো
রন্যোন্যস্য হৃদি স্থিতেঽপ্যনুনয়ে সংরক্ষতো গৌরবম্।
দম্পত্যোঃ শনকৈরপাঙ্গবলনামিশ্রীভবচ্চক্ষুষো-
র্ভগ্নো মানকলিঃ সহাসরভসব্যাবৃত্তকণ্ঠগ্রহম্॥

হয় না—অতএব লক্ষণারও অবকাশ নাই; ইহা বাচ্যার্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত ধ্বননেরই ব্যাপার।

আচার্য্য উদ্ভট মনে করেন রস স্বশব্দবাচ্য হইতে পারে। তাঁহার মতে—'পঞ্চরূপা রসাঃ'। তিনি বলেন—

'রসবদ্দর্শিত-স্পষ্ট-শৃঙ্গারাদিরসোদয়ম্।
স্বশব্দ-স্থায়ি-সঞ্চারি-বিভাবাভিনেয়াস্পদম্॥'

অর্থাৎ (১) স্বশব্দ (২) স্থায়িভাব, (৩) সঞ্চারিভাব (৪) বিভাব ও (৫) অভিনয়—এই পাঁচপ্রকারে রসের অভিব্যক্তি হইতে পারে। অনেকে মনে করেন বৃত্তিকার এখানে উদ্ভটের মত খণ্ডন করিতেছেন।

'স্বশব্দ-নিবেদিতত্বেন'—শৃঙ্গারাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া, অভিধা-ব্যাপারের মাধ্যমে অর্থপ্রকাশ করিয়া!

'বিভাবাদি-প্রতিপাদনমুখেন'—তাৎপর্য্যশক্তির সাহায্যে।

'পূর্বস্মিন্ পক্ষে....স্বশব্দ-নিবেদিতত্বম্'—যদি একথা স্বীকৃত হয় যে রসাদি-প্রতীতি স্বশব্দ-নিবেদনের দ্বারাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে

ইত্যত্রের্ষ্যারোষাত্মনো মানস্য প্রশমঃ। ন চায়ং রসাদিরর্থঃ 'পুত্রস্তেজাতঃ' ইত্যতো যথা হর্ষো জায়তে তথা। নাপি লক্ষণয়া। অপিতু সহৃদয়স্য হৃদয়-সংবাদবলাদ্বিভাবানুভাবপ্রতীতৌ তন্ময়ীভাবেনাস্বাদ্যমান এব রস্যমানৈকপ্রাণঃ সিদ্ধস্বভাবঃ সুখাদিবিলক্ষণঃ পরিস্ফুরতি। তদাহ-প্রকাশত ইতি। তেন তত্র শব্দস্য ধ্বননমেব ব্যাপারোঽর্থ সহকৃতস্যেতি। বিভাবাদ্যর্থোঽপি ন পুত্রজন্ম-হর্ষন্যায়েন তাং চিত্তবৃত্তিং জনয়তীতি জননাতিরিক্তোঽর্থস্যাপি ব্যাপারো ধ্বননমেবোচ্যতে।

স্বশব্দেতি। শৃঙ্গারাদিনা শব্দেনাভিধাব্যাপারবশাদেব নিবেদিতত্বেন। বিভাবাদীতি। তাৎপর্য্যশক্ত্যেত্যর্থঃ। তত্র স্বশব্দস্যান্বয়ব্যতিরেকৌ রস্যমানতা-সারং রসং প্রতি নিরাকুর্বন্ ধ্বননস্যৈব তাবিতি দর্শয়তি—ন চ সর্বত্রেতি। যথা ভট্টেন্দুরাজস্য—

যদ্বিশ্রম্য বিলোকিতেষু বহুশোনিঃ স্থেমনী লোচনে
যদ্গাত্রানি দরিদ্রতি প্রতিদিনং লূনাব্জিনীনালবৎ।
দূর্বাকাণ্ডবিড়ম্বকশ্চ নিবিড়ো যৎপাণ্ডিমা গণ্ডয়োঃ
কৃষ্ণে যূনি সযৌবনাসু বনিতাস্বেষৈব বেষস্থিতিঃ॥

একথাও স্বীকার করিতে হয় যে স্বশব্দের দ্বারা নিবেদন না হইলে রসাদি-প্রতীতি হইবে না। কিন্তু সর্বত্র তো তাহা হয় না। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ উদাহরণস্বরূপ ভট্টেন্দুরাজের শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এক্ষেত্রে স্বশব্দের প্রয়োগ ব্যতীতও রসপ্রতীতি হইয়াছে। এইভাবে ব্যতিরেকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

'যত্রাপ্যস্তি তৎ'—সেখানে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা রস পরিবেশিত হয়; এখানে 'তৎ'-শব্দের অর্থ স্বশব্দ-নিবেদন।

তত্রাপি....প্রতীতিঃ—সেখানেও অর্থাৎ স্বশব্দের দ্বারা নিবেদন থাকিলেও বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাদনের দ্বারাই রসপ্রতীতি হয়। এখানে অন্বয়ের সাহায্যে (অর্থাৎ স্বশব্দ আছে—ইহা সত্ত্বেও) দেখান হইল যে যেখানে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দ বিদ্যমান, সেখানেও বিভাবাদি অন্য কারণে রসপ্রতীতি হইয়া থাকে।

'বিভাবাদি-প্রতিপাদনমুখেন'—পদের অর্থ হইতেছে—শব্দ-সংবলিত বিভাবাদির প্রতিপত্তি করিয়া।

স্বশব্দের দ্বারা যে রসপ্রতীতির সৃষ্টি হয় না—মাত্র সমর্থন হয়, তাহাই শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ টীকায়—'যাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপৌ' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন।

'বিষয়ান্তরে তথা তস্যা অদর্শনাৎ'—রস যে স্বশব্দকৃত নহে তাহার হেতু স্বরূপ বলা হইতেছে—'কারণ বিষয়ান্তর হইলে এরূপ দেখা যায়

ইত্যত্রানুভাববিভাবাববোধনোত্তরমেব তন্ময়ীভবনযুক্ত্যা তদ্বিভাবানুভাবোচিতচিত্তবৃত্তিবাসনানুরঞ্জিতস্বসংবিদানন্দচর্বণাগোচরোঽর্থো রসাত্মা স্ফুরত্যেবাভিলাষচিন্তৌৎসুক্যনিদ্রাধৃতিগ্লান্যালস্যশ্রমস্মৃতিবিতর্কাদিশব্দাভাবেঽপি। এবং ব্যতিরেকাভাবং প্রদর্শ্যান্বয়াভাবং দর্শয়তি—যত্রাপীতি। তদিতি স্বশব্দনিবেদিতত্বম্ প্রতিপাদনমুখেনেতি। শব্দপ্রযুক্তয়া বিভাবাদিপ্রতিপত্ত্যেত্যর্থঃ। সা কেবলমিতি। তথাহি।

যাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপৌ তদ্দত্তঝম্পানতাং
কালিন্দীতটরূঢ়বঞ্জুললতামালিঙ্গ্য সোৎকণ্ঠয়া।
তদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকূজিতম্॥

না'। কোন বস্তুর অভাব থাকিলেও যদি অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বস্তু পূর্ববর্ত্তী বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা বলা যাইবে না। বিষয়ান্তরে স্ব-শব্দের অভাবসত্ত্বেও রসপ্রতীতি হয়, অতএব রসপ্রতীতির কারণ স্বশব্দবাচকতা নহে।

শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের যে রসবত্ত্বপ্রতীতি নাই, তাহাই 'ন হি কেবল···· মনাগপি রসবত্ত্ব-প্রতীতিরস্তি"—এই অংশে দৃঢ়ভাবে দেখাইতেছেন। কেবলমাত্র শৃঙ্গারাদি শব্দের দ্বারাই যদি রসপ্রতীতি হইত, তাহা হইলে 'কাব্য' শব্দ উচ্চারণ করিলেই, বা—

'শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥'

—ইত্যাদি শ্লোক পড়িলেই কাব্য হইত বা শৃঙ্গারাদি বিভিন্ন রসের আস্বাদ হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব রসের স্বশব্দ-বাচ্যত্ব নাই। এই ভাবে ব্যতিরেক ও অন্বয়মূলক যুক্তির সাহায্যে দেখান হইল—'শৃঙ্গারাদি' স্বশব্দের সহিত রসাদির সম্বন্ধ নাই।

'যতশ্চ স্বাভিধানমন্তরেণ···প্রতীতিঃ'—এই অংশে দেখান হইয়াছে —স্বশব্দের প্রয়োগ হয় নাই; কেবলমাত্র বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রয়োগ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারাই রসসৃষ্টি হইয়াছে। অতএব রসসৃষ্টিতে স্বশব্দের প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয়।

'কেবলাচ্চ স্বাভিধানাদপ্রতীতিঃ'—এইখানে দেখানো হইতেছে

ইত্যত্র বিভাবানুভাবাবম্লানতয়া প্রতীয়েতে। উৎকণ্ঠা চ চর্বণাগোচরং প্রতিপন্নৈব এব। সোৎকণ্ঠা শব্দঃ কেবলং সিদ্ধং সাধয়তি, উৎকমিত্যনেন তুক্তানুভাবানুকর্ষণং কর্ত্তুং সোৎকণ্ঠাশব্দঃ প্রযুক্ত ইত্যনুবাদেঽপি নানর্থকঃ, পুনরনুভাবপ্রতিপাদনে হি পুনরুক্তিরতন্ময়ীভাবো বা ন তু তৎকৃতেত্যত্র হেতুমাহ—বিষয়ান্তর ইতি। 'যদ্বিশ্রম্য' ইত্যাদৌ। নহি যদভাবেঽপি যদ্ভবতি তৎকৃতং তদিতি ভাবঃ। অদর্শনমেব দ্রঢ়য়তি নহীতি। কেবলশব্দার্থং স্ফুটয়তি—বিভাবাদিতি। কাব্য ইতি। তবমতে কাব্যরূপতয়া প্রসজ্যমান ইত্যর্থঃ। মনাগপীতি।

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ

একথাও স্বীকার করিতে হয় যে স্বশব্দের দ্বারা নিবেদন না হইলে রসাদি-প্রতীতি হইবে না। কিন্তু সর্বত্র তো তাহা হয় না। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ উদাহরণস্বরূপ ভট্টেন্দুরাজের শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এক্ষেত্রে স্বশব্দের প্রয়োগ ব্যতীতও রসপ্রতীতি হইয়াছে। এইভাবে ব্যতিরেকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

'যত্রাপ্যস্তি তৎ'—সেখানে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা রস পরিবেশিত হয়; এখানে 'তৎ'-শব্দের অর্থ স্বশব্দ-নিবেদন।

তত্রাপি....প্রতীতিঃ—সেখানেও অর্থাৎ স্বশব্দের দ্বারা নিবেদন থাকিলেও বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাদনের দ্বারাই রসপ্রতীতি হয়। এখানে অন্বয়ের সাহায্যে (অর্থাৎ স্বশব্দ আছে—ইহা সত্ত্বেও) দেখান হইল যে যেখানে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দ বিদ্যমান, সেখানেও বিভাবাদি অন্য কারণে রসপ্রতীতি হইয়া থাকে।

'বিভাবাদি-প্রতিপাদনমুখেন'—পদের অর্থ হইতেছে—শব্দ-সংবলিত বিভাবাদির প্রতিপত্তি করিয়া।

স্বশব্দের দ্বার যে রসপ্রতীতির সৃষ্টি হয় না—মাত্র সমর্থন হয়, তাহাই শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ টীকায়—'যাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপৌ' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন।

'বিষয়ান্তরে তথা তস্যা অদর্শনাৎ'—রস যে স্বশব্দকৃত নহে তাহার হেতু স্বরূপ বলা হইতেছে—'কারণ বিষয়ান্তর হইলে এরূপ দেখা যায়

ইত্যত্রানুভাববিভাবাববোধনোত্তরমেব তন্ময়ীভবনযুক্ত্যা তদ্বিভাবানুভাবোচিতচিত্তবৃত্তিবাসনানুরঞ্জিতস্বসংবিদানন্দচর্বণাগোচরোঽর্থো রসাত্মা স্ফুরত্যেবাভিলাষচিন্তৌৎসুক্যনিদ্রাধৃতিগ্লান্যালস্যশ্রমস্মৃতিবিতর্কাদিশব্দাভাবেঽপি। এবং ব্যতিরেকাভাবং প্রদর্শ্যান্বয়াভাবং দর্শয়তি—যত্রাপীতি। তদিতি স্বশব্দনিবেদিতত্বম্ প্রতিপাদনমুখেনেতি। শব্দপ্রযুক্ত্যা বিভাবাদিপ্রতিপত্ত্যেত্যর্থঃ। সা কেবলমিতি। তথাহি।

যাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপৌ তদ্দত্তঝম্পানতাং
কালিন্দীতটরূঢ়বঞ্জুললতামালিঙ্গ্য সোৎকণ্ঠয়া।
তদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকূজিতম্॥

না'। কোন বস্তুর অভাব থাকিলেও যদি অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বস্তু পূর্ববর্ত্তী বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা বলা যাইবে না। বিষয়ান্তরে স্ব-শব্দের অভাবসত্ত্বেও রসপ্রতীতি হয়, অতএব রসপ্রতীতির কারণ স্বশব্দবাচকতা নহে।

শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের যে রসবত্ত্বপ্রতীতি নাই, তাহাই **'ন হি কেবল···· মনাগপি রসবত্ত্ব-প্রতীতিরস্তি'**—এই অংশে দৃঢ়ভাবে দেখাইতেছেন। কেবলমাত্র শৃঙ্গারাদি শব্দের দ্বারাই যদি রসপ্রতীতি হইত, তাহা হইলে 'কাব্য' শব্দ উচ্চারণ করিলেই, বা—

'শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥'

—ইত্যাদি শ্লোক পড়িলেই কাব্য হইত বা শৃঙ্গারাদি বিভিন্ন রসের আস্বাদ হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব রসের স্বশব্দ-বাচ্যত্ব নাই। এই ভাবে ব্যতিরেক ও অন্বয়মূলক যুক্তির সাহায্যে দেখান হইল—'শৃঙ্গারাদি' স্বশব্দের সহিত রসাদির সম্বন্ধ নাই।

'যতশ্চ স্বাভিধানমন্তরেণ ···প্রতীতিঃ'—এই অংশে দেখান হইয়াছে —স্বশব্দের প্রয়োগ হয় নাই; কেবলমাত্র বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রয়োগ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারাই রসসৃষ্টি হইয়াছে। অতএব রসসৃষ্টিতে স্বশব্দের প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয়।

'কেবলাচ্চ স্বাভিধানাদপ্রতীতিঃ'—এইখানে দেখানো হইতেছে

ইত্যত্র বিভাবানুভাবাবম্লানতয়া প্রতীয়েতে। উৎকণ্ঠা চ চর্বণাগোচরং প্রতিপন্নৈব এব। সোৎকণ্ঠা শব্দঃ কেবলং সিদ্ধং সাধয়তি, উৎকমিত্যনেন তুক্তানুভাবানুকর্ষণং কর্ত্তুং সোৎকণ্ঠাশব্দঃ প্রযুক্ত ইত্যনুবাদেঽপি নানর্থকঃ, পুনরনুভাবপ্রতিপাদনে হি পুনরুক্তিরতন্ময়ীভাবো বা ন তু তৎকৃতেত্যত্র হেতুমাহ—বিষয়ান্তর ইতি। 'যদ্বিশ্রম্য' ইত্যাদৌ। নহি যদভাবেঽপি যদ্ভবতি তৎকৃতং তদিতি ভাবঃ। অদর্শনমেব দ্রঢয়তি নহীতি। কেবলশব্দার্থং স্ফুটয়তি—বিভাবাদিতি। কাব্য ইতি। তবমতে কাব্যরূপতয়া প্রসজ্যমান ইত্যর্থঃ। মনাগপীতি।

শৃঙ্গারহাস্যকরণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ

একথাও স্বীকার করিতে হয় যে স্বশব্দের দ্বারা নিবেদন না হইলে রসাদি-প্রতীতি হইবে না। কিন্তু সর্বত্র তো তাহা হয় না। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ উদাহরণস্বরূপ ভট্টেন্দুরাজের শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এক্ষেত্রে স্বশব্দের প্রয়োগ ব্যতীতও রসপ্রতীতি হইয়াছে। এইভাবে ব্যতিরেকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

'যত্রাপ্যস্তি তৎ'—যেখানে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা রস পরিবেশিত হয়; এখানে 'তৎ'-শব্দের অর্থ স্বশব্দ-নিবেদন।

তত্রাপি⋯প্রতীতিঃ—সেখানেও অর্থাৎ স্বশব্দের দ্বারা নিবেদন থাকিলেও বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাদনের দ্বারাই রসপ্রতীতি হয়। এখানে অন্বয়ের সাহায্যে (অর্থাৎ স্বশব্দ আছে—ইহা সত্ত্বেও) দেখান হইল যে যেখানে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দ বিদ্যমান, সেখানেও বিভাবাদি অন্য কারণে রসপ্রতীতি হইয়া থাকে।

'বিভাবাদি-প্রতিপাদনমুখেন'—পদের অর্থ হইতেছে—শব্দ-সংবলিত বিভাবাদির প্রতিপত্তি করিয়া।

স্বশব্দের দ্বারা যে রসপ্রতীতির সৃষ্টি হয় না—মাত্র সমর্থন হয়, তাহাই শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ টীকায়—'যাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপৌ' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন।

'বিষয়ান্তরে তথা তস্যা অদর্শনাৎ'—রস যে স্বশব্দকৃত নহে তাহার হেতু স্বরূপ বলা হইতেছে—'কারণ বিষয়ান্তর হইলে এরূপ দেখা যায়

ইত্যত্রানুভাববিভাবাববোধনোত্তরমেব তন্ময়ীভবনযুক্ত্যা তদ্বিভাবানুভাবোচিতচিত্তবৃত্তিবাসনানুরঞ্জিতস্বসংবিদানন্দচর্বণাগোচরোঽর্থো রসাত্মা স্ফুরত্যেবাভিলাষচিন্তৌৎসুক্যনিদ্রাধৃতিগ্লান্যালস্যশ্রমস্মৃতিবিতর্কাদিশব্দাভাবেঽপি। এবং ব্যতিরেকাভাবং প্রদর্শ্যান্বয়াভাবং দর্শয়তি—যত্রাপীতি। তদিতি স্বশব্দনিবেদিতত্বম্ প্রতিপাদনমুখেনেতি। শব্দপ্রযুক্তয়া বিভাবাদিপ্রতিপত্ত্যেত্যর্থঃ। সা কেবলমিতি। তথাহি।

যাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপৌ তদ্দত্তঝম্পানতাং
কালিন্দীতটরূঢ়বঞ্জুললতামালিঙ্গ্য সোৎকণ্ঠয়া।
তদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকূজিতম্॥

না'। কোন বস্তুর অভাব থাকিলেও যদি অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বস্তু পূর্ববর্ত্তী বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা বলা যাইবে না। বিষয়ান্তরে স্ব শব্দের অভাবসত্ত্বেও রসপ্রতীতি হয়, অতএব রসপ্রতীতির কারণ স্বশব্দবাচকতা নহে।

শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের যে রসবত্ত্বপ্রতীতি নাই, তাহাই **'ন হি কেবল···· মনাগপি রসবত্ত্ব-প্রতীতিরস্তি''**—এই অংশে দৃঢ়ভাবে দেখাইতেছেন। কেবলমাত্র শৃঙ্গারাদি শব্দের দ্বারাই যদি রসপ্রতীতি হইত, তাহা হইলে 'কাব্য' শব্দ উচ্চারণ করিলেই, বা—

'শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥'

—ইত্যাদি শ্লোক পড়িলেই কাব্য হইত বা শৃঙ্গারাদি বিভিন্ন রসের আস্বাদ হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব রসের স্বশব্দ-বাচ্যত্ব নাই। এই ভাবে ব্যতিরেক ও অন্বয়মূলক যুক্তির সাহায্যে দেখান হইল—'শৃঙ্গারাদি' স্বশব্দের সহিত রসাদির সম্বন্ধ নাই।

'যতশ্চ স্বাভিধানমন্তরেণ ··প্রতীতিঃ'—এই অংশে দেখান হইয়াছে—স্বশব্দের প্রয়োগ হয় নাই; কেবলমাত্র বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রয়োগ হইয়াছে এবং তদ্দারাই রসসৃষ্টি হইয়াছে। অতএব রসসৃষ্টিতে স্বশব্দের প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয়।

'কেবলাচ্চ স্বাভিধানাদপ্রতীতিঃ'—এইখানে দেখানো হইতেছে

ইত্যত্র বিভাবানুভাবাবম্লানতযা প্রতীয়েতে। উৎকণ্ঠা চ চর্বণাগোচরং প্রতিপন্নৈব এব। সোৎকণ্ঠা শব্দঃ কেবলং সিদ্ধং সাধযতি, উৎকমিত্যনেন ভুক্তানুভাবানুকর্ষণং কর্ত্তুং সোৎকণ্ঠাশব্দঃ প্রযুক্ত ইত্যনুবাদেঽপি নানর্থকঃ, পুনরনুভাবপ্রতিপাদনে হি পুনরুক্তিরতন্ময়ীভাবো বা ন তু তৎকৃতেত্যত্র হেতুমাহ—বিষয়ান্তর ইতি। 'যদ্বিশ্রম্য' ইত্যাদৌ। নহি যদভাবেঽপি যদ্ভবতি তৎকৃতং তদিতি ভাবঃ। অদর্শনমেব দ্রঢ়য়তি নহীতি। কেবলশব্দার্থং স্ফুটয়তি—বিভাবাদিতি। কাব্য ইতি। তবমতে কাব্যরূপতয়া প্রসজ্যমান ইত্যর্থঃ। মনাগপীতি।

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ

একথাও স্বীকার করিতে হয় যে স্বশব্দের দ্বারা নিবেদন না হইলে রসাদি-প্রতীতি হইবে না। কিন্তু সর্বত্র তো তাহা হয় না। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ উদাহরণস্বরূপ ভট্টেন্দুরাজের শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এক্ষেত্রে স্বশব্দের প্রয়োগ ব্যতীতও রসপ্রতীতি হইয়াছে। এইভাবে ব্যতিরেকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

'যত্রাপ্যস্তি তৎ'—সেখানে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা রস পরিবেশিত হয়; এখানে 'তৎ'-শব্দের অর্থ স্বশব্দ-নিবেদন।

তত্রাপি····প্রতীতিঃ—সেখানেও অর্থাৎ স্বশব্দের দ্বারা নিবেদন থাকিলেও বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাদনের দ্বারাই রসপ্রতীতি হয়। এখানে অন্বয়ের সাহায্যে (অর্থাৎ স্বশব্দ আছে—ইহা সত্ত্বেও) দেখান হইল যে যেখানে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দ বিদ্যমান, সেখানেও বিভাবাদি অন্য কারণে রসপ্রতীতি হইয়া থাকে।

'বিভাবাদি-প্রতিপাদনমুখেন'—পদের অর্থ হইতেছে—শব্দ-সংবলিত বিভাবাদির প্রতিপত্তি করিয়া।

স্বশব্দের দ্বারা যে রসপ্রতীতির সৃষ্টি হয় না—মাত্র সমর্থন হয়, তাহাই শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ টীকায়—'যাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপৌ' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন।

'বিষয়ান্তরে তথা তস্যা অদর্শনাৎ'—রস যে স্বশব্দকৃত নহে তাহার হেতু স্বরূপ বলা হইতেছে—'কারণ বিষয়ান্তর হইলে এরূপ দেখা যায়

ইত্যত্রানুভাববিভাবাববোধনোত্তরমেব তন্ময়ীভবনযুক্ত্যা তদ্বিভাবানুভাবোচিতচিত্তবৃত্তিবাসনানুরঞ্জিতস্বসংবিদানন্দচর্বণাগোচরোঽর্থো রসাত্মা স্ফুরত্যেবাভিলাষচিন্তৌৎসুক্যনিদ্রাধৃতিগ্লান্যালস্যশ্রমস্মৃতিবিতর্কাদিশব্দাভাবেঽপি। এবং ব্যতিরেকাভাবং প্রদর্শ্যান্বয়াভাবং দর্শয়তি—যত্রাপীতি। তদিতি স্বশব্দনিবেদিতত্বম্ প্রতিপাদনমুখেনেতি। শব্দপ্রযুক্তয়া বিভাবাদিপ্রতিপত্ত্যেত্যর্থঃ। সা কেবলমিতি। তথাহি।

যাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপৌ তদ্দত্তঝম্পানতাং
কালিন্দীতটরূঢ়বঞ্জুললতামালিঙ্গ্য সোৎকণ্ঠয়া।
তদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকূজিতম্॥

না'। কোন বস্তুর অভাব থাকিলেও যদি অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বস্তু পূর্ববর্ত্তী বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা বলা যাইবে না। বিষয়ান্তরে স্ব-শব্দের অভাবসত্ত্বেও রসপ্রতীতি হয়, অতএব রসপ্রতীতির কারণ স্বশব্দবাচকতা নহে।

শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের যে রসবত্ত্বপ্রতীতি নাই, তাহাই **'ন হি কেবল…. মনাগপি রসবত্ত্ব-প্রতীতিরস্তি'**—এই অংশে দৃঢ়ভাবে দেখাইতেছেন। কেবলমাত্র শৃঙ্গারাদি শব্দের দ্বারাই যদি রসপ্রতীতি হইত, তাহা হইলে 'কাব্য' শব্দ উচ্চারণ করিলেই, বা—

'শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥'

—ইত্যাদি শ্লোক পড়িলেই কাব্য হইত বা শৃঙ্গারাদি বিভিন্ন রসের আস্বাদ হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব রসের স্বশব্দ-বাচ্যত্ব নাই। এই ভাবে ব্যতিরেক ও অন্বয়মূলক যুক্তির সাহায্যে দেখান হইল—'শৃঙ্গারাদি' স্বশব্দের সহিত রসাদির সম্বন্ধ নাই।

'যতশ্চ স্বাভিধানমন্তরেণ …প্রতীতিঃ'—এই অংশে দেখান হইয়াছে —স্বশব্দের প্রয়োগ হয় নাই; কেবলমাত্র বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রয়োগ হইয়াছে এবং তদ্দারাই রসসৃষ্টি হইয়াছে। অতএব রসসৃষ্টিতে স্বশব্দের প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয়।

'কেবলাচ্চ স্বাভিধানাদপ্রতীতিঃ'—এইখানে দেখানো হইতেছে

ইত্যত্র বিভাবানুভাবাবম্লানতয়া প্রতীয়েতে। উৎকণ্ঠা চ চর্বণাগোচরং প্রতিপন্নৈব এব। সোৎকণ্ঠা শব্দঃ কেবলং সিদ্ধং সাধয়তি, উৎকমিত্যনেন ভূক্তানুভাবানুকর্ষণং কর্ত্তুং সোৎকণ্ঠাশব্দঃ প্রযুক্ত ইত্যনুবাদেঽপি নানর্থকঃ, পুনরনুভাবপ্রতিপাদনে হি পুনরুক্তিরতন্ময়ীভাবো বা ন তু তৎকৃতেত্যত্র হেতুমাহ—বিষয়ান্তর ইতি। 'যদ্বিশ্রম্য' ইত্যাদৌ। নহি যদভাবেঽপি যদ্ভবতি তৎকৃতং তদিতি ভাবঃ। অদর্শনমেব দ্রঢ়য়তি নহীতি। কেবলশব্দার্থং স্ফুটয়তি—বিভাবাদিতি। কাব্য ইতি। তবমতে কাব্যরূপতয়া প্রসজ্যমান ইত্যর্থঃ। মনাগপীতি।

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ

কেবল স্বশব্দের অভিধানের দ্বারা রসের অপ্রতীতি হইয়াছে অর্থাৎ রসপ্রতীতি হয় নাই।

"তস্মাদন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং....কথঞ্চিৎ"—এখানে যুক্তির উপসংহার করা হইতেছে—অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহয্যে দেখান হইল যে রসাদির অভিব্যক্তিতে অভিধেয়ই হইতেছে সামর্থ্য। বিভাবাদি অভিধাই সহকারী শক্তিরূপে স্বীয় সামর্থ্যবশতঃ ধ্বনির প্রতীতি করায়।

'অভিধেয় সামর্থ্যাক্ষিপ্তম্'—এই অংশে 'অভিধেয়ের সামর্থ্য' বলিতে গুণালংকারবিশিষ্ট ও রসানুকূল, সমুচিত শব্দের সমন্বয়ের শক্তিকে বুঝাইতেছে। এই ভাবেই বুঝানো হইল যে এখানে শব্দ ও অর্থের ধ্বনন-ব্যাপারই আছে; অভিধাশক্তির দ্বারা জন্য-জনক-ভাব বা কার্য্য-কারণ-ভাব বা অনুমানশক্তি বা তাৎপর্য্যশক্তি কিছুই নাই।

'ইতি তৃতীয়োঽপি····স্থিতম্'—এই যুক্তিতে ('ইতি'—এখানে হেতু বাচক) তৃতীয় প্রভেদও অর্থাৎ রসধ্বনিও বাচ্য হইতে পৃথক—ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

'বাচ্যেন····দর্শয়িষ্যতে'—পরে দেখান হইবে যে বাচ্যের সঙ্গে-সঙ্গেই ইহার (রসধ্বনির) প্রতীতি হয়। 'সহ ইব'—সঙ্গে-সঙ্গেই;—একথা

ইত্যত্র। এবং স্বশব্দেন সহ রসাদের্ব্যতিরেকান্বয়াভাবমুপপত্ত্যা প্রদর্শ্য তথৈবোপসংহরতি—যতশ্চেত্যাদিনা কথিঞ্চিদিত্যন্তেন। অভিধেয়মেব সামর্থ্যং সহকারিশক্তিরূপং বিভাবাদিকং রসধ্বননে শব্দস্য কর্ত্তব্যে, অভিধেয়স্য চ পুত্র-জন্মহর্ষভিন্নযোগক্ষেমতয়া জননব্যতিরিক্তে দিবাভোজনাভাববিশিষ্টপীনত্বানুমিত-রাত্রিভোজনবিলক্ষণতয়া চানুমানব্যতিরিক্তে ধ্বননে কর্ত্তব্যে সামর্থ্যং শক্তিঃ বিশিষ্ট-সমুচিতো বাচকসাকল্যমিতি দ্বয়োরপি শব্দার্থয়োর্ধ্বননং ব্যাপারঃ। এবং যৌ পক্ষাবুপক্রম্যাস্তো দূষিতঃ, দ্বিতীয়স্তু কথঞ্চিদদূষিতঃ কথঞ্চিদঙ্গীকৃতঃ, জননানুমানব্যাপারাভিপ্রায়েন দূষিতঃ; ধ্বননাভিপ্রায়েণাঙ্গীকৃতঃ। যত্ত্রাপি তাৎপর্য্যশক্তিমেব ধ্বননং মন্যতে, স ন বস্তুতত্ত্ববেদী। বিভাবানুভাবপ্রতিপাদকে হি বাক্যে তাৎপর্য্যশক্তির্ভেদে সংসর্গে বা পর্য্যবস্যেৎ, ন তু রস্যমানতাসারে রসে ইত্যলং বহুনা। ইতি শব্দো হেত্বর্থে। 'ইত্যপি হেতোস্তৃতীয়োঽপি প্রকারো বাচ্যাদ্ভিন্ন এবে'তি সম্বন্ধঃ। সহেবেতি। ইবশব্দেন বিদ্যমানোঽপি ক্রমো ন সংলক্ষ্যত ইতি তদ্দর্শয়তি—অগ্র ইতি। দ্বিতীয়োদ্দ্যোতে।২০

বলার উদ্দেশ্য হইতেছে এই :—'রস', 'ভাব', ইত্যাদি হইতেছে—অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য, আর 'বস্তু' ও 'অলংকার' হইতেছে—সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য। 'সহ ইব' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝান হইল—রসধ্বনির ক্রম থাকিলেও তাহা লক্ষ্য করা যায় না। ইহা অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের অন্তর্ভুক্ত।

'অগ্রে'—পরে অর্থাৎ দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে ইহার বিশদ আলোচনা হইবে।

মূল

২১। কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চ-দ্বন্দ্ব-বিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ ॥ ৫

বিবিধ-বাচ্য-বাচক-রচনাপ্রপঞ্চ-চারুণঃ কাব্যস্য স এবার্থঃ সারভূতঃ। তথা চাদিকবের্বাল্মীকেঃ নিহত-সহচরী-কাতর-ক্রৌঞ্চাক্রন্দজনিতঃ শোক এব শ্লোকতয়া পরিণতঃ। শোকো হি করুণরস-স্থায়িভাবঃ। প্রতীয়মানস্য চান্যভেদ-দর্শনেঽপি রসভাবমুখেনৈবোপলক্ষণং, প্রাধান্যাৎ।

অনুবাদ

এবং সেই অর্থই হইতেছে কাব্যের আত্মা। এই ভাবেই পুরাকালে আদি কবির ক্রৌঞ্চমিথুনবিয়োগজাত শোক শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। নানাবিধ বাচ্য-বাচক-রচনাবলীর দ্বারা সুন্দর কাব্যের সেই অর্থই (রসধ্বনিরূপ প্রতীয়মান অর্থই) সারভূত। নিহত সহচরীর বিরহে কাতর ক্রৌঞ্চের ক্রন্দনজাত শোকই (আদি কবির) শ্লোকরূপে পরিণত হইয়াছিল। শোকই হইতেছে করুণরসের স্থায়িভাব। প্রতীয়মানের অন্যভেদ দেখা গেলেও, সেগুলি রস ও ভাবের দ্বারাই উপলক্ষিত হয়, কারণ (সেখানেও) রসাদিরই প্রাধান্য।

লোচন টীকা

এবং 'প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব' ইতীয়তা ধ্বনিস্বরূপং ব্যাখ্যাতম্। অধুনা কাব্যাত্মত্বমিতিহাসব্যাজেন চ দর্শয়তি—কাব্যস্যাত্মেতি। সএবেতি প্রতীয়মানমাত্রেঽপি প্রক্রান্তে তৃতীয় এব রসধ্বনিরিতি মন্তব্যং, ইতিহাসবলাৎ প্রক্রান্তবৃত্তিগ্রন্থার্থবলাচ্চ। তেন রস এব বস্তুত আত্মা, বস্ত্বলঙ্কারধ্বনী তু সর্বথা রসং প্রতি পর্য্যবস্যেতে ইতি বাচ্যাদুৎকৃষ্টৌ তাবিত্যভিপ্রায়েণ

বাসুদেব

'প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব'—ইত্যাদি শ্লোকে ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইল। এখন ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া প্রতীয়মান অর্থই যে কাব্যের আত্মা তাহা দেখানো হইতেছে।

'স এব অর্থঃ কাব্যস্য আত্মা'—এখানে 'সঃ' এই শব্দ রসধ্বনিকেই বুঝাইতেছে। যে প্রতীয়মান অর্থ কাব্যের আত্মা, তাহা গ্রহণ করিতে হইলে রসধ্বনিকে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ রসই প্রকৃতপক্ষে কাব্যের আত্মা। বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি সর্বপ্রকারে রসেই পর্য্যবসিত হয়। তবে পূর্বে যে বলা হইয়াছে 'কাব্যস্যাত্মাধ্বনিঃ', তদ্দ্বারা সাধারণ-ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাও বুঝানো হইয়াছে যে বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনিরূপ দুইটি প্রতীয়মান অর্থই বাচ্য অর্থ হইতে উৎকৃষ্ট। 'স এব অর্থঃ'—এতদ্দ্বারা যে রসধ্বনিই গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রচলিত ইতিকথা ও প্রস্তুত গ্রন্থের যুক্তি হইতেই বুঝা যাইবে।

অতঃপর আদিকবির কাহিনীর উল্লেখ করিয়া ইতিকথার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।

"আদিকবেঃ…মাগতঃ"—এই অংশের অন্বয় এইরূপ হইবে—'পুরা ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব-বিয়োগোত্থঃ শোকঃ আদিকবেঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।' আদিকবির শোক শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল এইরূপ অন্বয় হইবে না;

ধ্বনিঃ কাব্যস্যাত্মেতি সামান্যেনোক্তম। শোক ইতি। ক্রৌঞ্চস্য দ্বন্দ্ব-বিয়োগেণ সহচরীহননোদ্ভূতেন সাহচর্য্যধ্বংসনেনোত্থিতো যঃ শোকঃ স্থায়িভাবো নিরপেক্ষভাবত্বাদ্বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারোচিতরতিস্থায়িভাবাদন্য এব, স এব তথাভূতবিভাবতদুত্থাক্রন্দাদ্যনুভাবচর্বণয়া হৃদয়সংবাদতন্ময়ীভবনক্রমাদাস্বাদ্যমানতাং প্রতিপন্নঃ করুণরসরূপতাং লৌকিক-শোকব্যতিরিক্তাং স্বচিত্তদ্রুতি-সমাস্বাদ্যসারাং প্রতিপন্নো রসপরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবচ্চিত্তবৃত্তিনিঃষ্যন্দস্বভাববাগ্‌বিলাপাদিবচ্চ সময়ানপেক্ষত্বেঽপি চিত্তবৃত্তিব্যঞ্জকত্বাদিতি নয়েনাকৃতকতয়ৈবাবেশবশাৎ সমুচিত-শব্দচ্ছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্ত্রিতশ্লোকরূপতাং প্রাপ্তঃ—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌॥ ইতি

সেক্ষেত্রে ক্রৌঞ্চের দুঃখে মুনিও দুঃখিত হইতেন এবং রসের কাব্যাত্মা হওয়ার কোন অবকাশই থাকিত না। এখানে সহচরীনিধনোদ্ভূত শোকই হইতেছে স্থায়ী ভাব; সহচরীশূন্য শোকাহত ক্রৌঞ্চ হইতেছে বিভাব; শোকজাত ক্রন্দনাদি হইতেছে অনুভাব; এই বিভাব ও অনুভাববশতঃ ক্রমে কবির সহিত বিভাবানুভাবের মিলন ও তন্ময়ত্ব হইল; তখন সেই স্থায়ীভাব করুণরসে পরিণত হইল। ইহা যে 'রস', ভাব নহে, তাহা বুঝা গেল এই কারণে যে, ইহা লৌকিক শোক হইতে বিভিন্ন, স্বীয় 'চিত্তবৃত্তিনিঃষ্যন্দস্বভাব'। চিত্তবৃত্তির ব্যঞ্জকত্ববশতঃই এই স্থায়িভাব শোক উপযুক্ত শব্দ ও ছন্দোবৃত্ত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সুবিখ্যাত 'মা নিষাদ!'—ইত্যাদি শ্লোকরূপে প্রকাশিত হইল। এইভাবে স্থায়িভাবাত্মক রস কাব্যের সারভূত আত্মারূপে প্রকাশিত হয়। ইহা অন্য কোন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয় না।

'স এব'—এখানে 'এব' শব্দের দ্বারা দেখানো হইতেছে রসই কাব্যের আত্মা, কাব্যের অন্য কোন আত্মা নাই।

বৃত্তিতে শ্লোকের অর্থ বিশদ করা হইয়াছে।

"বিবিধ-বাচ্য-বাচক-রচনা-প্রপঞ্চ-চারুণঃ"—ব্যঞ্জনাযোগ্য বিভিন্ন রসের অনুকূল বৈচিত্র্যসৃষ্টিকারী, শব্দ অর্থ, গুণ এবং অলংকারের প্রাচুর্য্যসমন্বিত রচনার দ্বারা চারুত্বপ্রাপ্ত বা সুন্দর। এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হইল—ধ্বনি থাকিলেই কাব্য হইবে না,—রসানুকূল বৈচিত্র্য-

ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্। এবং হি সতি তদ্দুঃখেন সোঽপি দুঃখিত ইতি কৃত্বা রসস্যাত্মতেতি নিরবকাশং ভবেৎ। ন চ দুঃখসন্তপ্তস্যৈষা দশেতি। এবং চর্বণোচিতশোকস্থায়িভাবাত্মককরুণরসসমুচ্ছলনস্বভাবত্বাৎ স এব কাব্যস্যাত্মা সারভূতস্বভাবোঽপরশব্দবৈলক্ষণ্যকারকঃ। এতদেবোক্তং হৃদয়দর্পণে—যাবৎ পূর্ণো ন চৈতেন তাবন্নৈব বমত্যমুম্, ইতি। আগম ইতি ছান্দসেনাড়াগমেন। স এবেত্যেবকারেণেদমাহ—নান্য আত্মেতি। তেন যদাহ ভট্টনায়কঃ—

শব্দ-প্রাধান্যমাশ্রিত্য তত্র শাস্ত্রং পৃথগ্বিদুঃ।
অর্থতত্ত্বেন যুক্তং তু বদন্ত্যাখ্যানমেতয়োঃ॥
দ্বয়োর্গুণত্বে ব্যাপারপ্রাধান্যে কাব্যধীর্ভবেৎ॥

সৃষ্টিকারী এবং শব্দার্থ-গুণালংকারের চারুত্বসৃষ্টিকারী সমাবেশই ধ্বনিপ্রতীতি আনয়ন করিতে পারে।

'নিহত....ক্রৌঞ্চাক্রন্দ'—এখানে বলা হইল ক্রৌঞ্চ হইতেছে বিভাব, 'আক্রন্দ'—ইহা অনুভাব।

এখানে দেখা যাইতেছে শোকের চর্বণা হইতেই শ্লোক আসিয়াছে। তাহা হইলে তো প্রতীয়মান অর্থ কাব্যের আত্মা হইতে পারে না। এই আশংকার উত্তরে বলা হইতেছে—

"শোকো হি করুণ-রস-স্থায়িভাবঃ"—স্থায়িভাবের বিভাব ও অনুভাবসমূহের যথাযোগ্য আস্বাদ্যমানাত্মক চিত্তবৃত্তি হইতেছে রস। বাল্মীকির উদাহরণে, শোকচর্বণাত্মক করুণরসের স্থায়িভাব হইতেছে শোক। এখানে গৌণপ্রয়োগবলে বলা হইয়াছে যে স্থায়িভাব শোক রসত্ব লাভ করিয়াছে। মুখ্যতঃ প্রতীয়মান অর্থের দ্বারাই রস দ্যোতিত হইয়া থাকে।

আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রতীয়মান অর্থ তো তিন শ্রেণীর—বস্তু, অলংকার ও রসাদি। তবে এখানে কেবল রসের কথা বলা হইতেছে কেন? এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে তো বস্তু ও অলংকার ধ্বনির প্রসঙ্গ

ইতি তদপাস্তম্। ব্যাপারো হি যদি ধ্বননাত্মা রসনাত্মভাবস্তন্নাপূর্বমুক্তম্। অথাভিধৈব ব্যাপারস্তথাপ্যস্যাঃ প্রাধান্যং নেত্যাবেদিতং প্রাক্।

শ্লোকং ব্যাচষ্টে—বিবিধেতি। বিবিধং তত্তদভিব্যঞ্জনীয়রসানুগুণ্যেন বিচিত্রং কৃত্বা বাচ্যে বাচকে রচনায়াং চ প্রপঞ্চেন যচ্চারুশব্দার্থালঙ্কারগুণযুক্তমিত্যর্থঃ। তেন সর্বত্রাপি ধ্বননসদ্ভাবেঽপি ন তথা ব্যবহারঃ। আত্মসদ্ভাবেঽপি ক্বচিদেব জীবব্যবহার ইত্যুক্তং প্রাগেব। তেনৈতন্নিরবকাশম; যদুক্তং হৃদয়দর্পণে—'সর্বত্র তর্হি কাব্যব্যবহারঃ স্যাৎ' ইতি। নিহতসহচরীতি বিভাব উক্তঃ, আক্রন্দিত-শব্দেনানুভাবঃ। জনিত ইতি। চর্বণাগোচরত্বেনেতি শেষঃ।

ননু শোকচর্বণাতো যদি শ্লোক উদ্ভূতস্তৎপ্রতীয়মানং বস্তু কাব্যস্যাত্মেতি কুত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—শোকো হীতি। করুণস্য তচ্চর্বণাগোচরাত্মনঃ স্থায়িভাবঃ। শোকে হি স্থায়িভাবে যে বিভাবানুভাবাস্তৎসমুচিতা চিত্তবৃত্তিশ্চর্ব্যমানাত্মা রস ইত্যৌচিত্যাৎ স্থায়িনো রসতাপত্তিরিত্যুচ্যতে। প্রাক্স্বসংবিদিতং পরত্রানুমিতং চ চিত্তবৃত্তিজাতং সংস্কারক্রমেণ হৃদয়সংবাদমাদধানং চর্বণায়ামুপযুজ্যতে যতঃ।

অবান্তর হইয়া পড়ে এবং 'রসই কাব্যের আত্মা' এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য হয়। এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নলিখিত অংশে দেওয়া হইয়াছে।

'প্রতীয়মানস্য চান্যভেদদর্শনেঽপি রস-ভাবমুখেনৈব উপলক্ষণং, প্রাধান্যাৎ'—প্রতীয়মান অর্থের অপর দুইটি ভেদ—বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি—দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে সমাপ্তি লাভ না করায় ও বাচ্যার্থ হইতে উহাদের পার্থক্য থাকায়, ইহারা প্রধানতঃ কাব্যের প্রাণ নহে, গৌণ অর্থে কাব্যাত্মা। ইহারা শেষ পর্য্যন্ত রসে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং রসধ্বনিই প্রধান। সেইজন্যই রস-ভাব-মুখেই বস্তুধ্বনি ও অলংকার ধ্বনি উপলক্ষিত হয়।

'ভাব'—শব্দে ব্যভিচারী ভাবও বুঝাইতেছে। **'রস-ভাব-মুখেন'** এখানে 'রস' ও 'ভাব' শব্দ দুইটি তাহাদের 'আভাস' ও 'প্রশম'কেও বুঝাইতেছে ; কারণ এগুলি মূলতঃ এক, পার্থক্য শুধু অবান্তর অংশে।

মূল

২২। সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু
নিঃষ্যন্দমানা মহতাং কবীনাম্।
অলোকসামান্যমভিব্যনক্তি
পরিস্ফুরন্তং প্রতিভাবিশেষম্ ॥৬

নমু প্রতীয়মানরূপমাত্মা তত্র ত্রিভেদং প্রতিপাদিতং নতু রসৈকরূপম্। অনেন চেতিহাসেন রসস্যৈবাত্মভূতত্বমুক্তং ভবতীত্যাশঙ্ক্যাভ্যুপগমেনৈবোত্তরমাহ—প্রতীয়মানস্য চেতি। অন্যো ভেদো বস্ত্বলঙ্কারাত্মা। ভাবগ্রহণেন ব্যভিচারিণোঽপি চর্ব্যমানস্য তাবন্মাত্রাবিশ্রান্তাবপি স্থায়িচর্বণাপর্য্যবসানোচিতরসপ্রতিষ্ঠামনবাপ্যাপি প্রাণত্বং ভবতীত্যুক্তম্। যথা

নখং নখাগ্রেণ বিঘট্টয়ন্তী বিবর্ত্তয়ন্তী বলয়ং বিলোলম্।
আমন্দ্রমাশিঞ্জিতনূপুরেণ পাদেন মন্দং ভুবমালিখন্তী।

ইত্যত্র লজ্জায়াঃ। রসভাবশব্দেন চ তদাভাসতৎপ্রশমাবপি সংগৃহীতাবেব; অবান্তরবৈচিত্র্যেঽপি তদেকরূপত্বাৎ। প্রাধান্যাদিতি। রসপর্য্যবসানাদিত্যর্থঃ। তাবন্মাত্রাবিশ্রান্তাবপি চাস্যশাব্দবৈলক্ষণ্যকারিত্বেন বস্ত্বলঙ্কারধ্বনেরপি জীবিতত্ব-মৌচিত্যাদুক্তমিতিভাবঃ ॥ ২১

তদ্ বস্তুতত্ত্বং নিষ্যন্দমানা মহতাং কবীনাং ভারতী অলোকসামান্যং প্রতিভাবিশেষং পরিস্ফুরন্তম্ অভিব্যনক্তি। যেনাস্মিন্নতিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাস-প্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চষা বা মহাকবয়ঃ ইতি গণ্যন্তে।

অনুবাদ

মহাকবিগণের বাণী সেই সুমধুর অর্থবস্তু ক্ষরিত করিয়া তাঁহাদের অলোকসামান্য প্রতিভাবৈশিষ্ট্য ভাস্বরভাবে (পরিস্ফরিত করিয়া) প্রকাশ করে।

সেই বস্তুতত্ত্ব ক্ষরিত করিয়া মহাকবিগণের বাণী তাহার দিব্য (অলোকসামান্য) প্রতিভাবৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলভাবে অভিব্যক্ত করে; যাহার ফলে এই অতিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহী পৃথিবীতে কালিদাস প্রভৃতি দুই, তিন বা পাঁচজন মহাকবিরূপে গণ্য হন।

বাসুদেব

পূর্বশ্লোকে বাল্মীকির উদাহরণপ্রসঙ্গে ঐতিহাসিক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর এই শ্লোকে দেখানো হইতেছে যে—এই রসধ্বনি নিজের অনুভূতিতেও সিদ্ধ হয়। মহাকবিগণের দিব্য প্রতিভাদাপ্ত বাণীই মধুর অর্থের মাধ্যমে তাহার রসাস্বাদ আনয়ন করে।

'সরস্বতী'—শব্দের অর্থ হইতেছে 'বাণী'।

লোচন টীকা

এবমিতিহাসমুখেন প্রতীয়মানস্য কাব্যাত্মতাং প্রদর্শ্য স্বসংবিৎসিদ্ধমপ্যেতদিতি দর্শয়তি—সরস্বতীতি। বাগ্‌রূপা ভগবতীত্যর্থঃ। বস্তুশব্দেনার্থশব্দং তত্ত্বশব্দেন চ বস্তুশব্দং ব্যাচষ্টে নিঃস্যন্দমানেতি। দিব্যমানন্দরসং স্বয়মেব প্রস্নুবানেত্যর্থঃ। যদাহ ভট্টনায়কঃ—

বাগ্‌ধেনুর্দুগ্ধ এতং হি রসং যদ্বালতৃষ্ণয়া।
তেন নাস্য সমঃ স স্যাদ্ দুহ্যতে যোগিভির্হি যঃ॥

তদাবেশেন বিনাপ্যাক্রান্তা হি যো যোগিভির্দুহ্যতে। অত এব

যং সর্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ পৃথুপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্॥

বৃত্তির—'বস্তুতত্ত্বম্'—এই দুইটি শব্দের দ্বারা করিকার 'অর্থবস্তু'—এই পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'বস্তু'-শব্দের দ্বারা 'অর্থ' শব্দের এবং 'তত্ত্ব'-শব্দের দ্বারা 'বস্তু' শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

'নিঃস্যন্দমানা'—'নিজেই স্বর্গীয় আনন্দরস ঝরাইয়া।'

'অলোকসামান্যম্'—পার্থিব নহে, দিব্য।

'প্রতিভা-বিশেষম'—প্রতিভার বিশেষত্ব; প্রতিভা হইতেছে 'অপূর্ব-বস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা। তাহার বিশেষত্ব হইতেছে—রসাবেশের দ্বারা নির্মলসৌন্দর্য্যময়-কাব্যনির্মাণক্ষমতা।

'পরিস্ফুরন্তম'—পরিস্ফুরিত হইয়া অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা নয়, ভাবাবেশের দ্বারা ভাসমান হইয়া ইহা প্রতিপত্তা বা বোদ্ধার নিকট অভিব্যক্ত হয়।

'যেন'—'যাহার দ্বারা'—অর্থাৎ এইভাবে পরিস্ফুরিত প্রতিভা-বৈশিষ্ট্য যাঁহাদের, তাঁহারাই কবিকুলসংকুলজগতে 'মহাকবি' পদবী লাভ করেন। ইঁহারা যে স্বল্পসংখ্যক, 'কালিদাসপ্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চষা বা' এই অংশে তাহাই বলা হইয়াছে।

মূল

২৩। ইদং চাপরং প্রতীয়মানস্যার্থস্য সদ্ভাব-সাধনং প্রমাণম্—

শব্দার্থ-শাসন-জ্ঞান-মাত্রেণৈব ন বেদ্যতে।

বেদ্যতে স তু কাব্যার্থ-তত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্। ৭

সোঽর্থো যস্মাৎ কেবলং কাব্যার্থ-তত্ত্বজ্ঞৈরেব জ্ঞায়তে। যদি চ বাচ্যরূপ এবাসাবর্থঃ স্যাৎ. তদ্ বাচ্য-বাচকরূপ-পরিজ্ঞানাদেব

ইত্যনেন সারাগ্র্যবস্তুপাত্রত্বং হিমবত উক্তম্। 'অভিব্যনক্তি পরিস্ফুরন্তমিতি প্রতিপত্তৃন্ প্রতি সা প্রতিভা নানুমীয়মানা, অপি তু তদাবেশেন ভাসমানেত্যর্থঃ।

যদুক্তমস্মদুপাধ্যায় ভট্টতৌতেন—'নায়কস্যকবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ' ইতি। 'প্রতিভা' অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা; তস্যা বিশেষো রসাবেশবৈশদ্য-সৌন্দর্য্যং কাব্যনির্মাণক্ষমত্বম্। যদাহমুনিঃ—কবেরন্তর্গতং ভাবং' ইতি। যেনেতি। অভিব্যক্তেন স্ফুরতা প্রতিভাবিশেষেন নিমিত্তেন মহাকবিত্বগণনেতি যাবৎ ॥ ২৩

তৎ-প্রতীতিঃ স্যাৎ। অথ চ বাচ্য-বাচক-লক্ষণ-মাত্র-কৃতশ্রমাণাং কাব্যতত্ত্বার্থ-ভাবনা-বিমুখানাং স্বরশ্রুত্যাদি-লক্ষণ-মিবাপ্রগীতানাং গান্ধর্ব-লক্ষণ-বিদামগোচর এবাসাবর্থঃ।

অনুবাদ

প্রতীয়মান অর্থের যে অস্তিত্ব আছে, সে বিষয়ে আর একটি প্রমাণ হইতেছে এই :—

কেবলমাত্র শব্দ ও অর্থের অনুশাসন জ্ঞানের দ্বারাই ইহা (প্রতীয়মান অর্থ) জানা যায় না। এই অর্থ কেবলমাত্র কাব্যতত্ত্বজ্ঞগণই জানেন।

যেহেতু কেবলমাত্র কাব্যতত্ত্ববিদ্‌গণই সেই অর্থ জানেন। যদি সেই অর্থ কেবলমাত্র বাচ্যরূপ হইত, তাহা হইলে বাচ্য ও বাচকের স্বরূপজ্ঞান থাকিলেই তাহার প্রতীতি হইত। অথচ যাঁহারা কেবল গান্ধর্বলক্ষণবিদ্ (সঙ্গীতশাস্ত্রের লক্ষণবিদ), কিন্তু সঙ্গীতকলায় অপারদর্শী, স্বরশ্রুতি প্রভৃতি লক্ষণ যেমন তাঁহাদের অগোচর, তেমনি যাঁহারা কেবল বাচ্য-বাচকের লক্ষণ লইয়াই পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্তু কাব্য-তত্ত্বভাবনাবিমুখ, এই অর্থও তাঁহাদের গোচরীভূত নহে।

বাসুদেব

বাচ্যার্থ হইতে পৃথক প্রতীয়মান অর্থের বা ব্যঙ্গ্যার্থের যে অস্তিত্ব আছে—তাহার অন্য প্রমাণ এখানে দেওয়া হইয়াছে। পূর্বোক্ত ১।৪ কারিকায় ('প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব'-ইত্যাদি) বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের স্বরূপবিষয়ক ভেদের কথা বলা হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ পৃথক পৃথক সামগ্রীকেও বুঝায়। এই 'ভিন্ন-

---

লোচন টীকা

ইদং চেতি। 'ন কেবলং প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব' ইত্যেতৎ কারিকাসূচিতৌ স্বরূপবিষয়ভেদাবেব, যাবদ্ভিন্নসামগ্রীবেদ্যত্বমপি বাচ্যাতিরিক্তত্বে প্রমাণমিতি যাবৎ। বেদ্যত ইতি। ন তু ন বেদ্যতে, যেন ন স্যাদসাবিতি ভাবঃ। কাব্যস্য তত্ত্বভূতো যোঽর্থস্তস্য ভাবনা বাচ্যাতিরেকেণানবরতচর্বণা। তত্র বিমুখানাম্, স্বরাঃ ষড়্জাদয়ঃ সপ্ত। শ্রুতির্নাম শব্দস্য বৈলক্ষণ্যমাত্রকারি যদ্রূপান্তরং তৎ পরিমাণা

সামগ্রীবেগুত্ব'—পৃথক পৃথক বিষয়কে বুঝাইবার শক্তি—প্রমাণ করে যে ব্যাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের পৃথক অস্তিত্ব আছে।

কারিকায় ব্যবহৃত 'বেত্তত্বে'—শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে যে ইহা (প্রতীয়মান অর্থ) যে জানা যায় না—এমন নহে ; কারণ সেক্ষেত্রে ইহার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে।

'শব্দার্থশাসনজ্ঞান··· তৎপ্রতীতিঃ স্যাৎ'—কেবলমাত্র শব্দের সংকেতিত অর্থের জ্ঞান থাকিলেই প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি হইবে না। ইহা কেবলমাত্র কাব্যতত্ত্ববিদ্‌গণেরই প্রতীতির বিষয় : প্রতীয়মান অর্থের জ্ঞানের জন্য কাব্যতত্ত্ববেত্তা হওয়ার প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন আছে ; কাব্যতত্ত্বে পারদর্শী না হইলেও যদি প্রতীয়মান অর্থের জ্ঞান হয়, তাহা হইলে শব্দের সংকেতিত অর্থের জ্ঞান থাকিলেই তো ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। শব্দার্থের প্রচলিত স্বরূপজ্ঞান এখানে কোন সাহায্য করিতে পারে না। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বৃত্তিকার বক্তব্যটিকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সঙ্গীতশাস্ত্র পড়া আছে অথচ অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারা সঙ্গীতকলা আয়ত্ত হয় নাই—এমন ব্যক্তি যেমন স্বর, শ্রুতি প্রভৃতি বুঝিতেই পারে না, তেমনি যাঁহারা কাব্যতত্ত্বের ভাবনা করেন নাই, কেবলমাত্র বাচ্যবাচকের লক্ষণ লইয়াই মাথা ঘামাইয়াছেন,—কাব্যের সারভূত প্রতীয়মান অর্থ তাঁহাদের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়।

'কাব্যতত্ত্বার্থ-ভাবনাবিমুখানাম'—যে অর্থ কাব্যের আত্মভূত, যাহা কাব্যের মূল তত্ত্ব, তাহার ভাবনা বা অবিরাম অনুশীলন বা চর্বণাবিষয়ে যাঁহারা বিমুখ—তাঁহাদের ; বাচ্যাতিশায়ী ব্যঙ্গ্যার্থের ভাবনায় যাঁহারা বিমুখ তাঁহাদের।

'স্বর'—ষড়জ্, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—এই সপ্তস্বর।

স্বরতদন্তরালোভয়ভেদকল্পিতা দ্বাবিংশতি বিধা। আদিশব্দেন জাত্যংশকগ্রামরাগ-ভাষাবিভাষান্তরভাষাদেশীমার্গা গৃহ্যন্তে। প্রকৃষ্টং গীতং গানং যেষাং তে প্রগীতাঃ, গাতুং বা প্রারব্ধা ইত্যাদি কর্মণি ক্তঃ। প্রারম্ভেন চাত্র ফলপর্যন্ততা লক্ষ্যতে॥২৩

'শ্রুতি'—শব্দের সামান্য বৈলক্ষণ্যকারী যে রূপান্তর, তাহা ঘটিতে যে সামান্য সময় প্রয়োজন হয়, সেই সময়ের দ্বারা 'শ্রুতি'র পরিমাপ হয়। ইহার ভেদ দ্বাবিংশতি প্রকার।

'স্বর-শ্রুত্যাদি'—এখানে আদি শব্দে—'জাতি, অংশক, গ্রাম, রাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তর-ভাষা, দেশীমার্গ প্রভৃতি বুঝাইতেছে।

'প্রগীতানাম্—প্রকৃষ্ট গীত যাঁহাদের—যাঁহারা অবিরাম অনুশীলনের দ্বারা সঙ্গীতকলায় নিপুণ। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ এই পদের অপর অর্থ করিয়াছেন—যাহারা গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে [গাতুং বা প্রারব্ধা ইত্যাদি কর্মণি ক্তঃ। প্রারম্ভেন চাত্র ফল-পর্য্যন্ততা লক্ষ্যতে]।

মূল

২৪। এবং বাচ্য-ব্যতিরেকিণো ব্যঙ্গ্যস্য সদ্ভাবং প্রতিপাদ্য প্রাধান্যং তস্যৈবেতি দর্শয়তি—

সোঽর্থস্তদ্‌ব্যক্তি-সামর্থ্যযোগী শব্দশ্চ কশ্চন।
যত্নতঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ তৌ শব্দার্থৌ মহাকবেঃ ॥৮

ব্যঙ্গ্যোঽর্থস্তদ্‌ব্যক্তিসামর্থ্যযোগী শব্দশ্চ কশ্চন, ন শব্দমাত্রম্। তাবেব শব্দার্থৌ মহাকবেঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ। ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকাভ্যামেব সুপ্রযুক্তাভ্যাং মহাকবিত্বলাভো মহাকবীনাং, ন বাচ্য-বাচক-রচনামাত্রেণ।

অনুবাদ

এইভাবে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঙ্গ্য যে আছে তাহা প্রতিপাদন করিয়া, (কাব্যে) তাহারই যে প্রাধান্য—তাহা দেখাইতেছেন।

সেই অর্থ এবং তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ যে শব্দ—তাহা

লোচন টীকা

এবমিতি। স্বরূপভেদেন ভিন্নসামগ্রীজ্ঞেয়ত্বেন চেত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞেয়াবিত্যর্থে কৃত্যঃ, সর্বোহি তথা বস্তুতে ইতীয়তা প্রাধান্যে লোকসিদ্ধত্বং প্রমাণমুক্তম্। নিয়োগার্থেন চ কৃত্যেন শিক্ষাক্রম উক্তঃ। প্রত্যভিজ্ঞেয়শব্দেনেদমাহ—'কাব্যং তু জাতু জায়েত কস্তচিৎ প্রতিভাবতঃ' ইতি নয়েন যত্তপি স্বয়মস্যৈ তৎ পরিস্ফুরতি,

মহাকবির যত্নসহকারে প্রত্যভিজ্ঞার যোগ্য [মহাকবি যত্নপূর্বক প্রত্যভিজ্ঞাসহকারে তাহা জ্ঞাত হইবেন]।

ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং তাহাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ কোন শব্দ—যে কোন শব্দই নহে। সেই শব্দ ও অর্থই মহাকবির প্রত্যভিজ্ঞার যোগ্য। ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের সুপ্রয়োগের দ্বারাই (সুপ্রযুক্ত ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের দ্বারাই) মহাকবিগণের মহাকবিত্বলাভ হয়—কেবল বাচ্য-বাচকযুক্ত রচনার দ্বারা নহে।

বাসুদেব

বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের স্বরূপ নির্ণয়ান্তে এবং এই দুটিকে জানিবার উপায়ও যে বিভিন্ন তাহা বলিয়া—গ্রন্থকার কাব্যে ধ্বনির প্রাধান্য নিরূপণ করিতেছেন। ১।৬ কারিকার বৃত্তিতে বলা হইয়াছে—যাঁহাদের বাণী অলোকসামান্যপ্রতিভাবৈশিষ্ট্যে পরিস্ফুরিত হইয়া বস্তুতত্ত্বকে অভিব্যক্ত করে—তাঁহারাই হইতেছেন মহাকবি। তাহা হইলে মহাকবিগণের মুখ্য প্রচেষ্টা হইবে—প্রতীয়মান অর্থকে অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ শব্দাবলী যত্নসহকারে আয়ত্ত করা। প্রতীয়মান অর্থ ও তৎপ্রকাশক শব্দ—এই দুইটিই হইতেছে মহাকবিগণের প্রত্যভিজ্ঞার যোগ্য।

'প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ'—এখানে অর্হার্থে 'য'-প্রত্যয় করিলে অর্থ হইবে 'প্রত্যভিজ্ঞার যোগ্য' এবং নিয়োগার্থে -'য'-প্রত্যয় করিলে অর্থ হইবে—'এইভাবে শিক্ষণীয়'।

প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে—বিশেষ জ্ঞান; যে বস্তু জানা আছে—তাহারই অনুসন্ধানাত্মক সবিশেষ নিরূপণই হইতেছে প্রত্যভিজ্ঞা।

তথাপীদমিত্থমিতি বিশেষতো নিরূপ্যমাণং সহস্রশাখী ভবতি। যথোক্তমস্মৎপরম-গুরুভিঃ শ্রীমদুৎপলপাদৈঃ—

তৈস্তৈরপ্যুপযাচিতৈরুপনতস্তন্ব্যাঃ স্থিতোঽপ্যন্তিকে
কান্তো লোকসমান এবমপরিজ্ঞাতো ন রন্তুং যথা।
লোকস্যৈব তথানবেক্ষিতগুণঃ স্বাত্মাপি বিশ্বেশ্বরো
নৈবালং নিজবৈভবায় তদিয়ং তৎপ্রত্যভিজ্ঞোদিতা ॥ ইতি।

শব্দার্থের প্রচলিত সংকেত সকলেরই জানা আছে; কিন্তু তাহাতে মহাকবিগণের কোন কাজ হইবে না। শব্দার্থের যে বিশেষরূপটি কাব্যের আত্মা তাহাকেই যত্ন সহকাকে জানিয়া লইতে হইবে। সেই জন্যই বৃত্তিতে বলা হইয়াছে—'ব্যঙ্গ্যোঽর্থ স্তদ্‌ব্যক্তি····ন শব্দমাত্রম্'।

'তাবেব শব্দার্থৌ মহাকবেঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ'—মহাকবিকে প্রতীয়মান অর্থ—অর্থাৎ ব্যঞ্জক শব্দ ও ব্যঙ্গ্য পদার্থ উভয়ই যত্ন সহকারে আয়ত্ত করিতে হইবে।

'ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকাভ্যামেব····রচনামাত্রেন'—সাধারণ বাচ্যবাচকযুক্ত যে কোন রচনার দ্বারাই মহাকবিত্বলাভ হইবে না—সুপ্রযুক্ত ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকের দ্বারাই তাহা লাভ করা যাইবে।

এইরূপে ব্যঙ্গ্য অর্থ ও ব্যঞ্জক শব্দের প্রাধান্যের কথা বলিয়া ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবেরও প্রাধান্যের কথা বলা হইল।

পূর্বে ধ্বনি শব্দের তিনটি অর্থের কথা বলা হইয়াছে—(১) ধ্বনতি ইতি ধ্বনিঃ—যহা ধ্বনন করে, তাহা ধ্বনি, (২) ধ্বন্যতে ইতি ধ্বনিঃ—যাহা ধ্বনিত হয় তাহা ধ্বনি এবং (৩) ধ্বননমিতি ধ্বনিঃ—যাহার দ্বারা ধ্বনিত হয়—তাহা ধ্বনি। এইভাবে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের প্রাধান্য দেখাইয়া ইহাই প্রতিপাদিত করা হইল যে ধ্বনি শব্দের তিনপ্রকারের অর্থই উপপন্ন হইয়াছে। এতদ্দারা শব্দ-অর্থ-রস অর্থাৎ ব্যঞ্জক শব্দ, ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং ব্যঞ্জিত রস—এই তিনটিই প্রতিপাদিত হইল।

মূল

২৫। ইদানীং ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকয়োঃ প্রাধান্যেঽপি যদ্‌ বাচ্য-বাচকাবেব প্রথমমুপাদদতে কবয়স্তদপি যুক্তমেবেত্যাহ—

আলোকার্থী যথা দীপ-শিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্‌বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ ॥৯

তেন জ্ঞাতস্যাপি বিশেষতো নিরূপণমনুসন্ধানাত্মকমত্র প্রত্যভিজ্ঞানং, ন তু তদেবেদমিত্যেতাবন্মাত্রম্। মহাকবেরিতি। যো মহাকবিরহং ভূয়াসমিত্যাশাস্তে। এবং ব্যঙ্গ্যস্যার্থস্য ব্যঞ্জকস্য শব্দস্য চ প্রাধান্যং বদতা ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবস্যাপি প্রাধান্যমুক্তমিতি ধ্বনতি ধ্বন্যতে ধ্বননমিতি ত্রিতয়মপ্যুপপন্নমিত্যুক্তম্ ॥২৪

যথা হি আলোকার্থী সন্নপি দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনো ভবতি তদুপায়তয়া। নহি দীপশিখামন্তরেণালোকঃ সম্ভবতি। তদ্বদ্ ব্যঙ্গ্যমর্থং প্রত্যাদৃতো জনো বাচ্যেঽর্থে যত্নবান্ ভবতি। অনেন প্রতিপাদকস্য কবের্ব্যঙ্গ্যমর্থং প্রতি ব্যাপারো দর্শিত।

অনুবাদ

এখন, ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের প্রাধান্য হইলেও কবিগণ যে বাচ্য ও বাচককেই প্রথমে গ্রহণ করেন, তাহাও সঙ্গত। এই কারণেই বলিতেছেন—

যেমন আলোকার্থী আলোকলাভের উপায়রূপে দীপশিখার প্রতি যত্নশীল হন, সেইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতি আদরশীল ব্যক্তিও তাহার (ব্যঙ্গ্যার্থলাভের) উপায় বলিয়া বাচ্যার্থের প্রতি যত্নবান হন।

যেমন আলোকার্থী হইয়াও লোকে আলোকলাভের উপায় বলিয়া দীপশিখার প্রতি যত্নবান হয়; (কারণ) দীপশিখা ব্যতীত আলোক পাওয়া সম্ভব নয়। সেইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতি আদরশীল ব্যক্তিও বাচ্যার্থের প্রতি যত্নবান হন। এতদ্দ্বারা দেখানো হইল যে (কাব্য) প্রতিপাদক কবির ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতি ব্যাপার আছে (অর্থাৎ— ব্যঙ্গ্যার্থকে লক্ষ্য করিয়া কবি কাব্যচেষ্টায় প্রবৃত্ত হন)।

বাসুদেব

পূর্বের আলোচনায় ব্যঙ্গ্য বা ধ্বনিই প্রধান—ইহা দেখানো হইয়াছে। আবার এখন প্রতীয়মান-অর্থবাচক শব্দের কথা বলা হইতেছে। এইভাবে বাচ্য, বাচক এবং তাহাদের ভাবের (বাচ্য-বাচক ভাবের) কথাই প্রথমে উল্লিখিত হইতেছে। তাহা হইলে কি বাচ্যার্থই প্রধান? যাহা প্রধান তাহাই তো প্রথমে উল্লিখিত হয়। বাস্তবিক ক্ষেত্রেও দেখা যায়—কবিগণ প্রথমে বাচক শব্দ ও বাচ্য অর্থেরই ব্যবহার করেন। তাহা হইলে ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য থাকে কোথায়? আলোচ্য কারিকা ও বৃত্তিতে এই প্রশ্নেরই আলোচনা করা হইয়াছে।

যুক্তির ধারাই হইতেছে এই যে—যে বিষয়ের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে হইবে, প্রথমে সেই প্রাধান্য-প্রতিপাদনকারী উপায়সমূহকেই

গ্রহণ করিতে হইবে—যদিও উপায়গুলি এক্ষেত্রে প্রধান নহে। এখন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকের ; ইহা করিবার উপায় হইতেছে বাচ্য ও বাচকের সাহায্য গ্রহণ করা। সুতরাং এক্ষেত্রেও যে, অপ্রধান হইলেও—উপায় সমূহকেই—বাচ্য-বাচকেই—প্রথমে গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই যুক্তিসঙ্গত। মহাকবিগণ সেই কারণেই—বাচ্য ও বাচককেই প্রথমে গ্রহণ করেন। **ইদানীং....যুক্তমেব**—এই অংশে ব্যঙ্গ্যপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও যে বাচ্য-বাচকের প্রথমে ব্যবহার যুক্তিযুক্ত—তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

দীপশিখা ও আলোকের উদাহরণের সাহায্যে বৃত্তিকার উপরের বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। আলোকলাভের উপায় হইতেছে দীপশিখা। দীপশিখা ও আলোকের মধ্যে যেমন উপায়-উপেয়-সম্বন্ধ বিদ্যমান—বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যেও সেইরূপ একই সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

'আলোকার্থী'—শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ 'আলোক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'আলোকন' বা দর্শন। রমণীর মুখকমল আলোকের জন্য বা দেখিবার জন্য—যেমন দীপশিখার প্রয়োজন, তেমনি ব্যঙ্গার্থের আলোকন বা দর্শনের জন্যও বাচ্যার্থের প্রয়োজন।

'অনেন....দর্শিতঃ'—এতদ্বারা উপেয়ের প্রাধান্যই দেখানো হইল। কবিগণের আদরণীয় বস্তু যে প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গ্যার্থ—বাচ্যার্থ নহে—তাহাই প্রদর্শিত হইল।

মূল

২৬। প্রতিপাদ্যস্যাপি তৎ দর্শয়িতুমাহ—

যথা পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে।
বাচ্যার্থ-পূর্বিকা তদ্বৎ প্রতিপৎ তস্য বস্তুনঃ ॥ ১০

লোচন টীকা

নমু প্রথমোপাদীয়মানত্বাদ্বাচ্যবাচকতদ্ভাবস্যৈব প্রাধান্যমিত্যাশঙ্ক্যোপায়ানামেব প্রথমমুপাদানং ভবতীত্যভিপ্রায়েন—বিরুদ্ধোঽয়ং প্রাধান্যে সাধ্যে হেতুরিতি দর্শয়তি ইদানীম্ ইত্যাদিনা। আলোকনমালোকঃ ; বনিতাবদনারবিন্দাদিবিলোকনমিত্যর্থঃ। তত্র চোপায়ো দীপশিখা ॥২৫

যথা হি পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থাবগমস্তথা বাচ্যার্থ-প্রতীতি-পূর্বিকা ব্যঙ্গ্যার্থস্য প্রতিপত্তিঃ।

অনুবাদ

ব্যঙ্গ্য অর্থের সম্পর্কে প্রতিপত্তারও যে এইরূপ ব্যাপার থাকে, তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—

যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের সম্যক প্রতীতি হয়, তেমনি, পূর্বে বাচ্যার্থের প্রতীতি করিয়া পরে সেই বস্তুর ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়।

যেমন, পদের অর্থের সাহায্যেই বাক্যের অর্থাবগম হইয়া থাকে, তেমনি ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতিও বাচ্যার্থপূর্বিকা হয় [অগ্রে বাচ্যার্থের প্রতীতি হয়, পরে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়]।

বাসুদেব

১।৯ কারিকায় দেখানো হইয়াছে যে প্রতিপাদক কবি বাচ্যার্থকে উপায়রূপে গ্রহণ করিলেও, তাঁহার লক্ষ্য হইতেছে ব্যঙ্গ্যার্থ। বর্তমান কারিকায় দেখানো হইতেছে যে এই মন্তব্য প্রতিপত্তা সহৃদয়ের পক্ষেও প্রযোজ্য। পদার্থ-বাক্যার্থের সম্বন্ধের দ্বারা বক্তব্যকে বিশদ করা হইয়াছে। পদের অর্থের সাহায্যেই বাক্যার্থের জ্ঞান হয়। তেমনি বাচ্যার্থের সাহায্যেই (আগে বাচ্যার্থ বুঝিয়া পরে) ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি ঘটে।

শব্দের নিয়মে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমে পদের অর্থ বুঝিয়া তবে বাক্যের অর্থবোধ করেন; উভয় বোধের মধ্যে একটা ক্রম আছে। সাধারণভাবে প্রতিপত্তা যাঁহারা, তাঁহারাও বাচ্যার্থ আগে বুঝিয়া

লোচন টীকা

প্রতিপদিতি ভাবে ক্বিপ্। 'তস্য বস্তুন' ইতি ব্যঙ্গ্যরূপস্য সারস্যেত্যর্থঃ। অনেন শ্লোকেনাত্যন্তসহৃদয়ো যো ন ভবতি তস্যৈব স্ফুটসংবেদ্য এব ক্রমঃ। যথাত্যন্তশব্দবৃত্তজ্ঞো যো ন ভবতি তস্য পদার্থবাক্যার্থক্রমঃ। কাষ্ঠাপ্রাপ্ত-সহৃদয়-ভাবস্য তু বাক্যবৃত্তকুশলস্যেব সন্নপি ক্রমোঽভ্যস্তানুমানাবিনাভাবস্মৃত্যাদিবদ-সংবেদ্য ইতি দর্শিতম্ ॥২৬

লইয়া পরে ব্যঙ্গ্যার্থ ধরিতে পারেন—এক্ষেত্রেও একই ক্রম লক্ষিত হয়।

কিন্তু শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—এই ক্রমবোধ সাধারণ বোদ্ধার পক্ষেই প্রযোজ্য; শব্দশাস্ত্রে অসাধারণ কুশলী ব্যক্তির একই সঙ্গে পদার্থ ও বাক্যার্থের প্রতীতি হয়; তেমনি যাঁহারা অত্যন্ত সহৃদয়, তাঁহারাও বাচ্যার্থবোধের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যঙ্গ্যার্থবোধ করিতে পারেন; তাহাদের পক্ষে এই ক্রমবোধ প্রযোজ্য নহে।

মূল

২৭। ইদানীং বাচ্যার্থ-প্রতীতি-পূর্বকত্বেঽপি তৎ প্রতীতে র্ব্যঙ্গ্যস্যার্থস্য প্রাধান্যং যথা ন ব্যালুপ্যতে, তথা দর্শয়তি—

স্ব-সামর্থ্যবশেনৈব বাক্যার্থং প্রতিপাদয়ন্।
যথা ব্যাপার-নিষ্পত্তৌ পদার্থো ন বিভাব্যতে। ১১

যথা স্বসামর্থ্যবশেনৈব বাক্যার্থং প্রকাশয়ন্নপি পদার্থো ব্যাপারনিষ্পত্তৌ ন ভাব্যতে বিভক্ততয়া।

তদ্বৎ সচেতসাং সোঽর্থো বাচ্যার্থ-বিমুখাত্মনাম্।
বুদ্ধৌ তত্ত্বার্থদর্শিন্যাং ঝটিত্যেবাবভাসতে॥ ১২

অনুবাদ

এখন, বাচ্য অর্থের অগ্রে প্রতীতি হইলে যাহাতে তাহার (বাচ্যার্থের) প্রতীতির জন্য ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য লোপ না ঘটে, তাহা দেখাইতেছেন—

নিজের সামর্থ্যের দ্বারাই বাক্যার্থ প্রতিপাদন করিলেও যেমন পদের অর্থ আপনার কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিভাবিত হয় না (পৃথকরূপে কল্পিত হয় না)—

যেমন স্বীয় সামর্থ্যসাহায্যেই বাক্যার্থ প্রকাশ করিয়াও পদের অর্থ কার্য্যনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিভক্তরূপে কল্পিত হয় না (অর্থাৎ এটি পদের অর্থ আর ঐটি হইতেছে বাক্যের অর্থ—এইরূপে পৃথকভাবে গৃহীত হয় না—পরন্তু একই সঙ্গে সম্পূর্ণ অর্থবোধ ঘটায়)

তেমনি, বাচ্যার্থের প্রতি বিমুখ, তত্ত্বার্থদর্শী সহৃদয়গণের বুদ্ধিতে সেই অর্থ (ব্যঙ্গ্যার্থ) দ্রুতগতিতে (তৎক্ষণাৎ) অবভাসিত হয়।

বাসুদেব

পূর্বপক্ষ বলিতে পারেন—ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতীতির পূর্বে তো বাচ্যার্থের প্রতীতি হইতে হইবে ; তাহা হইলে বাচ্যার্থই প্রধান—ব্যঙ্গ্যার্থ নহে। ১১ সংখ্যক কারিকায় সেই আপত্তিরই খণ্ডন করা হইতেছে।

পদের অর্থ আপনার সামর্থ্যের দ্বারাই বাক্যার্থের প্রতিপাদন করে। প্রথমে আসে পদের সংকেতিত অর্থ, পরে আসে তাহার ত্রিমুখী সামর্থ্য—আকাঙ্খা, যোগ্যতা ও আসত্তি এবং ইহারই ফলে হয় বাক্যার্থের অবগতি। আগে পদের অভিধান ও পরে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তির নিয়মানুসারে বিভিন্ন পদের মধ্যে অন্বয় এবং সর্বশেষে বাক্যার্থবোধ। এখানে কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। বাক্যার্থবোধ যখন হয়, তখন আর পদার্থের পৃথক বোধ থাকে না ; ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয় ও বাক্যার্থরূপ একটি বস্তুই পাঠক বা শ্রোতার মনে ভাসিয়া উঠে। সেই কারণেই—'ন বিভাব্যতে'—'বিভক্তয়া ন ভাব্যতে'—পৃথক বুদ্ধি হয় না—এই কথা বলা হইয়াছে। এই যে পদার্থ ও বাক্যার্থের মধ্যে ক্রমের অলক্ষ্যতা—তাহাই হইতেছে ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্যের কারণ।

'তদ্বৎ'—সেই পদার্থ-বাক্যার্থ-ন্যায়ের মত। এখানে বলা হইতেছে যে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে সম্বন্ধটা হইতেছে—পদার্থ ও বাক্যার্থের সম্বন্ধের মত। পদার্থ-বাক্যার্থের ক্ষেত্রে যেমন পদার্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইলেও পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া বাক্যার্থেরই প্রতীতি হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি বাচ্যার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া ব্যঙ্গ্যার্থেরই প্রকাশ ঘটে।

লোচন টীকা

ন ব্যালুপ্যত ইতি। প্রাধান্যাদেব তৎপর্য্যন্তানুসরণরণরণকত্বরিতা মধ্যে বিশ্রান্তিং ন কুর্বত ইতি ক্রমস্য সতোঽপ্যলক্ষণং প্রাধান্যে হেতুঃ। স্বসামর্থ্যমাকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসন্নিধয়ঃ। বিভাব্যত ইতি। বিশব্দেন বিভক্তত্বোক্তা, বিভক্তত্বয়া ন ভাব্যত ইত্যর্থঃ। অনেন বিদ্যমান এব ক্রমো ন সংবেদ্যত ইত্যুক্তম্। তেন যৎস্ফোটাভিপ্রায়েণাসন্নেব ক্রম ইতি ব্যাচক্ষতে তৎপ্রত্যুক্ত

প্রশ্ন উঠিতে পারে এখানে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের সম্বন্ধটি পদার্থ-বাচ্যার্থ-ন্যায়ে প্রকাশ করা হইতেছে। কিন্তু ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে এই উদাহরণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে এবং ঘট-প্রদীপ-ন্যায়কে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অসামঞ্জস্য কিভাবে দূর করা যাইবে। তৃতীয় উদ্দ্যোতের বৃত্তিতে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

'ন হি ব্যঙ্গ্যে প্রতীয়মানে বাচ্যার্থবুদ্ধি দূরীভবতি, বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন তস্য প্রকাশনাৎ। তস্মাদ্ ঘট-প্রদীপন্যায়স্তয়োঃ। যথৈব হি প্রদীপদ্বারেণ ঘট-প্রতীতৌ উৎপন্নায়াং ন প্রদীপপ্রকাশো নিবর্ত্ততে, তদ্বৎ ব্যঙ্গ্য-প্রতীতৌ বাচ্যাবভাসঃ। যত্তু প্রথমোদ্দ্যোতে 'যথা পদার্থদ্বারেণ' ইত্যাদ্যুক্তম্, তদুপায়ত্ব-মাত্রাৎ সাম্যবিবক্ষয়া।'

১।১২ কারিকায় বলা হইয়াছে বাচ্যার্থবিমুখ, তত্ত্বার্থদর্শী সচেতাগণের হৃদয়েই এই ব্যঙ্গ্যার্থ অবভাসিত হয়। এখানেও তো দেখা যাইতেছে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য নয়। প্রাধান্য হইতেছে বিশেষ-গুণসম্পন্ন সচেতাগণের! তাহা হইলে ব্যঙ্গ্যার্থ তো কাব্যের কোন লোকোত্তর বৈশিষ্ট্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। এই আশংকার উত্তরেই 'ন বিভাব্যতে ও 'অবভাসতে' পদদ্বয় ব্যবহার করা হইয়াছে। বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি একসঙ্গে অখণ্ডভাবেই হয় এবং বাচ্যার্থকে আশ্রয় করিয়া ব্যঙ্গ্যার্থের অবভাসন হয়। এক্ষেত্রে বাচ্যার্থ বুদ্ধি দূরীভূত হয় না, কারণ বাচ্যাবভাসকে আশ্রয় করিয়াই ব্যঙ্গ্য প্রকাশিত হয়। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদও বলিয়াছেন—

তেনাত্র বিভক্ততয়া ন ভাসতে, ন তু বাচ্যস্য সর্বথৈবানবভাসঃ। অতএব তৃতীয়োদ্দ্যোতে ঘটপ্রদীপদৃষ্টান্তবলাদ্ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিকালেঽপি বাচ্য-প্রতীতি র্নঘটতে ইতি যদ্ বক্ষ্যতি, তেন সহ অস্য গ্রন্থস্য ন বিরোধঃ।"

বিরুদ্ধমেব। বাচ্যোঽর্থেবিমুখো বিশ্রান্তিনিবন্ধনং পরিতোষমলভমান আত্ম হৃদয়ং যেষামিত্যনেন সচেতসামিত্যস্যৈবার্থোঽভিব্যক্তঃ। সহৃদয়ানামেব তর্হ্যয়ং মহিমাস্তু, নতু কাব্যস্যাসৌ কশ্চিদতিশয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অবভাসত ইতি। তেনাত্র বিভক্ততয়া ন ভাসতে, নতু বাচ্যস্য সর্বথৈবনবভাসঃ। অতএব তৃতীয়োদ্দ্যোতে ঘটপ্রদীপদৃষ্টান্তবলাদ্ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিকালেঽপি বাচ্যপ্রতীতি র্ন বিঘটতে ইতি যদ্ বক্ষ্যতি তেন সহাস্য গ্রন্থস্য ন বিরোধঃ ॥২৭

এখানে মূল বক্তব্য হইতেছে ব্যঙ্গ্যার্থের ক্ষেত্রে বাচ্যার্থও থাকে,— কিন্তু গৌণ ভাবে এবং প্রধানভাবে অভিব্যক্ত হয় ব্যঙ্গ্যার্থ। পদার্থ-বাক্যার্থ-ন্যায়ে বাক্যার্থবোধের সময় পদার্থের বোধ থাকে না, এখানে কিন্তু ঘটবোধের সময় প্রদীপের বোধ লুপ্ত হয় না। একটির বোধ থাকিয়াই আর একটির বোধ হয়; সেইরূপ, ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতিকালেও বাচ্যার্থের প্রতীতি লুপ্ত হয় না।

মূল

২৮। এবং বাচ্যব্যতিরেকিণো ব্যঙ্গ্যস্যার্থস্য সদ্ভাবং প্রতিপাদ্য প্রকৃত উপযোজয়ন্নাহ—

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃত-স্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥ ১৩

যত্রার্থো বাচ্যবিশেষঃ বাচকবিশেষঃ শব্দো বা তমর্থং ব্যঙ্‌ক্তঃ স কাব্য-বিশেষো ধ্বনিরিতি। অনেন বাচ্য-বাচক-চারুত্ব-হেতুভ্য উপমাদিভ্যোঽনুপ্রাসাদিভ্যশ্চ বিভক্ত এব ধ্বনের্বিষয় ইতি দর্শিতম্।

অনুবাদ

এইভাবে বাচ্য হইতে পৃথক ব্যঙ্গ্য অর্থের সদ্ভাব প্রতিপন্ন করিয়া আলোচ্য প্রসঙ্গে ইহার উপযোগিতা দেখাইয়া বলিতেছেন—

যেখানে অর্থ বা শব্দ নিজেকে কিংবা অর্থকে গৌণ করিয়া সেই অর্থকে (ব্যঙ্গ্যার্থ্যকে) প্রকাশ করে, সেই কাব্যবিশেষকেই পণ্ডিতগণ ধ্বনি বলেন

যেখানে অর্থ অর্থাৎ বিশেষ কোন বাচ্য কিংবা শব্দ অর্থাৎ বিশেষ কোন বাচক সেই অর্থকে (ব্যঙ্গ্যার্থকে) প্রকাশ করে, সেই কাব্য-বিশেষই হইতেছে ধ্বনি। এতদ্বারা দেখান হইল যে, বাচ্যের চারুত্বের

লোচন

সদ্ভাবমিতি। সত্তাং সাধুভাবং প্রাধান্যং চেত্যর্থঃ। স্বরূপং হি প্রতিপিপাদয়িষিতম্। প্রকৃত ইতি লক্ষণে। উপযোজয়ন্ উপযোগং গময়ন্। তমর্থমিতি চারমুপযোগঃ। স্বশব্দ আত্মবাচী। স্বশ্চার্থশ্চ তৌ স্বার্থৌ; তৌ গুণীকৃতৌ

হেতুসমূহ উপমাদি এবং বাচকের চারুত্বের হেতুসমূহ অনুপ্রাসাদি হইতে ধ্বনির বিষয় পৃথকই বটে।

বাসুদেব

অতঃপর ধ্বনিকাব্যের লক্ষণ দেওয়া হইতেছে। এই কারিকা ও বৃত্তির দ্বারা অভাববাদের প্রথম বিকল্পের উত্তর দেওয়া হইল।

'সদ্ভাবম্'—শব্দের অর্থ হইতেছে সত্তা এবং সাধুভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব ও প্রাধান্য। পূর্ববর্তী আলোচনায় ধ্বনির অস্তিত্ব ও প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

'প্রকৃত উপযোজয়ন্'—লক্ষণের বিষয়ের উপযোগী করিয়া। 'তমর্থম্ সেই অর্থকে—ব্যঙ্গ্য অর্থকে। উপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ—স্বশ্চ, অর্থশ্চ তৌ উপসর্জনীকৃতৌ যাভ্যাম্'—যাহাদের দ্বারা শব্দ নিজে বা অর্থ গুণীভূত হইয়াছে; অর্থাৎ যেখানে অর্থের দ্বারা শব্দ গুণীভূত বা শব্দের দ্বারা অর্থ গুণীভূত হইয়া ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশ করে; প্রথমক্ষেত্রে হয় আর্থী ব্যঞ্জনা ও দ্বিতীয়ক্ষেত্রে হয় শাব্দী ব্যঞ্জনা। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনির ক্ষেত্রে আর্থী ব্যঞ্জনা এবং অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির ক্ষেত্রে শাব্দী ব্যঞ্জনা দেখা যায়। কোথায় কোন ব্যঞ্জনা হইবে, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেকের সাহায্যে নির্ণয় করিতে হইবে।

ব্যঙ্‌ক্তঃ—এখানে দ্বিবচন প্রয়োগের দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে দুই-ই (শব্দ এবং অর্থ) ব্যঙ্গ্যের দ্যোতনা করে। অবিবক্ষিতবাচ্য-ধ্বনিতে শব্দই ব্যঞ্জক বটে, তবে অর্থও সেখানে সহকারী। নতুবা যে শব্দের অর্থ অজ্ঞাত, তাহাও ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জক হইয়া পড়ে। বিবক্ষিতান্যপর-বাচ্যধ্বনিতে তো শব্দের সহকারিতা আছেই; বৈশিষ্ট্যযুক্ত শব্দের

যাভ্যাম্; যথাসংখ্যেন তেনার্থো গুণীকৃতাত্মা, শব্দো গুণীকৃতাভিধেয়ঃ। তমর্থমিতি 'সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু' ইতি যদুক্তং। ব্যঙ্‌ক্তঃ দ্যোতয়তঃ। ব্যঙ্‌ক্ত ইতি দ্বিবচনেনেদমাহ—যদ্যপ্যবিবক্ষিতবাচ্যে শব্দ এব ব্যঞ্জকস্তথাপ্যর্থস্যাপি সহকারিতা ন ত্রুট্যতি, অন্যথা অজ্ঞাতার্থোঽপি শব্দস্তদ্ব্যঞ্জকঃ স্যাৎ। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যে চ শব্দস্যাপি সহকারিত্বং ভবত্যেব, বিশিষ্টশব্দাভিধেয়তয়া বিনা তস্যার্থস্যাব্যঞ্জকত্বাদিতি সর্বত্র শব্দার্থয়োরুভয়োরপি ধ্বননং ব্যাপারঃ।

অভিধেয়তা না থাকিলে অর্থেরও ব্যঞ্জকত্ব থাকে না ; সুতরাং প্রত্যেকেটি ধ্বনির ক্ষেত্রেই শব্দ ও অর্থ উভয়েরই ধ্বনন ব্যাপার রহিয়াছে। যেখানে শব্দের প্রাধান্য সেখানে শাব্দী ব্যঞ্জনা ও যেখানে অর্থের প্রাধান্য সেখানে আর্থী ব্যঞ্জনা হয় ; একটিকে বলা হয় শব্দশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি ও অপরটিকে বলা হয় অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি।

'বা'—ইহা প্রাধান্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বলা হইল কোথাও শাব্দী ব্যঞ্জনা প্রধান, কোথাও বা আর্থী ব্যঞ্জনা প্রধান।

'কাব্যবিশেষঃ'- এইভাবে গুণ ও অলংকার-সংযুক্ত শব্দ ও অর্থের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী 'ধ্বনি' নামক 'কাব্যাত্মা' যে কাব্যে রহিয়াছে, সেই বিশেষ কাব্য'

'সঃ'—এই শব্দের দ্বারা অর্থ, শব্দ বা ব্যাপার বুঝাইতেছে। অর্থ হইতেছে বাচ্য, যাহা ধ্বনন করে ; শব্দও এইরূপ ; কিংবা ব্যঙ্গ্য অর্থ— যাহা ধ্বনিত হয় ; কিংবা শব্দ ও অর্থের ধ্বনন ব্যাপার। ধ্বনি হইতেছে ইহাদের (শব্দ, অর্থ ও তাহাদের ব্যাপারের) সমষ্টিগত কাব্যরূপ। ইহাই প্রধান বলিয়া কারিকায় ইহাকেই মুখ্যতঃ ধ্বনি বলা হইয়াছে।

'অনেন·····দর্শিতম্'—ধ্বনিতে বাচ্য ও বাচক তিরস্কৃত এবং ব্যঙ্গ্য-মুখ্য হওয়ায়, বাচ্য ও বাচকের সৌন্দর্য্যের হেতুস্বরূপ উপমাদি ও অনুপ্রাসাদি যে ধ্বনির বিষয় নহে, তাহা দেখানো হইল। বৃত্তিতে ব্যবহৃত 'বিভক্তঃ' শব্দের দ্বারা দেখানো হইল যে, গুণালংকার এবং ধ্বনির বিষয় স্বতন্ত্র। গুণ ও অলংকারের প্রাণ হইতেছে—বাচ্য-বাচক-

---

তেন যদ্ ভট্টনায়কেন দ্বিবচনং দূষিতং তদ্‌গজনিমীলিকয়ৈব। অর্থঃ শব্দো বেতি তু বিকল্পাভিধানং প্রাধান্যাভিপ্রায়েন। কাব্যং চ তদ্বিশেষশ্চাসৌ কাব্যস্য বা বিশেষঃ। কাব্য-গ্রহণাদ্ গুণালঙ্কারোপস্কৃতশব্দার্থপৃষ্ঠপাতী ধ্বনিলক্ষণ 'আত্মে'ত্যুক্তম্। তেনৈতন্নিরবকাশং শ্রুতার্থাপত্তাবপি ধ্বনিব্যবহারঃ স্যাদিতি। যচ্চোক্তম্—চারুত্বপ্রতীতিস্তর্হি কাব্যাত্মা স্যাৎ,—ইতি তদঙ্গীকুর্ম এব। নাম্নি খল্বয়ং বিবাদ ইতি। যচ্চোক্তম্—'চারুণঃ প্রতীতির্যদি কাব্যাত্মা প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণাদপি সা ভবন্তী তথা স্যাৎ, ইতি। তত্র শব্দার্থময়কাব্যাত্মাভিধান-

ভাব কিন্তু ধ্বনির প্রাণ হইতেছে—ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব; অতএব ধ্বনি গুণ ও অলংকারের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

ধ্বনে র্বিষয়ঃ—ইহার দ্বারা বলা হইল—অন্যত্র ধ্বনির অস্তিত্ব নাই; এই রূপে অভাববাদের প্রথম বিকল্পে—'তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽয়ং ধ্বনির্নাম' বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে—তাহার খণ্ডন করা হইল।

মূল

২৯। যদপ্যুক্তম্—'প্রসিদ্ধ-প্রস্থানাতিক্রমিণো মার্গস্য কাব্যত্ব-হানে র্ধ্বনির্নাস্তীতি তদপ্যযুক্তম্। যতো লক্ষণকৃতামেব স কেবলং ন প্রসিদ্ধঃ, লক্ষ্যে তু পরীক্ষ্যমাণে স এব সহৃদয়হৃদয়া-হ্লাদকারি কাব্যতত্ত্বম্। ততোঽন্যচ্চিত্রমেবেত্যগ্রে দর্শয়িষ্যামঃ॥

অনুবাদ

'প্রসিদ্ধ প্রস্থানের অতিরিক্ত মার্গের কাব্যত্বহানি হয়, অতএব ধ্বনি নাই'—এইভাবে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, তাহা (ধ্বনি) যে লক্ষণকারিগণের নিকটেই প্রসিদ্ধ তাহা নহে; কিন্তু লক্ষ্যবস্তুকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, তাহাই (ধ্বনিই) হইতেছে সহৃদয়গণের হৃদয়াহ্লাদকারী কাব্যতত্ত্ব। ইহা (ধ্বনি) ব্যতীত অন্য যাহা কিছু থাকে, তাহাকে যে 'চিত্র' বলে—তাহা পরে দেখাইব।

বাসুদেব

অভাববাদের দ্বিতীয় বিকল্পে বলা হইয়াছে যে প্রচলিত প্রসিদ্ধ প্রস্থান-সমূহে (অলংকার-প্রস্থান, রীতিপ্রস্থান, বৃত্তিপ্রস্থান ও গুণ-প্রস্থান) কাব্যের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যতীত কাব্যের অন্য লক্ষণ

প্রস্তাবে ক এষ প্রসঙ্গ ইতি ন কিঞ্চিদেতৎ। স ইতি। অর্থো বা শব্দো বা, ব্যাপারো বা। অর্থোঽপি বাচ্যো বা ধ্বনতীতি, শব্দোঽপ্যেবম্। ব্যঙ্গ্যো বা ধ্বন্যত ইতি ব্যাপারো বা শব্দার্থয়োর্ধ্বননমিতি। কারিকয়া তু প্রাধান্যেন সমুদায় এব কাব্যরূপো মুখ্যতয়া ধ্বনিরিতি প্রতিপাদিতম্। বিভক্ত-ইতি। গুণালঙ্কারাণাং বাচ্যবাচকভাবপ্রাণত্বাৎ। অস্য চ তদন্যব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব-সারত্বান্নাস্ত তেষন্তর্ভাব ইতি। অনন্যত্রভাবো বিষয়শব্দার্থঃ। এবং তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽয়ং ধ্বনিরিতি নিরাকৃতম্।২৮

হইতে পারে না। এই সব সুপ্রসিদ্ধ মার্গ ব্যতীত অন্য মার্গের কাব্যত্ব হয় না; এই সব মার্গে ধ্বনির কোন উল্লেখ নাই। অতএব ধ্বনি বলিয়া কিছুই নাই। অভাববাদিগণের এই সিদ্ধান্ত যে যুক্তিসঙ্গত নহে, বৃত্তিতে তাহা দেখানো হইতেছে।

ধ্বনি যে আছে এবং তাহাই যে সার কাব্যতত্ত্ব—ইহা ধ্বনির লক্ষণকারিগণের নিকট সুস্পষ্ট। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—ধ্বনির লক্ষণকারীরা তো কোন বিখ্যাত আলংকারিক নহেন (প্রসিদ্ধ প্রস্থানের অন্তর্গত নহেন); সুতরাং তাঁহাদের নিকট ধ্বনিতত্ত্ব সুস্পষ্ট হইলেই বা কি! তদুপরি লক্ষ্যবস্তু ধ্বনি নিজেই অপ্রসিদ্ধ; সুতরাং উভয় কারণেই ধ্বনিতত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রতিপক্ষগণের দুইটি যুক্তিই অচল; লক্ষণকারী বা লক্ষ্য বস্তু প্রসিদ্ধ নয়, অতএব ইহার অস্তিত্ব নাই—যুক্তি হিসাবে দুইটিই অসার! কারণ সাধারণ ব্যক্তির নিকটেও যাহার অস্তিত্ব প্রতিভাত, তাহা যে আছে তাহা নিশ্চিত; এবং প্রসিদ্ধ নয়,—এমন বস্তুর অস্তিত্ব তো প্রত্যক্ষ। সুতরাং লক্ষণকারিগণের নিকট প্রসিদ্ধ হইলেই ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

আবার লক্ষ্যবস্তুর পরীক্ষা করিলেও দেখা যাইবে, জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহ যে সহৃদয়গণের হৃদয়াহ্লাদকারী হইয়াছে, তাহারও কারণ এই ধ্বনি। যেখানেই কাব্যত্ব, সেখানেই ধ্বনি বিদ্যমান; যেখানে ধ্বনি প্রধান, সেখানে হয় ধ্বনিকাব্য এবং যেখানে ধ্বনি গৌণ, সেখানে হয় গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য। মুখ্যরূপে বা গৌণরূপে—যে ভাবেই হোক না কেন, কাব্যে ধ্বনি থাকিবেই, নচেৎ তাহা কাব্য হইবে না। ধ্বন্যালোকের ৩।৪১ কারিকার বৃত্তিতে উদ্ধৃত শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে,

'রসাদিষু বিবক্ষা তু স্যাৎ তাৎপর্যবতী যদা।
তদা নাস্ত্যেব তৎ কাব্যং ধ্বনের্যত্র ন গোচরঃ॥

যে রচনায় ধ্বনি নাই অথচ যাহা সুন্দর, সেই রচনা তাহা হইলে কি? বৃত্তিকার বলিতেছেন—এগুলি চিত্রকাব্য। যাহা শুধু বিস্ময়ের উদ্রেক করে কিন্তু কাব্যের প্রাণ রসধ্বনিসমন্বিত নহে—তাহাই হইতেছে

চিত্রকাব্য; কিংবা যাহা কেবল কাব্যের অনুকরণ করে, তাহা চিত্রকাব্য; কিংবা যাহা আলেখ্য বা ছবির মত কিংবা যাহা কেবল কলাকৌশলযুক্ত—তাহাই চিত্রকাব্য।

'অগ্রে দর্শয়িষ্যামঃ—ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতের ৪১।৪২ কারিকায় চিত্রকাব্য ও তাহার ভেদের কথা বলা হইয়াছে—

প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যস্যৈবং ব্যবস্থিতে।
কাব্যে উভে ততোহন্যদ্ যত্তচ্চিত্রমভিধীয়তে। ৪১
চিত্রং শব্দার্থভেদেন দ্বিবিধং চ ব্যবস্থিতম্।
তত্র কিঞ্চিচ্ছব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমতঃ পরম্॥ ৪২

৩।৪১ এর বৃত্তিতে উদ্ধৃত এক শ্লোকেও চিত্রকাব্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে

রস-ভাবাদি-বিষয়-বিবক্ষা-বিরহে সতি।
অলংকার-নিবন্ধো যঃ স চিত্র-বিষয়ো মতঃ॥

মূল

৩০। যদপ্যুক্তম্—'কামনীয়কমনতিবর্ত্তমানস্য তস্যোক্তালংকারাদি-প্রকারেষু অন্তর্ভাব'—ইতি, তদপ্যসমীচীনম্। বাচ্য-বাচকমাত্রাশ্রয়িনি প্রস্থানে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক-সমাশ্রয়েন ব্যবস্থিতস্য ধ্বনেঃ কথমন্তর্ভাবঃ। বাচ্য-বাচক-চারুত্ব-হেতবো হি তস্যাঙ্গভূতাঃ, স ত্বঙ্গিরূপ এবেতি প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। পরিকরশ্লোকশ্চাত্র—

'ব্যঙ্গ্য-বঞ্জক-সম্বন্ধ-নিবন্ধনতয়া ধ্বনেঃ।
বাচ্য-বাচক-চারুত্ব-হেত্বন্তঃ-পাতিতা কুতঃ॥

অনুবাদ

কমনীয়তাকে অতিক্রম করেনা বলিয়া কথিত-প্রকার অলংকারাদির মধ্যেই তাহার (ধ্বনির) অন্তর্ভাব হইবে—এইভাবে আরও যাহা বলা হইয়াছে—তাহাও সমীচীন নহে। কেবলমাত্র বাচ্য ও বাচককে আশ্রয়কারী প্রস্থানের মধ্যে ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের আশ্রয়ে স্থিত ধ্বনি কিভাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে। বাচ্য ও বাচকের চারুত্বের হেতুগুলিই

তাহার (ধ্বনির) অঙ্গস্বরূপ ; তাহাই (ধ্বনিই) কেবল অঙ্গী—ইহা পরে প্রতিপাদিত হইবে। এ বিষয়ে পরিকর শ্লোক হইতেছে—

ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকের সম্বন্ধে নিবন্ধন হওয়ায় কি করিয়া ইহার (ধ্বনির) বাচ্য-বাচকের চারুত্বহেতুসমূহের মধ্যে ধ্বনির অন্তর্ভুক্তি হইবে ?

বাসুদেব

অতঃপর অভাববাদের তৃতীয় বিকল্পের আপত্তিখণ্ডন করা হইতেছে। এখানে অভাববাদিগণ বলেন—ধ্বনি যদি চারুত্বকে অতিক্রম না করিয়া বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ চারুত্বই যদি ধ্বনি, তাহা হইলে ইহা কথিত অলংকারবৃন্দেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। কারণ তাহারাও চারুত্ব-সৃষ্টিকারী। পৃথগ্‌ভাবে ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই! এই সিদ্ধান্ত যে যুক্তিসঙ্গত নহে—তাহা বৃত্তিতে দেখানো হইতেছে।

অলংকারাদি-প্রস্থানের আশ্রয় হইতেছে কেবলমাত্র বাচ্য-বাচক-ভাব, আর ধ্বনি-প্রস্থানের আশ্রয় হইতেছে—ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব। এই আশ্রয়ের বিভিন্নতার জন্য একটি (ধ্বনি) অপরটির (অলংকারাদির) অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। তাহা ব্যতীত অন্য কারণও আছে। সেই কারণটি হইতেছে অলংকারাদির সহিত ধ্বনির সম্বন্ধ হইতেছে—অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ। ধ্বনি হইতেছে—অঙ্গী এবং অলংকার সমূহ হইতেছে অঙ্গ ; অঙ্গী কখনও অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় না, বরং অঙ্গই অঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ধ্বনি যে অঙ্গী এবং অলংকারাদি যে অঙ্গ তাহা পরে—দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে—দেখানো হইবে। দ্বিতীয় উদ্দ্যোতের পঞ্চম কারিকার

লোচন টীকা

লক্ষণকৃতামেবেতি। লক্ষণকারাপ্রসিদ্ধতা বিরুদ্ধো হেতুঃ ; তত এব হি যত্নেন লক্ষণীয়তা। লক্ষ্যে স্বপ্রসিদ্ধত্বমসিদ্ধো হেতুঃ। যচ্চ নৃত্যগীতাদিরূপং, তৎকাব্যস্ত ন কিঞ্চিৎ। চিত্রমিতি। বিস্ময়কৃদ্‌বৃত্তাদিবশাৎ, নতু সহৃদয়াভিলষণীয়-চমৎকারসাররসনিঃস্যন্দময়মিত্যর্থঃ। কাব্যানুকারিত্বাদ্বা চিত্রম্, আলেখ্যমাত্রত্বাদ্বা কলামাত্রত্বাদ্বা। অগ্র ইতি।

টীকায় শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—

'উপময়া যদ্যপি বাচ্যার্থোঽলংক্রিয়তে, তথাপি তস্য তদেবালংকরণং যদ্ব্যঙ্গ্যার্থাভিব্যঞ্জনসামর্থ্যাধানমিতি বস্তুতো ধ্বন্যাত্মৈবালংকার্য্যঃ ; কটককেয়ূরাদিভিরপি হি শরীরসমবায়িভিশ্চেতন আত্মৈব তত্তচ্চিত্তবৃত্তিবিশেষৌচিত্য-সূচনাত্মতয়ালংক্রিয়তে। তথা হি—অচেতনং শবশরীরং কুণ্ডলাদ্যুপেতমপি ন ভাতি অলংকার্য্যস্যাভাবাৎ। যতিশরীরং কটকাদিযুক্তং হাস্যাবহং ভবতিঃ অলংকার্য্যস্যানৌচিত্যাৎ। ন হি দেহস্য কিঞ্চিদনৌচিত্যমিতি বস্তুতঃ আত্মৈবালংকার্য্যঃ, অহমলংকৃত ইত্যভিমানাৎ।

এখানে দেখানো হইয়াছে—উপমাদির অলংকরণ ব্যাপার তাহাই, যাহার দ্বারা ইহারা (উপমাদি) ব্যঙ্গ্য অর্থের অভিব্যক্তির সামর্থ্যলাভ করে। আত্মা যেমন অঙ্গী ও দেহ যেমন অঙ্গ—তেমনি বাস্তবিক পক্ষে ধ্বনি হইতেছে অঙ্গী ও উপমাদি হইতেছে অঙ্গ। দেহে অলংকার-সংযোগের উদ্দেশ্য দেহকে অলংকৃত করা নয়—আত্মাকে অলংকৃত করা। শবদেহে কেহ অলংকার দেয় না ; কারণ সেখানে অলংকার্য্য কোন চেতন বস্তু নাই। আবার সন্ন্যাসী-দেহ অলংকৃত হইলে তাহা হাস্যস্পদ হয়। কারণ সেখানে অলংকার্য্যের অনৌচিত্য রহিয়াছে। দেহ কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই এক। আত্মার অনস্তিত্ব বা অনৌচিত্য বশতঃ কোন ক্ষেত্রেই অলংকার সমাবেশ সঙ্গত নয়। তেমনি কাব্যে ধ্বনিকে অভিব্যক্ত করার জন্যই অলংকারের প্রয়োগ। এখানেও অলংকার্য্য হইতেছে ধ্বনি। অতএব ধ্বনিই অঙ্গী—অলংকারাদি হইতেছে অঙ্গ।

পরিকরশ্লোকঃ—অভিনবগুপ্তপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পরিকরার্থং অধিকাবাপং কর্ত্তুং শ্লোকঃ—পরিকরশ্লোকঃ' অর্থাৎ—কারিকার অর্থকে সমধিকভাবে পরিস্ফুট করিবার জন্য যে শ্লোক—তাহাই পরিকর শ্লোক।

প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যস্যৈবং ব্যবস্থিতম্।
দ্বিধা কাব্যং ততোঽন্যদ্ যত্তচ্চিত্রমভিধীয়তে ॥

ইতি তৃতীয়োদ্দ্যোতে বক্ষ্যতি। পরিকরার্থং কারিকার্থস্যাধিকাবাপং কর্ত্তুং শ্লোকঃ পরিকর শ্লোকঃ। ২৯, ৩০

মূল

৩১। ননু যত্র প্রতীয়মানার্থস্য বৈশদ্যেনাপ্রতীতিঃ স নাম মা ভূদ্ ধ্বনের্বিষয়ঃ। যত্র তু প্রতীতিরস্তি, যথা সমাসোক্ত্যাক্ষেপানুক্তনিমিত্ত-বিশেষোক্তি-পর্য্যায়োক্তাপহ্নুতিদীপক-সঙ্করালংকারাদৌ তত্র ধ্বনেরন্তর্ভাবো ভবিষ্যতীত্যাদি নিরাকর্ত্তুমভিহিতম্—'উপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ' ইতি। অর্থো গুণীকৃতাত্মা, গুণীকৃতাভিধেয়শ্চ শব্দো বা যত্রার্থান্তরমভিব্যনক্তি স ধ্বনিরিতি। তেষু কথং তস্যান্তর্ভাবঃ? ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে হি ধ্বনিঃ, ন চৈতৎ সমাসোক্ত্যাদিষ্বস্তি।

অনুবাদ

এখন, যেখানে (যে অলংকারে) প্রতীয়মান অর্থের বিশদভাবে প্রতীতি হয় না, সেখানে না হয় তাহা ধ্বনির বিষয় না হইল। কিন্তু যেখানে (বিশদভাবে) প্রতীতি হয় যেমন, সমাসোক্তি, আক্ষেপ, অনুক্ত-নিমিত্ত বিশেষোক্তি, পর্য্যায়োক্ত, অপহ্নুতি, দীপক ও সংকর প্রভৃতি অলংকারের ক্ষেত্রে—সেখানে তো (অলংকারের মধ্যেই) ধ্বনির অন্তর্ভুক্তি হইবে। এই যুক্তি নিরাকরণের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে 'উপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ'। যেখানে অর্থ নিজেকে গৌণ করিয়া কিংবা শব্দ অভিধেয় অর্থকে গৌণ করিয়া অন্য অর্থ প্রকাশ করে তাহাই (সেই অর্থান্তরই) ধ্বনি। কিভাবে তাহাদের মধ্যে (উক্ত অলংকারসমূহের মধ্যে) তাহার (ধ্বনির) অন্তর্ভাব হইবে? ব্যঙ্গ্য-প্রাধান্য হইলে ধ্বনি হয়; ইহা (ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্য) তো সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারে নাই।

বাসুদেব

অন্তর্ভাববাদিগণ অন্যভাবে তাঁহাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করিতে পারেন। এমন হইতে পারে যে কোন কোন অলংকারের দ্বারা

লোচন টীকা

যত্রেত্যলঙ্কারে। বৈশদ্যেনেতি। চারুতয়া স্ফুটতয়া চেত্যর্থঃ। অভিহিতম্ ইতি ভূতপ্রয়োগ আদৌ ব্যঙ্ক্ত ইত্যস্য ব্যাখ্যাতত্বাৎ। গুণীকৃতাত্মেতি। আত্মেত্যনেন স্বশব্দস্যার্থো ব্যাখ্যাতঃ। নচৈতদিতি। ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যম্।

প্রতীয়মান অর্থের বিশদ প্রতীতি হয় না ; কিন্তু এমন অলংকার তো অনেক আছে—যেমন, সমাসোক্তি, আক্ষেপ, অনুক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তি, পর্য্যায়োক্ত, অপহ্নুতি, দীপক, সংকর প্রভৃতি—যেখানে প্রতীয়মান অর্থ সুস্পষ্ট ; সেখানে কেন ধ্বনি অলংকারের অন্তর্ভুক্ত হইবে না ? সেখানে যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধ্বনি অলংকারের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। প্রাচীন আলংকারিকগণ—ভামহ, উদ্ভট প্রভৃতি—সেই কারণেই প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব জানিয়াও তাহার পৃথক নামকরণ করেন নাই এবং ধ্বনিকে অলংকারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

ধ্বনি-বিচারের ক্ষেত্রে এই যুক্তি যে সমীচীন নহে—তাহা দেখাইবার জন্য বৃত্তিকার বলিতেছেন যে এই কারণেই কারিকায় (১।১৩) 'উপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ' এই পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বলা হইতেছে যে ধ্বনির ক্ষেত্রে অর্থ নিজেকে গৌণ করে এবং শব্দও অভিধেয় অর্থকে গৌণ করে এবং শব্দ ও অর্থ এই ভাবে আপনাদিগকে গৌণ করিয়া অন্য অর্থকে প্রকাশ করে। এখানে শব্দ এবং অর্থ গৌণ, অর্থান্তরই (প্রতীয়মান অর্থই) মুখ্য ; কাজেই এক্ষেত্রে ধ্বনি হইতেছে ব্যঙ্গ্য-প্রধান ; সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারে ব্যঙ্গ্যের এই প্রাধান্য নাই, ব্যঙ্গ্যার্থ সেখানে গুণীভূত। সুতরাং এই সব অলংকার গুণীভূতব্যঙ্গ্যের নিদর্শন—ধ্বনির নহে। গুণীভূতব্যঙ্গ্যে প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যকেই অনুপ্রাণিত করিয়া অবস্থিত ; তখন ইহা বাচ্যের উপকরণ বলিয়া অলংকারের পর্য্যায়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কাব্যের চমৎকৃতি আসে ব্যঙ্গ্যের দ্বারা বাচ্যের অলংকরণ হইতে। গুণীভূতব্যঙ্গ্যের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ্য থাকে মধ্য কক্ষায় ; সে কারণে ব্যঙ্গ্য নিজে রসাভিমুখী হয় না, বাচ্যকেই সমৃদ্ধ করে।

প্রাধান্যং চ যদ্যপি জগ্নৌ ন চকাস্তি। 'বুদ্ধৌ তত্ত্বাবভাসিন্যাং ইতি নয়েনাখণ্ডচর্বণাবিশ্রান্তেঃ, তথাপি বিবেচকৈর্জীবিতান্বেষণে ক্রিয়মাণে যদা ব্যঙ্গ্যোঽর্থঃ পুনরপি বাচ্যমেবানুপ্রাণয়ন্নাস্তে তদা তদুপকরণত্বাদেব তস্যালঙ্কারতা। ততো বাচ্যাদেব তদুপস্কৃতাচ্চমৎকারলাভ ইতি। যদ্যপি পর্য্যন্তে রসধ্বনিরস্তি, তথাপি মধ্যকক্ষানিবিষ্টোঽসৌ ন রসোন্মুখী ভবতি ; স্বাতন্ত্র্যেণাপি তু বাচ্যমেবার্থং সংস্কর্তুং ধাবতীতি গুণীভূতব্যঙ্গ্যতোক্তা। ৩১

সেই কারণেই ইহাকে ধ্বনি না বলিয়া গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলা হয়। উপর্যুক্ত যুক্তিবশতঃ সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকার ধ্বনির উদাহরণ নয় —গুণীভূতব্যঙ্গ্যের উদাহরণ। আরও মনে রাখিতে হইবে, সমাসোক্তি প্রভৃতি হইতেছে অলংকার এবং ধ্বনি হইতেছে অলংকার্য্য; অলংকার ও অলংকার্য্য এক হইতে পারে না। ধ্বন্যালোকের ৩।৩৬ কারিকার বৃত্তিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে সমাসোক্তি প্রভৃতি গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যের অন্তর্ভুক্ত, যদিও ধ্বনিবিহীন বলিয়া এগুলিকে সাধারণতঃ চিত্রকাব্য বলা হয়।

"যেষু চালংকারেষু সাদৃশ্যমুখেন তত্ত্ব-প্রতিলম্ভঃ—যথা রূপকোপমা-তুল্যযোগিতা-নিদর্শনাদিষু, তেষু গম্যমানধর্মমুখেনৈব যৎ সাদৃশ্যং তদেব শোভাতিশয়শালি ভবতীতি তে সর্বেঽপি চারুত্বাতিশয়যোগিনঃ সন্তো গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যৈব বিষয়াঃ। সমাসোক্ত্যাক্ষেপপর্য্যায়োক্ত্যাদিষু তু গম্যমানাংশাবিনাভাবেনৈব তত্ত্বব্যবস্থানাৎ গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা নির্বিবাদৈব। তত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যতায়ামলংকারাণাং কেষাঞ্চিৎ অলংকার-বিশেষ-গর্ভতায়াং নিয়মঃ। যথা ব্যাজস্তুতেঃ প্রেয়োঽলংকার-গর্ভত্বে। কেষাঞ্চিদলং-কারাণাং পরস্পরগর্ভতাপি সম্ভবতি। যথা দীপকোপময়োঃ। তত্র দীপকমুপমাগর্ভত্বেন প্রসিদ্ধম্। উপমাপি কদাচিদ্ দীপকচ্ছায়ানুযায়িনী। যথা মালোপমা। তথাহি 'প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপঃ' ইত্যাদৌ স্ফুটৈব দীপকচ্ছায়া লক্ষ্যতে। তদেবং ব্যঙ্গ্যাংশ-সংস্পর্শে সতি চারুত্বাতিশয়-যোগিনো রূপকাদয়োঽলংকারাঃ সর্ব এব গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য মার্গঃ॥"

মূল

৩২। সমাসোক্তৌ তাবৎ—

উপোঢ়রাগেণ বিলোল তারকং
তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া
পুরোঽপি রাগাদ্ গলিতং ন লক্ষিতম্।

ইত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যেনানুগতং বাচ্যমেব প্রাধান্যেন প্রতী-

য়তে, সমারোপিত-নায়িকা-নায়ক-ব্যব্যহারয়োর্নিশা-শশিনোরেব বাক্যার্থত্বাৎ।

অনুবাদ

যেমন, সমাসোক্তিতে—

চন্দ্র তারকাবিলোল রাত্রির মুখকে (সন্ধ্যাকে) গভীর অনুরাগ সহকারে এমনভাবে গ্রহণ করিল যে, তাহার (চন্দ্রের) সম্মুখেই যে অন্ধকাররূপী নীলবসন সম্পূর্ণরূপে খসিয়া পড়িল, অনুরাগের প্রবলতা বশতঃ তাহা সে (সন্ধ্যা) লক্ষ্যই করিল না।

ইত্যাদি উদাহরণে ব্যঙ্গ্যের দ্বারা অনুগত বাচ্যই (অর্থাৎ যেখানে ব্যঙ্গ্য বাচ্যের অনুগামী হইয়াছে) প্রধানভাবে প্রতীত হয়। কারণ এখানে বাক্যের অর্থ হইতেছে নিশা ও চন্দ্রের মধ্যে নায়িকা ও নায়কের ব্যবহারের আরোপ।

বাসুদেব

সমাসোক্তি প্রভৃতি যে সব অলংকারে ধ্বনি-প্রাধান্য নাই বলিয়া পূর্বে কথিত হইয়াছে, অতঃপর ক্রমে ক্রমে সেগুলির বিচার করা হইতেছে। প্রথমে সমাসোক্তির উদাহরণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

সমাসোক্ত্যাবিতি।

যত্রোক্তৌ গম্যতেঽন্যোঽর্থস্তৎসমানৈর্বিশেষণৈঃ।

সা সমাসোক্তিরুদিতা সংক্ষিপ্তার্থতয়া বুধৈঃ॥

ইত্যত্র সমাসোক্তের্লক্ষণস্বরূপং হেতুর্নাম তন্নির্বচনমিতি পাদচতুষ্টয়েন ক্রমাদুক্তম্। উপোঢো রাগঃ সান্ধ্যোঽরুণিমা প্রেম চ যেন। বিলোলাস্তারকা জ্যোতীংষি নেত্রত্রিভাগাশ্চ যত্র। তথেতি। ঝটিত্যেব প্রেমরভসেন চ। গৃহীতমাভাসিতং পরিচুম্বিতুমাক্রান্তং চ। নিশায়া মুখং প্রারম্ভো বদনকোকনদং চেতি। যথেতি। ঝটিতি গ্রহণেন প্রেমরভসেন চ। তিমিরং চাংশুকাশ্চ সূক্ষ্মাংশবস্তিমিরাংশুকং রশ্মিশবলীকৃতং তমঃপটলং, তিমিরাংশুকং নীলজালিকা নবোঢাপ্রৌঢবধূচিতা। রাগাদ্রক্তত্বাৎ সন্ধ্যাকৃতাদনন্তরং প্রেমরূপাচ্চ হেতোঃ পুরোঽপি পূর্বস্যাং দিশি অগ্রে চ। গলিতং প্রশান্তং পতিতং চ। রাত্র্যা করণভূতয়া সমস্তং মিশ্রিতম্; উপলক্ষণত্বেন বা। ন লক্ষিতং রাত্রি-প্রারম্ভোঽসাবিতি ন জ্ঞাতং, তিমিরসংবলিতাংশুদর্শনে হি রাত্রিমুখমিতি লোকেন

সমাসোক্তি অলংকারের সংজ্ঞা হইতেছে এই—

সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ।
ব্যবহার-সমারোপঃ প্রস্তুতেঽন্যস্য বস্তুনঃ॥

(-সাহিত্য-দর্পণঃ)।

অর্থাৎ 'সমান কার্য্য, লিঙ্গ বা বিশেষণের দ্বারা যদি কোন বর্ণনীয় পদার্থে অপ্রস্তুত পদার্থের ব্যবহার অরোপ করা হয়, তাহা হইলে সমাসোক্তি অলংকার হয়।'

"উপোঢ়রাগেণ—'ইত্যাদি শ্লোকটি সমাসোক্তির উদাহরণ; কারণ এখানে বিভিন্ন বিশেষণ ও কার্যের মাধ্যমে প্রস্তুত চন্দ্র ও সন্ধ্যার উপর অপ্রস্তুত নায়ক-নায়িকার ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে। 'উপোঢ়-রাগেণ', 'বিলোল-তারকং', নিশামুখম্' 'তিমিরাংশুকম্' 'রাগাৎ'—প্রভৃতি শ্লিষ্ট পদের সাহায্যে এই ব্যবহারের ব্যঞ্জনা হইতেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্যঞ্জনা এখানে মুখ্য নহে। নায়ক-নায়িকার ব্যবহারের আরোপ হেতু চন্দ্র ও সন্ধ্যা শৃঙ্গাররসের বিভাব হইয়াছে—একথা সত্য; কিন্তু এখানে নায়ক-নায়িকা-ব্যবহার চন্দ্র ও নিশাকে অলংকৃত করে বলিয়া এই আরোপ বা নায়ক-নায়িকা-ব্যঞ্জনা অলংকারই হইয়াছে—ধ্বনি হয় নাই। এই শ্লোকের রস আসিয়াছে নিশা ও শশীর সৌন্দর্য্য হইতে—ধ্বনি হইতে নহে; বিভাবীভূত বাচ্য হইতে রসনিঃস্যন্দ হইয়াছে। বৃত্তির নিশা-শশিনোরেব বাক্যার্থত্বাৎ—এই অংশে সুস্পষ্ট-ভাবেই বলা হইয়াছে—বাক্যটির মুখ্য অর্থ হইতেছে নিশা ও শশীর বর্ণনা—নায়ক-নায়িকার ব্যবহারারোপ এখানে গৌণ।

লক্ষ্যতে ন তু স্ফুট আলোকে। নায়িকাপক্ষে তু তয়েতি কর্তৃপদম্। রাত্রিপক্ষে তু অপিশব্দো লক্ষিতমিত্যস্তানন্তরঃ। অত্র চ নায়কেন পশ্চাদ্‌গতেন চুম্বনোপক্রমে পুরো নীলাংশুকস্য গলনং পতনং। যদি বা পুরোঽগ্রে নায়কেন তথা গৃহীতং মুখমিতি সম্বন্ধঃ। তেনাত্র ব্যঙ্গ্যে প্রতীতেঽপি ন প্রাধান্যম্। তথাহি নায়কব্যবহারো নিশাশশিনাবেব শৃঙ্গারবিভাবরূপৌ সংস্কুর্বাণোঽলঙ্কারতাং ভজতে, ততস্তু বাচ্যাদ্বিভাবীভূতাদ্রসনিঃস্যন্দঃ। যস্তু ব্যাচষ্টে—'তয়া নিশয়েতি কর্তৃপদং, ন চাচেতনায়াঃ কর্তৃত্বমুপপন্নমিতি শব্দেনৈবাত্র নায়কব্যবহার

'উপোঢ়রাগেণ'—সন্ধ্যাকালীন অরুণিমা দ্বারা বা প্রগাঢ় অনুরাগের দ্বারা। 'বিলোলতারকম্'—তারকা বা নক্ষত্রগণ যেখানে চঞ্চল বা অক্ষিতারকা যেখানে চঞ্চল। 'তথা'—এমন প্রবল প্রণয়াবেগের সহিত। 'গৃহীতম্'—আভাসিত বা চুম্বন করিতে প্রবৃত্ত। 'নিশামুখ'—মুখশব্দের অর্থ 'আরম্ভ' বা 'আনন'। যথা—দ্রুত গ্রহণ বা প্রণয়াবেগ-বশতঃ। তিমিরাংশুক—অন্ধকার ও সূক্ষ্ম কিরণজাল, সূর্যকিরণের দ্বারা বিচিত্রিত অন্ধকার বা নায়িকার উপযোগী নীলবসন। 'রাগাৎ'—রক্তিম আভা বা অনুরাগবশতঃ। 'পুরোঽপি'—পূর্বদিকে ও সম্মুখে। 'গলিতম্', প্রশান্ত বা পতিত। 'তয়া'—রাত্রির দ্বারা বা রাত্রির উপলক্ষণে। 'সমস্তম্'—মিশ্রিত। 'ন লক্ষিতম্'—অনুভূত হইল না।

শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—যখন 'নায়িকার' সহিত অন্বয় হইবে তখন 'তয়া' শব্দটি কর্তৃপদ হইবে। যখন রাত্রির সহিত অন্বয় হইবে তখন "ন লক্ষিতমপি'—এই ভাবে 'লক্ষিতম্' শব্দের পর 'অপি' শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে।

মূল

৩৩। আক্ষেপেঽপি ব্যঙ্গ্যবিশেষাক্ষেপিনোঽপি বাচ্যস্যৈব প্রাধান্যেন বাক্যার্থ আক্ষেপোক্তি-সামর্থ্যাদেব জ্ঞায়তে। তথাহি তত্র শব্দোপারূঢ়ো বিশেষাভিধানেচ্ছয়া প্রতিষেধরূপো য আক্ষেপঃ স এব ব্যঙ্গ্যবিশেষমাক্ষিপন্ মুখ্যং কাব্যশরীরম্। চারুত্বোৎকর্ষ-নিবন্ধনা হি বাচ্য-ব্যঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্য-বিবক্ষা। যথা—

অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্তৎপুরঃসরঃ।
অহো দৈবগতিঃ কীদৃক্ তথাপি ন সমাগমঃ।

উন্নীতোঽভিধেয় এব, ন ব্যঙ্গ্য ইত্যত এব সমাসোক্তিঃ ইতি—স প্রকৃতমেব প্রত্যার্থমত্যজদ্ব্যঙ্গ্যেনানুগতমিতি। একদেশবিবর্ত্তি চেত্থং রূপকং স্যাৎ, 'রাজহংসৈর-বীজ্যন্ত শরদৈব সরো নৃপাঃ', ইতিবৎ, ন তু সমাসোক্তিঃ ; তুল্যবিশেষণাভাবাৎ। গম্যত ইতি চানেনাভিধাব্যাপারনিরাসাদিত্যলমবান্তরেণ বহুনা। নায়িকায়া নায়কে যো ব্যবহারঃ স নিশায়াং সমারোপিতঃ, নায়িকায়াং নায়কস্য যো ব্যবহারঃ স শশিনি সমারোপিত ইতি ব্যাখ্যানে নৈকশেষপ্রসঙ্গঃ। ৩২

অত্র সত্যামপি ব্যঙ্গ্যপ্রতীতৌ বাচ্যস্যৈব চারুত্বমুৎকর্ষবদ্ ইতি তস্যৈব প্রাধান্য-বিবক্ষা।

অনুবাদ

আক্ষেপ অলংকারেও, যদিও বাচ্য অর্থ ব্যঙ্গ্যবিশেষকে আক্ষিপ্ত করে, তথাপি বাক্যার্থে যে প্রধানতঃ বাচ্য অর্থেরই চারুত্ব হয়, তাহা আক্ষেপোক্তির সামর্থ্য হইতেই জানা যায়। যেমন, সেইখানে—বিশেষ কথা বলিবার ইচ্ছায় শব্দাশ্রিত নিষেধরূপ যে আক্ষেপ, তাহাই ব্যঙ্গ্য-বিশেষকে আক্ষিপ্ত করিয়া মুখ্য কাব্যশরীর হয়। বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে একের প্রাধান্যের কথা বলার উদ্দেশ্য হইতেছে চারুত্বের উৎকর্ষ (কাব্যসৌন্দর্য্যের উৎকর্ষলাভ)। যেমন—

সন্ধ্যা অনুরাগবতী, দিবস তাহার সম্মুখে বিদ্যমান। তবুও তাহাদের মিলন হইল না। অহো! দৈবের কিরূপ গতি!

এখানে ব্যঙ্গ্যপ্রতীতি আছে বটে, কিন্তু বাচ্যার্থের চারুত্বই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। (এখানে বলিবার) উদ্দেশ্য হইতেছে—তাহারই (বাচ্যার্থেরই) প্রাধান্য দেখানো।

বাসুদেব

অতঃপর আক্ষেপ অলংকারের সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ কবিরাজ আক্ষেপালংকারের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন—

বস্তুনো বক্তুমিষ্টস্য বিশেষ-প্রতিপত্তয়ে।
নিষেধাভাস আক্ষেপো বক্ষ্যমানোক্তগো দ্বিধা॥

অর্থাৎ যাহা বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে, এমন বস্তুকে বিশেষভাবে

লোচন টীকা

আক্ষেপ ইতি। প্রতিষেধ ইবেষ্টস্য যো বিশেষাভিধিৎসয়া।
বক্ষ্যমাণোক্তবিষয়ঃ স আক্ষেপো দ্বিধা মতঃ॥

তত্রাদ্যো যথা—অহং ত্বাং যদি নেক্ষেয় ক্ষণমপ্যুৎসুকা ততঃ।
ইয়দেবাস্ত্বতোঽন্যেন কিমুক্তেনাপ্রিয়েণ তে॥

ইতি বক্ষ্যমাণমরণবিষয়ো নিষেধাত্মাক্ষেপঃ। তত্রেয়দস্ত্বিত্যেতদেবাত্র প্রিয়ে ইত্যাক্ষিপৎ সচ্চারুত্ব-নিবন্ধনমিত্যাক্ষেপ্যেণাক্ষেপকমলংকৃতং সৎ প্রধানম্। উক্তবিষয়স্তু যথা মমৈব—

প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে যদি তাহা নিষেধের মত করিয়া প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'আক্ষেপ' অলংকার বলে।' 'ইহা দুইপ্রকারের হয়—বক্ষমাণ-বিষয় এবং উক্ত-বিষয়।

তাহা হইলে আক্ষেপে চতুর্বিধ বস্তু থাকে—(১) ইষ্ট অর্থ (২) তাহার নিষেধ (৩) এই নিষেধেরও অসত্যতা এবং (৪) অর্থগত বিশেষ প্রতিপাদন। অসত্য নিষেধের দ্বারা বিধির আক্ষিপ্যমাণত্ব হয় বলিয়া ইহাকে আক্ষেপ বলে।

শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ স্বীয় লোচনটীকায় আক্ষেপ অলংকারের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা ভামহবিরচিত। ইহা বিশ্বনাথের সংজ্ঞারই অনুরূপ। বামনাচার্য্যের সংজ্ঞা হইতেছে—'উপমানাক্ষেপশ্চাক্ষেপঃ' অর্থাৎ উপমানের আক্ষেপ বা নিষেধ হইতেছে আক্ষেপ। এই সূত্রের দুই প্রকার অর্থ করা হইয়াছে; (১) 'উপমানস্য ক্ষেপঃ প্রতিষেধঃ উপমানাক্ষেপঃ'—উপমানের নিষেধ, অতএব উপমানাক্ষেপ; (২) "উপমানস্য আক্ষেপতঃ প্রতিপত্তিঃ"—যেখানে বাক্যসামর্থ্য হইতে উপমানের অস্তিত্ব আকর্ষণ করিয়া বুঝিতে হয়।

ভো ভোঃ কিং কিমকাণ্ড এব পতিতস্ত্বং পান্থ কান্থাগতিঃ
তত্তাদৃক্তৃষিতস্য মে খলমতিঃ সোঽয়ং জলং গূহতে।
অস্থানোপনতামকাল-সুলভাং তৃষ্ণাং প্রতি ক্রুধ্য ভোঃ
ত্রৈলোক্য-প্রথিত-প্রভাবমহিমা মার্গাঃ পুনর্মারবঃ॥

তত্র কশ্চিৎ সেবকঃ প্রাপ্তঃ প্রাপ্তব্যমস্মাৎ কিমিতি ন লভ ইতি প্রত্যাশাবিশস্য-মানহৃদয়ঃ কেনচিদমুনাক্ষেপেণ প্রতিবোধ্যতে। তত্রাক্ষেপেণ নিষেধরূপেণ বাচ্যস্যৈবাসৎ-পুরুষসেবাতবৈফল্যতৎকৃতোদ্বেগাত্মনঃ শান্তরসস্থায়িভূতনির্বেদ-বিভাবরূপতয়া চমৎকৃতিদায়িত্বম্। বামনস্য তু 'উপমানাক্ষেপঃ' ইত্যাক্ষেপ-লক্ষণম্। উপমানস্য চন্দ্রাদেরাক্ষেপঃ; অস্মিন্ সতি কিং ত্বয়া কৃত্যমিতি। যথা—

তস্যাস্তন্মুখমস্তি সৌম্যসুভগং কিং পার্বণেনেন্দুনা
সৌন্দর্য্যস্য পদং দৃশৌ যদি চ তৈঃ কিং নাম নীলোৎপলৈঃ।
কিং বা কোমলকান্তিভিঃ কিসলয়ৈঃ সত্যেব তত্রাধরে
হা ধাতুঃ পুনরুক্তবস্তুরচনারম্ভেষপূর্বো গ্রহঃ॥

বলা যাইতে পারে, এখানেও তো প্রতীয়মান অর্থ লক্ষিত হইতেছে। তদুত্তরে বলা হইয়াছে "আক্ষেপেঽপি ......জায়তে"—আক্ষেপ অলংকারে ব্যঙ্গ্য-বিশেষ আক্ষিপ্ত হয় বটে, তবে বাক্যার্থে প্রাধান্য থাকে বাচ্যের। আক্ষেপালংকারে ব্যঙ্গ্য থাকিলেও চারুত্বের প্রধান হেতু হইতেছে বাচ্যার্থ—এবং এই চারুত্বের বোধ আসে আক্ষেপোক্তির সামর্থ্য হইতে। কারণ দেখা যায়—বিশেষ কোন বক্তব্য আক্ষিপ্ত করিলেও এখানে মুখ্য কাব্যশরীর হইতেছে—শব্দাশ্রিত নিষেধরূপ আক্ষেপ; এখানে আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ্য-বিশেষ হইতেছে গৌণ এবং বাচ্যাশ্রিত আক্ষেপই হইতেছে মুখ্য। অতএব এখানেও ধ্বনি নাই—আছে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য।

বাচ্য ও ব্যঙ্গের মধ্যে কোন বস্তু কাব্যের চারুত্বের উৎকর্ষসাধন করিতেছে তাহা যেভাবে বুঝা যাইবে তাহা বলা হইয়াছে—"চারুত্বোৎ-কর্ষ····বিবক্ষা"—এই অংশে। কোন কাব্যে বাচ্যের প্রাধান্য না ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য, তাহা নির্ণয় করার একমাত্র উপায় হইতেছে—ইহা বিচার করা—যে বর্ণিত কাব্যে চারুত্বের উৎকষ-বিধান হইয়াছে কাহার দ্বারা;

অত্র ব্যঙ্গোঽপ্যুপমার্থো বাচ্যস্যৈবোপস্কুরুতে। কিং তেন কৃত্যমিতি ত্বপহস্তনারূপ আক্ষেপো বাচ্য এব চমৎকারকারণম্। যদি বোপমানস্যাক্ষেপঃ সামর্থ্যাদাকর্ষণম্। যথা—

ঐন্দ্রং ধনুঃ পাণ্ডুপয়োধরেণ শরদ্দধানার্দ্রনখক্ষতাভম্।
প্রসাদয়ন্তী সকলঙ্কমিন্দুং তাপং রবেরভ্যধিকং চকার॥

ইত্যত্রের্ষ্যাকলুষিতনায়কান্তরমুপমানমাক্ষিপ্তমপি ব্যাচ্যার্থমেবালঙ্করোতীত্যেবা তু সমাসোক্তিরেব। তদাহ—চারুত্বোৎকর্ষেতি। অত্রৈব প্রসিদ্ধং দৃষ্টান্তমাহ অনুরাগবতীতি। তেনাক্ষেপ-প্রমেয়-সমর্থন-মেবাপরিসমাপ্তমিতি মন্তব্যম্। তত্রোদাহরণত্বেন সমাসোক্তিশ্লোকঃ পঠিতঃ। অহো দৈবগতিরিতি। গুরুপারতন্ত্র্যাদিনিমিত্তোঽসমাগম ইত্যর্থঃ। তস্যৈবেতি। বাচ্যস্যৈবেতি যাবৎ। বামনাভিপ্রায়েণায়মাক্ষেপঃ, ভামহাভিপ্রায়েণ তু সমাসোক্তিরিত্যমুমাশয়ং হৃদয়ে গৃহীত্বা সমাসোক্ত্যাক্ষেপয়োঃ যুক্ত্যেদমেকমেবোদাহরণং ব্যতরদ্ গ্রন্থকৃৎ। এষাপি সমাসোক্তির্বাস্তু আক্ষেপো বা, কিমনেনাস্মাকম্। সর্বথালঙ্কারেষু ব্যঙ্গ্যং বাচ্যে গুণীভবতীতি নঃ সাধ্যমিত্যত্রাশয়োঽত্র গ্রন্থেঽস্মদ্গুরুভির্নিরূপিতঃ। ৩৩

যদি বাচ্যের প্রাধান্য ইহার হেতু হয়, তাহা হইলে হইবে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য ইহার হেতু হইলে—হইবে ধ্বনিকাব্য। আক্ষেপালংকারে চারুত্বের উৎকর্ষবিধানে বাচ্যেরই প্রাধান্য; সুতরাং ইহা ধ্বনি নহে। "অনুরাগবতী সন্ধ্যা"—ইত্যাদি উদাহরণে দেখানো হইয়াছে যে এখানে ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি থাকিলেও বাচ্যের চারুতাই উৎকর্ষলাভ করিয়াছে; সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হইতেছে—বাচ্যার্থেরই প্রাধান্য-বিবক্ষা।

"অনুরাগবতী সন্ধ্যা"—ইত্যাদি শ্লোকটিকে সমাসোক্তি এবং আক্ষেপ—উভয় অলংকারের উদাহরণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে—অলংকার এখানে যাহাই হউক—এই উদাহরণ দ্বারা ইহাই দেখানো হইয়াছে যে—"সর্বথালংকারেষু ব্যঙ্গং বাচ্যে গুণীভবতি"।

মূল

৩৪। যথা চ দীপকাপহ্নুত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যত্বেনোপমায়াঃ প্রতীতাবপি প্রাধান্যেনাবিবক্ষিতত্বাৎ ন তয়া ব্যপদেশস্তদ্বদত্রাপি দ্রষ্টব্যম্।

অনুবাদ

আবার যেমন, দীপক, অপহ্নুতি প্রভৃতি অলংকারে ব্যঙ্গ্যরূপে উপমার প্রতীতি হইলেও, তাহা (উপমা) প্রধানরূপে বিবক্ষিত হয় না (অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যই প্রধান—তাহা বলিবার উদ্দেশ্য হয় না) এবং সেই কারণে উপমারূপে ইহাদের নামকরণ হয় না (এগুলিকে উপমা বলা হয় না), সেইরূপ এইখানেও দেখিতে (বুঝিতে) হইবে।

বাসুদেব

এযাবৎ প্রাধান্য বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর বুঝানো হইতেছে যে নামকরণও হয় প্রাধান্যের দ্বারাই।

২৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বৃত্তিতে বলা হইয়াছে—'ততোঽন্যচ্চিত্রম্ এব'। ধ্বনি হইতেছে সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদকারী কাব্যতত্ত্ব। ধ্বনি হইতে পৃথক যাহা, ধ্বনি যেখানে নাই,—তাহা চিত্রকাব্য। সমাসোক্তি

প্রভৃতি অলংকারের আলোচনায় দেখা যাইতেছে—এই সব অলংকারে ধ্বনির ব্যঞ্জনা আছে,—যদিও বাচ্যার্থই প্রধান। তাহা হইলে এইগুলির ব্যপদেশ বা নামকরণ ধ্বনিকাব্য হইবে না কেন? অন্ততঃ গুণীভূত-ব্যঙ্গরূপে তাহাদের ব্যপদেশ হইবে না কেন?

উত্তরে বৃত্তিকার বলিতেছেন—ব্যপদেশ বা নামকরণ হয় প্রাধান্যের বিচার করিয়া; "প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি"। দীপক, অপহ্নুতি প্রভৃতি অলংকারে উপমার ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু সেখানে উপমা প্রধানভাবে বিবক্ষিত নহে, সেই কারণে এই অলংকারগুলিকে উপমা বলা হয় না। সেইরূপ সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধানভাবে বিবক্ষিত নয়। সুতরাং ইহাদেরও ধ্বনি কাব্য বলা যাইবে না॥ ইহাদিগকে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যও বলা যাইবেনা এই একই কারণে। ব্যঙ্গ্য যেখানে গৌণ, সেখানে প্রাধান্যের অভাববশতঃই গৌণবস্তুর নামে নামকরণ করা উচিত নয়।

[আমরা ৩১ সংখ্যক অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি যে আনন্দ-বর্ধন ৩৷৩৬ কারিকার বৃত্তিতে সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারকে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য বলিয়াছেন; এখানের মন্তব্য সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে]

এখন দীপক ও অপহ্নুতিতে উপমার ব্যঞ্জনা কেমনভাবে আছে দেখা যাক। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ তাঁহার টীকায় উদ্ভট-কৃত দীপক লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য উদ্ভট দীপকালংকারের সংজ্ঞা করিয়াছেন এইভাবে—

'আদি-মধ্যান্ত-বিষয়াঃ প্রাধান্যেতরযোগিনঃ।
অন্তর্গতোপমাধর্মা যত্র তদ্ দীপকং বিদুঃ॥

লোচন টীকা

এবং প্রাধান্য-বিবক্ষায়াং দৃষ্টান্তমুক্ত্বা ব্যপদেশোঽপি প্রাধান্যকৃত এব ভবতীত্যত্র দৃষ্টান্তং স্বপরপ্রসিদ্ধমাহ যথা—চেতি। উপমায়া ইতি। উপমানোপমেয়-ভাবস্যেত্যর্থঃ। তয়েত্যুপময়া। দীপকে হি 'আদিমধ্যান্তবিষয়ং ত্রিধা দীপকমিষ্যতে', ইতি লক্ষণম্।

মণিঃ শাণোল্লীঢ় সমরবিজয়ী হেতিদলিতঃ।
কলাশেষশ্চন্দ্রঃ সুরতমৃদিতা বালললনা।

এখানে সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে—দীপক হইতেছে 'অন্তর্গতোপমাধর্মা'—যাহাতে উপমার ধর্ম অন্তর্গত হইয়াছে। অভিনবগুপ্তপাদ দীপকালংকারের উদাহরণরূপে—"মণিঃ শাণোল্লীঢ়" প্রভৃতি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—'শাণবিদ্ধ মণি, অস্ত্রদলিত যুদ্ধজয়ী বীর, কলাশেষ চন্দ্র, সুরতক্লান্তা বাললললনা, মদক্ষীণ করী, শরৎকালে সংকুচিত-তীর সরোবর, প্রার্থিগণকে দান করিয়া নিঃশেষবিত্ত দাতা—ইহারা নিজেদের শীর্ণতার দ্বারাই শোভা পাইয়া থাকে। এই উদাহরণের উপমা-গর্ভত্ব সুস্পষ্ট; তথাপি ইহার প্রধান শোভা এই উপমা-গর্ভত্ব নহে—দীপকালংকার। কারণ উপমা-জ্ঞান এই শ্লোকের চারুত্বসৃষ্টি করে নাই; বলিবার ভঙ্গিটিই চারুত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। সেই কারণেই অভিনবগুপ্তপাদ বলিয়াছেন—'অত্র দীপনকৃতমেব চারুত্বম্'।

অপহ্নুতি অলংকারের লক্ষণ সম্বন্ধে আচার্য্য ভামহ বলেন 'অপহ্নুতিরভীষ্টস্য কিংচিদন্তর্গতোপমা'। এখানেও উপমা-গর্ভত্বের কথা আছে। উদাহরণ স্বরূপ 'নেয়ং বিরৌতি ভৃঙ্গালী—'ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—'ইহা মদমুখর ভ্রমর-কুঞ্জের মুহুর্মুহু রব নহে, ইহা হইতেছে কন্দর্পের আকৃষ্যমাণ ধনুর শব্দ'; এখানেও উপমা শোভার হেতু নহে; এখানেও অপহ্নবের ধরণটিই শোভাহেতু; লোচন টীকার ভাষায় 'তত্রাপহ্নুত্যৈব শোভা"।

তাহা হইলে দীপক ও অপহ্নুতি উভয় অলংকারের আলোচনায় দেখা গেল যে এই দুইটি অলংকারের উপমাগর্ভত্ব হেতু উপমা-প্রতীতি থাকিলেও, উভয়ক্ষেত্রেই বাগভঙ্গীই প্রধান, ব্যঙ্গ্য অপ্রধান—বলিয়া

মদক্ষীণো নাগঃ শরদি সরিদাশ্যানপুলিনা
তণিম্না শোভন্তে গলিতবিভবাশ্চার্থিষু জনাঃ ।।

ইত্যত্র দীপনকৃতমেব চারুত্বম্। 'অপহ্নুতিরভীষ্টস্য কিঞ্চিদন্তর্গতোপমা', ইতি। তত্রাপহ্নুত্যৈব শোভা। যথা—

নেয়ং বিরৌতি ভৃঙ্গালী মদেন মুখরা মুহুঃ।
অয়মাকৃষ্যমাণস্য কন্দর্পধনুষো ধ্বনিঃ ।। ইতি ।৩৪

এগুলির নাম উপমা হইল না। অলংকার দুইটি নিজেরাই প্রধান বলিয়া তাহাদের 'দীপক' ও 'অপহ্নুতি' নামকরণ করা হইয়াছে। এইরূপ সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারের ক্ষেত্রেও বুঝিতে হইবে।

মূল

৩৫। অনুক্ত-নিমিত্তায়মপি বিশেষোক্তৌ—

"আহুতোঽপি সহায়ৈরোমিত্যুক্ত্বা বিমুক্তনিদ্রোঽপি।
গন্তুমনা অপি পথিকঃ সংকোচং নৈব শিথিলয়তি॥"

ইত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যস্য প্রকরণ-সামর্থ্যাৎ প্রতীতিমাত্রম্, ননু তৎ-প্রতীতিনিমিত্তা কাচিচ্চারুত্ব-নিষ্পত্তিরিতি ন প্রাধান্যম্॥

অনুবাদ

যে বিশেষোক্তিতে নিমিত্তের উল্লেখ হয় না, সেই বিশেষোক্তি অলংকারেও—

বন্ধুগণ কর্তৃক আহূত হইয়াও, নিদ্রাত্যাগ করিয়াও, যাইতে ইচ্ছুক হইয়াও, 'আসিতেছি' এই বলিয়া পথিক আলস্য ত্যাগ করিতেছে না।

ইত্যাদি স্থলে প্রকরণ-সামর্থ্যবশতঃই ব্যঙ্গ্যের কেবলমাত্র প্রতীতি হইতেছে। সেই ব্যঙ্গ্য-প্রতীতির জন্য কাব্যের কোন সৌন্দর্যসৃষ্টি হইতেছে না; সেই কারণে তাহার প্রাধান্য হইতেছে না।

বাসুদেব

অতঃপর অনুক্ত-নিমিত্ত বিশেষোক্তির আলোচনা করা হইতেছে। বিশেষোক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—"সতি

লোচন টীকা

এবমাক্ষেপং বিচার্য্যোদ্দেশক্রমেনৈব প্রমেয়ান্তরমাহ অনুক্তনিমিত্তায়ামিতি।

একদেশস্য বিগমে যা গুণান্তরসংস্তুতিঃ।
বিশেষপ্রথনায়াসৌ বিশেষোক্তিরিতি স্মৃতা।

যথা—স একস্ত্রীণি জয়তি জগন্তি কুসুমায়ুধঃ।
হরতাপি তনুং যস্য শম্ভুনা ন হৃতং বলম্॥

ইয়ং চাচিন্ত্য-নিমিত্তেতি নাস্যাং ব্যঙ্গ্যস্য সম্ভাবঃ। উক্তনিমিত্তায়ামপি বস্তুস্বভাবমাত্রত্বে পর্য্যবসানমিতি তত্রাপি ন ব্যঙ্গ্যসম্ভাবশঙ্কা। যথা—

কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্যো জনে জনে।
নমোঽস্ত্ববার্য্য-বীর্য্যায় তস্মৈ কুসুমধন্বনে॥

হেতৌ ফলাভাবো বিশেষোক্তিস্তথা দ্বিধা"—কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যদি কার্য্যের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে বিশেষোক্তি অলংকার হয়। বিশেষোক্তি অলংকার দুইপ্রকারের—উক্তনিমিত্ত ও অনুক্ত-নিমিত্ত। উক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তিতে ব্যঙ্গ্যের অবকাশ নাই; অনুক্ত-নিমিত্ত বিশেষোক্তিতেই ব্যঙ্গের অবকাশ আছে। আচার্য রুয্যক অনুক্ত-নিমিত্ত বিশেষোক্তিকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—অচিন্ত্য-নিমিত্ত এবং অনুক্ত-চিন্ত্য-নিমিত্ত। শ্রীমদভিনবগুপ্তের মতে শ্রীমদানন্দবর্ধন অনুক্ত-চিন্ত্য-নিমিত্ত বিশেষোক্তির কথাই এখানে বলিয়াছেন। যেখানে নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, সেখানে বস্তুর স্বভাবমাত্রে অর্থের পর্য্যবসান হওয়ায় ব্যঙ্গ্য হয় না। অচিন্ত্য-নিমিত্তে তো কারণ চিন্তনীয় না হওয়ায় ব্যঙ্গ্যের প্রশ্নই আসে না। তাহা হইলে ব্যঙ্গ্যের প্রসঙ্গ আসে কেবলমাত্র অনুক্ত-চিন্ত্য-নিমিত্ত-বিশেষোক্তিতে।

উদ্ধৃত উদাহরণে—"আহূতোঽপি ···শিথিলয়তি"—এই শ্লোকে, অভিব্যজ্যমাণ নিমিত্ত হইতেছে, ভট্টোদ্ভটের মতে, 'শীতকৃতা আর্ত্তিঃ' (শীতের কষ্ট); অন্য কাব্যরসিকগণ মনে করেন—'কান্তাসমাগম হেতু নিদ্রার ভাণ! শ্লোকের যে অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, শ্লোকটির চারুত্বের হেতু কিন্তু অভিব্যজ্যমাণ নিমিত্তটি নয়—এই নিমিত্তের দ্বারা অলংকৃত বিশেষোক্তিভাগই কাব্যসৌন্দর্য্যের কারণ। উদাহরণের পর বৃত্তি অংশে বলা হইয়াছে—শ্লোকটির প্রকরণ-সামর্থ্যবশতঃ ব্যঙ্গ্যের

তেন প্রকারদ্বয়মবধার্য্য তৃতীয়ং প্রকারমাশঙ্কতে—অনুক্তনিমিত্তায়ামপীতি। ব্যঙ্গ্যস্থেতি। শীতকৃতা খল্বার্তিরত্র নিমিত্তমিতি ভট্টোদ্ভটঃ, তদভিপ্রায়েণাহ—ন ত্বত্র কাচিচ্চারুত্ব-নিষ্পত্তিরিতি। যত্তু রসিকৈরপি নিমিত্তং কল্পিতম্—'কান্তাসমাগমে গমনাদপি লঘুতরমুপায়ং স্বপ্নং মন্যমানো নিদ্রাগমবুদ্ধ্যা সঙ্কোচং নাত্যজৎ', ইতি তদপি নিমিত্তং চারুত্বহেতুতয়া নালঙ্কারবিত্তিঃ কল্পিতম্, অপিতু-রিশেষোক্তিভাগ এব ন শিথিলয়তীত্যেবম্ভূতোঽভিব্যজ্যমান নিমিত্তোপস্কৃত-শ্চারুত্বহেতুঃ। অন্যথা তু বিশেষোক্তিরেবেয়ং ন ভবেৎ। এবমভিপ্রায়দ্বয়মপি সাধারণোক্ত্যা গ্রন্থকৃন্ন্যরূপয়ন্ন ভোদ্ভটৈনৈবাভিপ্রায়েণ গ্রন্থো ব্যবস্থিত ইতি মন্তব্যম্। (৩৫)

য প্রতীতি হয়, তাহা অতি সামান্য এবং তদ্দ্বারা কাব্যসৌন্দর্য্য নিষ্পন্ন হয় নাই। সে কারণে এখানে ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য ঘটে নাই।

মূল

৩৬। পর্যায়োক্তেঽপি যদি প্রাধান্যেন ব্যঙ্গ্যত্বং, তদ্ ভবতু নাম তস্য ধ্বনাবন্তর্ভাবঃ। ন তু ধ্বনেস্তত্রান্তর্ভাবঃ। তস্য মহাবিষয়ত্বেন অঙ্গিত্বেন চ প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। ন পুনঃ পর্য্যায়োক্তে ভামহোদাহৃতসদৃশে ব্যঙ্গ্যস্যৈব প্রাধান্যম্। বাচ্যস্য তত্র উপসর্জনীভাবেনাবিবক্ষিতত্বাৎ॥

অনুবাদ

যদি দেখা যায় যে পর্য্যায়োক্ত অলংকারেও প্রধানভাবে ব্যঙ্গ্যত্ব আছে, তাহা হইলে তাহা (পর্যায়োক্ত অলংকার) ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হউক। কিন্তু সেখানে ধ্বনির অন্তর্ভাব হইবে না। তাহার (ধ্বনির) বিষয় যে বিশাল ও ধ্বনি যে অঙ্গী তাহা পরে প্রতিপাদিত হইবে। পুনশ্চ, পর্যায়োক্ত অলংকারের যে উদাহরণ ভামহ দিয়াছেন—সেই শ্রেণীর পর্যায়োক্তে ব্যঙ্গেরই প্রাধান্য নাই। কারণ সেখানে বাচ্যের উপসর্জনীভাব (গৌণভাব) বিবক্ষিত হয় নাই।

বাসুদেব

অতঃপর পর্যায়োক্ত অলংকারের ব্যঙ্গ্যত্ব বিচার হইতেছে। সাহিত্য-দর্পণকার পর্যায়োক্ত অলংকারের সংজ্ঞা দিয়াছেন এইভাবে—

'পর্যায়োক্তং যদা ভঙ্গ্যা গম্যমেবাভিধীয়তে।'

লোচন টীকা

পর্য্যায়োক্তেঽপীতি।

পর্য্যায়োক্তং যদন্যেন প্রকারেণাভিধীয়তে।
বাচ্য-বাচক-বৃত্তিভ্যাং শূন্যেনাবগমাত্মনা॥

ইতি লক্ষণম্। যথা—

শত্রুচ্ছেদদৃঢ়েচ্ছস্য মুনেরুৎপথগামিনঃ।
রামস্যানেন ধনুষা দেশিতা ধর্মদেশনা॥

অত্র ভীষ্মস্য ভার্গবপ্রভাবাভিভাবী প্রভাব ইতি যদ্যপি প্রতীয়তে, তথাপি তৎসহায়েণ দেশিতা ধর্মদেশনেত্যভিধীয়মানেনৈব কাব্যার্থোঽলংকৃতঃ। অতএব

অর্থাৎ বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গীর দ্বারা প্রতীয়মান বস্তু বাচ্যের মত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইলে পর্য্যায়োক্ত অলংকার হয়। উদ্ভট বলিয়াছেন—

পর্যায়োক্তং যদন্যেন প্রকারেনাভিধীয়তে।
বাচ্য-বাচক-বৃত্তিভ্যাং শূন্যেনাবগমাত্মনা॥

"যেখানে ব্যঞ্জনা ছাড়াই বাচ্য-বাচক-ব্যাপারের দ্বারা অর্থ অভিহিত হয়, সেই সাধারণাতিরিক্ত অর্থপ্রকাশের নাম পর্যায়োক্ত"। (ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের অনুবাদ)

বাচক বা শব্দের বৃত্তি হইতেছে—বাচার্থ্যের প্রতীতি করানো। বাচ্যের বৃত্তি হইতেছে—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি সহকারে বাচ্যান্তরের সহিত সংসর্গ-সাধন। এবংবিধ বাচ্য-বাচকবৃত্তি ব্যতীতই অর্থসামর্থ্যযুক্ত অবগমাত্মক প্রকারান্তরের দ্বারা যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাই হইতেছে পর্য্যায়োক্ত। এখানে অভিধীয়মান অর্থ অবগমাত্মক ব্যঙ্গ্যের দ্বারা উপলক্ষিত। শব্দব্যাপারের সাহায্যে অর্থাবগম হয় বলিয়া ইহা 'পর্য্যায়োক্ত'—এই অভিধাপদবাচ্য হইতেছে। এইজন্যই প্রতীহারেন্দুরাজ বলিয়াছেন—"তেন চ স্ব-সংশ্লেষ-বশেন কাব্যার্থোঽলংক্রিয়তে"।

আচার্য্য রুয্যকও বলিয়াছেন—"গমস্যাপি ভঙ্গ্যন্তরেণাভিধানং পর্যায়োক্তম্। যদেব গম্যং তস্যৈবাভিধানে পর্য্যায়োক্তম্।" যাহা ব্যঙ্গ্য তাহাই যদি বাচ্য হয়, তাহা হইলে পর্য্যায়োক্ত হইবে। একই বস্তু যুগপৎ বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য হইতে পারে ; বলিবার বিশেষ ভঙ্গীর সাহায্যেই তাহা

পর্য্যায়েণ প্রকারান্তরেণাবগমাত্মণা ব্যঙ্গ্যেনোপলক্ষিতং সদ্ যদভিধীয়তে তদভিধীয়মানমুক্তমেব সৎ পর্য্যায়োক্তিমিত্যভিধীয়ত ইতি লক্ষণপদম্, পর্য্যায়োক্তমিতি লক্ষ্যপদম্, অর্থালঙ্কারত্বং সামান্যলক্ষণং চেতি সর্বং যুজ্যতে। যদি ত্বভিধীয়ত ইত্যস্য বলাদ্ব্যাখ্যানমভিধীয়তে প্রতীয়তে প্রধানতয়েতি, উদাহরণং চ 'ভম ধম্মিঅ', ইত্যাদি, তদালঙ্কারত্বমেব দূরে সম্পন্নমাত্মতায়াং পর্য্যবসনাৎ। তদা চালঙ্কারমধ্যে গণনা ন কার্য্যা। ভেদান্তরাণি চাস্য বক্তব্যানি। তদাহ— যদি প্রাধান্যেনেতি। ধ্বনাবিতি। আত্মন্তর্ভাবাদাত্মৈবাসৌ নালঙ্কারঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তত্রেতি। যাদৃশোঽলঙ্কারত্বেন বিবক্ষিতস্তাদৃশে ধ্বনির্নান্তর্ভবতি,

সম্পন্ন হয়। শ্রীমদ্‌ভিনবগুপ্তপাদ পর্য্যায়োক্তের উদাহরণস্বরূপ "শক্রচ্ছেদ-দৃঢ়েচ্ছস্য....ধর্মদেশনা"—এই শ্লোকটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—ভীষ্মের প্রতাপ এখানে প্রতীয়মান হইলেও ধর্মপথের নির্দেশ অভিহিত হওয়ায়, সেই অভিধীয়মান অর্থই এখানে কাব্যার্থকে অলংকৃত করিয়াছে। সুতরাং ইহা অর্থালংকারের শ্রেণীভুক্ত।

এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন—পর্য্যায়োক্ত অলংকারে যে ধ্বনির প্রাধান্য-প্রতীতি হয়, তাহা 'গম্যমেবাভিধীয়তে'—এই পদের দ্বারা বুঝা যায়। এখানে 'অভিধীয়তে' শব্দের অর্থ হইতেছে—'প্রতীয়তে প্রধানতয়া' অর্থাৎ প্রধানভাবে প্রতীত হয়। তাঁহারা এক্ষেত্রে "ভম ধম্মিঅ"—ইত্যাদি শ্লোককে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেন। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—সেক্ষেত্রে ইহা আপনাতে আপনি পর্য্যবসিত হয় বলিয়া ইহা অলংকাররূপেই গণ্য হইতে পারিবেনা ও ইহার প্রসিদ্ধ স্বভাব পরিত্যক্ত হইবে এবং ইহার অন্যান্য ভেদেরও কথাও বলিতে হইবে।

উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে পর্য্যায়োক্ত অলংকারে ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য নাই। সুতরাং 'যদি প্রাধান্যেন ব্যঙ্গ্যত্বম্' এই যুক্তিবলে প্রাচীন আলংকারিকগণ—ভামহ, উদ্ভট প্রভৃতি—যে পর্য্যায়োক্ত অলংকারকে ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে; কারণ এখানে ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য নাই।

'ধ্বনাবন্তর্ভাবঃ'—পর্য্যায়োক্ত ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হউক। ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্য থাকার জন্য পর্যায়োক্ত অলংকার ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হউক—ইহাই

ন তাদৃগস্মাভির্ধ্বনিরুক্তঃ। ধ্বনির্হিমহা-বিষয়ঃ সর্বত্র ভাবাদ্‌ব্যাপকঃ সম্যক্-প্রতিষ্ঠাস্থানত্বাচ্চাঙ্গী। ন চালঙ্কারো ব্যাপকোঽন্যালঙ্কারবৎ। ন চাঙ্গী, অলঙ্কার্য্য-তন্ত্রত্বাৎ। অথ ব্যাপকত্বাঙ্গিত্বে তস্যোপগম্যেতে, ত্যজ্যতে চালঙ্কারতা, তর্হ্যস্মন্নয় এবায়মবলম্ব্যতে, কেবলং মাৎসর্য্য-গ্রহাৎ পর্য্যায়োক্তবাচেতি ভাবঃ। ন চেয়দপি প্রাক্তনৈর্দৃষ্টমপি ত্বস্মাভিরেবোন্মীলিতমিতি দর্শয়তি—ন পুনরিতি। ভামহস্য যাদৃক্তদীয়ং রূপমভিমতং তাদৃগ্ উদাহরণেন দর্শিতম্। তত্রাপি নৈব ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যং চারুত্বাহেতুত্বাৎ। তেন তদনুসারিতয়া তৎসদৃশং যদুদাহরণান্তরমপি কল্প্যতে, তত্র নৈব ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যমিতি সঙ্গতিঃ।

পূর্বপক্ষবাদিগণের বক্তব্য। পর্য্যায়োক্ত অলংকারে যে ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্য নাই তাহা দেখানো হইয়াছে। 'পর্য্যায়োক্ত' অলংকার যে ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেনা—সে বিষয়ে অন্য যুক্তি দেওয়া হইতেছে। ধ্বনিবাদিগণ বলেন—ধ্বনিকে আমরা কাব্যের আত্মা বলিয়া থাকি; 'পর্য্যায়োক্ত' যদি আত্মার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা তো আত্মাই হইবে। তাহার পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে না। অর্থাৎ পর্য্যায়োক্তকে ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করিলে ইহা ধ্বনির একটি বিশেষ নিদর্শন হইবে, পৃথক অলংকাররূপে গণ্য হইবে না।

'**ন তু ধ্বনেস্তত্রান্তর্ভাবঃ**'—'তত্র'-অর্থাৎ সেখানে,—যেখানে অলংকারবিবক্ষা থাকে, সেখানে ধ্বনি অলংকারের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

'**তস্য মহাবিষয়ত্বেন**'—কারণ ধ্বনির বিষয় বিশাল। পর্য্যায়োক্ত একশ্রেণীর ধ্বনির নিদর্শন। যেখানে পর্য্যায়োক্ত নাই, সেখানেও ধ্বনি থাকেই; কাজেই 'পর্য্যায়োক্ত' ধ্বনিরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

'**অঙ্গিত্বেন**'—তাছাড়া ধ্বনি হইতেছে অঙ্গী ও অলংকার অঙ্গ। সর্বত্র বিদ্যমান বলিয়া ধ্বনি ব্যাপক এবং সমস্ত গুণ ও অলংকারাদি ইহার বিভিন্ন অংশে থাকে বলিয়া—ধ্বনি অঙ্গী। অলংকার ব্যাপক নহে এবং অলংকার্য্য বিষয়ের অধীন বলিয়া ইহা অঙ্গীও নহে। সুতরাং উভয়ে এক হইতে পারে না।

'**প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ**'—ধ্বনির বিষয় যে মহান্ ও ধ্বনি যে অঙ্গী তাহা পরে প্রতিপন্ন করা হইবে।

"**ন পুনঃ পর্য্যায়োক্তে⋯প্রাধান্যম্**"—ভামহ পর্য্যায়োক্তের যে ধরণের উদাহরণ দিয়াছেন তাহাতে ব্যঙ্গ্যেরই প্রাধান্য নাই। প্রাচীন আলংকারিকগণ যে ধ্বনিতত্ত্ব জানিতেন এবং ধ্বনিবাদিগণ তাঁহাদের

যদি তু তদুক্তমুদাহরণমনাদৃত্য 'ভম ধম্মিঅ' ইত্যাদ্যুদাহ্রিয়তে, তদস্মচ্ছিষ্যৈব। কেবলং তু নয়মনবলম্ব্যাপশ্রবণেনাত্মসংস্কার ইত্যনার্য্যচেষ্টিতম্। যদাহুরৈতিহাসিকাঃ—'অবজ্ঞয়াপ্যবজ্ঞাত শৃণ্বন্নরকমৃচ্ছতি', ইতি। ভামহেন হ্যুদাহৃতম্—

'গৃহেষধ্বসু বা নান্নং ভুঞ্জ্মহে যদধীতিনঃ।
বিপ্রা ন ভুঞ্জতে' ইতি।

সেই অস্ফুট ধ্বনিতত্ত্বই যে বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন, পর্য্যায়োক্ত অলংকারের সাহায্যে তাহা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হইলে, ধ্বনিবাদিগণ তদুত্তরে যাহা বলেন—বৃত্তির এই অংশে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ভামহ পর্য্যায়োক্ত অলংকারের যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাতে ব্যঙ্গ্যেরই প্রাধান্য নাই; কারণ তাহা চারুত্বের হেতু নয়। ভামহের অনুসরণে প্রদত্ত অন্য উদাহরণেও ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য থাকা সম্ভব নয়; কারণ অনুকরণ মূলের মতই হইবে। ভামহ প্রদত্ত পর্যায়োক্তের উদাহরণ হইতেছে—

গৃহেষ্বধ্বসু বা নান্নং ভুঞ্জ্মহে যদধীতিনঃ।
বিপ্রা ন ভুঞ্জতে ইতি

শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—এটি ভগবান বাসুদেবের বচন; পর্য্যায়োক্তির সাহায্যে এখানে বিষদান নিষেধ করা হইয়াছে। ভামহও তাহা বলিয়াছেন—"তচ্চ রসদাননিবৃত্তয়ে"। এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ হইতেছে বিষদাননিষেধ; কিন্তু তাহার এমন কোন কাব্যসৌন্দর্য্য নাই—যাহাতে তাহাকেই প্রধান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; বরং ব্যঙ্গ্যার্থের দ্বারা পরিপুষ্ট অর্থ—ব্রাহ্মণের ভোজনযোগ্য অন্ন ব্যতীত অন্য অন্ন ভোজন করা হইবে না—ইহা পর্য্যায়োক্ত অলংকার হইয়া প্রাকরণিক 'ভোজন' অর্থকে অলংকৃত করিতেছে। এখানে বক্তার একথা বলা উদ্দেশ্য নয়—যে ইহা বিষবিহীন ভোজন হউক। সে কারণে এখানে পর্য্যায়োক্ত অলংকারই হইয়াছে। ইহাই প্রাচীন আলংকারিকগণের অভিমত।

"বাচ্যস্য....অবিবক্ষিতত্বাৎ"—ভামহ-প্রদত্ত উদাহরণে—'বাচ্য স্বীয় অর্থকে গৌণ করিয়া ব্যঙ্গ্যকে প্রকাশ করুক'—একথা বলা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। এই কারণে পর্য্যায়োক্তে ব্যঙ্গ্যেরই প্রাধান্য নাই।

এতদ্ধি ভগবদ্বাসুদেববচনং পর্য্যায়েণ রসদানং নিষেধতি। যৎ স এবাহ—'তচ্চ রসদাননিবৃত্তয়ে' ইতি। ন চাস্য রসদাননিষেধস্য ব্যঙ্গ্যস্য কিঞ্চিচ্চারুত্বমস্তি যেন প্রাধান্যং শঙ্ক্যেত। অপি তু তদ্ব্যঙ্গ্যোপোদ্বলিতং বিপ্রভোজনেন বিনা যন্ন ভোজনং তদেবোক্ত-প্রকারেণ পর্য্যায়োক্তং সৎ প্রাকরণিকং ভোজনার্থমলঙ্কুরুতে। ন হ্যস্য নির্বিষং ভোজনং ভবত্বিতি বিবক্ষিতমিতি পর্য্যায়োক্তলঙ্কার এবেতি চিরন্তনানামভিমত ইতি তাৎপর্য্যম্। (৩৬)

মূল

৩৭। অপহ্নুতি-দীপকয়োঃ পুনর্বাচ্যস্য প্রাধান্যং ব্যঙ্গ্যস্য চানুযায়িত্বং প্রসিদ্ধমেব।

সংকরালংকারেঽপি যদালংকারোঽলংকারান্তরচ্ছায়ামনুগৃহ্ণাতি, তদা ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যেনাবিবক্ষিতত্বাৎ ন ধ্বনিবিষয়ত্বম্। অলংকারদ্বয়সম্ভাবনায়াং তু বাচ্য-ব্যঙ্গ্যয়োঃ সমং প্রাধান্যম্। অথ বাচ্যোপসর্জনীভাবেন ব্যঙ্গ্যস্য তত্রাবস্থানং তদা সোঽপি ধ্বনি-বিষয়োঽস্তু, ন তু স এব ধ্বনিরিতি বক্তুং শক্যম্, পর্যায়োক্তনির্দ্দিষ্টন্যায়াৎ। অপি চ সংকরালংকারেঽপি ক্বচিৎ সংকরোক্তিরেব ধ্বনিসম্ভাবনাং নিরাকরোতি॥

অনুবাদ

আবার, 'অপহ্নুতি' ও 'দীপক' অলংকারে যে বাচ্যের প্রাধান্য ও ব্যঙ্গ্যের অনুগামিত্ব থাকে, তাহাতো সুপ্রসিদ্ধই।

'সংকর' অলংকারেও, যখন কোন অলংকার অন্য অন্য অলংকারের ছায়াকে অনুগহ করে (অর্থাৎ কোন অলংকার অন্য অলংকারের পোষকতা করে), তখন ব্যঙ্গ্য প্রধানভাবে বিবক্ষিত হয় না; সে কারণে সেখানে ব্যঙ্গ্য ধ্বনির বিষয় হয় না। কিন্তু যেখানে দুইটি অলংকারের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সমান প্রাধান্য হয়। আবার যদি সেখানে বাচ্যার্থকে গৌণ করিয়া ব্যঙ্গ্যের অবস্থান

লোচন টীকা

অপহ্নুতিদীপকয়োরিতি। এতৎ পূর্বমেব নির্ণীতম্। অতএবাহ—প্রসিদ্ধমিতি। প্রতীতং প্রসাধিতং প্রামাণিকং চেত্যর্থঃ। পূর্বং চৈতদ্ উপমাদিব্যপদেশভাজনমেব তদ্ যথা ন ভবতীত্যমুয়া ছায়য়া দৃষ্টান্ততয়োক্তমপ্যুদ্দেশক্রমপূরণায় গ্রন্থশয্যাং যোজয়িতুং পুনরপ্যুক্তং 'ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যাভাবান্ন ধ্বনি' রিতি। ছায়ান্তরেণ বস্তু পুনরেকমেবোপমায়া এব ব্যঙ্গ্যত্বেন ধ্বনিত্বাশঙ্কনাৎ। যত্তু বিবরণকৃৎ—দীপকস্য সর্বত্রোপমান্বয়ো নাস্তীতি বহুনোদাহরণ-প্রপঞ্চেন বিচারিতবাংস্তদনুপযোগি নিস্সারং সুপ্রতিক্ষেপং চ।

মদো জনয়তি প্রীতিং সানঙ্গং মানভঞ্জনম্।
স প্রিয়াসঙ্গমোৎকণ্ঠাং সাসহ্যাং মনসঃ শুচম্।

হয়, তাহা হইলে তাহাও ধ্বনির বিষয় হউক। কিন্তু পর্য্যায়োক্ত অলংকারে প্রদর্শিত যুক্তিবলে তাহাই একমাত্র ধ্বনি—ইহা বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া 'সংকর' অলংকারের সকল ভেদেই সংকরোক্তিই ধ্বনিসম্ভাবনার নিরাকরণ করে।

বাসুদেব

অপহ্নুতি ও দীপক অলংকারে যে বাচ্যার্থই প্রধান এবং ব্যঙ্গ্যার্থ তাহার অনুগামী, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। 'প্রসিদ্ধম্'—শব্দের অর্থ হইতেছে "প্রতীতম, প্রসাধিতম্, প্রামাণিকং চ" (লোচন)—যাহা প্রতীত হইয়াছে, যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহা প্রামাণিক।

'সংকরালংকারেঽপি····ন ধ্বনিবিষয়ত্বম'—কাব্যে একাধিক অলংকারের মিশ্রণ থাকিলে দুই প্রকারের অলংকার হইতে পারে—সংসৃষ্টি ও সংকর। ইহাদের অলংকারত্বের হেতু হইতেছে—সংঘটনাকৃত বিশেষ চারুত্ব। যেখানে ইহার প্রতীতি সুস্পষ্ট (স্ফুটাবগমঃ), সেখানে হয় সংসৃষ্টি অলংকার ও যেখানে ইহার প্রতীতি অস্ফুট (অস্ফুটাবগমঃ), সেখানে হয় সংকর অলংকার। তিল ও তণ্ডুলের মিশ্রণের মত সংসৃষ্টি অলংকারে একাধিক অলংকারের স্বতন্ত্র প্রতীতি থাকে ; আর জল ও দুগ্ধের মিশ্রণের মত সংকরালংকারে বিভিন্ন অলংকারের পৃথকভাবে

অত্রাপ্যুত্তরোত্তর-জন্যত্বেঽপ্যুপমানোপমেয়ভাবস্য সুকল্পত্বাৎ। ন হি ক্রমিকাণাং নোপমানোপমেয়ভাবঃ। তথাহি—

রাম ইব দশরথোঽভূদ্ দশরথ ইব রঘুরজোঽপি রঘুসদৃশঃ।
অজ ইব দিলীপবংশশ্চিত্রং রামস্য কীর্ত্তিরিয়ম্ ॥

ইতি ন ন ভবতি। তস্মাৎ ক্রমিকত্বং সমং বা প্রাকরণিকত্বমুপমাং নিরুণদ্ধীতি কোঽয়ং ত্রাস ইত্যলং গর্দভীদোহানুবর্তনেন। সঙ্করালঙ্কারেঽপীতি।

বিরুদ্ধালংক্রিয়োল্লেখে সমং তদ্‌বৃত্ত্যসম্ভবে।
একস্য চ গ্রহে ন্যায়দোষাভাবে চ সঙ্করঃ ॥

ইতি লক্ষণাদেকঃ প্রকারঃ। যথা মমৈব—

শশিনাবদনাসিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্।
গগনজলস্থলসম্ভবহৃদ্যাকারা কৃতা বিধিনা ॥ ইতি।

অত্র শশী বদনমস্যাঃ তদ্‌বদ্ বা বদনমস্যা ইতি রূপকোপমোল্লেখাদ্ যুগপদ্‌-দ্বয়াসম্ভবাদেকতরপক্ষত্যাগ-গ্রহণে প্রমাণাভাবাৎ সঙ্কর ইতি ব্যঙ্গ্যবাচ্যতয়া

সুস্পষ্ট প্রতীতি থাকে না। প্রথম ক্ষেত্রে বিভিন্ন অলংকারের স্বাতন্ত্র্য ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহাদের পারস্পরিক নির্ভরতা লক্ষণীয়।

উদ্ভটের মতে সংকরালংকার চারি প্রকারের হইতে পারে—(১) সন্দেহ সংকর (২) শব্দার্থবর্ত্ত্যলংকার সংকর (৩) একবাচকানুপ্রবেশ সংকর ও (৪) অনুগ্রাহ্যানুগ্রাহকভাব সংকর। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ তাঁহার লোচন টীকায় বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে ইহাদের কোনটির মধ্যেই ধ্বনিপ্রাধান্য নাই; যেমন—

(১) "শশিবদনা....কৃত বিধিনা"—এই শ্লোকে 'চন্দ্রই মুখ' এইভাবে রূপকালংকার হইবে, না 'চন্দ্রের মত ইহার মুখ' এই ভাবে উপমালংকার হইবে? এই দুইটির একটিকে গ্রহণ বা ত্যাগের পক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় সন্দেহ-সংকর হইয়াছে; কিন্তু ব্যঙ্গ্যত্ব ও বাচ্যত্বের নিশ্চয়তা নাই বলিয়া এখানে ধ্বনির সম্ভাবনা নাই।

(২) শব্দার্থবর্ত্ত্যলংকারের উদাহরণ হইতেছে "স্মর স্মরমিব—" ইত্যাদি শ্লোকটি। এখানে যমক ও উপমা দুইটি অলংকারই আছে, কিন্তু প্রতীয়মানের প্রতীতি কোথায়?

এবানিশ্চয়াৎ কা ধ্বনিসম্ভাবনা। যোঽপি দ্বিতীয়ঃ প্রকারঃ—শব্দার্থালংকারাণামেকত্রভাব ইতি তত্রাপি প্রতীয়মানস্য কা শঙ্কা। যথা—স্মর স্মরমিব প্রিয়ং রময়সে যমালিঙ্গনাৎ ইতি।

অত্রৈব যমকমুপমা চ। তৃতীয়ঃ প্রকারঃ—যত্রৈকত্র বাক্যাংশেঽনেকোঽর্থালংকারস্তত্রাপি দ্বয়োঃ সাম্যাৎ কস্য ব্যঙ্গ্যতা। যথা—

তুল্যোদয়াবসানত্বাদ্ গতেঽস্তং প্রতি ভাস্বতি।
বাসায় বাসরঃ ক্লান্তো বিশতীব তমো গুহাম্॥ ইতি

অত্র হি স্বামিবিপত্তিসমুচিতব্রতগ্রহণহেবাকিকুলপুত্রকরূপণমেকদেশ-বিবর্তি-রূপকং দর্শয়তি। উৎপ্রেক্ষা চৈবশব্দেনোক্তা। তদিদং প্রকারদ্বয়মুক্তম্।

শব্দার্থবর্ত্ত্যলঙ্কারা বাক্য একত্রবর্ত্তিনঃ।
সঙ্করশ্চৈকবাক্যাংশ-প্রবেশাদ্বাভিধীয়তে॥ ইতি চ।

চতুর্থস্তু প্রকারঃ যত্রানুগ্রাহ্যানুগ্রাহকভাবোঽলঙ্কারাণাম্। যথা—

প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ॥

(৩) একবাচকানুপ্রবেশ সংকরের উদাহরণ হইতেছে—"তুল্যোদয়াবসানত্বাদ্"—ইত্যাদি শ্লোকটি ; এখানে একদেশবিবর্তি রূপক ও 'ইব' শব্দের প্রয়োগহেতু উৎপ্রেক্ষার সমন্বয় হইয়াছে। এখানে দুইটি অলংকারই সমান ; অতএব কাহার ব্যঙ্গ্যতা হইবে ?

(৪) অনুগ্রাহ্যানুগ্রাহক সংকরের উদাহরণ হইতেছে "প্রবাত-নীলোৎপল"—ইত্যাদি শ্লোকটি। এখানে হরিণীর নয়নের সহিত তাঁহার চক্ষুর উপমা ব্যঙ্গ্য বটে ; কিন্তু ইহারই দ্বারা বাচ্য সন্দেহালংকারের অভ্যুত্থান হইয়াছে। অতএব ব্যঙ্গ্য উপমা এখানে অনুগ্রাহক ও সেই কারণে গৌণ। সন্দেহালংকার অনুগ্রাহ্য হওয়ায় অনুগ্রাহিকা উপমার সন্দেহালংকারের মধ্যেই পর্যবসান হইয়াছে।

এইভাবে চারি প্রকারের সংকরালংকারেই যে ধ্বনি-প্রাধান্য নাই, তাহা দেখানো হইল।

"**অলংকারদ্বয়সম্ভাবনায়াং তু····সমং প্রাধান্যম্**"—বলা যাইতে পারে, প্রথম উদাহরণে সন্দেহ-সংকরের ক্ষেত্রে, দুইটি অলংকারের ব্যঙ্গ্যতা থাকায়, যে কোন একটিকে প্রধানভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাকে ধ্বনি বলা যাইতে পারে। তদুত্তরে বলা হইয়াছে—এরূপ ক্ষেত্রে দুইটির প্রাধান্যই সমান—দুইটিই সমানভাবে আন্দোলিত হয় বলিয়া স্বেচ্ছাচার-বশে একটিকে প্রধান বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

"**অথ বাচ্যোপসর্জনীভাবেন····বিষয়োঽস্তু**"—পূর্বপক্ষ বলিতে পারেন যে, যে অলংকারে ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য থাকে 'ব্যঙ্গ্যমেব প্রাধান্যেন

অত্র মৃগাঙ্গনাবলোকনেন তদবলোকনস্যোপমা যদ্যপি ব্যঙ্গ্যা, তথাপি বাচ্যস্য সা সন্দেহালংকারস্যাভ্যুত্থানকারিণীত্বেনানুগ্রাহকত্বাদ্ গুণীভূতা, অনুগ্রাহ্যত্বেন হি সন্দেহে পর্য্যবসানম্। যথোক্তম্—

পরস্পরোপকারেণ তত্রালংকৃতয়ঃ স্থিতাঃ।
স্বাতন্ত্র্যেণাত্মলাভং নো লভন্তে সোঽপি সঙ্করঃ ॥

তদাহ—যদালঙ্কার ইত্যাদি। এবং চতুর্থেঽপি প্রকারে ধ্বনিনা নিরাকৃতা। মধ্যময়োস্তু ব্যঙ্গ্যসম্ভাবনৈব নাস্তীত্যুক্তম্। আদ্যে তু প্রকারে 'শশিবদনে'ত্যাদ্যদা হৃতে কথঞ্চিদস্তি সম্ভাবনেত্যাশঙ্ক্য নিরাকরোতি—অলঙ্কারদ্বয়েতি। সমমিতি।

ভাতি (লোচন) সেখানে কি হইবে? ধ্বনি না অলংকার? যেমন শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ কর্তৃক উল্লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোকে—

হোই ণ গুণাণুরাও খলাণঁ ণবরং পসিদ্ধিসরণাণম্।
কির পহিণুসই সসিমণং চন্দেণ পিআমুহে দিট্ঠে॥

[অস্যার্থ:—খলমতিগণ গুণানুরাগী হয় না, কেবল প্রসিদ্ধ বস্তুর শরণাপন্ন হয়। সেজন্য চন্দ্রকান্তি মণি চন্দ্র দেখিয়া বিগলিত হইলেও প্রিয়ামুখ দেখিয়া বিগলিত হয় না]

এখানে শ্লোকের প্রথমার্ধে অর্থান্তরন্যাস বাচ্য হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্যতিরেক ও অপহ্নুতি অলংকার ব্যঙ্গ্য হইয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পূর্বপক্ষ বলিতে পারেন এখানে তো ধ্বনি হইতে পারে। তাহা হইলে অলংকারের মধ্যেই ধ্বনির অন্তর্ভাব হয়। সেইরূপ সংকরালংকারের ক্ষেত্রেও হউক না। সোঽপি—ইত্যাদি অংশে তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, সেক্ষেত্রে সেই অলংকার আর অলংকারই থাকে না, অলংকারধ্বনি হইয়া যায়; সংকরালংকার অলংকারধ্বনিতে পর্য্যবসিত হয়।

"ন তু স এব....নির্দ্দিষ্টত্বায়াৎ"—এখানে বলা হইতেছে—কোন কোন ক্ষেত্রে সংকরালংকারকে ধ্বনির একটি বিশেষ নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা গেলেও 'স এব ধ্বনিঃ—সংকরালংকারই ধ্বনি—ইহা বলা যাইবে

দ্বয়োরপ্যান্দোল্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। নন্থ যত্র ব্যঙ্গমেব প্রাধান্যেন ভাতি তত্র কিং কর্তব্যম্। যথা—

হোই ণ গুণাণুরাও খলাণঁ ণবরং পসিদ্ধিসরণাণম্।
কির পহিণুসই সসিমণং চন্দেণ পিআমুহে দিট্ঠে॥

অত্র অর্থান্তরন্যাসস্তাবদ্বাচ্যত্বেনাভাতি, ব্যতিরেকাপহ্নুতী তু ব্যঙ্গ্যত্বেন প্রধানতয়েত্যভিপ্রায়েণাশঙ্কতে—অথেতি। তত্রোত্তরম্—তদা সোঽপীতি। সঙ্করালঙ্কার এবায়ং ন ভবতি, অপি ত্বলংকারধ্বনিনামায়ং ধ্বনের্দ্বিতীয়ো ভেদঃ। অত্র বচ্চ পর্য্যায়োক্তে নিরূপিতং তৎসর্বমত্রাপ্যনুসরণীয়ম্। অথ সর্বেষু সঙ্করপ্রভেদেষু ব্যঙ্গ্যসম্ভাবনানিরাসপ্রকারং সাধারণমাহ—অপিচেতি। 'কচিদপি সংকরালঙ্কারে চে'তি সম্বন্ধঃ, সর্বভেদভিন্ন ইত্যর্থঃ। সঙ্কীর্ণতা হি মিশ্রত্বং লোলীভাবঃ, তত্র কথমেকস্য প্রাধান্যং ক্ষীরজলবৎ। (৩৭)

না। এক্ষেত্রে ইহাকেই ধ্বনিরূপে গ্রহণ না করিবার পক্ষে সেই সব যুক্তিই প্রযুক্ত হইবে, পর্য্যায়োক্ত অলংকারের ক্ষেত্রে যে সব যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

'অপি চ···নিরাকরোতি'—বাক্যটির এইভাবে যোজনা করিতে হইবে—'ক্বচিদপি সংকরালংকারে চ', অর্থাৎ সংকর অলংকারের সকল ভেদেই'। বৃত্তিকার বলিতেছেন—'সংকর' নামটিই তো ধ্বনিসম্ভাবনা নিরাকরণের পক্ষে যথেষ্ট। ধ্বনি হইতেছে অমিশ্র বস্তু—এক ; সংকর বা সংকীর্ণতা হইতেছে মিশ্রত্ব—বহু ; বহুর মিশ্রণ বা আত্যন্তিক সংশ্লিষ্টতাই হইতেছে—সংকর। বহুর মিশ্রণ একের দ্যোতক হইতে পারে না। অতএব কোন প্রকারের সংকরই ধ্বনির বিষয় হয় না।

মূল

৩৮। অপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামপি যদা সামান্য-বিশেষভাবাৎ নিমিত্ত-নিমিত্তি-ভাবাদ বা অভিধীয়মানস্যাপ্রস্তুতস্য প্রতীয়মানেন প্রস্তুতেনাভিসম্বন্ধঃ, তদাভিধীয়মান-প্রতীয়মানয়োঃ সমমেব প্রাধান্যম্। যদা তাবৎ সামান্যস্যাপ্রস্তুতস্য অভিধীয়মানস্য প্রাকরণিকেন বিশেষেণ প্রতীয়মানেন সম্বন্ধস্তদা বিশেষ-প্রতীতৌ সত্যামপি প্রাধান্যেন তস্য সামান্যেনাবিনাভাবাৎ সামান্যস্যাপি প্রাধান্যম্। যদাপি বিশেষস্য সামান্যনিষ্ঠত্বং তদাপি সামান্যস্য প্রাধান্যে সামান্যে সর্ববিশেষাণামন্তর্ভাবাৎ বিশেষস্যাপি প্রাধান্যম্। নিমিত্ত-নিমিত্তিভাবে চায়মেব ন্যায়ঃ। যদা তু সারূপ্যমাত্রবশেন অপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামপ্রকৃতপ্রকৃতয়োঃ সম্বন্ধস্তদাপি অপ্রস্তুতস্য সরূপস্যাভিধীয়মানস্য প্রাধান্যেনাবিবক্ষায়াং ধ্বনাবেবান্তঃপাতঃ। ইতরথা তু অলংকারান্তরমেব॥

লোচন টীকা

অধিকারাদপেতস্য বস্তুনোঽন্যস্য যা স্তুতিঃ।
অপ্রস্তুত-প্রশংসা সা ত্রিবিধা পরিকীর্ত্তিতা॥

অপ্রস্তুতস্য বর্ণনং প্রস্তুতাক্ষেপিণ ইত্যর্থঃ। স চ আক্ষেপঃ ত্রিবিধঃ ভবতি—সামান্যবিশেষভাবাৎ, নিমিত্ত-নিমিত্তিভাবাৎ, সারূপ্যাচ্চ। তত্র প্রথমে প্রকারদ্বয়ে

অনুবাদ

অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকারে, যেখানে সামান্য-বিশেষভাববশতঃ বা নিমিত্ত-নিমিত্তি-ভাব-(কার্য্যকারণভাব) বশতঃ প্রতীয়মান প্রাসঙ্গিকের সহিত বাচ্য অপ্রাসঙ্গিকের ভাবসম্বন্ধ থাকে, সেখানে বাচ্য ও প্রতীয়মানের সমান প্রাধান্য থাকে। আবার যেখানে অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ উক্তি অভিহিত হয় ও তাহার সহিত প্রাসঙ্গিক প্রতীয়মান বিশেষ বক্তব্যের সম্বন্ধ থাকে, সেখানে বিশেষের প্রতীতি থাকিলেও প্রধানতঃ সেই প্রতীয়মান অর্থ সামান্য অর্থের সহিত অবিনা-ভাবে (একই সঙ্গে) থাকে বলিয়া, সামান্যেরই প্রাধান্য হয়। যেখানে বিশেষ উক্তির সামান্যনিষ্ঠতা থাকে (বিশেষ উক্তি সাধারণ উক্তিতে পরিণত হয়) সেখানেও সামান্যের প্রাধান্য হইলে বিশেষোক্তিরও প্রাধান্য হয়; কারণ সামান্যের মধ্যেই বিশেষের অন্তর্ভুক্তি হয়। নিমিত্ত-নিমিত্তি ভাবের ক্ষেত্রেও এই একই যুক্তি। কিন্তু যখন অপ্রস্তুতপ্রশংসায় সারূপ্যমাত্র-সম্বন্ধবশতঃ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক

প্রস্তুতাপ্রস্তুতয়োস্তুল্যমেব প্রাধান্যমিতি প্রতিজ্ঞাং করোতি— অপ্রস্তুতেত্যাদিনা প্রাধান্যমিত্যন্তেন। তত্র সামান্যবিশেষভাবেঽপি দ্বয়ী গতিঃ—সামান্যমপ্রাকরণিকং শব্দেনোচ্যতে, গম্যতে তু প্রাকরণিকো বিশেষঃ, স একঃ প্রকারঃ। যথা—

অহো সংসারনৈর্ঘৃণ্যমহো দৌরাত্ম্যমাপদাম্।
অহো নিসর্গজিহ্মস্য দুরন্তা গতয়ো বিধেঃ ।

অত্র হি দৈবপ্রাধান্যং সর্বত্র সামান্যরূপমপ্রস্তুতং বর্ণিতং সৎ প্রকৃতে বস্তুনি কাপি বিনষ্টে বিশেষাত্মনি পর্য্যবস্যতি। তত্রাপি বিশেষাংশস্য সামান্যেন ব্যাপ্তত্বাদ্ব্যঙ্গ্য-বিশেষবদ্বাচ্য-সামান্যস্যাপি প্রাধান্যম্, নহি সামান্যবিশেষয়োর্যুগপৎ প্রাধান্যং বিরুধ্যতে। যদা তু বিশেষোঽপ্রাকরণিকঃ প্রাকরণিকং সামান্যমাক্ষিপতি তদা দ্বিতীয়ঃ প্রকারঃ। যথা—

এতত্তস্য মুখাৎ কিয়ৎকমলিনীপত্রে কণং পাথসো
যন্মুক্তামণিরিত্যমংস্ত স জড়ঃ শৃণ্বন্ যদস্মাদপি।
অঙ্গুল্যগ্রলঘুক্রিয়াপ্রবিলয়িন্যাদীয়মানে শনৈ
স্তত্রোড্ডীয় চ গতো দহেত্যনুদিনং নিদ্রাতি নান্তঃ শুচা ॥

অত্রান্বানে মহত্বসম্ভাবনং সামান্যং প্রস্তুতম্, অপ্রস্তুতং তু জলবিন্দৌ মণিত্ব-সম্ভাবনং বিশেষরূপং বাচ্যম্। তত্রাপি সামান্যবিশেষয়োর্যুগপৎ প্রাধান্যে ন

বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটে (অর্থাৎ যখন প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের মধ্যে সারূপ্যমূলক সম্বন্ধ থাকে), তখনও, সারূপ্যযুক্ত অপ্রস্তুত অভিহিত হইলেও, তাহা যদি প্রধানরূপে বিবক্ষিত না হয়, তাহা হইলে তাহা ধ্বনিরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহা না হইলে কিন্তু অন্য কোন অলংকার হইবে।

বাসুদেব

অতঃপর 'অপ্রস্তুত-প্রশংসা'-অলংকারের আলোচনা করা হইতেছে। অপ্রস্তুত-প্রশংসা হইতেছে—

অধিকারাদপেতস্য বস্তুনোঽন্যস্য যা স্তুতিঃ।
অপ্রস্তুতপ্রশংসা সা ত্রিবিধা পরিকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ প্রসঙ্গ-বহির্ভূত অন্য কোন বস্তুর বর্ণনাকে অপ্রস্তুত-প্রশংসা বলে। ইহা তিন প্রকারের। অলংকার-সর্বস্বে রুষ্যক বলিয়াছেন— "অপ্রস্তুতাৎ সামান্য-বিশেষভাবে, কার্য্যকারণভাবে, সারূপ্যে চ প্রস্তুত-প্রতীতৌ অপ্রস্তুত প্রশংসা।" সাহিত্য-দর্পণে শ্রীযুত বিশ্বনাথ কবিরাজ

বিরোধ ইত্যুক্তম্। এবমেকঃ প্রকারো দ্বিভেদোঽপি বিচারিতঃ, যদা তাবদিত্যাদিনা বিশেষস্যাপি দ্বিপ্রকারতাং দর্শয়তি—নিমিত্তেতি। কদাচিন্নিমিত্তম-প্রস্তুতং সদভিধীয়মানং নৈমিত্তিকং প্রস্তুতমাক্ষিপতি। যথা—

যে যাস্ত্যভ্যুদয়ে প্রীতিং নোজ্ঝন্তি ব্যসনেষু চ।
তে বান্ধবাস্তে সুহৃদো লোকঃ স্বার্থপরোঽপরঃ॥

অত্রাপ্রস্তুতং সুহৃদ্‌বান্ধবরূপত্বং নিমিত্তং সজ্জনাসক্ত্যা বর্ণয়তি নৈমিত্তিকীং শ্রদ্ধেয়বচনতাং প্রস্তুতামাত্মনোঽভিব্যক্তুম্; তত্র নৈমিত্তিকপ্রতীতাবপি নিমিত্ত-প্রতীতিরেব প্রধানীভবত্যণু-প্রাণকত্বেনেতি ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকয়োঃ প্রাধান্যম্। কদাচিত্তু নৈমিত্তিকমপ্রস্তুতং বর্ণ্যমানং সৎ প্রস্তুতং নিমিত্তং ব্যনক্তি। যথা সেতৌ—

সগ্‌গং অপারিজাঅং কোত্থুহলচ্ছিরহিঅং মহুমহস্‌স উরম্।
সুমরামি মহণপুরও অমুদ্ধঅন্দং চ হরজড়াপব্ভারম্॥

অত্র জাম্ববান্ কৌস্তুভলক্ষ্মীবিরহিতহরিবক্ষঃ-স্মরণাদিকম প্রস্তুতনৈমিত্তিকং বর্ণয়তি প্রস্তুতং বৃদ্ধসেবাচিরজীবিত্বব্যবহার-কৌশলাদি-নিমিত্তভূতং মন্ত্রিতায়া-মুপাদেয়মভিব্যঙ্‌ক্তুম্। তত্র নিমিত্তপ্রতীতাবপি নৈমিত্তিকং বাচ্যভূতম্; প্রত্যুত তন্নিমিত্তানুপ্রাণিতত্বেনোদ্ধুরকন্ধরীকরোত্যাত্মানমিতি সমপ্রধানতৈব বাচ্য-ব্যঙ্গ্যয়োঃ। এবং দ্বৌ প্রকারৌ প্রত্যেকং দ্বিবিধৌ বিচার্য্য তৃতীয়ঃ প্রকারঃ

এই তিনটি ভাবকেই বিস্তৃত করিয়া পাঁচপ্রকারে পরিণত করিয়াছেন। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

"ক্বচিদ্ বিশেষঃ সামান্যাৎ সামান্যং বা বিশেষতঃ।'
কার্য্যান্নিমিত্তং কার্য্যং চ হেতোরথ সমাৎ সমম্॥
অপ্রস্তুতাৎ প্রস্তুতং চেদ্ গম্যতে পঞ্চধা ততঃ।
অপ্রস্তুত-প্রশংসা স্যাৎ।"

বস্তুতঃ 'অপ্রস্তুত-প্রশংসা'-অলংকারে সম্বন্ধ তিন প্রকারের—(১) সামান্য-বিশেষভাব (২) নিমিত্ত-নিমিত্তি-(কার্য-কারণ) ভাব ও (৩) সারূপ্য-ভাব। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি ভাবে অর্থাৎ সামান্য-বিশেষ ও নিমিত্ত-নিমিত্তিভাবে যে অপ্রস্তুত ও প্রস্তুতের সমান প্রাধান্য থাকে, তাহা বৃত্তির—"**অপ্রস্তুত-প্রশংসায়ামপি…সমমেব প্রাধান্যম্**"—এই অংশে বলা হইয়াছে। বৃত্তির পরবর্ত্তী অংশে—**যদা তাবৎ…বিশেষস্যাপি প্রাধান্যম্**'—এই অংশে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ তাহার লোচনটীকায় বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে বৃত্তিতে উল্লিখিত মন্তব্যসমূহ পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই সামান্যবিশেষভাবের অপ্রস্তুতপ্রশংসার বিচার আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন—

সামান্য-বিশেষভাবের গতি দুই প্রকারের:—(১) যখন শব্দের দ্বারা অপ্রাকরণিক সামান্যের (সাধারণ) উল্লেখ করা হয়, কিন্তু

পরীক্ষ্যতে সারূপ্যলক্ষণঃ। তত্রাপি দ্বৌ প্রকারৌ—অপ্রস্তুতাৎ কদাচিদ্বাচ্যাচ্চমৎকারঃ, ব্যঙ্গ্যং তু তন্মুখপ্রেক্ষম্। যথাস্মদুপাধ্যায়-ভট্টেন্দুরাজস্য—

প্রাণা যেন সমর্পিতাস্তব বলাদ্ যেন ত্বমুত্থাপিতঃ
স্কন্ধে যস্য চিরং স্থিতোঽসি বিদধে যস্তে সপর্য্যামপি।
তস্যাস্য স্মিত-মাত্রকেণ জনয়ন্ প্রাণাপহারক্রিয়াং
ভ্রাতঃ প্রত্যুপকারিণাং ধুরি পরং বেতাল লীলায়সে॥

অত্র যদ্যপি সারূপ্যবশেন কৃতঘ্নঃ কশ্চিদন্যঃ প্রস্তুত আক্ষিপ্যতে, তথাপ্যপ্রস্তুতস্যৈব বেতালবৃত্তান্তস্য চমৎকারকারিত্বম্। ন হ্যচেতনোপালম্ভবদসম্ভাব্যমানোঽয়মর্থো ন চ ন হৃদ্য ইতি বাচ্যস্যাত্র প্রধানতা। যদি পুনরচেতনাদিনাত্যন্তা-

প্রাকরণিক বিশেষের বোধ হয়; (২) যখন অপ্রাকরণিক বিশেষ প্রাসঙ্গিক সামান্যকে আক্ষিপ্ত করে। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হইতেছে—'অহো সংসারনৈর্ঘৃণ্যম্—" ইত্যাদি শ্লোকটি। এখানে প্রস্তুত বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে—দৈবের প্রাধান্য। ইহা সামান্য বা সাধারণ উক্তি—যদিও প্রাসঙ্গিক নহে। প্রাসঙ্গিক বিষয় হইতেছে—কোন বিশেষ বস্তুর বিনাশ। সুতরাং এখানে অপ্রাসঙ্গিক সামান্যের (এখানে দৈবের প্রাধান্য) দ্বারা প্রাসঙ্গিক বিশেষের (এখানে বস্তু-বিশেষের বিনাশ) প্রতীতি ঘটিয়াছে। এখানে বাচ্য সাধারণ অংশ ও ব্যঙ্গ্য বিশেষ অংশের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ থাকায়, সাধারণ ও বিশেষ অংশের মধ্যে যুগপৎ প্রাধান্য রহিয়াছে।

সামান্য-বিশেষভাবের দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হইতেছে—"এতৎ তস্য মুখাৎ........নাস্তঃশুচা"—ইত্যাদি শ্লোকটি। এখানে জলবিন্দুতে মুক্তা-সম্ভাবনা হইতেছে অপ্রাসঙ্গিক ও বিশেষরূপে বাচ্য এবং অস্থানে মহত্ত্ব-সম্ভাবনা হইতেছে প্রাসঙ্গিক ও সাধারণ। এখানেও দেখা যাইতেছে যে সাধারণ ও বিশেষের যুগপৎ প্রাধান্য আছে। সামান্য বিশেষকে আশ্রয় করে বলিয়া এবং বিশেষও সামান্যনিষ্ঠ বলিয়া—উভয়েরই সমপ্রাধান্য ঘটে। উভয়ক্ষেত্রেই একটিকে আচ্ছন্ন করিয়া অন্যটি প্রতীত হয় না। সুতরাং উভয়ক্ষেত্রেই ধ্বনির অবকাশ নাই।

সম্ভাব্যমানতদর্থবিশেষণেনাপ্রস্তুতেন বর্ণিতেন প্রস্তুতমাক্ষিপ্যমাণং চমৎকারকারি তদা বস্তুধ্বনিরসৌ। যথা মমৈব—

ভাবব্রাত হঠাজ্জনস্য হৃদয়ান্যাক্রম্য যন্নর্তয়ন্
ভঙ্গীভির্বিবিধাভিরাত্মহৃদয়ং প্রচ্ছাদ্য সংক্রীড়সে।
স ত্বামাহ জড়ং ততঃ সহৃদয়ম্মন্যত্বদুঃশিক্ষিতো
মন্যেঽমুষ্য জড়াত্মতা স্তুতিপদং ত্বৎসাম্যসম্ভাবনাৎ॥

কশ্চিন্মহাপুরুষো বীতরাগোঽপি সরাগবদিতিন্যায়েন গাঢ়বিবেকালোকতিরস্কৃত-তিমিরপ্রতানোঽপি লোকমধ্যে স্বাত্মানং প্রচ্ছাদয়ল্লোঁকং চ বাচালয়ন্নাত্মস্য প্রতিভাসমেবাঙ্গীকুর্বংস্তেনৈব লোকেন মূর্খোঽয়মিতি যদবজ্ঞায়তে তদা তদীয়ং লোকোত্তরং চরিতং প্রস্তুতং ব্যঙ্গ্যতয়া প্রাধান্যেন প্রকাশ্যতে। জড়োঽয়মিতি

"নিমিত্ত-নিমিত্তিভাবে চায়মেব ন্যায়ঃ"—নিমিত্ত-নিমিত্তি-ভাবের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য হইবে।

সামান্য-বিশেষভাবের মত নিমিত্ত-নিমিত্তি-ভাবও দুই প্রকারের—

(১) নিমিত্ত হইতে নিমিত্তী এবং (২) নিমিত্তী হইতে নিমিত্ত; যেখানে নিমিত্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়া অভিধীয়মান নৈমিত্তিক প্রাসঙ্গিককে আক্ষিপ্ত করে—সেখানে প্রথম প্রকারের ভাব। উদাহরণ হইতেছে—'যে যান্ত্যভ্যুদয়ে প্রীতিম্—" ইত্যাদি শ্লোকটি। সুহৃদ ও বান্ধবরূপ নিমিত্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক। নৈমিত্তিক প্রসঙ্গ হইতেছে—'বক্তার উপদেশ শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহীতব্য"—এই ভাবটি। পূর্বোক্ত কারণের সাহায্যে এই কার্যের বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে নৈমিত্তিক বা কার্য্যের প্রতীতি হইলেও তাহার অনুপ্রাণক বলিয়া নিমিত্ত বা কারণও প্রধান হইয়াছে। অতএব এখানেও ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের প্রাধান্য রহিয়াছে।

যেখানে অপ্রস্তুত নৈমিত্তিক বর্ণনীয় হইয়া প্রস্তুত নিমিত্তকে প্রকাশ করে—সেখানে দ্বিতীয় প্রকারের ভাব। উদাহরণ হইতেছে—সগ্‌গং অপারিজাঅং....হরজড়াপত্তারম্"—এই শ্লোকটি। এখানে অপ্রাসঙ্গিক ও নৈমিত্তিক বর্ণনীয় বিষয় লইতেছে—জাম্ববান কর্তৃক কৌস্তুভমণি ও লক্ষ্মীদেবী-বিরহিত শ্রীহরির বক্ষঃস্মরণাদি এবং প্রাসঙ্গিক নিমিত্ত হইতেছে—বৃদ্ধসেবা, চিরজীবিত্ব, ও ব্যবহারনিপুণতা প্রভৃতি গুণের বিচারে মন্ত্রিত্বের নিয়োগ এবং ইহাই হইতেছে ব্যঙ্গ্য। নৈমিত্তিক এখানে বাচ্য এবং ইহা ব্যঙ্গ্য নিমিত্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সেইজন্য

হ্যস্থানেন্দুদয়াদির্ভাবো লোকেনাবজ্ঞায়তে, স চ প্রত্যুত কস্যচিদ্বিরহিণ ঔৎসুক্য-চিন্তাদূয়মানমানসতামন্যস্য প্রহর্ষপরবশতাং করোতীতি হঠাদেব লোকং যথেচ্ছং বিকারকারণাভির্নর্তয়তি। ন চ তস্য হৃদয়ং কেনাপি জ্ঞায়তে কীদৃগয়মিতি, প্রত্যুত মহাগম্ভীরোঽতিবিদগ্ধঃ সুষ্ঠুগর্বহীনোঽতিশয়েন ক্রীড়াচতুরঃ স যদি লোকেন জড় ইতি তত এব কারণাৎ প্রত্যুত বৈদগ্ধসম্ভাবনানিমিত্তাৎ সম্ভাবিতঃ আত্মা চ যত এব কারণাৎ প্রত্যুত জাড্যেন সম্ভাব্যস্তত এব সহৃদয়ঃ সম্ভাবিতস্তদস্য লোকস্য জড়োঽসীতি যদুচ্যতে তদা জাড্যমেবংবিধস্য

নৈমিত্তিকও এখানে নিজেকে প্রধান করিয়াছে। এইভাবে দেখা যাইতেছে—এখানেও বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য—উভয়েরই সমান প্রাধান্য আছে।

অতঃপর সারূপ্য-সম্বন্ধযুক্ত তৃতীয় প্রকারের অপ্রস্তুতপ্রশংসার বিচার হইতেছে। এই সারূপ্য-সম্বন্ধও আবার দুই প্রকারের—(১) যেখানে ব্যঙ্গ্য অপ্রাসঙ্গিক বাচ্যের মুখাপেক্ষী এবং অপ্রাসঙ্গিক বাচ্য হইতেই চমৎকৃতি লাভ হয়; এবং (২) যেখানে অপ্রাসঙ্গিকের অর্থ নিজের সম্বন্ধে অতিশয় অসম্ভব, কিন্তু সেই অর্থ-বিশেষের দ্বারা আক্ষিপ্ত প্রাসঙ্গিক ব্যঙ্গ্য অর্থই চমৎকারকারী। এখানে বস্তুধ্বনি হয়, কারণ এখানে সারূপ্যধর্মযুক্ত অভিধীয়মান অপ্রস্তুতের প্রাধান্য-বিবক্ষা থাকে না।

শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ দুইটি শ্লোকের সাহায্যে দুই প্রকারের সারূপ্য-সম্বন্ধযুক্ত অপ্রস্তুতপ্রশংসার পরীক্ষা করিয়াছেন। একটি হইতেছে "প্রাণাঃ যেন সমর্পিতাঃ—" ইত্যাদি ও অপরটি হইতেছে "ভাবব্রাত! হঠাজ্জনস্য—" ইত্যাদি। এখানে প্রথম শ্লোকে সাদৃশ্য হেতু আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ্য হইতেছে—কোন কৃতঘ্নের চরিত্র এবং তাহাই প্রাসঙ্গিক; কিন্তু এখানে চমৎকৃতি সৃষ্টি করিয়াছে অপ্রাসঙ্গিক বেতাল-কাহিনী। ইহাই আহ্লাদকারী বলিয়া এখানে বাচ্যার্থই প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থ তাহার মুখাপেক্ষী। সুতরাং ধ্বনি হয় নাই।

দ্বিতীয় শ্লোকে মহাপুরুষের লোকোত্তর চরিত্রই প্রাসঙ্গিক, ব্যঙ্গ্য ও প্রধান। মহাপুরুষগণের লোকোত্তর চরিত্র বিচারে যাহারা ভুল করে ও কারণের গোলমাল করিয়া বিচার বিভ্রাট ঘটায় তাহারা যে জড় অপেক্ষাও অধিকতর পাপিষ্ঠ—ইহাই এখানে ধ্বনিত হইতেছে। এক্ষেত্রে ব্যঙ্গ্য প্রধান হওয়ায়—সারূপ্য-সম্বন্ধযুক্ত দ্বিতীয় প্রকারের অপ্রস্তুত-প্রশংসাকে ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করা যায়!

ভাবব্রাতস্তাবিদগ্ধস্য প্রসিদ্ধমিতি সা প্রত্যুত স্তুতিরিতি। জড়াদপি পাপীয়ানয়ং লোক ইতি ধন্যতে। তদাহ—যদা দ্বিতি। ইতরথা দ্বিতি। ইতরথৈব পুনরলংকারান্তরত্বমলঙ্কারবিশেষত্বং ন ব্যঙ্গ্যস্য কথঞ্চিদপি প্রাধান্যমিতি ভাবঃ। উদ্দেশে যদাদিগ্রহণং কৃতং সমাসোক্তীত্যত্র দ্বন্দ্বে তেন ব্যাজস্তুতি-প্রভৃতিরলঙ্কারবর্গোঽপি সম্ভাব্যমানব্যঙ্গ্যানুবেশঃ সম্ভাবিতঃ। (৩৮)

'ইতরথা তু অলংকারান্তরমেব'—তাহা না হইলে, অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য-প্রাধান্য না হইলে এই ধরণের অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকাররূপেই গণ্য হইবে।

এখানে সিদ্ধান্ত হইল এই যে—সারূপ্য-মূলক অপ্রস্তুত-প্রশংসায়, যেখানে ব্যাচ্যার্থ গৌণ ও ব্যঙ্গ্যার্থ মুখ্য এবং এই মুখ্য ব্যঙ্গ্যার্থ হইতেই কাব্যসৌন্দর্য্যলাভ হয়—সেখানে তাহা হইবে ধ্বনি; এবং যেখানে ইহার ব্যতিক্রম হইবে, সেখানে তাহা কেবলমাত্র অলংকারে পর্য্যবসিত হইবে।

মূল

৩৯। তদয়মত্র সংক্ষেপঃ—

ব্যঙ্গ্যস্য যত্রাপ্রাধান্যং বাচ্যমাত্রানুযায়িনঃ।
সমাসোক্ত্যাদয়স্তত্র বাচ্যালংকৃতয়ঃ স্ফুটাঃ॥
ব্যঙ্গ্যস্য প্রতিভামাত্রে বাচ্যার্থানুগমেঽপি বা।
ন ধ্বনির্যত্র বা তস্য প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে॥
তৎপরাবেব শব্দার্থৌ যত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতৌ।
ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সংকরোজ্ঝিতঃ॥

অনুবাদ

সে কারণে এখানে এই সংক্ষেপ-শ্লোক দেওয়া হইল—

যেখানে কেবলমাত্র বাচ্যার্থের অনুগামী বলিয়া ব্যঙ্গ্যার্থের অপ্রাধান্য হয়, সেখানে সমাসোক্তি প্রভৃতি বাচ্যালংকার সুস্পষ্ট। যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতিমাত্র হয় বা যেখানে বাচ্যার্থের ও ব্যঙ্গ্যার্থের সমপ্রাধান্য থাকে, কিংবা তাহার (ব্যঙ্গ্যার্থের) প্রাধান্য থাকে

লোচন টীকা

তত্র সর্বত্র সাধারণমুত্তরং দাতুমুপক্রমতে—তদয়মত্রেতি। কিয়দ্বা প্রতিপদং লিখ্যতামিতি ভাবঃ। তত্র ব্যাজস্তুতির্যথা—

কিং বৃত্তান্তৈঃ পরগৃহগতৈঃ কিন্তু নাহং সমর্থ
স্তূষ্ণীং স্থাতুং প্রকৃতিমুখরো দাক্ষিণাত্যস্বভাবঃ।
গেহে গেহে বিপণিষু তথা চত্বরে পানগোষ্ঠ্যা
মুন্মত্তেব ভ্রমতি ভবতো বল্লভা হন্ত কীর্ত্তিঃ॥

না, সেখানে ধ্বনি হয় না। যেখানে শব্দ ও অর্থ কেবল তৎপর (ব্যঙ্গ্যনিষ্ঠ) এবং ব্যঙ্গ্যকে লক্ষ্য করিয়াই অবস্থিত এবং যেখানে কোন অলংকারের মিশ্রণ থাকে না, সেখানে তাহাই (সেই শব্দ ও অর্থই) ধ্বনির বিষয় হয়।

বাসুদেব

'তৎ'—'সে কারণে'—আর আলোচনা বাহুল্য না বাড়াইয়া। **"ব্যঙ্গ্যস্য যত্রাপ্রাধান্যম্‌.......স্ফুটাঃ"**—যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ কেবলমাত্র বাচ্যার্থকেই অনুগমন করে, তাহারই শোভাবিধান করে এবং যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য থাকেনা—সেখানে সমাসোক্তি প্রভৃতি বাচ্যালংকার হয়।

সমাসোক্ত্যাদিষু—সমাসোক্তি, পর্যায়োক্ত, অপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রভৃতি পূর্বে আলোচিত অলংকারসমূহ। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—এখানে 'আদি' পদের দ্বারা ব্যাজস্তুতি, ভাবালংকার—ইত্যাদি অলংকারেও যে ব্যঙ্গ্যের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রহিয়াছে—তাহা বুঝান হইল।

'অলংকৃতয়ঃ'—ইহারা অলংকার, যেহেতু এখানে ব্যঙ্গ্যের বাচ্যোপস্কারত্ব আছে—ব্যঙ্গ্য বাচ্যের শক্তিবিধান করে।

'প্রতিভামাত্রে'—যেখানে ব্যঙ্গ্যের আভাসমাত্র আছে, পরিষ্কার প্রতীতি-প্রাধান্য নাই ; যেমন দীপক, তুল্যযোগিতা প্রভৃতি অলংকারে ; এখানে উপমাদিতে অর্থপ্রতীতি স্পষ্ট নয়।

অত্র ব্যঙ্গ্যং স্তুত্যাত্মকং যত্নেন বাচ্যমেবোপস্ক্রিয়তে। যত্তূদাহৃতং কেনচিৎ—

আসীন্নাথ পিতামহী তব মহী জাতা ততোঽনন্তরং
মাতা সম্প্রতি সাম্বুরাশিরশনা জায়া কুলোদ্‌ভূতয়ে
পূর্ণে বর্ষশতে ভবিষ্যতি পুনঃ সৈবানবদ্যা স্নুষা
যুক্তং নাম সমগ্রনীতিবিদুষাং কিং ভূপতীনাং কুলে॥ ইতি,

তদস্মাকং গ্রাম্যং প্রতিভাত্যত্যন্তাসভ্যস্মৃতিহেতুত্বাৎ। কা চানেন স্তুতিঃ কৃতা? ত্বং বংশক্রমেণ রাজেতি হি কিয়দিদম্? ইত্যেবংপ্রায়া ব্যাজস্তুতিঃ সহৃদয়গোষ্ঠীষু নিন্দিতেত্যুপেক্ষ্যৈব।

যস্য বিকারঃ প্রভবন্নপ্রতিবদ্ধস্য হেতুনা যেন।
গময়তি তদভিপ্রায়ং তৎপ্রতিবন্ধং ভাবোঽসৌ॥

'বাচ্যার্থানুগমে'—যখন বাচ্যার্থের সঙ্গে একত্র যায়—অর্থাৎ বাচ্যার্থের ও শব্দার্থের উভয়েরই যেখানে 'সমং প্রাধান্যম্'—যেমন অপ্রস্তুত-প্রশংসার প্রথম দুইটি বিভাগে।

'প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে'—প্রাধান্য স্পষ্টভাবে শোভা পায় না,—কষ্ট-কল্পনাবলে গ্রহণ করিলেও হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

"ন ধ্বনিঃ"—সেখানে ধ্বনি হয় না। তাহা হইলে ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব থাকিলেও চারিটি ক্ষেত্রে ধ্বনি-ব্যবহার হয় না; যথা:—(১) ব্যঙ্গ্য থাকিলেও যেখানে তাহার প্রাধান্য নাই (২) যেখানে ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি অস্পষ্ট, (৩) যেখানে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য উভয়েরই সমান প্রাধান্য এবং (৪) যেখানে ব্যঙ্গের প্রাধান্য অস্ফুট।

যদি এইভাবে চারিটি ক্ষেত্রেই ধ্বনি না থাকে, তাহা হইলে ধ্বনি কোথায় থাকে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—

"তৎপরাবেব....সংকরোজ্ঝিতঃ"—যেখানে শব্দ ও অর্থ তৎ-পর অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যানুযায়ী, এবং ব্যঙ্গ্যেই অবস্থিত, যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ 'সংকরোজ্ঝিত' অর্থাৎ যেখানে কোন অলংকারের অনুপ্রবেশ সম্ভাবনার দ্বারা পরিত্যক্ত অর্থাৎ যেখানে কোন অলংকারের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা নাই—সেখানেই ধ্বনি হয়।

'সংকরোজ্ঝিত'—"সংকরেণ অলংকারানুবেশসম্ভাবনয়া উজ্ঝিতঃ; সংকরালংকারেন ইতি তু অসৎ"। অর্থাৎ 'সংকরেণ' শব্দের—অর্থ

অত্রাপি বাচ্যপ্রাধান্যে ভাবালঙ্কারতা। যস্য চিত্তবৃত্তি-বিশেষস্য সম্বন্ধী বাগ্‌ব্যাপারাদির্বিকারোঽপ্রতিবন্ধো নিয়তঃ প্রভবংস্তং চিত্তবৃত্তিবিশেষরূপমভিপ্রায়ং যেন হেতুনা গময়তি স হেতুর্যথেষ্টোপভোগ্যত্বাদিলক্ষণোঽর্থো ভাবালঙ্কারঃ। যথা—

একাকিনী যদবলা তরুণী তথাহমস্মিন্‌গৃহে গৃহপতিশ্চ গতো বিদেশম্।
কং যাচসে তদিহ বাসমিয়ং বরাকী শ্বশ্রূর্মমান্ধবধিরা ননু মূঢ় পান্থ।।

অত্র ব্যঙ্গ্যমেকৈকত্র পদার্থে উপস্কারকারীতি বাচ্যং প্রধানম্। ব্যঙ্গ্য-প্রাধান্যে তু ন কাচিদলঙ্কারতেতি নিরূপিতমিত্যলং বহুনা।

যত্রেতি কাব্যে। অলঙ্কৃতয় ইতি। অলঙ্কৃতিত্বাদেব চ বাচ্যোপস্কারকত্বম্। প্রতিভামাত্র ইতি। যত্রোপমাদৌ শ্লিষ্টার্থ প্রতীতিঃ। বাচ্যার্থানুগম ইতি।

হইতেছে 'অলংকারের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা যেখানে নাই'; এখানে সংকর শব্দের অর্থ—'সংকরালংকার' নয়।

অন্য অলংকারের অনুপ্রবেশ থাকিলে, ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি অস্পষ্ট হইবে বলিয়া একথা বলা হইল।

মূল

৪০। তস্মান্ন ধ্বনেরন্যত্রান্তর্ভাবঃ। ইতশ্চ নান্তর্ভাবঃ। যতঃ কাব্যবিশেষোঽঙ্গী ধ্বনিরিতি কথিতঃ॥ তস্য পুনরঙ্গানি—অলংকারা, গুণা, বৃত্তয়শ্চেতি প্রতিপাদয়িষ্যতে। ন চাবয়ব এব পৃথগ্‌ভূতোঽবয়বীতি প্রসিদ্ধঃ। অপৃথগ্‌ভাবে তু তদঙ্গত্বং তস্য। ন তু তত্ত্বমেব। যত্রাপি বা তত্ত্বং তত্রাপি ধ্বনের্মহাবিষয়ত্বাৎ ন তন্নিষ্ঠত্বমেব।

অনুবাদ

সেই কারণে অন্যত্র ধ্বনির অন্তর্ভাব হয় না। অন্যত্র ধ্বনির অন্তর্ভাব না হইবার ইহাও কারণ—যেহেতু কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য হইতেছে ধ্বনি, তাহা অঙ্গী বলিয়া কথিত। আবার, অলংকার, গুণ, ও বৃত্তিসমূহ যে তাহার অঙ্গ—তাহা পরে প্রতিপাদিত হইবে। ইহা তো প্রসিদ্ধ যে, অবয়বসমূহ পৃথক্ ভাবে অবয়বী হইতে পারে না। পরন্তু অপৃথকভাবে গ্রহণ করিলেও ইহারা তাহার (অবয়বীর) অঙ্গই হয়। কিন্তু তাহা (অবয়ব) তাহা (অবয়বী) হইতে পারে না। অথবা যেখানেই তাহা (অবয়ব) তাহা (অবয়বী) [অর্থাৎ উভয়ে একই]—সেখানে ধ্বনির মহাবিষয়ত্বহেতু ইহা (অবয়বী—ব্যঙ্গ্য) সম্পূর্ণরূপে তন্নিষ্ঠ (অবয়ব-নিষ্ঠ) নহে।

বাচ্যেনার্থেনানুগমঃ সমং প্রাধান্যমপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামিবেত্যর্থঃ। ন প্রতীয়ত ইতি। স্ফুটতয়া প্রাধান্যং ন চকাস্তি, অপি তু বলাৎ কল্প্যতে, তথাপি হৃদয়ে নানুপ্রবিশতি। যথা 'দেআ পসিঅণিঅত্তাসু' ইত্যত্রান্যকৃতাসু ব্যাখ্যাসু। তেন চতুর্ষু প্রকারেষু ন ধ্বনি-ব্যবহারঃ সম্ভাবেঽপি ব্যঙ্গ্যস্য অপ্রাধান্যে শ্লিষ্টপ্রতীতৌ বাচ্যেন সমপ্রাধান্যেঽস্ফুটে প্রাধান্যে চ। ক তর্হ্যসাবিত্যাহ—তৎপরাবেবেতি। সঙ্করেণালঙ্কারানুপ্রবেশসম্ভাবনয়া উজ্ঝিত ইত্যর্থঃ। সঙ্করালঙ্কারেণেতি ত্বসৎ; অন্যালঙ্কারোপলক্ষণত্বে হি ক্লিষ্টং স্যাৎ। (৩১)

বাসুদেব

ধ্বনি এবং অলংকারবর্গের মধ্যে একাত্মতা নাই ; কারণ বাচ্য-বাচকভাব ও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক-ভাব পরস্পরবিরোধী। এ আলোচনা পূর্বে হইয়াছে। সেই কারণে বৃত্তির প্রথমেই বলা হইল গুণ ও অলংকারের মধ্যে (অন্যত্র) ধ্বনির অন্তর্ভুক্তি হয় না।

বৃত্তির পরবর্তী অংশে এই অন্তর্ভুক্তি না হইবার দ্বিতীয় কারণ দেখানো হইতেছে। ধ্বনি-কাব্য হইতেছে—এক বিশেষ-ধরণের কাব্য (কাব্যবিশেষঃ), যেখানে ধ্বনি হইতেছে অঙ্গী এবং গুণ ও অলংকার প্রভৃতি হইতেছে অঙ্গ। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে যেরূপ বিরুদ্ধতা আছে, সেইরূপ অঙ্গী ও অঙ্গের মধ্যেও তাহা আছে। অঙ্গী কখনও অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। সেই কারণে ধ্বনি—গুণ ও অলংকারের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

"তস্য পুনরঙ্গানি....প্রতিপাদয়িষ্যতে"—গুণ, অলংকার ও বৃত্তিসমূহ যে কাব্যের অঙ্গ এবং ধ্বনি যে কাব্যের অঙ্গী—ইহা পরে প্রতিপাদিত করা হইবে (ধ্বন্যালোক, দ্বিতীয় উদ্দ্যোত)॥

"ন চাবয়ব....প্রসিদ্ধঃ"—গুণ, অলংকার ও বৃত্তিসমূহ অঙ্গ বা অবয়ব বলিয়া স্বীকৃত হইলে, এ কথাও তো স্বীকার করিতে হইবে যে, এক একটি পৃথক অবয়ব যেমন অবয়বীরূপে গৃহীত হইতে পারে না, তেমনি এক একটি গুণ বা অলংকার বা বৃত্তিও পৃথকভাবে ধ্বনি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পৃথক পৃথক অবয়ব যে অবয়বী নয়—ইহা তো সুপ্রসিদ্ধ।

লোচন টীকা

ইতশ্চেতি। ন কেবলমন্যোন্যবিরুদ্ধবাচ্যবাচকভাবব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবসমাশ্রয়ত্বান্ন তাদাত্ম্যমলঙ্কারাণাং ধ্বনেশ্চ যাবৎ স্বামিভৃত্যবদঙ্গিরূপাঙ্গরূপয়োর্বিরোধাদিত্যর্থঃ। অবয়ব ইতি। একৈক ইত্যর্থঃ। তদাহ—পৃথগ্‌ভূত ইতি। অথ পৃথগ্‌ভূতস্তথা মা ভূৎ, সমুদায়মধ্যনিপতিতস্তর্হ্যস্তু তথেত্যাশঙ্ক্যাহ—অপৃথগ্‌ভাবেত্বিতি। তদাপি ন স এক এব সমুদায়ঃ, অন্যেষামপি সমুদায়িনাম্ তত্র ভাবাৎ ; তৎ সমুদায়িমধ্যে চ প্রতীয়মানমপ্যস্তি, ন চ তদলঙ্কাররূপং, প্রধানত্বাদেব।

"অপৃথগ্‌ভাবে তু···তস্য"—এখন একথা বলা যাইতে পারে যে, অবয়সমূহ পৃথক পৃথকভাবে অবয়বী নয়—একথা সত্য, কিন্তু সমুদায়ভাবে তো অবয়বী হইতে পারে। সেক্ষেত্রে তো উভয়ে একই হইয়া যায়। তদুত্তরে বৃত্তিকার বলিতেছেন—সে ক্ষেত্রেও অঙ্গ অঙ্গই থাকিয়া যায়, তাহা অঙ্গী হয় না। কারণে একটি অংশ যদি সমুদায় হয়, তবে অন্য অংশও সমুদয় হইবে। হস্ত যদি অঙ্গী হয়, তবে কর্ণও অঙ্গী হইবে ; ইহা অনুভূতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ। আবার যে সমুদায়ভাবের কথা ধরিয়া অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে অভিন্নত্বের কল্পনা করা হইতেছে, তাহার মধ্যে কেবল গুণ ও অলংকারাদি নাই—প্রতীয়মান অর্থও আছে। যে বিশেষ ধরণের কাব্য ধ্বনিকাব্যরূপে অভিহিত, তাহাতে এই প্রতীয়মান অর্থেরই প্রাধান্য থাকে। সে কারণে তাহা অলংকার-রূপ নহে ; অলংকার-রূপত্ব এই কাব্যে অপ্রধান ও সেজন্য তাহা ধ্বনি হইতে পারে না। উপর্য্যুক্ত যুক্তি দ্বারা অলংকারাদি (তৎ) যে ধ্বনি (তৎ) নহে—'ন তু তত্ত্বমেব' (তাহা তাহা নহে)—ইহা প্রতিপন্ন করা হইল।

"যত্রাপি বা তত্ত্বম্‌"—পূর্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে তৎ (তাহা—অলংকারাদি) 'তম্‌' (ধ্বনি) রূপে স্বীকৃত হইয়াছে ; যেমন সারূপ্যসম্বন্ধযুক্ত অপ্রস্তুতপ্রশংসায় এবং পর্য্যায়োক্ত অলংকারে কোন কোন ক্ষেত্রে।

"তত্রাপি····তন্নিষ্ঠত্বমেব"—এসব ক্ষেত্রে অলংকার ধ্বনিরূপে গৃহীত হইয়াছে একথা সত্য ; কিন্তু এখানেও ধ্বনি কেবলমাত্র 'তৎ-নিষ্ঠ'-অলংকারনিষ্ঠ—ইহা নহে ; অর্থাৎ অলংকারই ধ্বনি—ইহা নহে। কারণ ধ্বনির বিষয় বিশাল ও ব্যাপক। অলংকার ছাড়াও ধ্বনি থাকে। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলিয়াছেন—সমাসোক্তি প্রভৃতি সমস্ত অলংকার

যত্ত্বলঙ্কাররূপং তদপ্রধানত্বান্ন ধ্বনিঃ। তদাহ—নতু তত্ত্বমেবেতি। নম্বলঙ্কার এব কশ্চিত্তয়া প্রধানতাভিষেকং দত্ত্বা ধ্বনিরিত্যাখ্যেতি চোক্ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্রাপি বেতি। নহি সমাসোক্ত্যাদীনামন্যতম এবাসৌ তথাস্মাভিঃ কৃতঃ, তদ্‌-বিবিক্তত্বেঽপি তস্য ভাবাৎ, সমাসোক্ত্যাদ্যলঙ্কারস্বরূপস্য সমস্তস্যাভাবেঽপি তস্য দর্শিতত্বাৎ 'অত্তা এত্থ' ইতি 'কস্‌স বা ণ' ইত্যাদি ; তদাহ—ন তন্নিষ্ঠত্বমেবেতি। (৪০)

না থাকিলেও ধ্বনি থাকিতে পারে এবং পূর্বোদাহৃত "অত্তা এত্থ—" ও "কস্‌স বা ণ—" ইত্যাদি শ্লোকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

মূল

৪১। "সূরিভিঃ কথিতঃ"—ইতি বিদ্বদুপজ্ঞেয়মুক্তিঃ, ন তু যথাকথঞ্চিৎ প্রবৃত্তেতি প্রতিপাদ্যতে। প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ, ব্যাকরণ-মূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্‌। তে চ শ্রূয়মাণেষু বর্ণেষু ধ্বনিরিতি ব্যবহরন্তি। তথৈবান্যৈস্তন্মতানুসারিভিঃ সূরিভিঃ কাব্যতত্ত্বার্থদর্শিভিঃ বাচ্য-বাচক-সম্মিশ্রঃ শব্দাত্মা কাব্যমিতি ব্যপদেশ্যো ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ্‌ ধ্বনিরিত্যুক্তঃ। ন চৈবংবিধস্য ধ্বনের্বক্ষ্যমাণ-প্রভেদ-তদ্‌ভেদ-সংকলনয়া মহাবিষয়স্য যৎ প্রকাশনং তদপ্রসিদ্ধালংকার-বিশেষ-মাত্র-প্রতিপাদনেন তুল্যমিতি তদ্ভাবিত-চেতসাং যুক্ত এব সংরম্ভঃ। ন চ তেষু কথংচিদীর্ষ্যয়া কলুষিত-শেমুষীকত্বমাবিষ্করণীয়ম্‌। তদেবং ধ্বনেস্তাবদভাববাদিনঃ প্রত্যুক্তাঃ॥

অনুবাদ

"সূরিভিঃ কথিতঃ,'—'পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন'—এতদ্বারা বলা হইল 'ধ্বনি' সম্বন্ধে উক্তি বিদ্বানগণই প্রথমে করিয়াছেন। ইহা যেমন তেমন করিয়া প্রচারিত হয় নাই—ইহা প্রতিপাদিত হইল। বিদ্বানগণের মধ্যে প্রথম হইতেছেন—বৈয়াকরণগণ; কারণ সকল বিদ্যার মূল হইতেছে ব্যাকরণ, তাঁহারা শ্রূয়মাণ বর্ণসমূহে ধ্বনি শব্দের ব্যবহার করেন। সেইভাবেই, তাঁহাদের মতানুসারী কাব্যতত্ত্বদর্শী অন্য পণ্ডিতগণ—"বাচ্য-বাচকসংমিশ্র শব্দাত্মা হইতেছে কাব্য"—এই ভাবে নামকরণ করিয়া, ব্যঞ্জকত্বের সহিত সাম্যবশতঃ ইহা ধ্বনি—এইরূপ বলিয়াছেন। এইরূপ ধ্বনির নানা প্রভেদ ও তাহাদের বিভিন্ন ভেদের কথা পরে বলা হইবে (বক্ষ্যমাণ)। এই সব প্রভেদ ও তাহাদের ভেদসমূহের সংকলনের দ্বারা মহাবিষয়সম্পন্ন ধ্বনির যে প্রকাশ হয়, তাহা কেবল অপ্রসিদ্ধ অলংকারবিশেষের প্রতিপাদনের তুল্য নহে; অতএব ধ্বনিস্বরূপে প্রণিহিতচিত্ত ব্যক্তিবর্গের প্রবত্ন সঙ্গতই বটে। এবং ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহাদের (তদ্ভাবিতচিত্ত ব্যক্তিগণের)

মধ্যে কোন প্রকার কলুষিত বুদ্ধির আবিষ্কার করা উচিত নয়। অতএব এইভাবে ধ্বনির সকল প্রকার অভাববাদিগণের আপত্তির বিচার ও খণ্ডন করা হইল।

বাসুদেব

১।১ করিকায় বলা হইয়াছিল—ধ্বনি যে কাব্যের আত্মা এই সিদ্ধান্ত 'বুধৈঃ সমাম্নাত-পূর্ব'; আবার ১।১৩ কারিকায় বলা হইল—সূরিভিঃ কথিতঃ"। এতদ্বারা দেখানো হইতেছে—ধ্বনিবাদ কোন অভিনব মতবাদ নহে। বৃত্তির এই অংশে ইহাই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইতেছে।

"বিদ্বদুপজ্ঞেয়মুক্তিঃ"—এখানে, তৎপুরুষ সমাস হইয়া 'বিদ্বদুপজ্ঞম্' —হওয়া উচিত ছিল। শ্রীমদভিনবগুপ্ত ইহাকে বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন করিয়া ব্যাসবাক্য করিয়াছেন—'বিদ্বভ্য উপজ্ঞা প্রথম উপক্রমো যস্যা উক্তেরিতি বহুব্রীহিঃ। তেন 'উপজ্ঞোপক্রমম্' ইতি তৎ-পুরুষাশ্রয়ং নপুংসকত্বং নিরবকাশম্।" অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তিগণ কর্তৃক যে উক্তির 'উপজ্ঞা' বা প্রথম উপক্রম, তাহা—এইভাবে বহুব্রীহি সমাস। এতদ্দারা "উপজ্ঞোপক্রমং তদাদ্যাচিখ্যাসায়াম্'—এই পাণিনিসূত্রানুসারে তৎপুরুষ-সমাস করিয়া ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগের যে নির্দেশ আছে, তাহার যে এখানে অবকাশ নাই তাহা দেখানো হইল।

'সূরিভিঃ....মুক্তিঃ"—"সূরিভিঃ কথিতঃ"—এই পদের দ্বারা দেখানো হইল 'ধ্বনি' শব্দের উক্তি প্রথম করিয়াছেন—বিদ্বানগণ।

লোচন টীকা

বিদ্বদুপজ্ঞেতি। বিদ্বদ্ভ্য উপজ্ঞা প্রথম উপক্রমো যস্যা উক্তেরিতি বহুব্রীহিঃ। তেন 'উপজ্ঞোপক্রম' ইতি তৎপুরুষাশ্রয়ং নপুংসকত্বং নিরবকাশম্। শ্রূয়মাণেম্বিতি। শ্রোত্রশষ্কুলীং সন্তানেনাগতা অন্ত্যাঃ শব্দাঃ শ্রূয়ন্ত ইতি প্রক্রিয়ায়াং শব্দজাঃ শব্দাঃ শ্রূয়মাণা ইত্যুক্তম্। তেষাং ঘণ্টানুরণনরূপত্বং তাবদস্তি; তে চ ধ্বনিশব্দেনোক্তাঃ। যথাহ ভগবান্ ভর্তৃহরিঃ—

যঃ সংযোগবিয়োগাভ্যাং করণৈরুপজন্যতে।
স স্ফোটঃ শব্দজাঃ শব্দা ধ্বনয়োঽন্যৈরুদাহৃতাঃ। ইতি

"ন তু....প্রতিপাদ্যতে"—আরো প্রতিপাদন করা হইল যে ইহা যেমন তেমন করিয়া স্বেচ্ছাচারবশতঃ প্রচার করা হয় নাই।

'প্রথমে হি....সর্ববিদ্যানাম্' = বিদ্বানগণের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী হইলেন—বৈয়াকরণগণ। কেননা, ব্যাকরণই হইতেছে সর্ব বিদ্যার মূল। ইহা সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ। ভগবান ভর্তৃহরি তাহার বাক্যপদীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন—

অখণ্ডঃ সৈষ ব্যাক্যার্থঃ শব্দব্রহ্মেতি গীয়তে।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
ইদমাদ্যং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপর্বণাম্।
ইয়ং সা মোক্ষমাণানামজিহ্মা রাজপদ্ধতিঃ।

"তে চ শ্রূয়মাণেষু....ধ্বনিরিতি ব্যবহরন্তি'—যে সমস্ত বর্ণ শোনা যায়, বৈয়াকরণগণ তাহাদিগকে ধ্বনি বলিয়া থাকেন। 'ধ্বনি' শব্দের প্রয়োগ যে পণ্ডিতসমাজের অগ্রগণ্য বৈয়াকরণ করিয়াছেন ও ইহা যে বহু প্রাচীন মতবাদ—তাহা এইভাবে দেখানো হইল।

"তথৈবান্যৈ....ধ্বনিরিত্যুক্তঃ"—এই অংশে বলা হইতেছে—বৈয়াকরণগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াই কাব্যতত্ত্বার্থদর্শিগণ বাচ্যবাচক-সম্মিশ্র শব্দাত্মাকে কাব্যরূপে অভিহিত করেন ও ব্যঞ্জকত্বের সাদৃশ্যবশতঃ তাহাকে—'ধ্বনি'—এই আখ্যা দেন।

এখন আলোচনা করা প্রয়োজন—বৈয়াকরণগণের মতে ধ্বনি কি এবং তাঁহাদের মত অনুসরণ করিয়া কিভাবে ব্যঞ্জকত্বের সাদৃশ্যবশতঃ

এবং ঘণ্টাদিনির্হ্রাদস্থানীয়োঽনুরণনাখ্যোপলক্ষিতো ব্যঙ্গ্যোঽপ্যর্থো ধ্বনিরিতি ব্যবহৃতঃ। তথা শ্রূয়মাণাঃ যে বর্ণা নাদশব্দবাচ্যা অন্ত্যবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যস্ফোটাভিব্যঞ্জকাস্তে ধ্বনিশব্দেনোক্তাঃ। যথাহ ভগবান্ স এব—

প্রত্যয়ৈরনুপাখ্যেয়ৈর্গ্রহণানুগুণৈস্তথা।
ধ্বনি-প্রকাশিতে শব্দে স্বরূপমবধার্য্যতে।। ইতি।

তেন ব্যঞ্জকৌ শব্দার্থাবপীহ ধ্বনিশব্দেনোক্তৌ। কিঞ্চ বর্ণেষু তাবন্মাত্র-পরিমাণেষ্বপি সৎসু। যথোক্তম্—

অল্পীয়সাপি যত্নেন শব্দমুচ্চারিতং মতিঃ।
যদি বা নৈব গৃহ্ণাতি বর্ণং বা সকলং স্ফুটম্।। ইতি।

বাচ্য-বাচকসম্মিশ্র শব্দাত্মাকে কাব্যরূপে অভিহিত করা যায়। বৈয়াকরণগণের মতে শব্দ স্ফোটের ব্যঞ্জনা করে এবং এই শব্দকে তাঁহারা ধ্বনি বলেন। ধ্বনিবাদিগণ বলেন—অনুরূপভাবেই শব্দ ও অর্থ প্রতীয়মানের ব্যঞ্জনা করে ও তাহারাও ধ্বনিপদবাচ্য। কিন্তু তাহাতে তো বাচ্য-বাচকই ধ্বনি নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়, ব্যঙ্গ্যার্থ বা ব্যঞ্জনা-ব্যাপার তো ধ্বনিরূপে অভিহিত হইতে পারে না। অথচ ধ্বনিবাদী আলংকারিকগণ ব্যঙ্গ্যার্থ ও ব্যঞ্জনা-ব্যাপার উভয়কেই 'ধ্বনি' আখ্যা দিয়া থাকেন।

বৈয়াকরণগণের প্রদর্শিত পথেই যে চতুর্বিধ ধ্বনির সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়—শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্য্য তাহা লোচন টীকায় দেখাইয়াছেন। আচার্য্য বলেন—

আমাদের শ্রবণ-প্রক্রিয়ায়, কর্ণে আগত শব্দাবলীর মধ্যে শেষ শব্দ আমরা শুনি; এই অন্ত্য শব্দ প্রকৃত পক্ষে শব্দজনিত শব্দ (Sound) ও ঘণ্টার অনুরণনের মত। এইগুলিকেই 'ধ্বনি' এই শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ভগবান ভর্ত্তৃহরির—"যঃ সংযোগ-বিয়োগাভ্যাম্.... রুদাহৃতা"—এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অভিনবগুপ্তপাদ দেখাইয়াছেন যে, ভর্ত্তৃহরির মতে জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তি ও বিযুক্তির দ্বারা যাহা সৃষ্ট হয়, তাহাই স্ফোট এবং শব্দজনিত শব্দই ধ্বনি। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন যে—এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল যে ঘণ্টাবাদ্যের মত ও তাহার অনুরণন-রূপ আত্মাযুক্ত ব্যঙ্গ্য অর্থও ধ্বনি। এইভাবে বৈয়াকরণগণের অনুসৃত পন্থায় ব্যঙ্গ্যার্থও যে ধ্বনি তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

তেন তেষু তাবৎস্বেব শ্রূয়মাণেষু বক্তুর্যোঽন্যো দ্রুতবিলম্বিতাদিবৃত্তিভেদাত্মা প্রসিদ্ধাদুচ্চারণব্যাপারাদভ্যধিকঃ স ধ্বনিরুক্তঃ। যদাহ স এব—

শব্দস্যোর্ধ্বমভিব্যক্তের্বৃত্তিভেদে তু বৈকৃতাঃ।

ধ্বনয়ঃ সমুপোহন্তে স্ফোটাত্মা তৈর্ন ভিদ্যতে॥

অস্মাভিরপি প্রসিদ্ধেভ্যঃ শব্দব্যাপারেভ্যোঽভিধাতাৎপর্য্যলক্ষণারূপেভ্যোঽতিরিক্তো ব্যাপারো ধ্বনিরিত্যুক্তঃ। এবং চতুষ্কমপি ধ্বনিঃ। তদ্যোগাচ্চ সমস্তমপি কাব্যং ধ্বনিঃ। তেন ব্যতিরেকাব্যতিরেক-ব্যপদেশোঽপি ন ন যুক্তঃ।

এইভাবে শ্রুত বর্ণসমূহকে বৈয়াকরণগণ 'নাদ' বলেন। 'নাদ' নামধারী এই বর্ণসমূহ স্ফোটের অভিব্যঞ্জক। এগুলিও 'ধ্বনি' বলিয়া অভিহিত হয়। শ্রীভর্তৃহরির "প্রত্যয়ৈরনুপাখ্যেয়ৈঃ"—ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ধ্বনির দ্বারা প্রকাশিত শব্দে তাহার অর্থাৎ স্ফোটের স্বরূপ অবধারণ করা যায়; ইহার উপায়সমূহ অনির্বচনীয় হইলেও স্ফোট উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—এতদ্দ্বারা একথা বলা হইল যে—ব্যঞ্জক শব্দ ও অর্থ উভয়েই ধ্বনিরূপে অভিহিত হইতে পারে।

আবার শব্দের চিরাচরিত উচ্চারণ-পদ্ধতির অতিরিক্তভাবে—যেমন, তাড়াতাড়ি বলিয়া বা আস্তে-আস্তে বলিয়া, বা কোথাও কোন বিশেষ শব্দে জোর দিয়া বা অন্যভাবে উচ্চারণ করিবার যে যত্ন—তাহাও 'ধ্বনি' নামে কথিত হয়। ভগবান ভর্তৃহরি—"শব্দস্যোর্দ্ধম্‌····ভিদ্যতে"—এই শ্লোকে বলিয়াছেন—'শব্দের সাধারণ অভিব্যক্তির অতিরিক্ত যে সব বৃত্তিভেদ আছে—তাহাদের কারণই হইতেছে বিকৃতি-বিশিষ্ট-ধ্বনি। স্ফোটাত্মা ইহা হইতে পৃথক নহে।'

শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—শব্দের সাধারণ অভিব্যক্তির অতিরিক্ত বৃত্তিভেদ যে আছে এখানে বৈয়াকরণগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আমরাও অর্থাৎ ধ্বনিবাদিগণ অনুরূপভাবে বলি—অভিধা, তাৎপর্য্য ও লক্ষণা এই তিনটি প্রচলিত শব্দ ব্যাপারের অতিরিক্ত হইতেছে ব্যঞ্জনা-ব্যাপার বা ধ্বনি। অতএব—বাচক শব্দ, বাচ্য অর্থ, প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ এবং ব্যঞ্জনা-ব্যাপার—এই চার প্রকারের ধ্বনিই বৈয়াকরণ-প্রদর্শিত পথে সিদ্ধ হইল। ইহাদের সংযোগে যে কাব্য হয়—তাহাকেও

বাচ্য-বাচক-সংমিশ্র ইতি। বাচ্যবাচকসহিতঃ সংমিশ্র ইতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ। 'গামশ্বং পুরুষং পশুম্' ইতিবৎ সমুচ্চয়োঽত্র চকারেণ বিনাপি। তেন বাচ্যোঽপি ধ্বনিঃ, বাচকোঽপি শব্দো ধ্বনিঃ, দ্বয়োরপি ব্যঞ্জকত্বং ধ্বনতীতি কৃত্বা। সংমিশ্র্যতে বিভাবানুভাবসংবলনয়েতি ব্যঙ্গ্যোঽপি ধ্বনিঃ, ধ্বন্যত ইতি কৃত্বা। শব্দনং শব্দঃ শব্দব্যাপারঃ, ন চাসাবভিধাদিরূপঃ, অপি ত্বাত্মভূতঃ, সোঽপি ধ্বননং ধ্বনিঃ। কাব্যমিতি ব্যপদেশ্যশ্চ যোঽর্থঃ সোঽপি ধ্বনিঃ, উক্তপ্রকার-

ধ্বনি বলে। অতএব ব্যতিরেকের সাহায্যে যদি সংজ্ঞা দেওয়া হয় যে "কাব্যের আত্মা হইতেছে ধ্বনি" বা অব্যতিরেকীভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয় 'কাব্যই ধ্বনি'—তাহা হইলে উভয় সংজ্ঞাই সঙ্গত হইবে।

'বাচ্য-বাচক-সম্মিশ্রঃ'—শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'বাচ্য-বাচকসহিতঃ সংমিশ্র ইতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ"—অর্থাৎ 'বাচ্য ও বাচকের সহিত সংমিশ্র—এইভাবে অর্থ করিলে পদটির অর্থ দাঁড়ায়—বাচ্য অর্থও ধ্বনি, বাচক শব্দও ধ্বনি'; 'ধ্বনিত করে'—এই অর্থে বাচ্যও বাচক উভয়েরই ব্যঞ্জকত্ব সিদ্ধ হয়। পুনশ্চ, 'ধ্বনিত হয়'—এইভাবে অর্থ করিলে—বাচ্য-বাচকের সহিত বিভাব ও অনুভাবের যে সংমিশ্রণ ঘটে, সেই ব্যঙ্গ্য অর্থও ধ্বনি হয়। 'শব্দন'-অর্থাৎ শব্দ বা শব্দ-ব্যাপার—ইহা অভিধাদির মত নয়; বরং ইহাই আত্মভূত, ইহার দ্বারা ধ্বনন করা হয়, অতএব ইহাও ধ্বনি। কাব্য বলিয়া যাহা আখ্যাত হয়, তাহাও ধ্বনি; কাব্যকে ধ্বনি বলার কারণ হইতেছে—ইহা পূর্বোক্ত চারিপ্রকার ধ্বনি-সমন্বিত। তাহা ব্যতীত ব্যঞ্জনাব্যাপারও ধ্বনি; অতএব ধ্বনি শব্দের পঞ্চবিধ অর্থ হয়।

'ব্যঞ্জকত্ব-সাম্যাৎ'—ইহা হইতেছে সাধারণ হেতু, সাধারণভাবে সর্বপক্ষেই প্রযোজ্য। ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সকল পক্ষেই বিদ্যমান। সর্বপক্ষেই এই ভাব আছে বলিয়া সবই ধ্বনিরূপে আখ্যাত হয়।

"নচৈবংবিধস্য....সংরম্ভঃ"—এইভাবে যে ধ্বনি প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার নানা প্রভেদ ও এই সব প্রভেদের নানা ভেদের কথা পরে বলা হইবে; ধ্বনি যে এইভাবে মহাবিষয়যুক্ত অর্থাৎ অশেষলক্ষ্যবস্তুব্যাপী এবং কোন অপ্রসিদ্ধ অলংকার বিশেষ নহে—তাহা প্রতিপন্ন করা হইল।

ধ্বনিচতুষ্টয়ময়ত্বাৎ। অতএব সাধারণহেতুমাহ—ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদিতি। ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবঃ সর্বেষু পক্ষেষু সামান্যরূপঃ সাধারণ ইত্যর্থঃ। যৎপুনরেতদুক্তং 'বাগ্বিকল্পানামানন্ত্যাৎ', ইত্যাদি, তৎ পরিহরতি—ন চৈবংবিধস্যেতি। বক্ষ্যমাণঃ প্রভেদো যথা মুখ্যো যে রূপে। তদ্ভেদা যথা—অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যঃ, অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ইত্যবিবক্ষিতবাচ্যস্য, অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ইতি বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্যেতি। তত্রাপ্যবান্তরভেদাঃ। মহাবিষয়স্যেতি—অশেষলক্ষ্যব্যাপিন

অতএব ধ্বনিতত্ত্বে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণের ধ্বনিতত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ে প্রযত্ন সর্বপ্রকারে সঙ্গত।

"ধ্বনের্বক্ষ্যমাণ-প্রভেদ-তদ্‌ভেদ"—ইত্যাদি ; পরে দেখানো হইবে যে ধ্বনির দুইটি মুখ্যভেদ—(১) অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি ও (২) বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি ; অবিবক্ষিত-বাচ্য-ধ্বনির আবার দুই ভেদ (১) অর্থান্তর-সংক্রমিতবাচ্য ও অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ; বিবক্ষিতান্যপর-বাচ্য ধ্বনিরও দুই ভেদ (১) অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ও (২) সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য। ইহাদের আরও অনেক অবান্তরভেদ আছে।

"তদ্ভাবিত-চেতসাং....সংরম্ভঃ"—এই অংশটি "কিং চ বাগ্‌বিকল্পানাম ....তত্র হেতুং ন বিদ্মঃ"-ইত্যাদিতে অভাববাদিগণ যে বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহারই প্রত্যুত্তর। ধ্বনি কোন 'অপ্রদর্শিতপ্রকারলেশ' নয়, ইহা কোন অলীক-সহৃদয়ত্বভাবনাকারীর মুকুলিতনয়নে বৃথা নৃত্য নয়, ইহা বিচার ও আলোচনার যোগ্য বিষয়।

'তদ্‌ভাবিত-চেতসাম্‌'—তদ্‌ বিষয়ে (ধ্বনি বিষয়ে) ভাবিত (সমাহিত) চেত (চিত্ত)—যাহাদের, অথবা, তদ্‌-দ্বারা (ধ্বনির দ্বারা) ভাবিত (সংস্কৃত) চিত্ত যাহাদের ; এই ভাবে তাঁহাদের চিত্ত ধ্বনি কর্তৃক সংস্কৃত হওয়ায় তাঁহাদের মনে যে বিকার উপস্থিত হয়, তাহাতেই তাহারা 'ধ্বনি' 'ধ্বনি' বলিয়া মুকুলিতনয়ন হইয়াছিলেন।

'কলুষিত-শেমুষীকম্‌'—'শেমুষী' শব্দের অর্থ হইতে 'প্রজ্ঞা' ! যে প্রজ্ঞা কলুষিত হইয়াছে তাহা !

"তদেবং....অভাববাদিনঃ প্রযুক্তাঃ"—সকল প্রকার অভাববাদিগণের উদ্দেশেই এই আলোচনা প্রযুক্ত হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে মুখ্য ও অবান্তরভেদে অভাববাদিগণ পাঁচ প্রকারের। এইভাবে সকলের যুক্তিই খণ্ডিত হইল।

ইত্যর্থঃ। বিশেষগ্রহণেনাব্যাপকত্বমাহ। মাত্র-শব্দেনাঙ্গিত্বাভাবম্‌। তত্র ধ্বনি-স্বরূপে ভাবিতং প্রণিহিতং চেতো যেষাং তেন বা চমৎকাররূপেণ ভাবিতমধিবাসিতমত এব মুকুলিতলোচনত্বাদি-বিকারকারণং চেতো যেষামিতি। অভাববাদিন ইতি। অবান্তরপ্রকারত্রয়ভিন্না অপীত্যর্থঃ। (৪১)

মূল

৪২। অস্তি ধ্বনিঃ। স চাসৌ অবিবক্ষিতবাচ্যো বিবক্ষিতান্য-পরবাচ্যশ্চেতি দ্বিবিধঃ সামান্যেন। তত্রাদ্যস্যোদাহরণম্—

সুবর্ণ-পুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥

দ্বিতীয়স্যাপি—

'শিখরিণি ক্ব নু নাম কিয়চ্চিরং
কিমভিধানমসাবকরোত্তপঃ।
তরুণি যেন তবাধরপাটলং
দশতি বিম্বফলং শুক-শাবকঃ॥'

অনুবাদ

ধ্বনি আছে—এবং সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইহা দ্বিবিধ—(১) অবিবক্ষিতবাচ্য ও (২) বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের ধ্বনির উদাহরণ—

তিন শ্রেণীর পুরুষগণ সুবর্ণপুষ্পা পৃথিবীকে চয়ন করিতে পারেন—শূর, কৃতবিদ্য এবং যিনি সেবা করিতে জানেন।

দ্বিতীয় প্রকারেরও—

হে—তরুণি! এই শুকশাবক কোথায় কোন পর্বতশিখরে কতদিন ব্যাপিয়া কি জাতীয় তপস্যা করিয়াছে, যাহার ফলে তোমার অধরের মত পাটলবর্ণ বিম্বফলকে আস্বাদন করিতেছে।

বাসুদেব

অভাববাদিগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া এখন আনন্দবর্ধন বলিতেছেন যে ধ্বনির সত্তা আছেই। পূর্বেই বলিয়াছেন যে ধ্বনির নানা প্রভেদ

লোচন টীকা

তেষাং প্রত্যুক্তৌ ফলমাহ—অস্তীতি। উদাহরণপৃষ্ঠে ভাক্তত্বং সুশঙ্কং সুপরিহরং চ ভবতীত্যভিপ্রায়েণোদাহরণদানাবকাশার্থং ভাক্তত্বালক্ষণীয়ত্বে প্রথমং পরিহরণযোগ্যেঽপ্যপ্রতিসমাধায় ভবিষ্যদুদ্দ্যোতানুবাদানুসারেণ বৃত্তিকৃদেব প্রভেদ-নিরূপণং করোতি—স চেতি। পঞ্চধাপি ধ্বনিশব্দার্থে যেন, যত্র, যতো, যস্য, যস্মৈ—ইতি বহুব্রীহ্যর্থাশ্রয়েণ যথোচিতং সামানাধিকরণ্যং সুযোজ্যম্। বাচ্যোঽর্থে

ও তাহাদের নানা ভেদের কথা বলা হইবে। এখানে সাধারণভাবে ধ্বনির দুইটি ভেদের কথা বলিয়া তাহাদের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আচার্য্য রুয্যক অলংকারসর্বস্বে বলিয়াছেন—

"তত্রোত্তমো ধ্বনিঃ। তস্য লক্ষণাভিধামূলত্বেন অবিবক্ষিতবাচ্য-বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যাখ্যৌ দ্বৌ ভেদৌ। আদ্যোঽপি অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্যাত্যন্ত-তিরস্কৃতবাচ্যত্বেন দ্বিবিধঃ। দ্বিতীয়োঽপি অলক্ষ্যক্রম-সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যতয়া দ্বিবিধঃ। লক্ষণামূলশব্দশক্তিমূলো বস্তুধ্বনিঃ। অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যোঽর্থশক্তিমূলো রসাদিধ্বনিঃ। সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ শব্দার্থোভয়শক্তিমূলো বস্তুধ্বনিরলংকারধ্বনিশ্চ।"

অর্থাৎ—'ধ্বনির লক্ষণামূলত্ব ও অভিধামূলত্বভেদে দুইটি প্রধান বিভেদ। লক্ষণামূল অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি এবং অভিধামূল বিবক্ষিতান্য-পরবাচ্যধ্বনি। প্রথমটি অর্থাৎ অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি আবার দুই-প্রকার—(১) অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনি ও (২) অত্যন্ততিরস্কৃত-বাচ্য ধ্বনি। দ্বিতীয়টিও অর্থাৎ বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিও দুই প্রকার (১) অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি ও (২) সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি। লক্ষণামূল-শব্দশক্তিমূল ধ্বনি হইতেছে—বস্তুধ্বনি। অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য হইতেছে অর্থশক্তিমূল; রসাদিধ্বনি ইহার মধ্যে পড়ে। সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য শব্দ ও অর্থ উভয়শক্তিমূলক হওয়ায়, বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি উভয়ই ইহার মধ্যে পড়ে।

লক্ষণামূলধ্বনি সবসময়েই বস্তুধ্বনি হইবে। অর্থাৎ অর্থান্তর-সংক্রমিতবাচ্যধ্বনি ও অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনি উভয়ক্ষেত্রেই ধ্বনি

তু ধ্বনৌ বাচ্য-শব্দেন স্বাত্মা তেনাবিবক্ষিতোঽপ্রধানীকৃতঃ স্বাত্মা যেনেত্যবিবক্ষিত-বাচ্যো ব্যঞ্জকোঽর্থঃ। এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যেঽপি। যদি বা কর্মধারয়েণার্থপক্ষে অবিবক্ষিতশ্চাসৌ বাচ্যশ্চেতি। বিবক্ষিতান্যপরশ্চাসৌ বাচ্যশ্চেতি। তত্রার্থঃ কদাচিদনুপপদ্যমানত্বাদিনা নিমিত্তেনাবিবক্ষিতো ভবতি। কদাচিদুপপদ্যমান ইতি কৃত্বা বিবক্ষিত এব, ব্যঙ্গ্যপর্যন্তাং তু প্রতীতিং স্বসৌভাগ্যমহিম্না করোতি। অত এবার্থোঽত্র প্রাধান্যেন ব্যঞ্জকঃ, পূর্বত্র শব্দঃ। ননু চ বিবক্ষা চান্যপরত্বং চেতি বিরুদ্ধম্। অন্যপরত্বেনৈব বিবক্ষণাৎ কো বিরোধঃ? সামান্যেনেতি।

হইবে বস্তুধ্বনি। সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে ধ্বনি হইবে বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি এবং অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে ধ্বনি হইবে রসাদিধ্বনি।

এখন বলা যাইতে পারে যে অভাবাদের খণ্ডনের পর ভক্তিবাদের ও অনির্বচনীয়তাবাদের খণ্ডন হওয়া উচিত ছিল। একেবারেই ধ্বনির বিভিন্ন শ্রেণীভেদের আলোচনার মধ্যে যাওয়া সঙ্গত হয় নাই। তদুত্তরে শ্রীঅভিনবগুপ্ত বলেন—উদাহরণের সাহায্যেই ভাক্তত্বের আশংকা ও তাহার নিরসন করা সহজ; তাহা বিশদভাবে করা হইবে। এখানে এই উদ্দ্যোতে কিছু পরেই তাহা করা হইবে। দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে বিশদভাবে ইহার নিরসন করা হইবে। এখানে সাধারণভাবে ধ্বনির প্রভেদ নিরূপণ করিতেছেন।

অবিবক্ষিত বাচ্য :—'বাচ্য' শব্দের অর্থ হইতেছে নিজের আত্মা অর্থাৎ বাচ্য অর্থ। অতএব স্বাত্মা বা বাচ্য অর্থ অবিবক্ষিত বা অপ্রধানীকৃত হয় যাহার দ্বারা—তাহাই হইতেছে অবিবক্ষিত-বাচ্যধ্বনি। বহুব্রীহি সমাসের সাহায্যে অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির এইরূপ অর্থ হয়। বাচ্যরূপ ধ্বনি এখানে অবিবক্ষিত।

আবার কর্মধারয় সমাস করিলে অর্থ দাঁড়াইবে ইহা অবিবক্ষিতও বটে, বাচ্যও বটে।

কখন কখন অর্থ সম্যকরূপে প্রতীত না হওয়ায় অবিবক্ষিত থাকিয়া গেলে—অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি হয়। এক্ষেত্রে শব্দ প্রধানভাবে ব্যঞ্জক।

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যঃ—বহুব্রীহি সমাসের সাহায্যে ইহার অর্থ দাঁড়াইবে—বিবক্ষিত বা প্রধানীভূত হয় অন্যপরবাচ্য যাহার দ্বারা

বস্ত্বলঙ্কাররসাত্মনা হি ত্রিভেদোঽপি ধ্বনিরুভাভ্যাম্ এবাভ্যাং সংগৃহীত ইতি ভাবঃ। নন্থ তন্নামপৃষ্টে এতন্নাম-নিবেশনস্য কিং ফলম্? উচ্যতে—অনেন হি নামদ্বয়েন ধ্বননাত্মনি ব্যাপারে পূর্বপ্রসিদ্ধাভিধাতাৎপর্য্য-লক্ষণাত্মকব্যাপার-ত্রিতয়াবগতার্থ-প্রতীতেঃ প্রতিপত্তৃগতায়াঃ প্রযোক্ত্রভিপ্রায়রূপায়াশ্চ বিবক্ষায়াঃ সহকারিত্ব-মুক্তমিতি ধ্বনিস্বরূপমেব নামভ্যামেব প্রোজ্জীবিতম। সুবর্ণপুষ্পামিতি। সুবর্ণানি পুষ্প্যন্তীতি সুবর্ণপুষ্পা, এতচ্চ বাক্যমেবাসম্ভবৎ-স্বার্থমিতি কৃত্বাবিবক্ষিতবাচ্যম্।

(যে ব্যঞ্জক অর্থের দ্বারা), তাহাই হইতেছে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য; আবার কর্মধারয় সমাস করিলে অর্থ দাঁড়াইবে—ইহা বিবক্ষিতান্যপরও বটে, বাচ্যও বটে।

আবার কখনও কখনো অর্থের প্রতীতি হয় বলিয়া তাহা বিবক্ষিত হয়। "বিবক্ষিত হয়" শব্দের অর্থ—

'আপনার সৌভাগ্যমাহাত্ম্যে ব্যঙ্গ্যপর্যন্ত প্রতীতি করায়।' এক্ষেত্রে অর্থ হইতেছে প্রধানভাবে ব্যঞ্জক।

কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন—'বিবক্ষা'ও 'অন্যপরত্ব' এই দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব। কারণ 'বিবক্ষা' শব্দের অর্থই তো বক্তার ইহাই বলা উদ্দেশ্য। তাহা হইলে ইহা আবার অন্যপর হইবে কি করিয়া? তদুত্তরে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলেন—বলিবার উদ্দেশ্যই হইতেছে অন্যপর করিয়া বলা। অতএব এখানে পরস্পর-বিরুদ্ধতা নাই।

'সামান্যেন'—সাধারণভাবে। এখানে একটি আপত্তি উঠিতে পারে; তাহা হইতেছে এইরূপ—পূর্বে বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি—ধ্বনির এই তিন প্রকারের ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। এখানে আবার 'সামান্যেন দ্বিবিধঃ'—সাধারণতঃ দুই প্রকার এরূপ বলা হইতেছে কেন? এবং—'অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি' ও 'বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য-ধ্বনি' এইভাবে ধ্বনির নূতন নামকরণ হইতেছে কেন? তদুত্তরে শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—এই নূতন নামকরণের দ্বারা ইহাই

তদএব পদার্থমভিধায়ান্বয়ং চ তাৎপর্য্যশক্ত্যাবগময্যৈব বাধকবশেন তমুপহত্য সাদৃশ্যাৎ সুলভসমৃদ্ধি-সম্ভারভাজনতাং লক্ষয়তি। তল্লক্ষণা-প্রয়োজনং শূরকৃতবিদ্য-সেবকানাং প্রাশস্ত্যমশব্দবাচ্যত্বেন গোপ্যমানং সন্নায়িকাকুচকলশযুগলমিব মহার্ঘতামুপয়দ ধ্বন্যত ইতি। শব্দোঽত্র প্রধানতয়া ব্যঞ্জকঃ, অর্থস্তু তৎসহকারি-তয়েতি চত্বারো ব্যাপারাঃ।

শিখরিণীতি। ন হি নির্বিঘ্নোত্তমসিদ্ধয়োঽপি শ্রীপর্বতাদয়ঃ ইমাং সিদ্ধিং বিদধ্যুঃ। দিব্যকল্পসহস্রাদিশ্চাত্র পরিমিতঃ কালঃ। ন চৈবংবিধোত্তমফল-জনকত্বেন পঞ্চাগ্নি-প্রভৃত্যপি তপঃ শ্রুতম্। তবেতি ভিন্নং পদম্। সমাসেন

বুঝানো হইল যে ধ্বননাত্মক ব্যাপারে—পূর্ব প্রসিদ্ধ অভিধা, তাৎপর্য্য, লক্ষণা, প্রতিপত্তার (রসিক পাঠক বা দর্শক) সহানুভূতি এবং প্রযোক্তার (কবির) অভিপ্রায়রূপ বিবক্ষা—ইহারা সকলেই সহকারী। এই নাম দুইটির দ্বারা ধ্বনিস্বরূপকেই উজ্জীবিত করা হইয়াছে।

অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনির উদাহরণস্বরূপ 'সুবর্ণপুষ্পাং....সেবিতম্' —এই শ্লোকটির উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উদাহরণে বলা হইয়াছে—তিন শ্রেণীর লোক পৃথিবীর স্বর্ণপুষ্প চয়ন করিতে পারেন; এই তিনশ্রেণী হইতেছেন,—শূর, কৃতবিদ্য ও সেবাপরায়ণ। পৃথিবী পুষ্পবৃক্ষ নহে—ইহার ফুল তোলাও যায় না; অতএব মুখ্যার্থে এই শ্লোকের অর্থবোধে বাধা ঘটে। এইভাবে অভিধা ও তাৎপর্য ব্যাপারের সমাপ্তি হইলে সুসঙ্গত অর্থবোধের জন্য লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। এখানে লক্ষণার সাহায্যে শূর, কৃতবিদ্য ও সেবক ব্যক্তিগণ সহজেই পৃথিবীতে সমৃদ্ধিভাজন হন—শ্লোকের এই অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে; এবং এই লক্ষণারই সাহায্যে এইরূপ ব্যক্তিগণের প্রশংসারূপ ব্যঞ্জনারও প্রতীতি হইতেছে। এই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিই এখানে মূল্যবান। এখানে শব্দ হইতেছে মুখ্য ব্যঞ্জক এবং অর্থ হইতেছে—তাহার সহকারী। এই শ্লোকে অভিধা, তাৎপর্য্য, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা এই চারিটি ব্যাপারই আছে।

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনির উদাহরণরূপে—"শিখরিণি"—প্রভৃতি শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে শ্লোকের অভিধেয় অর্থের

বিগলিততয়া প্রতীয়েত, তব দশতীত্যভিপ্রায়েণ। তেন যদাহুঃ—'বৃত্ত্যনুরোধা-দধরপাটলমিতি ন কৃতম্' ইতি তদসদেব; দশতীত্যাস্বাদয়তি অবিচ্ছিন্ন-প্রবন্ধতয়া, ন ত্বৌদরিকবৎ পরং ভুঙ্‌ক্তে; অপি তু রসজ্ঞোঽত্রেতি তৎপ্রাপ্তিবদেব রসজ্ঞতাপ্যস্য তপঃ-প্রভাবাদেবেতি। শুকশাবক ইতি তারুণ্যাদুচিতকাললাভোঽপি তপস এবেতি। অনুরাগিণশ্চ প্রচ্ছন্ন-স্বাভিপ্রায়খ্যাপন-বৈদগ্ধ্যচাটু-বিরচনাত্মক-বিভাবোদ্দীপনং ব্যঙ্গ্যম্।

অত্র চ ত্রয় এব ব্যাপারাঃ—অভিধা, তাৎপর্য্যং, ধ্বননং চেতি। মুখ্যার্থ-

তাৎপর্য্য-গ্রহণে কোন বাধা নাই। এতএব লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ অনাবশ্যক। কিন্তু অভিধা ও তাৎপর্য্যের দ্বারাই শ্লোকটির অর্থ পরিসমাপ্তি-লাভ করে নাই; অনুরাগী নায়ক কর্ত্তৃক বাক্‌চাতুর্য্যজাত চাটুবাক্যের সাহায্যে নায়িকার মনে অভিলাষ উদ্দীপন করা রূপ আর একটি অর্থ এখানে প্রধানভাবে দ্যোতিত হইতেছে,—ইহাই ব্যঙ্গ্য। সুতরাং, লক্ষণা না থাকায় এখানে তিনটিমাত্র ব্যাপার আছে—অভিধা, তাৎপর্য্য ও ধ্বনন।

অথবা যদি বলা হয় যে শুক-শাবক-সম্পর্কিত প্রশ্ন অসম্ভব ও অর্থহীন, সে কারণে মুখ্যার্থবাধ হওয়ায় এখানে অর্থবোধের জন্য সাদৃশ্যজনিত লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও হইতে পারে। তাহা হইলে সেই লক্ষণার প্রয়োজন হইবে ধ্বনিরই বিষয় এবং সেই প্রয়োজন হইতেছে প্রেমিকের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাজ্ঞাপন। এই ভাবে লক্ষণাকে গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় প্রভেদেও অভিধা, তাৎপর্য, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা—চারিটি ব্যাপারই আছে। অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে লক্ষণাই ধ্বননব্যাপারে মুখ্য সহকারী এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে অভিধাশক্তি ও তাৎপর্য্যই প্রধান সহকারী; তবে একথাও বলা হইল যে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনির সংলক্ষ্যক্রমভেদে লক্ষণার কিছু উপযোগিতা আছে; কারণ এখানে বাচ্যার্থের সৌন্দর্য্য হইতেই ব্যঙ্গের প্রতীতি হয়। অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে কোন ক্রম লক্ষিত না হওয়ায় সেখানে লক্ষণার কোনও অবকাশই নাই।

শিখরিণি ক নু নাম—কোন পর্বতে। শ্রীপর্বতাদি স্থানে তপস্যা

বাধাভাবে মধ্যমকক্ষ্যায়াং লক্ষণায়াঃ তৃতীয়স্যা অভাবাৎ। যদি বাকস্মিক-বিশিষ্ট-প্রশ্নার্থানুপপত্তের্মুখ্যার্থবাধায়াম্ সাদৃশ্যাল্লক্ষণা ভবতু মধ্যে। তস্যাস্তু প্রয়োজনং ধ্বন্যমানমেব, তত্তুর্য্যকক্ষ্যানিবেশি, কেবলং পূর্বত্র লক্ষণৈব প্রধানং ধ্বননব্যাপারে সহকারি। ইহ ত্বভিধাতাৎপর্য্যশক্তী। বাক্যার্থ-সৌন্দর্য্যাদেব ব্যঙ্গ্যপ্রতিপত্তেঃ কেবলং লেশেন লক্ষণাব্যাপারোপযোগোঽপ্যস্তীত্যুক্তম্। অসংলক্ষ্য-ক্রমব্যঙ্গ্যে তু লক্ষণাসমুন্মেষমাত্রমপি নাস্তি। অসংলক্ষ্যত্বাদেব ক্রমস্যেতি বক্ষ্যামঃ। তেন দ্বিতীয়েঽপি ভেদে চত্বার এব ব্যাপারাঃ ॥ (৪২)

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় ও উত্তম সিদ্ধিলাভ হয়; তথাপি এই জাতীয় তপঃসিদ্ধি সেখানে সম্ভব নয়। ইহা অন্য কোন অজ্ঞাতনামা পর্বতশিখর হইবে।

"কিয়চ্চিরং"—কতকাল ধরিয়া; এই জাতীয় ফল লাভের পক্ষে দিব্যকল্পসহস্রাদিও সীমাবদ্ধ কাল।

কিমভিধানং তপঃ—সেই তপস্যার কি নাম? কারণ পঞ্চাগ্নি প্রভৃতি তপস্যা এরূপ সিদ্ধিলাভের পক্ষে যথেষ্ঠ নয়।

'তব'—এটি একটি পৃথক পদ।

দশতি—অব্যাহতভাবে আস্বাদন করিতেছে—পেটুকের মত নিঃশেষে ভোজন করিতেছে না। তাহার এই রসাস্বাদক্ষমতা সে তপশ্চর্য্যার দ্বারা লাভ করিয়াছে।

শুক-শাবক—এতদ্দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে শুকশিশুটি তরুণ ও সে কারণে যথাসময়ে ফললাভ করা—তপস্যার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে।

মূল

৪৩। যদপ্যুক্তং ভক্তির্ধ্বনিরিতি তৎ প্রতিসমাধীয়তে—

ভক্ত্যা বিভর্ত্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ং ধ্বনিঃ।

অয়মুক্তপ্রকারো ধ্বনির্ভক্ত্যা নৈকত্বং বিভর্ত্তি, ভিন্নরূপত্বাৎ। বাচ্যব্যতিরিক্তস্যার্থস্য বাচ্য-বাচকাভ্যাং তাৎপর্য্যেন প্রকাশনং যত্র ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে স ধ্বনিঃ। উপচারমাত্রং তু ভক্তিঃ ॥

অনুবাদ

'ভক্তি ও ধ্বনি একাত্মক' বলিয়া যাহা বলা হয়, তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইতেছে—

স্বরূপের বিভিন্নতা বশতঃ ভক্তির সহিত ধ্বনি একত্বলাভ করে না। [রূপভেদবশতঃ ভক্তি ও ধ্বনি এক হয় না]।

রূপ বিভিন্ন বলিয়া 'এই' অর্থাৎ উক্তপ্রকার ধ্বনি ভক্তির সহিত একত্ব লাভ করে না। যেখানে বাচ্য ও বাচকের সাহায্যে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের প্রতীতি ঘটে এবং বাক্যের তাৎপর্য (দ্যোতনা) এই প্রতীয়মান অর্থে থাকে বলিয়া ইহার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়,

সেখানে সেইটি ধ্বনির ক্ষেত্র; পক্ষান্তরে ভক্তি নামক প্রক্রিয়া কেবলমাত্র উপচার।

বাসুদেব

১।১ করিকায় বলা হইয়াছে—'ভাক্তমাহুস্তমন্যে', ইঁহারা অর্থাৎ ভক্তি বা লক্ষণাবাদিগণ হইতেছেন—ধ্বনিবাদের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ। অতঃপর তাঁহাদের আপত্তির খণ্ডন করা হইতেছে।

শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—লক্ষণাবাদিগণ তিন ভাবে বলিতে পারেন যে ধ্বনি হইতেছে ভাক্ত অর্থ; (১) তাঁহারা বলিতে পারেন—ধ্বনি ও লক্ষণা একই পর্যায়ের শব্দ এবং সে কারণে তাদের রূপ একই; বা (২) পৃথিবীর পৃথিবীত্ব যেমন অন্য দ্রব্য লইতে পার্থিব দ্রব্যের ভিন্নতাজ্ঞাপক বলিয়া লক্ষণরূপে গণ্য হয়, এখানেও লক্ষণা সেইরূপ ধ্বনির ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ; কিংবা (৩) কাক কাহারো গৃহে বসিলে, তাহা যেমন সেই গৃহের উপলক্ষণ হয় (যেমন কাকযুক্ত গৃহ), ভক্তি অর্থ সেইরূপ ধ্বনির উপলক্ষণ। আলোচ্য কারিকা ও বৃত্তিতে প্রথম প্রকারের আপত্তির খণ্ডন করা হইতেছে।

ধ্বনি ও লক্ষণার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ব্যঞ্জক শব্দ, ব্যঞ্জক অর্থ, ব্যঞ্জনাব্যাপার, ব্যঙ্গ্য অর্থ ও ইহাদের সমষ্টি যে ধ্বনি কাব্য—এই পাঁচটি ক্ষেত্রেই ধ্বনি ও লক্ষণা স্বরূপতঃ বিভিন্ন। ইহারা যে স্বরূপতঃ বিভিন্ন, তাহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে "**বাচ্য-ব্যতিরিক্তস্যার্থস্য....স ধ্বনিঃ**"। বাচ্য অর্থ ও বাচক শব্দের দ্বারা বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের শুধু প্রকাশমাত্র ঘটিলেই ধ্বনি হইবে না। তাহাদের '**তাৎপর্য্যেণ প্রকাশনম্**' হইতে হইবে। এখানে '**তাৎপর্য্যেণ**' শব্দের অর্থ হইতেছে—এইখানে আসিয়া অর্থাৎ ধ্বনিতে আসিয়া বাচ্য-

---

লোচন টীকা

অতএবোক্তয়োদাহরণপৃষ্ঠ এব ভাক্তমাহুরিত্যনুভাষ্য দূষয়তি। অয়ংভাবঃ—ভক্তিশ্চ ধনিশ্চেতি কিং পর্য্যায়বত্তাদ্রূপ্যম্? অথ পৃথিবীত্বমিব পৃথিব্যা অন্যতো ব্যাবর্ত্তকধর্মরূপতয়া লক্ষণম্? উত কাক ইব দেবদত্তগৃহস্য সম্ভবমাত্রাদুপলক্ষণম্? তত্র প্রথমং পক্ষং নিরাকরোতি—'

বাচকের দ্বারা প্রকাশিত বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের বিশ্রান্তি বা পরিসমাপ্তি ঘটিতে হইবে। অর্থাৎ এই বাচ্যাতিরিক্ত অর্থকে ব্যঙ্গ্যপর হইতে হইবে, তদ্দ্বারা ব্যঙ্গ্যের প্রকাশ বা দ্যোতন হইতে হইবে এবং ব্যঙ্গ্য সেখানে প্রধান হইতে হইবে।

"উপচারমাত্রং তু ভক্তিঃ"—ভক্তি বা লক্ষণায় কিন্তু এইভাবে 'তাৎপর্য্যেণ প্রকাশনম্' এর প্রয়োজন নাই। ইহা কেবলমাত্র উপচার। 'উপচার' হইতেছে—অতিশয়িত ব্যবহার অর্থাৎ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার সংগে সম্বন্ধযুক্ত অন্য অর্থের প্রয়োগ হইলে তাহাকে উপচার বা অতিশয়িত প্রয়োগ বলা যায়। উপচার-শব্দের সহিত 'মাত্র' পদের যোগের দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে যে লক্ষণায় শব্দের অতিশয়িত প্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজন নাই। ধ্বনিতে কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থকে তাৎপর্য্য সহকারে দ্যোতনার প্রয়োজন আছে। অতএব যেখানে ধ্বনি নাই, সেখানে লক্ষণা থাকিতে পারে ও থাকে। সুতরাং ধ্বনি ও লক্ষণা এক হইতে পারে না।

মূল

৪৪। মা চৈতৎ ; স্যাদ্ ভক্তিলক্ষণং ধ্বনেরিত্যাহ—

অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্তের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তথা ॥১৪

ন চ ভক্ত্যা ধ্বনির্লক্ষ্যতে। কথম্ ? অতিব্যাপ্তেরব্যাপ্তেশ্চ। তত্রাতিব্যাপ্তি ধ্বনিব্যতিরিক্তেঽপি বিষয়ে ভক্তেঃ সম্ভবাৎ। যত্র

ভক্ত্যা বিভর্তীতি। উক্তপ্রকার ইতি পঞ্চস্বর্থেষু যোজ্যম্। শব্দেঽর্থে ব্যাপারে ব্যঙ্গ্যে সমুদায়ে চ। রূপভেদং দর্শয়িতুং ধ্বনেস্তাবদ্রূপমাহ—বাচ্যেতি। তাৎপর্য্যেণ বিশ্রান্তিধামতয়া প্রয়োজনত্বেনেতি যাবৎ। প্রকাশনং দ্যোতনমিত্যর্থঃ। উপচারমাত্রমিতি। উপচারো গুণবৃত্তির্লক্ষণা। উপচরণমতিশয়িতো ব্যবহার ইত্যর্থঃ। মাত্রশব্দেনেদমাহ—যত্র লক্ষণাব্যাপারাত্তৃতীয়াদন্যশ্চতুর্থঃ প্রয়োজনদ্যোতনাত্মা ব্যাপারো বস্তুস্থিত্যা সম্ভবন্নপ্যনুপযুজ্যমানত্বেনানাদ্রিয়মাণত্বাদসৎকল্পঃ। 'যমর্থমধিকৃত্য'—ইতি হি প্রয়োজনলক্ষণম্। তত্রাপি লক্ষণাস্তীতি কথং ধ্বননং লক্ষণা চেত্যেকং তত্ত্বং স্যাৎ। (৪৩)

হি ব্যঙ্গ্যকৃতং মহৎ সৌষ্ঠবং নাস্তি তত্রাপি উপচরিতশব্দবৃত্ত্যা প্রসিদ্ধ্যনুরোধপ্রবর্ত্তিত-ব্যবহারাঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে। যথা—

পরিম্লানং পীনস্তন-জঘন-সঙ্গাদুভয়ত
স্তনোর্মধ্যান্তঃ পরিমিলনমপ্রাপ্য হরিতম্।
ইদং ব্যস্তন্যাসং শ্লথভুজলতাক্ষেপবলনৈঃ
কৃশাঙ্গ্যাঃ সন্তাপং বদতি বিসিনীপত্রশয়নম্॥

তথা—

চুম্বিজ্জই সঅহুত্তং অবরুন্ধিজ্জই সহস্সহুত্তম্মি।
বিরমিঅ পুণো রমিজ্জই পিও জণো ণত্থি পুনরুত্তম্॥

[সংঃ-শতকৃত্বোঽবরুধ্যতে সহস্রকৃত্বঃ চুম্ব্যতে।
বিরম্য পুনারম্যতে প্রিয়ো জনো নাস্তি পুনরুক্তম্]

তথা,—

কুবিআও পসন্নাও ওরন্নমুহীও বিহসমাণাও।
জহগহিও তহ হিঅঅং হরন্তি উচ্ছিন্তমহিলাও॥

[সং ঃ কুপিতাঃ প্রসন্না অবরুদিতবদনা বিহসন্ত্যঃ।
যথা গৃহীতাস্তথা হৃদয়ং হরন্তি স্বৈরিণ্যো মহিলাঃ॥]

তথা

অজ্জাএ পহারো ণবলদাএ দিণ্ণো পিএণ থণবট্‌ঠে।
মিউও বি দুসহো বিবঅ জাও হিঅএ সবত্তীণম্॥

[সং ঃ- ভার্য্যায়াঃ প্রহারো নবলতয়া দত্তঃ প্রিয়েন স্তনপৃষ্ঠে।
মৃদুকোঽপি দুঃসহ ইব জাতো হৃদয়ে সপত্নীনাম্॥]

তথা—

পরার্থে যঃ পীড়ামনুভবতি ভঙ্গেঽপি মধুরো
যদীয়ঃ সর্বেষামিহ খলু বিকারোঽপ্যভিমতঃ।
ন সম্প্রাপ্তো বৃদ্ধিং যদি স ভৃশমক্ষেত্রপতিতঃ
কিমিক্ষোর্দোষোঽসৌ ন পুনরগুণায়া মরুভুবঃ॥

ইত্যত্র ইক্ষুপক্ষেঽনুভবতিশব্দঃ।
ন চৈবংবিধঃ কদাচিদপি ধ্বনের্বিষয়ঃ॥

অনুবাদ

ইহা (ভাক্তত্ব) ধ্বনির লক্ষণ যাহাতে হইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

এবং অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি হেতু উহা (ধ্বনি) তাহার দ্বারা (লক্ষণার দ্বারা) লক্ষিত হয় না ; [অর্থাৎ ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হয় না]।

'ভক্তি'র দ্বারা ধ্বনি লক্ষিত হয় না। কেন? অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষের জন্য। তন্মধ্যে ধ্বনি ব্যতীত অন্যবিষয়েও ভাক্তত্ব সম্ভব বলিয়া অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। যেখানে ব্যঙ্গ্যকৃত মহৎ সৌষ্ঠব নাই, সেখানেও দেখা যায় কবিগণ (প্রয়োগের) প্রসিদ্ধির অনুসরণে শব্দের লাক্ষণিক বৃত্তির ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যেমন—

পদ্মপত্রের শয্যা ক্ষীণাঙ্গীর পীনস্তন ও জঘনদেশের সংঘর্ষে উভয়দিকে পরিম্লান ; দেহের মধ্যভাগের সহিত অন্তর্ভাগ গাঢ়-মিলনে সম্বদ্ধ না হওয়ায় হরিৎবর্ণ; শিথিল ভুজলতা আক্ষিপ্ত হওয়ায় ইহা বিপর্য্যস্ত; পদ্মপত্রে শয্যা কৃশাঙ্গীর সন্তাপের কথাই বলিতেছে।

সেইরূপ—

প্রিয়জন শতবার আলিঙ্গিত হইতেছে, সহস্রবার চুম্বিত হইতেছে ; বিরামের পর আবার রমণ হইতেছে—ইহাতে কোন পুনরুক্তি নাই।

সেইরূপ—

কুপিতা, প্রসন্না, অবরুদিতবদনা, হাস্যপরায়ণা—যেভাবেই গ্রহণ করা হউক না, স্বৈরিণী রমণী সেইভাবেই হৃদয় হরণ করে।

সেইরূপ—

প্রিয় কর্তৃক কনিষ্ঠা ভার্য্যার স্তনপৃষ্ঠে নবলতার দ্বারা প্রদত্ত প্রহার মৃদু হইলেও, সপত্নীগণের হৃদয়ে যেন দুঃসহ হইল ॥

সেইরূপ—

পরের জন্য যে দুঃখ অনুভব করে, ভগ্ন হইলেও যে মধুর থাকে, যাহার বিকার জগতে সকলের প্রিয়ই হয়, সেই ইক্ষু যদি অক্ষেত্রে পতিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা কি ইক্ষুর দোষ, না ঊষর মরুভূমির দোষ?

—এখানে 'ইক্ষুর' পক্ষে 'অনুভবতি' শব্দ।

এই ধরণের প্রয়োগ কখনও ধ্বনির বিষয় হইতে পারে না।

বাসুদেব

আলোচ্য কারিকা ও বৃত্তিতে ভক্তি যে ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না—তাহা আলোচনা ও উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হইতেছে। বলা হইয়াছে—লক্ষণাবাদিগণ তিন প্রকারে ধ্বনিকে লক্ষণারূপে গণ্য করিতে পারেন। উভয়ের সারূপ্য যে হইতে পারে না, তাহা পূর্বে দেখানো হইয়াছে। এখন দেখানো হইতেছে—ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না।

লক্ষণ হইতেছে সেই বিশেষ গুণ (ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম), যাহা লক্ষিত বস্তু বা শ্রেণীতে সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যমান এবং যাহা অন্য ব্যক্তি বা জাতি হইতে ইহাকে পৃথক করে। এই যাবল্লক্ষ্যবৃত্তিতাই লক্ষণের বিশিষ্ট ধর্ম। উদয়নাচার্য তাঁহার কিরণাবলীতে বলিয়াছেন—"কেবলব্যতিরেকি-হেতুবিশেষ এব লক্ষণম্।" ইহাকেই বলা হয় "সাধ্যাভাবব্যাপকত্বং হেত্বাভাবস্য যদ্ ভবেৎ"—অর্থাৎ হেতুর অভাব হইলেই সাধ্যেরও অভাব হইবে। যেমন, পার্থিব দ্রব্য কাহাকে বলে—ইহাই যদি সাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহার লক্ষণ হইবে—পৃথিবীত্ব যাহার আছে তাহাই পার্থিব দ্রব্য। এখানে পৃথিবীত্বই হইতেছে হেতু। পৃথিবীত্ব না থাকিলে পার্থিব দ্রব্যও থাকিবে না—এজন্য ইহাকে 'কেবলব্যতিরেকি-হেতু' বলা হইয়া থাকে।

আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে সাধ্যবস্তু হইতেছে—ধ্বনি। লক্ষণাবাদি-গণ বলিতে চাহেন যে ইহার (ধ্বনির) হেতু হইতেছে—লক্ষণা ; অর্থাৎ লক্ষণা থাকিলে তবেই ধ্বনি থাকিবে, কিংবা একটু ঘুরাইয়া বলিলে

লোচন টীকা

দ্বিতীয়ং পক্ষং দূষয়তি—অতিব্যাপ্তেরিতি। অসাবিতি ধ্বনিঃ তয়েতি ভক্ত্যা। নন্বু ধ্বননমবশ্যম্ভাবীতি কথং তদ্ব্যতিরিক্তোঽস্তি বিষয় ইত্যাহ—মহৎসৌষ্ঠবম্ ইতি। অতএব প্রয়োজনস্যানাদরণীয়ত্বাদ্ ব্যঞ্জকত্বেন ন কৃত্যং কিঞ্চিদিতিভাবঃ।

মহদ্গ্রহণেন গুণমাত্রং ন তত্ত্ববতি। যথোক্তম্—'সমাধিরন্যধর্মস্য কাপ্যারোপো বিবক্ষিত' ইতি দর্শয়তি। নন্বু প্রয়োজনাভাবে কথং তথা ব্যবহার ইত্যাহ—প্রসিদ্ধ্যনুরোধেতি। পরম্পরয়া তথৈব প্রয়োগাৎ।

বলা যায়—লক্ষণার অভাব হইলে (হেত্বাভাব হইলে) ধ্বনিরও অভাব হইবে (সাধ্যাভাব হইবে) ; অর্থাৎ লক্ষণাই হইতেছে ধ্বনির 'কেবল-ব্যতিরেকি হেতু'।

তদুত্তরে আনন্দবর্ধন বলিতেছেন—অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপি দোষ হেতু ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না। কারিকায় ও বৃত্তির "ন চ ভক্ত্যা ···সংভবাৎ"—এই অংশে ইহা বলা হইয়াছে।

ধ্বনিবাদিগণের মতে ধ্বনির লক্ষণ হইবার পথে লক্ষণার দুইটি বাধা—অতিব্যাপ্তি দোষ ও অব্যাপ্তিদোষ! পূর্বে বলা হইয়াছে যে লক্ষণ হইতেছে 'ব্যতিরেকি-হেতু'। কোন হেতুকে 'সৎ হেতু' হইতে হইলে তাহাকে তিনটি সর্ত্ত প্রতিপালন করিতে হইবে; সেই হেতুকে পক্ষসত্ব, সপক্ষসত্ত্ব এবং বিপক্ষাসত্ত্ব হইতে হইবে; "পর্বতো বহ্নিমান ধূমৎ"—এই উদাহরণে, পর্বত হইতেছে—পক্ষ, বহ্নি হইতেছে—সাধ্য ও ধূম হইতেছে—হেতু; "সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ অর্থাৎ যাহাতে সাধ্যবস্তু আছে কিনা সন্দেহ আছে, তাহা হইতেছে—পক্ষ; এখানে পর্বতে বহ্নি আছে কিনা তাহা সন্দিগ্ধ-বিষয়; এজন্য এখানে পর্বত হইতেছে পক্ষ। পক্ষে সাধ্যবস্তু বিদ্যমান থাকিলে হেতু পক্ষসত্ত্ব হয়। "নিশ্চিতসাধ্যবান্ পক্ষঃ সপক্ষঃ"—যেখানে সাধ্যবস্তু নিশ্চিত আছে, তাহা হইতেছে—সপক্ষ। যেমন—রন্ধনশালা; এখানে সাধ্য বহ্নি নিশ্চিত আছে। এজন্য ইহা সপক্ষ। সপক্ষে হেতুর (এখানে ধূম) বিদ্যমানতা হইলে সপক্ষসত্ত্বা হয়। 'নিশ্চিতসাধ্যাভাববান যঃ স বিপক্ষঃ—যেখানে সাধ্যবস্তুর অভাব সুনিশ্চিত, সেখানে হয় বিপক্ষ। যেমন জল; এখানে সাধ্যবস্তুর (অগ্নির) নিশ্চিত অভাব আছে। বিপক্ষে

বয়ং তু ব্রূমঃ—প্রসিদ্ধি র্যা প্রয়োজনস্যানিগূঢ়তেত্যর্থঃ উত্তানেনাপি রূপেণ তৎ প্রয়োজনং চকাসন্নিগূঢ়তাং নিধানবদপেক্ষত ইতি ভাবঃ। বদতীত্যুপচারে হি স্ফুটীকরণ-প্রতিপত্তিঃ প্রয়োজনম্। যত্ত্বগূঢ়ং স্বশব্দেনোচ্যতে, কিমচারুত্বং স্যাৎ? গূঢ়তয়া বর্ণনে বা কিং চারুত্বমধিকং জাতম্? অনেনৈবাশয়েন বক্ষ্যতি—যত উক্ত্যন্তরেণাশক্যং যদিতি। অবরুদ্ধিজ্জই আলিঙ্গ্যতে। পুনরুক্তমিত্যনুপাদেয়তা লক্ষ্যতে, উক্তার্থস্যাসম্ভবাৎ।

হেতু (ধূম) না থাকিলে বিপক্ষাসত্ত্ব হয়। ইহা না হইলে যথাক্রমে লক্ষণের তিনটি দোষ হইবে—(১) অসম্ভব (২) অব্যাপ্তি ও (৩) অতিব্যাপ্তি। "লক্ষ্যমাত্রে লক্ষণাগমনম্ অসম্ভবঃ"—যে লক্ষণ কোন লক্ষ্যেই (যাহার লক্ষণ করা যায়, তাহাই লক্ষ্য) যাইবে না—তাহা অসম্ভবদোষগ্রস্ত।

"অলক্ষ্যে লক্ষণগমনমতিব্যাপ্তিঃ"—যাহা লক্ষ্যবস্তু নহে, যদি সেখানেও লক্ষণ গমন করে, তাহা হইলে তাহা হইবে লক্ষণার অতিব্যাপ্তিদোষ।

লক্ষ্যৈকদেশে লক্ষণাগমনম্ অব্যাপ্তিঃ"—লক্ষ্যবস্তুর একদেশে অর্থাৎ এক অংশে লক্ষণ যদি না যায়, (অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুর অনেকক্ষেত্রেই লক্ষণের প্রয়োগ করা গেল, কিন্তু এক ক্ষেত্রে বা অংশে প্রয়োগ করা গেল না) তাহা হইলে সেই লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হইবে।

আলোচ্য অংশে ধ্বনি হইতেছে সাধ্যবস্তু ও লক্ষণা হইতেছে তাহার হেতু। যদি দেখা যায় যে, যেখানে যেখানে ধ্বনি আছে, সেখানে সেখানেই লক্ষণা নাই—তাহা হইলে,—"লক্ষণাই ধ্বনি"—এই সংজ্ঞাটি অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হইবে ; এবং যদি দেখা যায়, যেখানে ধ্বনি নাই, সেখানেও লক্ষণা আছে, তাহা হইলে উক্ত সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হইবে। ধ্বনিকার বলিতে চাহেন যে উক্ত সংজ্ঞা—এই উভয়দোষেই দুষ্ট।

বিপক্ষীয়গণ বলিতে পারেন—প্রয়োজনলক্ষণায় তো প্রয়োজনের ব্যঞ্জনা থাকিবেই। কাজেই এক্ষেত্রে তো লক্ষণাব্যতিরিক্ত ধ্বনি হইতে পারিবেনা। সুতরাং কেন ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হইবে না? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে বৃত্তির "যত্র হি ব্যঙ্গ্যকৃতং....দৃশ্যন্তে"-এই

কুপিতাঃ প্রসন্না অবরুদিতবদনা বিহসন্ত্যঃ।
যথা গৃহীতাস্তথা হৃদয়ং হরন্তি স্বৈরিণ্যো মহিলাঃ॥

অত্র গ্রহণেনোপাদেয়তা লক্ষ্যতে। হরণেন তৎপরতন্ত্রাপত্তিঃ।

তথা অজ্জেতি। কনিষ্ঠভার্য্যায়াঃ স্তনপৃষ্ঠে নবলতয়া কান্তেনোচিত-ক্রীড়া-যোগেন মৃদুকোঽপি প্রহারো দত্তঃ সপত্নীনাং সৌভাগ্যসূচকং তৎক্রীড়া-সংবিভাগম

অংশে। ধ্বনিকার বলেন—ধ্বনির মুখ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে—ব্যঙ্গকৃতং মহৎ সৌষ্ঠবম্"—ব্যঞ্জনাজাত চারুত্বাতিশয্য। কেবল ব্যঞ্জনাই ধ্বনির বিষয় নয়, অর্থাৎ ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি হইলেই কাব্য ধ্বনিকাব্যের মর্য্যাদালাভ করে না; ইহার জন্য প্রয়োজন—প্রতীয়মান অর্থের চারুত্ব। যেখানে 'ব্যঙ্গ্যকৃতং মহৎ সৌষ্ঠবং নাস্তি'—সেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ গৌণ বলিয়াই বিবেচিত। অর্থাৎ এখানে লক্ষণা (হেতু) থাকা সত্ত্বেও ধ্বনি (সাধ্য) হইল না। ভক্তিকে ধ্বনির লক্ষণ বলিয়া মানিয়া লইলে এই ক্ষেত্রগুলিকে ধ্বনির ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকৃতি দিতে হইত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু প্রতীয়মান অর্থের চারুত্বের অভাব থাকায়, ইহাদিগকে ধ্বনির লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাই ভক্তিরূপ ধ্বনিলক্ষণ অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট।

প্রতিপক্ষগণ বলিতে পারেন—এরূপ ক্ষেত্রে যেখানে ব্যঞ্জনাকৃত চারুত্বাতিশয্য নাই, সেখানেও যদি ধ্বনির প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে শব্দের অতিশয়িত ব্যবহার বা লক্ষণা কিরূপে হইবে? অথচ দেখা যায়, কবিগণ এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন-লক্ষণার ব্যবহার করিয়াছেন। তদুত্তরে বৃত্তিকার বলিতেছেন এক্ষেত্রে কবিগণ হইতেছেন—"প্রসিদ্ধ্যনুরোধ-প্রবর্ত্তিত-ব্যবহারাঃ"—যেহেতু পরম্পরাক্রমে শব্দের এইরূপ উপচারবৃত্তির ব্যবহার দেখা যায়, সেই কারণেই তাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন; প্রসিদ্ধির অনুরোধেই তাঁহারা ইহা করেন। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—প্রসিদ্ধি হইতেছে প্রয়োজনের অনিগূঢ়তা অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ; ব্যঞ্জনায় সুস্পষ্ট প্রকাশ থাকে না। সেখানে ইঙ্গিতময় প্রকাশ চারুত্বে মনোহারী হইয়া থাকে। অতএব প্রয়োজন-লক্ষণা যে ধ্বনি হইতে পারে না—ইহা সুস্পষ্ট।

'পরিম্লানং....বিসিনীপত্রশয়নম্'—এখানে 'বিসিনী-পত্রশয়নম্' অর্থাৎ পদ্মপত্রের শয্যার পক্ষে,—'বদতি'—কোন কিছু বলা সম্ভব নয়;

প্রাপ্তানাং হৃদয়ে দুঃসহো জাতঃ, মৃদুকথাদেব। অন্যস্ত দত্তো মৃদুঃ প্রহারোঽনুভূত চ সম্পদ্যতে। দুঃসহশ্চ মৃদুরপীতি চিত্রম্। দানেনাত্র ফলবত্ত্বং লক্ষ্যতে।

তথা—পরার্থেতি। যদ্যপি প্রস্তুতমহাপুরুষাপেক্ষয়ানুভবতি শব্দো মুখ্য

এখানে অভিধেয় অর্থের বাধা ঘটায় লক্ষ্যার্থের দ্বারা স্ফুটতি' অর্থাৎ পরিস্ফুট করিতেছে—এই অর্থ করিতে হইল। এখানে প্রয়োজন—সোজাসুজিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—কোন নিগূঢ়তা বা ব্যঞ্জনা নাই। লক্ষণা (হেতু) আছে, অথচ ধ্বনি (সাধ্য) নাই। ইহা **অতিব্যাপ্তি** দোষের উদাহরণ।

"চুম্বিজ্জই····পুনরুক্তম্—এখানে 'পুনরুক্তম্ পদটি লাক্ষণিক। ইহার দ্বারা অনুপাদেয়তা লক্ষিত হইয়াছে। কারণ এখানে বাচ্য অর্থের কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহা "ব্যঙ্গ্যকৃতং মহৎ সৌষ্ঠবং নাস্তি"—এই মন্তব্যের উদাহরণ হইল। **এখানেও অতিব্যাপ্তি দোষ।**

"কুবিআ····মহিলাও"—এখানে 'গ্রহণ' ও 'হরণ' এই দুইটি শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। 'গ্রহণ' শব্দের দ্বারা 'স্বৈরিণী রমণীর উপাদেয়তা বুঝান হইয়াছে ও 'হরণ' শব্দের দ্বারা তাহার বশীভূতত্ব বুঝাইতেছে। এখানেও কোন 'ব্যঙ্গ্যকৃতং মহৎ সৌষ্ঠবং নাস্তি।' **এক্ষেত্রেও অতিব্যাপ্তি দোষ।**

"অজ্জাএ····সবত্তীণম্"—এখানে 'দিণ্ণো' বা দান শব্দটি লাক্ষণিক। 'দানের' দ্বারা বুঝান হইল—অন্যান্য সপত্নীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা ভার্য্যাতেই প্রিয়প্রেম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। কনিষ্ঠ ভার্য্যার স্তন-পৃষ্ঠে নায়ক কর্তৃক মৃদু প্রহারও সপত্নীগণের পক্ষে দুঃসহ—এরূপ বলায় অর্থাৎ 'মৃদু প্রহারও দুঃসহ হয়'—বলায়, কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু নিগূঢ় ব্যঞ্জনা না থাকায় ধ্বনিকাব্য হয় নাই। এখানেও দোষ **অতিব্যাপ্তি।**

"পরার্থে····মরুভুবঃ"—এখানে লাক্ষণিক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ হইতেছে—'অনুভবতি' ; কারণ ইক্ষু অনুভব করিতে পারে না। এখানে অনুভবতি শব্দের লক্ষ্যার্থ হইতেছে "পিষ্ট হওয়া"। কিন্তু এখানে অর্থের কোন চমৎকারিতা নাই—অর্থ বাহ্য পেষণেই' পর্য্যবসিত

এব, তথাপ্য-প্রস্তুতে ইক্ষৌ প্রশস্যমানে পীড়ায়া অনুভবনেনাসম্ভবতা পীড়াবত্ত্বং লক্ষ্যতে ; তচ্চ পীড্যমানত্বে পর্য্যবস্যতি। নবস্ত্যত্র প্রয়োজনং তৎ কিমিতি ন ধ্বন্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নচৈবংবিধ ইতি। (৪৪)

হইয়াছে। এখানেও ব্যঙ্গ্য নাই অথচ লক্ষণা আছে। এটিও অতিব্যাপ্তি দোষের দৃষ্টান্ত।

"ন চ এবংবিধঃ বিষয়"—এই উদাহরণসমূহ ধ্বনির বিষয় কদাপি হইতে পারে না। কারণ এই সব উদাহরণে প্রযুক্ত লাক্ষণিক শব্দসমূহ—বদতি, পুনরুক্তম্, গৃহীতাঃ, হরন্তি, দত্তঃ, অনুভবতি—ইত্যাদি যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা অভিধার সাহায্যেও প্রকাশ করা যাইত এবং তাহাতে সৌন্দর্য্যের তেমন হানি হইত না। ধ্বনির ক্ষেত্রে কিন্তু তাহা যে সম্ভব নয়, পরবর্তী কারিকায় ও বৃত্তিতে তাহা বলা হইয়াছে।

মূল

৪৫। যতঃ—

উক্ত্যন্তরেণাশক্যং যৎ তচ্চারুত্বং প্রকাশয়ন্।
শব্দো ব্যঞ্জকতাং বিভ্রদ্ ধ্বন্যুক্তের্বিষয়ী ভবেৎ ॥ ১৫

অত্র চোদাহৃতে বিষয়ে নোক্ত্যন্তরাশক্য-চারুত্ব-ব্যক্তিহেতুঃ শব্দঃ।

অনুবাদ

যেহেতু—

যে চারুত্ব অন্য শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তাহা প্রকাশ করিয়া শব্দ ব্যঞ্জকতা প্রাপ্ত হইয়া ধ্বনির বিষয় হইয়া থাকে।

এবং এখানে প্রদত্ত উদাহরণ সমূহে এমন শব্দ নাই, যাহার দ্বারা প্রকাশিত চারুত্ব অন্য শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না।

বাসুদেব

পূর্বোক্ত বৃত্তিতেই বলা হইয়াছে—প্রদত্ত উদাহরণসমূহ ধ্বনির বিষয় নহে। ব্যাখ্যাতে তাহার যে কারণ দেখানো হইয়াছে, এখানে তাহাই বলা হইতেছে। পূর্বের উদাহরণসমূহের লাক্ষণিক শব্দাবলী যে অর্থসমূহ প্রকাশ করিয়া যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিয়াছে, অন্য শব্দের দ্বারাও

লোচন টীকা

যত উক্ত্যন্তরেণেতি। উক্ত্যন্তরেণ ধ্বন্যতিরিক্তেন স্ফুটেন শব্দার্থ ব্যাপার-বিশেষেণেত্যর্থঃ। শব্দ ইতি পঞ্চস্বর্থেষু যোজ্যম্। ধ্বন্যুক্তের্বিষয়ীভবেদিতি—ধ্বনিশব্দে নোচ্যত ইত্যর্থঃ। উদাহৃত ইতি। বদতীত্যাদৌ ॥ (৪৫)

সেই অর্থের প্রকাশ ও তদনুরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হইতে পারে। সে কারণেই এগুলি ধ্বনির উদাহরণরূপে গণ্য হয় নাই।

তাহা হইলে ধ্বনির বিষয় কি হইবে ? আলোচ্য কারিকায় সেই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। অন্য শব্দের দ্বারা অপ্রকাশ্য চারুত্ব যে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং যে শব্দ এইভাবে ব্যঞ্জকতা প্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র সেই শব্দই ধ্বনি বলিয়া কথিত হয়। বৃত্তিতে বলা হইয়াছে, পূর্বোক্ত উদাহরণসমূহে—অর্থাৎ "বদতি" হইতে "অনুভবতি" পর্য্যন্ত, লক্ষ্যার্থের দ্বারা প্রকাশিত চারুত্ব অন্য শব্দের সাহায্যেও প্রকাশিত হইতে পারে। যেমন 'বদতির' পরিবর্ত্তে 'স্ফুটীকরোতি" শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে। সেই কারণে এগুলি ধ্বনির বিষয় নহে।

'উক্ত্যন্তরেণ'—শ্রীমদভিনবগুপ্ত এই শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ধ্বনির অতিরিক্ত স্ফুট শব্দার্থময় ব্যাপার-বিশেষের দ্বারা।

"শব্দঃ"—ইহা—অভিধা, তাৎপর্য্য, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিকাব্য—এই পাঁচ বিষয়েই প্রযোজ্য।

মূল

৪৬। কিংচ,—

রূঢ়া যে বিষয়েঽন্যত্র শব্দাঃ স্ববিষয়াদপি।
লাবণ্যাদ্যাঃ প্রযুক্তাস্তে ন ভবন্তি পদং ধ্বনেঃ॥ ১৬

তেষু চোপচরিতশব্দবৃত্তিরস্তীতি। তথাবিধে চ বিষয়ে ক্বচিৎ সম্ভবন্নপি ধ্বনি-ব্যবহারঃ প্রকারান্তরেন প্রবর্ত্ততে। ন তথাবিধ-শব্দমুখেন।

অনুবাদ

আরো—

লাবণ্যাদি যে সব শব্দ অন্য বিষয়ে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ বিষয় হইতে অন্যত্র ব্যবহৃত হইলেও ধ্বনির পদ লাভ করে না। [অর্থাৎ ধ্বনিরূপে গৃহীত হয় না]

তাহাদের (সেই সব শব্দের) মধ্যে শব্দের উপচারবৃত্তি (বা লক্ষণা) আছে ; এবং সেইরূপ বিষয়ে কচিৎ ধ্বনিব্যবহারের সম্ভাবনা

থাকিলেও তাহা প্রকারান্তরে ঘটিয়া থাকে—সেইরূপ শব্দের দ্বারা নহে।

বাসুদেব

৪৪ সংখ্যক অনুচ্ছেদে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হইয়াছে যে প্রয়োজনমূলা লক্ষণার ক্ষেত্রে অতিব্যাপ্তি দোষবশতঃ ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না। সেখানে প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তাহা আদরণীয় নয়; সেইজন্য সেখানে ধ্বনিব্যাপার থাকিতে পারে না।

লক্ষণা যে ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না, এখন তাহা রূঢ়িমূলা লক্ষণার সাহায্যে প্রমাণ করিতেছেন। ইহা আর একটি নূতন প্রমাণ; সেইজন্যই বলা হইল—'কিং চ'।

রূঢ়িমূলা লক্ষণায় ব্যঞ্জনার কোন প্রয়োজনই নাই; কেবলমাত্র শব্দের ঔপচারিক বা অতিশয়িত প্রয়োগ আছে; সুতরাং সেখানে ধ্বননব্যাপার থাকিতেই পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, 'লাবণ্য' প্রভৃতি শব্দের বুৎপত্তিগত যে অর্থ সেই অর্থে তো তাহাদের ব্যবহার হয় না। 'লাবণ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে—'লবণরসযুক্তত্ব'; কিন্তু তাহার ব্যবহারিক অর্থ হইতেছে 'সুন্দরত্ব'। 'লাবণ্যাদি' শব্দের 'আদি' পদের দ্বারা সমশ্রেণীর অন্যান্য শব্দকে বুঝাইতেছে। যেমন—আনুলোম্য, প্রাতিকূল্য, সব্রহ্মচারী ইত্যাদি। এগুলির বুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে (১) আনুলোম্য—লোমের অনুগত অর্থাৎ মর্দ্দন (২) প্রাতিকূল্য—কূলের বিপরীত প্রতিকূল,

লোচন টীকা

এবং যত্র প্রয়োজনং সদপি নাদরাস্পদং তত্র কো ধ্বননব্যাপার ইত্যুক্ত্বা যত্র মূলত এব প্রয়োজনং নাস্তি, ভবতি চোপচারস্তত্রাপি কো ধ্বননব্যাপার ইত্যাহ—কিঞ্চেতি। লাবণ্যাদ্যা যে শব্দাঃ স্ববিষয়াল্লবণরসযুক্তত্বাদেঃ স্বার্থাদন্যত্র হৃদ্যত্বাদৌ রূঢ়াঃ রূঢ়ত্বাদেব ত্রিতয়-সন্নিধ্যপেক্ষেণব্যবধানশূন্যাঃ। যদাহ—

'নিরূঢ়া লক্ষণাঃ কাশ্চিৎ সামর্থ্যাদভিধানবৎ।'

ইতি। তে তস্মিন্ স্ববিষয়াদন্যত্র প্রযুক্তা অপি ধ্বনেঃ পদং ভবন্তি; ন তত্র ধ্বনিব্যবহারঃ। উপচরিতা শব্দস্য বৃত্তির্গৌণী; লাক্ষণিকী চেত্যর্থঃ। আদি-

তাহার ভাব ; (৩) সব্রহ্মচারী—স (তুল্য বা একই) গুরু যাহার ; এই সব শব্দের লাক্ষণিক ব্যবহারকে কি আমরা ধ্বনি বলিতে পারি না ? কারণ ইহারা তো মুখ্যার্থ ভিন্ন অর্থের প্রকাশ করিতেছে। তদুত্তরে ধ্বনিকার বলেন—

লাবণ্য প্রভৃতি শব্দাবলীর যে অর্থে ব্যবহার আমরা দেখি, তাহা ঐ সব শব্দের বুৎপত্তিগত মুখ্য অর্থ নহে বলিয়া তাহা উপচার দ্বারা প্রাপ্ত বা লাক্ষণিক। কিন্তু লক্ষণার ক্ষেত্রে—মুখ্যার্থের বাধা, মুখ্যার্থের সহিত সংযোগ ও প্রয়োজন—এই তিনটি কারণে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, এখানে সে সব কারণ অনুপস্থিত। অথচ ইহাদের মুখ্যার্থে প্রয়োগ না হইয়া লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। এই ভাবে কারণত্রিতয়শূন্যতা সত্ত্বেও লক্ষণার প্রয়োগ হইয়াছে রূঢ়ত্ব বা প্রসিদ্ধির জন্য। এই শব্দগুলির এই সব অর্থে প্রয়োগ সুপ্রসিদ্ধ হওয়ায়, প্রসিদ্ধির জন্যই এই সব ক্ষেত্রে উক্ত কারণত্রয় রহিত হইয়া থাকে। এই জন্যই বলা হইয়াছে—"নিরূঢ়া লক্ষণাঃ কাশ্চিৎ সামর্থ্যাদভিধানবৎ" অর্থাৎ "প্রয়োগসামর্থবশতঃ কোন কোন নিরূঢ়া লক্ষণা অভিধানবৎ হইয়া থাকে" ; অর্থাৎ প্রসিদ্ধিবশতঃ ইহাদের লাক্ষণিক অর্থ অভিধেয় অর্থের মতই হইয়া যায়। ফলে ইহাদেরও ব্যঞ্জনা কিছু থাকে না ; সর্বত্রই স্ফুটত্ব-প্রতীতি হইয়া থাকে। এই কারণে লাবণ্যাদি শব্দসমূহ মুখ্যার্থ হইতে ভিন্ন লাক্ষণিক

গ্রহণেনানুলোম্যং প্রাতিকুল্যং সব্রহ্মচারীত্যেবমাদয়ঃ শব্দা লাক্ষণিকা গৃহ্যন্তে। লোমামনুগতমনুলোমং মর্দনম্। কুলস্য প্রতিপক্ষতয়া স্থিতং স্রোতঃ প্রতিকুলম্। তুল্যগুরুঃ সব্রহ্মচারী—ইতি মুখ্যো বিষয়ঃ। অন্যঃ পুনরুপচরিত এব। ন চাত্র প্রয়োজনং কিঞ্চিৎ উদ্দিশ্য লক্ষণা প্রবৃত্তেতি ন তদ্বিষয়ো ধ্বননব্যবহারঃ। নমু 'দেবড়িত্তি লুণাহি পলুত্রস্মিগমিআলবণুজ্জলং গুমরিফোল্লপরণ্য' ইত্যাদৌ লাবণ্যাদিশব্দসন্নিধানেঽস্তি প্রতীয়মানাভিব্যক্তিঃ ; সত্যম্, সা তু ন লাবণ্যশব্দাৎ। অপি তু সমগ্রবাক্যার্থ-প্রতীত্যনন্তরং ধ্বনন-ব্যাপারাদেব। অত্র হি প্রিয়তমামুখস্যৈব সমস্তাশা-প্রকাশকত্বং ধ্বন্যত ইত্যলং বহুনা। তদাহ—প্রকারান্তরেণেতি। ব্যঞ্জকত্বেনৈব। ন ত্বুপচরিত-লাবণ্যাদিশব্দপ্রয়োগাদিত্যর্থঃ। এবং যত্র যত্রভক্তিস্তত্র তত্র ধ্বনিরিতি ভাবয়াপ্তিঃ। (১৬)

অর্থে প্রযুক্ত হইলেও ধ্বনিত্বপদ লাভ করে না; এখানে লক্ষণা-প্রবৃত্তির কোন প্রয়োজনই নাই; সুতরাং সে বিষয়ে ধ্বনন-ব্যবহারও হয় না। সেই কারণেই বৃত্তিতে বলা হইল—"তেষু চোপচরিত-শব্দ-বৃত্তিরস্তি"; কিন্তু—"**ধ্বনিব্যবহারঃ ন তথাবিধশব্দমুখেন।**"

এখন আর একটি আশংকার কথা বৃত্তিতে বলা হইয়াছে ও "**ন তথাবিধশব্দমুখেন**"—বলিয়া তাহার নিরসনও করা হইয়াছে; আশংকাটি হইতেছে এই—লাবণ্যাদি রূঢ়িলক্ষণাযুক্ত শব্দের প্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও সে সব ক্ষেত্রে ধ্বনি হইয়াছে—প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি হইয়াছে। যেমন শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদাচার্য্য কর্ত্তৃক লোচন টীকায় উদ্ধৃত—দেবড়িতি....গুম্‌রিফোল্লপরণ্য—এই শ্লোকাংশে 'লাবণ্য' শব্দের সান্নিধ্যেও প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। অতএব রূঢ়িলক্ষণার ক্ষেত্রে ধ্বনি-ব্যবহার হইবে না কেন! তদুত্তরে বৃত্তিতে বলা হইয়াছে—"**তথাবিধে বিষয়ে....শব্দমুখেন।**" শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্য্য বলেন—এখানে "লাবণ্য' শব্দের দ্বারা প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি ঘটে নাই—এই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে সমগ্র বাক্যার্থের প্রতীতির পর ধ্বনন-ব্যাপার হইতে। এই উদাহরণে যাহা ধ্বনিত হইয়াছে তাহা হইতেছে—"প্রিয়তমার মুখই সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলের প্রকাশক"। সেইজন্য বলা হইল—"**প্রকারান্তরেণ**" অর্থাৎ ব্যঞ্জকত্বের দ্বারা প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি হইয়াছে; "**ন তথাবিধ-শব্দমুখেন**"—অর্থাৎ উপচরিত লাবণ্যাদি শব্দের প্রয়োগের জন্য নহে। এখানে প্রতীয়মানের অভিব্যক্তির কারণ—ব্যঞ্জকত্ব, উপচরিত শব্দের প্রয়োগ নহে।

মূল

৪৭। অপি চ—

মুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্ত্যার্থদর্শনম্।
যদুদ্দিশ্য ফলং তত্র শব্দো নৈব স্খলদ্‌-গতিঃ ॥১৭

তত্র হি চারুত্বাতিশয়-বিশিষ্টার্থ-প্রকাশন-লক্ষণে প্রয়োজনে কর্ত্তব্যে যদি শব্দস্যামুখ্যতা তদা তস্য প্রয়োগে দুষ্টতৈব স্যাৎ। ন চৈবম্ ॥

অনুবাদ

আরো—

যেখানে শব্দের মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক গুণবৃত্তির সাহায্যে অর্থবোধ হয়, সেখানে যে ফলকে উদ্দেশ্য করিয়া শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহাতে (সেই ফলের পক্ষে) শব্দ স্খলদ্‌গতি হয় না (অর্থাৎ সেই ফলের উদ্দেশ্যে যাইতে শব্দের গতি স্খলিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, শব্দ সে উদ্দেশ্যে সহজেই যাইতে পারে)।

সেখানে প্রয়োজন হইতেছে চারুত্বাতিশয্যযুক্ত বিশিষ্ট অর্থের প্রকাশ ; এই প্রয়োজনসাধনের জন্যই যদি শব্দের অমুখ্য বা গৌণ প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে সেইরূপ প্রয়োগ দোষযুক্ত হইবে। কিন্তু সেইরূপ হয় না।

বাসুদেব

"অপি চ"—এতদ্দ্বারা আনন্দবর্ধন নূতন আর একটি যুক্তির সাহায্যে ভক্তি যে ধ্বনির লক্ষণ নহে—তাহা দেখাইতেছেন। পূর্বে দেখানো হইয়াছে—অতিব্যপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষের জন্য ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না। এখানে উভয়ের বিষয়ের বিভিন্নতা দেখানো হইতেছে।

যদি ধরাও যায় যে, যেখানে ভক্তি বা লক্ষণা আছে, সেখানেই ধ্বনি আছে, তবুও উভয়ের বিষয়ে প্রভেদ আছে অর্থাৎ যাহা লক্ষণার বিষয়, তাহা ধ্বনির বিষয় নহে। বিষয়ের বিভিন্নতা যেখানে, সেখানে ধর্ম-ধর্মিভাব থাকিতে পারে না ; এদিকে আবার ধর্মই ধর্মীর লক্ষণরূপে গণ্য হয়।

লোচন টীকা

তেন যদি ধ্বনের্ভক্তির্লক্ষণং তদা ভক্তি-সন্নিধৌ সর্বত্র ধ্বনিব্যবহারঃ স্যাদিত্যতিব্যাপ্তিঃ। অভ্যুপগমস্যাপি ক্রমঃ—ভবতু যত্র যত্রভক্তিস্তত্র তত্র ধ্বনিঃ। তথাপি যদ্বিষয়ো লক্ষণাব্যাপারো ন তদ্বিষয়ো ধ্বননব্যাপারঃ। ন চ ভিন্নবিষয়য়ো ধর্মধর্মিভাবঃ, ধর্ম এব চ লক্ষণমিত্যুচ্যতে।

তত্র লক্ষণা তাবদমুখ্যার্থবিষয়ো ব্যাপারঃ। ধ্বননং চ প্রয়োজনবিষয়ম্। ন চ তদ্বিষয়োঽপি দ্বিতীয়ো লক্ষণাব্যাপারো যুক্তঃ, লক্ষণাসামগ্র্যভাবাদিত্যভি-প্রায়েণাহ—অপি চেত্যাদি। মুখ্যাং বৃত্তিমভিধাব্যাপারং পরিত্যজ্য

উভয়ের অর্থাৎ ভক্তি ও ধ্বনির বিষয় যে বিভিন্ন তাহা এইভাবে বুঝা যায়। লক্ষণার বিষয় হইতেছে অমুখ্য বা গৌণ অর্থবিষয়ক ব্যাপার; আর ধ্বনির বিষয় হইতেছে প্রয়োজন অর্থাৎ যে প্রতীয়মান অর্থকে উদ্দেশ্য করিয়া শব্দের প্রয়োগ হয়, সেই প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি। যেখানে এইরূপ প্রয়োজন আছে, সেখানে ধ্বনির লক্ষণ স্থির করার জন্য দ্বিতীয় লক্ষণাব্যাপারের প্রয়োগ সঙ্গত নয়; কারণ সেখানে লক্ষণার সামগ্রীই নাই; বিষয়টি সুস্পষ্ট করিবার জন্যই আলোচ্য কারিকা ও বৃত্তি রচনা করা হইয়াছে।

"**মুখ্যাং বৃত্তিম্**"—শব্দের মুখ্য বৃত্তি বা অভিধা ব্যাপার; "**পরিত্যজ্য**" সমাপ্ত করিয়া; "**গুণবৃত্ত্যা**"—শব্দের গুণবৃত্তি বা লক্ষণার দ্বারা; "**অর্থদর্শনম্**"—(অমুখ্য বা গৌণ) অর্থের প্রত্যায়ন; 'দেখানো' অর্থে এখানে ণিজন্ত প্রয়োগ হইয়াছে। **যৎ ফলম্**—কর্মভূত প্রয়োজনরূপ যে ফল; এই প্রয়োজনেই লক্ষণাতিরিক্ত দ্বিতীয় ব্যাপার অর্থাৎ ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। এই প্রয়োজন যে লক্ষণা নহে, তাহা "**শব্দো নৈব স্খলদ্‌-গতি**" এই বাক্যে বুঝান হইয়াছে।

"**স্খলদ্‌-গতিঃ**"—স্খলন্তী" অর্থাৎ বাধক-ব্যাপারের দ্বারা পীড়িত হইয়াছে "গতিঃ"—অববোধন শক্তি যাহার (যে শব্দের); এইক্ষেত্রে লক্ষণার ব্যাপার থাকে। যেখানে শব্দের দ্বারা প্রয়োজন বুঝা যায়, সেক্ষেত্রে শব্দের বাধক যোগ না থাকায়, লক্ষণার অবকাশ থাকেনা।

পরিসমাপ্য গুণবৃত্ত্যা লক্ষণারূপয়ার্থস্যমুখ্যস্য দর্শনং প্রত্যায়না, সা যৎফলং কর্মভূতং প্রয়োজনরূপমুদ্দিশ্য ক্রিয়তে, তত্র প্রয়োজনে তাবদ্ দ্বিতীয়ো ব্যাপারঃ। ন চাসৌ লক্ষণৈব; যতঃ স্খলন্তী বাধকব্যাপারেণ বিধুরীক্রিয়মাণা-গতিরববোধনশক্তির্যস্য শব্দস্য তদীয়ো ব্যাপারো লক্ষণা। ন চ প্রয়োজনমবগময়তঃ শব্দস্য বাধকযোগঃ। তথাভাবে তত্রাপি নিমিত্তান্তরস্য প্রয়োজনান্তরস্য চান্বেষণেনানবস্থানাৎ। তেনায়ং লক্ষণলক্ষণায়া ন বিষয় ইতি ভাবঃ দর্শনমিতি ণ্যন্তো নির্দেশঃ। কর্তব্য ইতি। অবগময়িতব্য ইত্যর্থঃ। অমুখ্যস্যেতি। বাধকেন বিধুরীকৃতস্যেত্যর্থঃ। তস্যেতি শব্দস্য। তুষ্টৈবেতি। প্রয়োজনাব-গমস্য সুখসম্পত্তয়ে হি স শব্দঃ প্রযুজ্যতে তস্মিন্নমুখ্যার্থে। যদি চ 'সিংহো বটুঃ'

সেক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা ব্যাপারই থাকে ; অর্থাৎ লক্ষণায় মুখ্যার্থ-বাধ আছে ও প্রয়োজন আছে, আর ব্যঞ্জনায় কেবল প্রয়োজন আছে ; সেই প্রয়োজন হইতেছে—চারুত্বাতিশয্যযুক্ত প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যক্তি।

তৎসত্ত্বেও যদি কেহ মনে করেন যে, ধ্বনির ক্ষেত্রেও বাধক যোগ আছে, তাহা হইলে লক্ষণা করিতে হইলে এখানেও প্রয়োজনের বিষয় বুঝিবার জন্য নূতন নিমিত্ত ও নূতন প্রয়োজনের অন্বেষণ করিতে হইবে। আবার এই দ্বিতীয় প্রয়োজন বুঝিবার জন্য নূতন নিমিত্ত ও নূতন প্রয়োজনের অন্বেষণ করিতে হইবে ; এইভাবে যুক্তিতে অনবস্থা দোষের সৃষ্টি হইবে ; সুতরাং ধ্বনি লক্ষণ-লক্ষণার বিষয় নহে, প্রয়োজনও লক্ষ্য নহে।

"**প্রয়োজনে কর্ত্তব্যে**"—প্রয়োজন দেখাইতে হইলে; "**অমুখ্যতা**"—মুখ্যার্থগ্রহণের বাধার দ্বারা শব্দার্থের গৌণতা-প্রাপ্তিকে বুঝাইতেছে। "**তস্য**"—শব্দের। '**দুষ্টতা এব ইতি**"—শব্দের এরূপ প্রয়োগ দুষ্টই হইয়া থাকে। কারণ প্রয়োজন ভালভাবে বুঝাইবার জন্যই শব্দ অমুখ্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। ধ্বনির প্রয়োজন হইতেছে চারুত্বাতিশয্য-বিশিষ্ট অর্থের প্রকাশন ; শব্দের অমুখ্যবৃত্তি সেই প্রয়োজন বুঝাইতে পারে না। তবুও যদি এই উদ্দেশ্যে শব্দের অমুখ্যতা বা গৌণবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে সেই গৌণবৃত্তিযুক্ত শব্দের প্রয়োগ অবশ্যই দুষ্ট হইবে। সেই কারণেই ধ্বনি অভিধা বা লক্ষণা নহে, তাহাদের অতিরিক্ত একটি ব্যাপার।

ইতি শৌর্য্যাতিশয়েঽপ্যবগময়িতব্যে স্খলদ্গতিত্বং শব্দস্য তর্হি তৎপ্রতীতিং নৈব কুর্য্যাদিতি কিমর্থং তস্য প্রয়োগঃ। উপচারেণ করিষ্যতীতি চেত্তত্রাপি প্রয়োজনান্তরমন্বেষ্যং তত্রাপ্যুপচার ইত্যনবস্থা। অথ ন তত্র স্খলদ্গতিত্বং, তর্হি প্রয়োজনেঽবগময়িতব্যে ন লক্ষণাখ্যো ব্যাপারঃ তৎসামগ্র্যভাবাৎ। ন চাস্তি ব্যাপারঃ ন চাসাবভিধা, সময়স্য তত্রাভাবাৎ। যদ্ব্যাপারান্তরমভিধা-লক্ষণাতিরিক্তং ধ্বননব্যাপারঃ। ন চৈবমিতি। ন চ প্রয়োগে দুষ্টতা কাচিৎ, প্রয়োজনস্য বিয়েনৈব প্রতীতেঃ। তেনাভিধৈব মুখ্যেঽর্থে বাধকেন প্রবিবিৎসুর্নিরুধ্যমানা সতী অচরিতার্থত্বাদন্যত্র প্রসরতি। অতএব অমুখ্যোঽস্যায়মর্থ ইতি ব্যবহারঃ। তথা চামুখ্যতয়া সঙ্কেতগ্রহণমপি তত্রাস্তীত্যভিধাপুচ্ছভূতৈব লক্ষণা। (৪৭)

"ন চৈবম্"—ধ্বনির ক্ষেত্রে এরূপ হয় না—অর্থাৎ ধ্বনি নির্বিঘ্নে চারুত্বাতিশয়বিশিষ্টার্থ-প্রকাশনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

মূল

৪৮। তস্মাৎ

বাচকত্বাশ্রয়েণৈব গুণবৃত্তির্ব্যবস্থিতা।

ব্যঞ্জকত্বৈকমূলস্য ধ্বনেঃ স্যাল্লক্ষণং কথম্॥১৮

তস্মাদন্যো ধ্বনিরন্যা চ গুণবৃত্তিঃ। অব্যাপ্তিরপ্যস্য লক্ষণস্য। ন হি ধ্বনিপ্রভেদো বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যলক্ষণঃ, অন্যে চ বহবঃ প্রকারা ভক্ত্যা ব্যাপ্যন্তে। তস্মাদ্ভক্তিরলক্ষণম্॥

অনুবাদ

অতএব—

বাচকত্বকে আশ্রয় করিয়াই গুণবৃত্তি ব্যবস্থিত হয়। ধ্বনির একমাত্র মূল হইতেছে ব্যঞ্জকত্ব বা ব্যঞ্জনা; অতএব কিভাবে গুণবৃত্তি ধ্বনির লক্ষণ হইবে?

অতএব ধ্বনি ও গুণবৃত্তি পৃথক। এই লক্ষণের (ভক্তিই ধ্বনির লক্ষণ—ইহার) অব্যাপ্তিদোষও আছে। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য নামক ধ্বনির প্রভেদে ভক্তি বা লক্ষণা অনুপস্থিত। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বহুপ্রকারের ধ্বনিও ভক্তির বা লক্ষণার দ্বারা পরিব্যাপ্ত নয়। সুতরাং ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ নহে।

বাসুদেব

অভিধার বাধা হইলে তবে লক্ষণার উত্থান হয়। লক্ষণা যেন অভিধার পুচ্ছ; লক্ষণা অভিধার পশ্চাদ্গামী বলিয়া ইহার নাম

লোচন টীকা

উপসংহরতি—তস্মাদিতি। যতোঽভিধাপুচ্ছভূতৈবলক্ষণা, ততো হেতোর্বাচকত্বমভিধাব্যাপারমাশ্রিতা তদ্বাধনেনোত্থানাত্তৎপুচ্ছভূতত্বাচ্চ গুণবৃত্তিঃ গৌণলাক্ষণিকপ্রকার ইত্যর্থঃ। সা কথং ধ্বনের্ব্যঞ্জনাত্মনো লক্ষণং স্যাৎ? ভিন্নবিষয়ত্বাদিতি। এতদুপসংহরতি—তস্মাদিতি। যতোঽতিব্যাপ্তিরুক্তা তৎপ্রসঙ্গেন চ ভিন্নবিষয়ত্বং তস্মাদ্ ধ্বনিরিত্যর্থঃ এবম্ 'অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্তের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তয়া' ইতি কারিকাগতাতিব্যাপ্তিং ব্যাখ্যায়াব্যাপ্তিং ব্যাচষ্টে—অব্যাপ্তিরপ্যস্যেতি।

গৌণীবৃত্তি। বিষয়ের বিভিন্নতাবশতঃ এই গৌণীবৃত্তি ব্যঞ্জনাত্মক ধ্বনির বিষয় হইতে পারে না। "তস্মাৎ"—শব্দের অর্থ হইতেছে—যেহেতু অতিব্যাপ্তির ও সেই প্রসঙ্গে ভিন্ন-বিষয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে—সেই কারণে।

কারিকায় বলা হইয়াছে—লক্ষণা বা গুণবৃত্তি সর্বদাই বাচকত্ব বা অভিধাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অভিধাজাত মুখ্যার্থের বাধা হইলে তবেই লক্ষণার উত্থান ঘটে। ধ্বনি কিন্তু অভিধার উপর নির্ভরশীল নহে; ইহার মূল আশ্রয় হইতেছে ব্যঞ্জকত্ব বা ব্যঞ্জনা ব্যাপার। সমানাধিকরণত্ব না থাকায় অর্থাৎ একই আশ্রয় না হওয়ায় লক্ষণা ও ধ্বনি এক হইতে পারে না ও সেইজন্যই লক্ষণা ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না। এই কারণে বৃত্তিতে বলা হইল—"তস্মাদন্যো ধ্বনিরন্যা চ গুণবৃত্তিঃ",

অতঃপর বৃত্তিকার এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ দেখাইতেছেন। পূর্বে কারিকায় বলা হইয়াছে—"অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্তের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তথা"। অতিব্যাপ্তিদোষ পূর্বে উদাহরণসহ দেখানো হইয়াছে। এখন অব্যাপ্তিদোষ দেখান হইতেছে।

যেখানে যেখানে ধ্বনি থাকে, সেখানে সেখানে ভক্তি ও থাকিলে অব্যাপ্তি দোষ হইবে না। ধ্বনির কোন প্রভেদে ভক্তি না থাকিলে তখন অব্যাপ্তি দোষ হইবে; ধ্বনির ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। যেমন অবিবক্ষিত-বাচ্যধ্বনিতে ভক্তি থাকিলেও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে ভক্তি

অস্য গুণবৃত্তি-রূপস্যেত্যর্থঃ। যত্রযত্র-ধ্বনিস্তত্র তত্র যদি ভক্তির্ভবেন্ন স্যাদব্যাপ্তি :। ন চৈবম্; অবিবক্ষিতবাচ্যেঽস্তিভক্তিঃ 'সুবর্ণপুষ্পাং' ইত্যাদৌ। 'শিখরিণি' ইত্যাদৌ তু সা কথম্। নমু লক্ষণা তাবদ্ গৌণমপি ব্যাপ্নোতি। কেবলং শব্দস্তমর্থং লক্ষয়িত্বা তেনৈব সহ সামানাধিকরণং ভজতে—'সিংহো বটু' ইতি। বার্থান্তরং লক্ষয়িত্বা স্ববাচকেন তদ্বাচকং করোতি। শব্দার্থৌ বা যুগপত্তং লক্ষয়িত্বা অন্যাভ্যামেব শব্দার্থাভ্যাং মিশ্রীভবত ইত্যেবং লাক্ষণিকাদ্ গৌণস্য ভেদঃ। যদাহ 'গৌণে শব্দপ্রয়োগঃ, ন লক্ষণায়াম্' ইতি, তত্রাপি লক্ষণাস্ত্যেবেতি সর্বত্র সৈব ব্যাপিকা। সা চ পঞ্চবিধা। তদ্ যথা—অভিধেয়েন সংযোগাৎ; দ্বিরেফশব্দস্য হি যোঽভিধেয়ো ভ্রমরশব্দঃ দ্বৌ রেফৌ যস্যেতি কৃত্বা তেন ভ্রমরশব্দেন যস্য সংযোগঃ সম্বন্ধঃ ষট্পদলক্ষণস্যার্থস্য সোঽর্থো দ্বিরেফশব্দেন লক্ষ্যতে, অভিধেয়সম্বন্ধং

নাই। তাহা ব্যতীত অন্য বহু প্রকারেরধ্বনিও ভক্তির দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয় না। যে রসধ্বনি কাব্যের প্রাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও ভক্তি বা লক্ষণা অনুপস্থিত। বিভাবাদির প্রতীতির সংগে সংগেই সহৃদয় সামাজিক কাব্য ও নাট্যরসের আস্বাদ গ্রহণ করেন। মুখ্যার্থবোধে কোন বিলম্ব ঘটে না।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি—'সুবর্ণপুষ্পাম্' ইত্যাদি উদাহরণে—অবিবক্ষিত-বাচ্য ধ্বনিতে ভক্তি আছে ; কিন্তু 'শিখরিণি—" ইত্যাদি উদাহরণে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনিতে ভক্তি নাই। কাজেই এখানে লক্ষণাব অব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে।

বলা যাইতে পারে গৌণী বৃত্তি লক্ষণাব দ্বাবা পরিব্যাপ্ত হয়, অর্থাৎ গৌণীবৃত্তি-বেদ্য অর্থকে লক্ষণাগম্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারা যায়। সেজন্য গৌণী স্থলেও লক্ষণা আছে ; কারণ্ ইহার ব্যাপকতা সর্বত্র। এই লক্ষণা পাঁচ প্রকারের হয়—(১) অভিধেয়ের সহিত সংযোগের দ্বারা (২) অভিধেয়ের সহিত সামীপ্যবশতঃ (৩) অভিধেয়ের সহিত সমবায়সম্বন্ধবশতঃ (৪) বৈপরীত্যবশতঃ এবং (৫) কার্য্য-কারণ ভাব হইতে। এই লক্ষণা সর্বত্র ব্যাপ্ত ; সুতরাং "শিখরিণি"—এই উদাহবণে সম্বন্ধযুক্ত লক্ষণা আছে ; কারণ এখানে যে প্রশ্ন আছে,

---

ব্যাখাতরূপং নিমিত্তীকৃত্য। সামীপ্যাৎ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'। সমবায়াদিতি সম্বন্ধাদিত্যর্থঃ 'যষ্টীঃ প্রবেশয়' ইতি যথা। বৈপরীত্যাৎ যথা—

শত্রুমুদ্দিশ্য কশ্চিদ্ ব্রবীতি—'কিমিবোপকৃতং ন তেন মম' ইতি যথা। ক্রিয়াযোগাদিতি কার্য্যকারণভাবাদিত্যর্থঃ। যথা অন্নাপহারিণি ব্যবহারঃ প্রাণানয়ং হরতি ইতি। এবমনয়া লক্ষণয়া পঞ্চবিধয়া বিশ্বমেব ব্যাপ্তম্। তথাহি—'শিখরিণি' ইত্যত্রাকস্মিক প্রশ্নবিশেবাদি-বাধকানুপ্রবেশে সাদৃশ্যাল্লক্ষণাস্ত্যেব। নম্বত্রাঙ্গীকৃতৈব মধ্যে লক্ষণা, কথং তর্হ্যুক্তং বিবক্ষিতান্যপরেতি ? তত্তেদোঽত্র মুখ্যোঽসংলক্ষ্য-ক্রমাত্মা বিবক্ষিতঃ। তত্তেদশব্দেন চ রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমভেদাস্তদবান্তর-ভেদাশ্চ, ন চ তেষু লক্ষণায়া উপপত্তিঃ। তথাহি—বিভাবানুভাবপ্রতিপাদকে কাব্যে মুখ্যেঽর্থে তাবদ্বাধকানুপ্রবেশোঽপ্যসম্ভাব্য ইতি কো লক্ষণাবকাশঃ ?

নম্ন কিং বাধয়া, ইয়দেব লক্ষণাস্বরূপম্—'অভিধেয়াবিনাভূত-প্রতীতি-র্লক্ষণোচ্যতে' ইতি। ইহ চাভিধেয়ানাং বিভাবানুভাবাদীনামবিনাভূতা রসাদয়

সেই আকস্মিক প্রশ্নের দ্বারাই বাধকের প্রবেশ হইয়াছে। তবে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে লক্ষণা নাই—একথা কেন বলা হইল ?

তদুত্তরে শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন—লক্ষণাপ্রবৃত্তির হেতুত্রয়ের মধ্যে মুখ্যার্থবাধ প্রথম ও প্রধান ; বিভাবাদির প্রতীতির সময় মুখ্যার্থবাধ পরিলক্ষিত হয় না। তাই রসধ্বনিরূপ বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যের শ্রেণীভেদে লক্ষণাপ্রবৃত্তির প্রশ্ন উঠে না। আর বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি বলিতে ইহার অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গরূপ মুখ্য ভেদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বৃত্তিতে যে "ধ্বনিপ্রভেদঃ" বলা হইয়াছে—তদ্দ্বারা রসধ্বনি ভাবধ্বনি, তাহাদের আভাস, প্রশম ও অন্যান্য ভেদ বুঝিতে হইবে। এখানে লক্ষণার উত্থানই নাই।

সাধারণভাবে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে ও বিশেষভাবে ইহার অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যভেদে অর্থাৎ রসধ্বনি প্রভৃতির ক্ষেত্রে কেন লক্ষণার উপলব্ধি বা অবকাশ হয় না, সে সম্বন্ধে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার লোচন টীকায় সুদীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার সারসংক্ষেপ হইতেছে এইরূপ—

ইতি লক্ষ্যন্তে, বিভাবানুভাবয়োঃ কারণকার্য্যরূপত্বাৎ, ব্যভিচারিণাং চ তৎসহকারিত্বাদিতি চেৎ—মৈবম্ ; ধূমশব্দাদ্ধূমে প্রতিপন্নে হুগ্নিস্মৃতিরপি লক্ষণাকৃতৈব স্যাৎ, ততোঽপ্যগ্নেঃ শীতাপনোদস্মৃতিরিত্যাদিরপর্য্যবসিতঃ শব্দার্থঃ স্যাৎ। ধূমশব্দস্য স্বার্থবিশ্রান্তত্বান্ন তাবতি ব্যাপার ইতি চেৎ, আয়াতং তর্হি মুখ্যার্থবাধো লক্ষণায়া জীবিতমিতি, সতি তস্মিন্ স্বার্থবিশ্রান্ত্যভাবাৎ। ন চ বিভাবাদিপ্রতিপাদনে বাধকং কিঞ্চিদস্তি।

নন্বেবং ধূমাবগমনানন্তরাগ্নিস্মরণবদ্বিভাবাদি-প্রতিপত্ত্যনন্তরং রত্যাদিচিত্তবৃত্তিপ্রতিপত্তিরিতি শব্দব্যাপার এবাত্র নাস্তি। ইদং তাবদয়ং প্রতীতি স্বরূপজ্ঞো মীমাংসকঃ প্রষ্টব্যঃ—কিমত্র পরচিত্তবৃত্তিমাত্রে প্রতিপত্তিরেব রসপ্রতিপত্তিরভিমতা ভবতঃ ? ন চ এবং ভ্রমিতব্যম্ ; এবং হি লোকগতচিত্তবৃত্ত্যনুমানমাত্রমিতি কা রসতা ? যস্ত্বলৌকিকচমৎকারাত্মা রসাস্বাদঃ কাব্যগতবিভাবাদিচর্বণাপ্রাণো নাসৌ স্মরণানুমানাদি-সাম্যেন খিলীকারপাত্রী কর্ত্তব্যঃ। কিন্তু লৌকিকেন কার্য্যকারণানুমানাদিনা সংস্কৃতহৃদয়ো বিভাবাদিকং প্রতিপদ্যমান এব ন তাটস্থ্যেন প্রতিপদ্যতে, অপি তু হৃদয়সংবাদাপরপর্য্যায়-

কাব্য বিভাব ও অনুভাবের প্রতিপাদন করে ; সেখানে মুখ্যার্থের বাধক প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব যে রসনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাব মুখ্য উপাদান, সেখানে লক্ষণার অবকাশ থাকে না। বলা যাইতে পারে যে লক্ষণার স্বরূপ হইতেছে অভিধেয়ের সংগে অবিনাভূত প্রতীতি ; এখানে অভিধেয় বিভাবাদির সহিত রসাদি অবিনাভূতভাবে আছে ; কারণ বিভাব ও অনুভাব হইতেছে রসের কারণ ও কার্য্য এবং ব্যভিচারী ভাব ইহার সহকারী। এই যুক্তি গ্রাহ্য করা যায় না। কারণ এইভাবে শব্দের অর্থ করিলে অনবস্থা দোষ হইবে।

আবার রসাস্বাদ হইতেছে অলৌকিক ও চমৎকারাত্মক। কাব্যগত বিভাবাদির চর্বণা ইহার প্রাণস্বরূপ। লৌকিক স্মরণ ও অনুমানের দ্বারা ইহার আস্বাদ হয় না। এখানে প্রত্যক্ষাদি ব্যাপারেরও অবকাশ নাই। হৃদয়সম্মিলনরূপ সহৃদয়ত্বের দ্বারা বশীভূত হইয়া লৌকিক কার্য্য, কারণ ও অনুমান দ্বারা সংস্কৃতহৃদয় সামাজিক বিভাবাদি উপলব্ধি করেন। বিভাবাদি হইতেছে পূর্ণরসাস্বাদের অঙ্কুর স্বরূপ ; ইহারা আবার তন্ময়ীভবনোচিত চর্বণার প্রাণস্বরূপ। এইজন্য বিভাব

সহৃদয়ত্বপরবশীকৃততয়া পূর্ণীভবিষ্যদ্রসাস্বাদাঙ্কুরীভাবেনানুমানস্মরণাদিসরণিমনারুহ্যৈব তন্ময়ীভবনোচিতচর্বণাপ্রাণতয়া। ন চাসৌ চর্বণা প্রমানান্তরতো জাতা পূর্বং, যেনেদানীং স্মৃতিঃ স্যাৎ। ন চাধুনা কুতশ্চিৎ প্রমাণান্তরাদুৎপন্না, অলৌকিকে প্রত্যক্ষাদ্যব্যাপারাৎ। অত এবালৌকিক এব বিভাবাদিব্যবহারঃ। যদাহ—'বিভাবো বিজ্ঞানার্থঃ লোকে কারণমেকভিধীয়ন্তে' ন বিভাবঃ। অনুভাবোঽপ্যলৌকিক এব। 'যদয়মণুভাবয়তি বাগঙ্গসত্ত্বকৃতোঽভিনয়স্তস্মাদনুভাব' ইতি। তচ্চিত্তবৃত্তি-তন্ময়ীভবনমেব হ্যনুভবনম্। লোকে তু কার্য্যমেবোচ্যতে নানুভাবঃ। অতএব পরকীয়া ন চিত্তবৃত্তির্গম্যত ইত্যভিপ্রায়েণ 'বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ' ইতি সূত্রে স্থায়িগ্রহণং ন কৃতম্। তৎপ্রত্যুত শল্যভূতং স্যাৎ। স্থায়িনস্তু রসীভাব ঔচিত্যাদুচ্যতে, তদ্বিভাবানুভাবোচিতচিত্তবৃত্তি-সংস্কারসুন্দরচর্বণোদয়াৎ। হৃদয়সংবাদোপযোগিলোকচিত্তবৃত্তিপরিজ্ঞানাবস্থায়া-মুদ্যানপুলকাদিভিঃ স্থায়িভূতরত্যাদ্যবগমাচ্চ। ব্যভিচারী তু চিত্তবৃত্ত্যাত্মত্বেঽপি মুখ্যচিত্তবৃত্তিপরবশ এব চর্ব্যত ইতি বিভাবানুভাবমধ্যে গণিতঃ। অতএব

অলৌকিক; অনুভাবও অলৌকিক। বাক, অঙ্গ ও সত্ত্বকৃত অভিনয় অনুভব করায় বলিয়া ইহার নাম অনুভাব। সেই চিত্তবৃত্তিতে তন্ময়ী-ভবনকেই অনুভবন বলে।

রসনিষ্পত্তিতে স্বকীয়া চিত্তবৃত্তিরই প্রতীতি হয়, পরকীয়া চিত্তবৃত্তির প্রতীতি হয় না। এই কারণেই ভরত মুনির রসসূত্রে স্থায়িভাবের রসনিষ্পত্তির কথা না বলিয়া 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রস-নিষ্পত্তিঃ'; এরূপ বলা হইয়াছে। তথাপি যে বলা হয় স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়— তাহা শুধু ঔচিত্যের জন্য। স্থায়ী ভাব বিভাবানুভাবাদির উপযোগী চিত্তবৃত্তিসংস্কাররূপে সামাজিকের হৃদয়ে বিদ্যমান। এই সমুচিত চিত্তবৃত্তির উদ্বোধনের ফলেই সুন্দরের চর্বণার উদয় হয়। সেই জন্যই বলা হয় স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ, হৃদয়-সংবাদের প্রধান উপযোগী হইতেছে লৌকিক চিত্তবৃত্তির পরিজ্ঞান। এই পরিজ্ঞানের অবস্থায় রত্যাদি স্থায়িভাব উদ্যানপুলকাদি বিভাবানু-ভাবের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া প্রতীত হয়। ব্যভিচারীভাবও চিত্তবৃত্তি-মূলক; তবে ইহার চর্বণা মুখ্য চিত্তবৃত্তির অধীন হইয়াই ঘটিয়া থাকে।

রস্যমানতায়া এবৈব নিষ্পত্তিঃ, যৎপ্রবন্ধপ্রবৃত্তবন্ধুসমাগমাদিকাণোদিতহর্ষাদি-লৌকিকচিত্তবৃত্তিন্যগ্‌ভাবেন চর্বণারূপত্বম্। অতশ্চর্বণাত্রাভিব্যঞ্জনমেব, ন তু জ্ঞাপনম্, প্রমাণব্যাপারবৎ। নাপ্যুৎপাদনম্, হেতুব্যাপারবৎ।

নমু যদি নেয়ং জ্ঞপ্তির্ন বা নিষ্পত্তিঃ, তর্হি কিমেতৎ? নত্বয়মসাবলৌকিকো রসঃ। নমু বিভাবাদিরত্র কিং জ্ঞাপকো হেতুঃ, উত কারকঃ? ন জ্ঞাপকো ন কারকঃ; অপিতু চর্বণোপযোগী। নমু কৈতদ্দৃষ্টমন্যত্র। যত এব ন দৃষ্টং তত এবালৌকিকমিত্যুক্তম্। নম্বেবং রসোঽপ্রমাণং স্যাৎ; অস্তু, কিং ততঃ? তচ্চর্বণাত এব প্রীতিব্যুৎপত্তিসিদ্ধেঃ কিমন্যদর্থনীয়ম্। নম্বপ্রমাণকমেতৎ; ন, স্ব-সংবেদনসিদ্ধত্বাৎ। জ্ঞানবিষয়স্যৈব চর্বণাত্মত্বাৎ ইত্যলং বহুনা। অতশ্চ রসোঽয়মলৌকিকঃ। যেন ললিতপরুষানুপ্রাসস্যার্থাভিধানানুপযোগিনোঽপি রসং প্রতি ব্যঞ্জকত্বম্ কা তত্র লক্ষণায়াঃ শঙ্কাপি? কাব্যাত্মকশব্দনিষ্পীড়নেনৈব তচ্চর্বণা দৃশ্যতে। দৃশ্যতে হি তদেব কাব্যং পুনঃ পুনঃ পঠংশ্চর্ব্যমাণশ্চ সহৃদয়ো লোকঃ, ন তু কাব্যস্য তত্র; 'উপাদায়াপি যে হেয়া,' ইতি ন্যায়েন রস-

[illegible] ধ্বননব্যাপারঃ। অত এবালক্ষ্যক্রমতা

সে কারণে ইহাকে বিভাব ও অনুভাবের মধ্যেই গণনা করা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে রস্যমানতা হর্ষ প্রভৃতি লৌকিক চিত্তবৃত্তিকে আচ্ছন্ন বা গৌণ করিয়াই চর্বণারূপত্ব লাভ করে।

বিভাবাদির এই চর্বণা প্রমাণ ব্যাপারের মত জ্ঞাপন নয়; হেতুমূলক ব্যাপারের মত উৎপাদনও নয়—ইহা অভিব্যঞ্জন স্বরূপ। বিভাবাদি হইতেছে এই ব্যঞ্জনার উপযোগী উপাদান। সহৃদয় শ্রোতা বা দর্শকের হৃদয়ে ব্যতীত অন্যত্র ইহার অস্তিত্ব না থাকায় ইহা অলৌকিক। ইহা সহৃদয়ের অনুভূতি-সিদ্ধ ও সে কারণে ইহার অস্তিত্বের জন্য অন্য প্রমণের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া অবাচক শব্দ ও ললিত-পরুষ অনুপ্রাস (যাহার দ্বারা অর্থ অভিহিত হয় না) রসের ব্যঞ্জনা দিতে পারে। এখানে লক্ষণার কোন অবকাশই নাই।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—কাব্যাত্মক শব্দের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারা রসচর্বণা হয়। কাব্যের প্রতীতি হইলেই এই সব শব্দের অনুপ-যোগিতা হয় না। সেই জন্য কাব্যে শব্দের ধ্বনি-ব্যাপার থাকে।

অনেকে বলেন—ধ্বনি স্বীকার করিলে বাক্যভেদ দোষ হয় ব্যঞ্জনা স্বীকার করিলে শাস্ত্রে ও লৌকিক ব্যাপারে বাক্যভেদ হয় বটে।

যত্তু বাক্যভেদ স্যাদিতি কেনচিদুক্তম্, তদনভিজ্ঞতয়া। শাস্ত্রং হি সকৃদুচ্চারিতং সময়বলেনার্থং প্রতিপাদয়দ্যুগপদ্বিরুদ্ধানেক-সময়স্মৃত্যযোগাৎ কথমর্থদ্বয়ং প্রত্যায়য়েৎ। অবিরুদ্ধত্বে বা তাবানেকো বাক্যার্থঃ স্যাৎ। ক্রমেনাপি বিরম্যব্যাপারাযোগঃ। পুনরুচ্চারিতেঽপি বাক্যে স এব,সময়প্রকরণাদেস্তাদবস্থ্যাৎ। প্রকরণসময়প্রাপ্যার্থতিরস্কারেণার্থান্তর-প্রত্যায়কত্বে নিয়মাভাব ইতি তেন "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইতি শ্রুতৌ খাদেচ্ছ্বমাংসমিত্যেষ নার্থ ইত্যত্র কা প্রমেতি প্রসজ্যতে। তত্রাপি ন কাচিদিয়ত্তেত্যনাশ্বাসতা ইত্যেবং বাক্যভেদো দূষণম্। ইহ তু বিভাবাদ্যেব প্রতিপাদ্যমানং চর্বণাবিষয়তোন্মুখম্ ইতি সময়াদ্যুপযোগাভাবঃ। ন চ নিযুক্তোঽহমত্র করবাণি কৃতার্থোঽহমিতি শাস্ত্রীয়-প্রতীতিসদৃশমদঃ। তত্রোত্তরকর্তব্যোন্মুখ্যেন লৌকিকত্বাৎ। ইহ তু বিভাবাদি চর্বণাদ্ভুতপুষ্পবত্তৎকালসারৈবোদিতা ন তু পূর্বাপরকালানুবন্ধিনীতি-লৌকিকাদাস্বাদাদ্যোগিবিষয়াচ্চান্য এবায়ং রসাস্বাদঃ। অতএব 'শিখরিণি' ইত্যাদাবপি মুখ্যার্থবাধাদিক্রমমনপেক্ষ্যৈব সহৃদয়া বক্তৃভিপ্রায়ং চাটুপ্রীত্যাত্মকং

কারণ শব্দের প্রকরণ ও সংকেত সেখানে প্রধান। কিন্তু এই নিয়ম ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ এখানে বিভাবাদি রসচর্বণার উপযোগী হইয়াই প্রতিপাদিত হয় ও সেই কারণে এখানে সংকেতের উপযোগিতা নাই। বিভাবাদির চর্বণা তৎকালিক সারবত্তা সহকারে আবির্ভূত হয়। ইহাতে কালের ক্রম থাকে না। সেইজন্য রসাস্বাদ অসংলক্ষ্যক্রম ; সেই কারণেই 'শিখরিণি' ইত্যাদি উদাহরণে মুখ্যার্থ-বাধাদি-ক্রমের (অর্থাৎ লক্ষণার) অপেক্ষা না রাখিয়াই চাটু-রসাত্মক ধ্বনির উপলব্ধি হয়। গ্রন্থকার যে বৃত্তিতে সাধারণভাবে বিবক্ষিতান্য-পরবাচ্যধ্বনিতে ভাক্তত্ব নাই বলিয়াছেন, তাহার কারণ ইহাই।

ধরা যাক যে, বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির সংলক্ষক্রমব্যঙ্গ্যভেদে লক্ষণা আছে, কিন্তু ইহার অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ভেদে তো লক্ষণা নাই। তাহা হইলেও—ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ—এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ অবশ্য মনে করেন যে 'সুবর্ণপুষ্পাম্'—ইত্যাদি উদাহরণে অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতেও লক্ষণার মুখ্যার্থ-বাধা প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়াই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা দেখানো হইল "ভক্তিরলক্ষণম্",—ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ নহে।

মূল

৪৯। কস্যচিদ্ ধ্বনিভেদস্য সা তু স্যাদুপলক্ষণম্॥

সা পুনঃ ভক্তির্বক্ষ্যমাণপ্রভেদমধ্যাদন্যতমস্য ভেদস্য যদি নামোপলক্ষণতয়া সম্ভাব্যতে।

সংবেদয়ন্তে। অত এব গ্রন্থকারঃ সামাণ্যেন বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যেধ্বনৌ ভক্তেরভাবমভ্যধাৎ। অস্মাভিস্তু দর্দুরূটং প্রত্যায়য়িতুমুক্তম্—ভবত্বত্র লক্ষণা, অলক্ষ্যক্রমে তু কুপিতোঽপি কিং করিষ্যসীতি। যদি তু ন কুপ্যতে 'সুবর্ণপুষ্পাং' ইত্যাদাববিবক্ষিত-বাচ্যেঽপি মুখ্যার্থবাধাদিলক্ষণাসামগ্রীমনপেক্ষ্যৈব ব্যঙ্গার্থ-বিশ্রান্তিরিত্যলং বহুনা। উপসংহরতি—তস্মাদ্ ভক্তিরিতি। (৪৮)

অনুবাদ

তাহা (লক্ষণা) কোন কোন প্রকার ধ্বনির উপলক্ষণ হইতে পারে।

আবার, ধ্বনির যে সব প্রভেদের কথা বলা হইবে, সেই লক্ষণা তাহাদের কোনটির উপলক্ষণ হইতে পারে।

বাসুদেব

পূর্বের আলোচনায় ভক্তি যে ধ্বনির সহিত এক নয় বা ধ্বনির লক্ষণ নয়, তাহা দেখানো হইয়াছে। অতঃপর দেখানো হইতেছে যে যদি কোন কোন ধ্বনির ক্ষেত্রে ভক্তি থাকেও, তাহা হইলে সেই ভক্তি হইতেছে উপলক্ষণ। উপলক্ষণের দ্বারা—ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ—ইহা সিদ্ধ হয় না।

উপলক্ষণের সংজ্ঞা হইতেছে, "ব্যাবর্তকম্ অবর্ত্তমানং বিধেয়ানম্বয়ি উপলক্ষণম্"। উপলক্ষণ হইতেছে সাময়িক চিহ্ন; যেমন গৃহে উপবিষ্ট কাকরূপ উপলক্ষণের দ্বারা গৃহটি চিহ্নিত হইয়াছে; এক্ষেত্রে অন্য গৃহ হইতে এই গৃহের পার্থক্যের কারণ হইতেছে—এখানে কাকের উপবেশন।

উপলক্ষণের সাহায্যে যাঁহারা ধ্বনির লক্ষণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, যেখানে ধ্বনি সেখানেই যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে এইভাবে লক্ষণার দ্বারা ধ্বনি উপলক্ষিত হয়। ইহার বিরুদ্ধে বৃত্তিতে বলা হইয়াছে, ধ্বনির একটি ভেদে—অবিবক্ষিত-বাচ্যধ্বনিতে—এই উপলক্ষণ আছে, সর্বত্র নাই। সুতরাং এই উপলক্ষণ স্বীকারের দ্বারা ধ্বনির ভক্তি-বাদও সিদ্ধ হইল না, ধ্বনি যে ভক্তি নহে—এই সিদ্ধান্তও খণ্ডিত হইল না।

লোচন টীকা

ননু মা ভূদ্‌ধ্বনিরিতি ভক্তিরিতি চৈকং রূপম্। মা চ ভূদ্ভক্তির্ধ্বনের্লক্ষণম্। উপলক্ষণং তু ভবিষ্যতি; যত্র ধ্বনির্ভবতি, তত্র ভক্তিরপ্যস্তীতি ভক্ত্যুপলক্ষিতো ধ্বনিঃ। ন তাবদেতৎ সর্বত্রাস্তি, ইয়তা চ কিং পরস্য সিদ্ধং; কিং বা নঃ ক্রুটিতং? ইতি তদাহ—কস্যচিৎ ইত্যাদি। ননু ভক্তিস্তাবচ্চিরন্তনৈরুক্তা, তদুপলক্ষণ-মুখেন চ ধ্বনিমপি সমগ্রভেদং লক্ষয়িষ্যন্তি ভ্রান্তস্তি চ। (৫২)

৫০। যদি চ গুণবৃত্ত্যৈব ধ্বনির্লক্ষ্যতে ইত্যুচ্যতে, তদভিধাব্যাপারেণ তদিতরোঽলংকারবর্গঃ সমগ্র এব লক্ষ্যত ইতি প্রত্যেকমলংকারাণাং লক্ষণ-করণ-বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ

অনুবাদ

যদি বলা হয় যে, গুণবৃত্তিই ধ্বনির লক্ষণ, তবে উত্তর দেওয়া যায় যে, তাহা হইলে অভিধাব্যাপারের সাহায্যেই সমস্ত অলংকারসমূহই লক্ষিত হইয়া যায়। সুতরাং (পৃথক্‌ভাবে) প্রত্যেক অলংকারের লক্ষণ করা ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

বাসুদেব

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ভক্তির কথা প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। সেই ভক্তির উপলক্ষণের দ্বারাই ধ্বনিরও লক্ষণ করা যাইবে এবং ধ্বনির বিষয় জানাও যাইবে। কারণ উপলক্ষণও লক্ষণের মতই "ইতরব্যাবর্ত্তক"—অন্য বস্তু হইতে উপলক্ষিত বস্তুর পার্থক্য নির্দ্দেশক। সুতরাং ধ্বনির লক্ষণে প্রয়োজন নাই, উপলক্ষণের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে।

এই আশংকার উত্তর বৃত্তির—"তদভিধা....বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ"—এই অংশে বলা হইয়াছে। বৃত্তিকার বলিতেছেন—যে যুক্তিতে উপলক্ষণের সাহায্যেই লক্ষণের কার্য্যসিদ্ধি করা হইতেছে, সেই যুক্তি তাহা হইলে অলংকারসমূহের লক্ষণকরণপ্রসঙ্গে অনুসৃত হইতে হইবে। অভিধান-অভিধেয়-ভাব সকল প্রকার অলংকারের ব্যাপক; বৈয়াকরণ ও মীমাংসকগণ কর্ত্তৃক অভিধার স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে; তাহা হইলে

লোচন টীকা

কিং তল্লক্ষণেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—যদি চেতি। অভিধানাভিধেয়ভাবো হ্যলঙ্কারাণাং ব্যাপকঃ: ততশ্চাভিধাবৃত্তে বৈয়াকরণমীমাংসকৈর্নিরূপিতে কুত্রেদানীমলঙ্কারকারাণাং ব্যাপারঃ। তথা হেতুবলাৎ কার্য্যং জায়ত ইতি তার্কিকৈরুক্তে কিমিদানীমীশ্বরপ্রভৃতীনাং কর্ত্তৄণাং জ্ঞাতৄণাং বা কৃত্যমপূর্বং স্যাদিতি সর্বো নিরারম্ভঃ স্যাৎ। তদাহ—লক্ষণকরণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গ ইতি। (৫০)

আর অলংকারসমূহের কি ব্যাপার থাকিল? তদ্রূপ নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন—হেতু হইতেই কার্য্য হয়; সেক্ষেত্রে ঈশ্বর প্রভৃতি কর্তার বা জ্ঞাতার কোন অপূর্ব কাজই থাকিতে পারে না। অতএব অলংকার-সমূহের প্রত্যেকের লক্ষণ নিরূপণ করার কোন সার্থকতা থাকে না। এই যুক্তি অনুসারে এইরূপ লক্ষণকরণ ব্যর্থই হয়। সুতরাং এই যুক্তি অচল। গৌণী বৃত্তি ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না—উপলক্ষণের দ্বারাও লক্ষণ সিদ্ধ হয় না।

মূল

৫১। কিং চ—

লক্ষণেঽন্যৈঃ কৃতে চাস্য পক্ষ-সংসিদ্ধিরেব নঃ ॥ ১৯

কৃতেঽপি বা পূর্বমেবান্যৈর্ধ্বনিলক্ষণে পক্ষসংসিদ্ধিরেব নঃ। যস্মাদ্ "ধ্বনিরস্তীতি" নঃ পক্ষঃ। স চ প্রাগেব সংসিদ্ধ ইতি অযত্ন-সম্পন্ন-সমীহিতার্থাঃ সংবৃত্তাঃ স্মঃ ॥

যেঽপি সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্যমনাখ্যেয়মেব ধ্বনেরাত্মা ন মাম্নাসিষুস্তেঽপি ন পরীক্ষ্যবাদিনঃ। যত উক্তয়া নীত্যা বক্ষ্যমাণয়া চ ধ্বনেঃ সামান্য-বিশেষ-লক্ষণে প্রতিপাদিতেঽপি যদ্যনাখ্যেয়ত্বং তৎ সর্বেষামেব বস্তুনাং তৎ প্রসক্তম্। যদি পুনর্ধ্বনেরতিশয়োক্ত্যানয়া কাব্যান্তরাতিশায়ি তৈঃ স্বরূপমাখ্যায়তে, তৎ তেঽপি যুক্তাভিধায়িন এব ॥

অনুবাদ

অপর পক্ষে—

এবং যদি অপর কেহ ধ্বনির লক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষই সিদ্ধ হয়।

অথবা যদি পূর্বেই অন্য কেহ ধ্বনির লক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষই সিদ্ধ হয়, যেহেতু আমাদের পক্ষ হইতেছে—"ধ্বনি আছে"। এবং যদি তাহা পূর্বেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিনা চেষ্টায় আমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে।

পুনশ্চ যাঁহারা সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য ধ্বনির আত্মাকে অনির্বচনীয় বলিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাও বিষয়টি পরীক্ষা না করিয়াই এরূপ বলিতে চাহেন। যে সকল নিয়মের কথা বলা হইয়াছে ও বলা হইবে, তদনুসারে ধ্বনির সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ প্রতিপাদিত হইলেও যদি ইহাকে অনির্বচনীয় বলা হয়, তাহা হইলে সকল বস্তুতেই তাহার প্রসঙ্গ আসিবে (সকল বস্তুই অনির্বচনীয় হইবে)। আর যদি এই অতিশয়োক্তির দ্বারা তাঁহারা বলিতে চাহেন যে ধ্বনির স্বরূপ অন্য কাব্য (গুণীভূতব্যঙ্গ্য) হইতে অতিরিক্ত কিছু, তাহা হইলে তাঁহারা যুক্তি-সঙ্গত উক্তি করিয়াছেন।

বাসুদেব

আবার, যদি একথা বলা হয় যে, প্রাচীন আচার্য্যগণ ভক্তিকে একটি অতিরিক্ত শব্দব্যাপাররূপে গ্রহণ করিয়া এবং পর্য্যায়োক্ত, অপ্রস্তুতপ্রশংসা ইত্যাদি অলংকারের ক্ষেত্রে ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ইতিপূর্বেই ধ্বনির লক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তো আমাদের মতই সমর্থিত হইল—এই কথা গ্রন্থকার কারিকায় বলিয়াছেন। ইহাতে হয়তো কেহ কেহ এরূপ ইঙ্গিত করিতে চাহেন যে গ্রন্থকার তাহা হইলে এমন কি অপূর্ব বস্তুর উন্মীলন করিলেন! প্রাচীন মতবাদকেই পুনরায় বিবৃত করিলেন মাত্র। তদুত্তরে বলা হইয়াছে, যে বস্তু পূর্বে ছিল, তাহারই যদি উন্মীলন হয়, তাহাতেই বা দোষ কি! যে বস্তু পূর্বে আভাসে মাত্র ছিল, যাহার পরিপূর্ণ বিচার ও প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠা পূর্বে হয় নাই, আমরা—ধ্বনিবাদিগণ—তাহাকেই দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; আর যদি ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার ও সংজ্ঞা-নির্ণয় আমাদের পূর্বেই করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তো বিনা

লোচন টীকা

মাভূদ্বাহপূর্বোন্মীলনং পূর্বোন্মীলিতমেবাস্মাভিঃ সম্যঙ্‌ নিরূপিতং, তথাপি কো দোষ ইত্যভিপ্রায়েনাহ—কিং চেত্যাদি। প্রাগেবেতি। অস্মৎ-প্রবন্ধাদিতি-শেষঃ। (৫১)

এবং ত্রিপ্রকারমভাববাদং, ভক্ত্যন্তর্ভূতত্বং চ নিরাকুর্বতা অলক্ষণীয়ত্ব-মেতন্মধ্যে নিরাকৃতমেব। অতএব মূলাকারিকা সাক্ষাত্তন্নিরাকরণার্থা ন শ্রূয়তে।

চেষ্টায় আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া গিয়াছে। আমাদের অভীষ্ট হইতেছে—'ধ্বনি আছে" বা "কাব্যের আত্মা হইতেছে ধ্বনি"—ইহা প্রমাণ করা; পূর্বাচার্য্যগণ তাহা হইলে আমাদের পক্ষই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

এইভাবে ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধ পক্ষের—তিন প্রকারের অনস্তিত্ববাদের ও লক্ষণান্তর্ভাববাদের—নিরসন হইলে, বাকী থাকিল আর একটি বিরুদ্ধ পক্ষ—অনির্বচনীয়তাবাদ—"কেচিদ্ বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমুচুস্তদীয়ম্"। তিনপ্রকারের অনস্তিত্ববাদের ও লক্ষণান্তর্ভাববাদের নিরাকরণের দ্বারাই অনির্বচনীয়তাবাদও নিরাকৃত হইয়াছে। এই কারণেই এই মতবাদের নিরসন করিয়া কারিকায় কিছু বলা হয় নাই। তথাপি পাঁচপ্রকার প্রতিপক্ষের কথা পূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় ও তন্মধ্যে চারিপ্রকার অভিমত খণ্ডিত হওয়ায়, বৃত্তিকার অবশিষ্ট সংখ্যাটি পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে বৃত্তিতে ইহার উল্লেখ করিয়া তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। বৃত্তির 'যেঽপি ...যুক্তাভিধায়িন এব" এই অংশে অনির্বচনীয়তাবাদের খণ্ডন আছে।

বৃত্তিকার প্রথমে বলিতেছেন যে অনির্বচনীয়তাবাদিগণ "ন পরীক্ষ্য-বাদিনঃ" অর্থাৎ বিচার ও পরীক্ষা করিয়া কথা বলেন না। কারণ ধ্বনি সাধারণতঃ কি ভাবে নির্নীত হইবে, তাহা "যত্রার্থঃ শব্দো বা—(১।৩)—কারিকায় বলা হইয়াছে। ইহা হইতেছে "উক্ত নীতি" বা যুক্তি; আবার (২।১) কারিকায়—('অর্থান্তরে সংক্রমিতং') ইত্যাদিতে ধ্বনির বিশেষ লক্ষণ কিভাবে সূচিত হইবে, তাহা বলা হইবে। তাহা

বৃত্তিকৃত্তু নিরাকৃতমপি প্রমেয়শয্যাপূরণায় কণ্ঠেন তৎপক্ষমনূদ্য নিরাকরোতি—যেঽপীত্যাদিনা। উক্তয়া নীত্যা 'যত্রার্থঃ শব্দো বা' ইতি সামান্যলক্ষণং প্রতিপাদিতম্। বক্ষ্যমাণয়া তু নীত্যা বিশেষলক্ষণং ভবিষ্যতি অর্থান্তরে সংক্রমিতং, ইত্যাদিনা। তত্র প্রথমোদ্দ্যোতে ধ্বনেঃ সামান্যলক্ষণমেব কারিকা-কারেণ কৃতং। দ্বিতীয়োদ্দ্যোতে কারিকাকারোঽবান্তরবিভাগং বিশেষলক্ষণং চ বিদধদনুবাদমুখেন মূলবিভাগং দ্বিবিধং সূচিতবান্। তদাশয়ানুসারেণ তু বৃত্তিকৃদত্রৈবোদ্দ্যোতে মূলবিভাগমবোচৎ—'স চ দ্বিবিধঃ' ইতি সর্বেষাম্ ইতি।

হইবে "বক্ষ্যমাণ নীতি"। গ্রন্থের প্রথম উদ্দ্যোতে কারিকাকার ধ্বনির সাধারণ লক্ষণ ও মূল বিভাগ ('স চ দ্বিবিধঃ') করিয়াছেন। দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে ধ্বনির বিশেষ লক্ষণ ও অবান্তরবিভাগসমূহ দেখানো হইবে। অতএব "উক্ত" নীতি ও "বক্ষ্যমাণ" নীতি বা যুক্তির সাহায্যে ধ্বনির সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে ও হইবে। তৎসত্ত্বেও যদি কেহ বলেন যে ধ্বনি বস্তুটি অনির্বচনীয়, তাহা হইলে পৃথিবার সমস্ত বস্তুই অনির্বচনীয় হইবে।

"সর্বেষাম্"—শব্দের অর্থ হইতেছে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় বিষয়সমূহের।

"যদি পুনঃ....যুক্তাভিধায়িন এব"—আর যদি, "ধ্বনি অনির্বচনীয়" এই অতিশয়োক্তির দ্বারা অনির্বচনীয়তাবাদিগণ একথা বলিতে চাহেন যে, ইহা গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য হইতে অতিরিক্ত কিছু ও ইহার সৌন্দর্য্যাতিশয্য ও মাধুর্য্য এরূপ যে তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না ও সেই কারণেই ধ্বনির স্বরূপ অনাখ্যেয়,—তাহা হইলে অবশ্য তাঁহারা যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। কারণ সে ক্ষেত্রে আমাদের কথিত ধ্বনির অস্তিত্ব, চারুত্বাতিশয্য ও সারভূতত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

"অতিশয়োক্ত্যানয়া"—এই পদের ব্যাখ্যায় শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদাচার্য্য বলিয়াছেন—"তান্যক্ষরাণি হৃদয়ে কিমপি স্ফুরন্তি"—সেই অক্ষরগুলি হৃদয়ে কি অনির্বাচনীয় বস্তুই না স্ফুরিত করিতেছে" ;—এই উদাহরণে যেমন অতিশয়োক্তির দ্বারা সারভূতত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে অনির্বচনীয়তার কথা বলা হইয়াছে, ধ্বনি সম্বন্ধেও তদ্রূপ, অর্থাৎ এখানেও অনির্বচনীয়তার দ্বারা ধ্বনির সারভূতত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ইতি শ্রীরাজানকানন্দবর্দ্ধনাচার্য্যবিরচিত-ধ্বন্যালোকে প্রথম উদ্দ্যোতঃ ॥

লৌকিকানাং শাস্ত্রীয়াণাং চেত্যর্থঃ। অতিশয়োক্ত্যেতি। যথা 'তান্যক্ষরাণি হৃদয়ে কিমপি স্ফুরন্তি' ইতিবদতিশয়োক্ত্যানাখ্যেয়তোক্তা সাররূপতাং প্রতিপাদয়িতুমিতি দর্শিতমিতি শিবম্॥ (৫১)

লোচনটীকার প্রথম উদ্দ্যোতের সমাপ্তিশ্লোক।

*কিং লোচনং বিনালোকো ভাতি চন্দ্রিকয়াপি হি।
তেনাভিনবগুপ্তোঽত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ।
যদুন্মীলনশক্ত্যৈব বিশ্বমুন্মীলতি ক্ষণাৎ॥
স্বাত্মায়তনবিশ্রান্তাং তাং বন্দে প্রতিভাং শিবাম্॥ ইতি শিবম্॥

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরাচার্য্যাভিনবগুপ্তোন্মীলিতে সহৃদয়ালোকলোচনে ধ্বনি-সংকেতে প্রথম উদ্দ্যোতঃ।

---

*লোচন ব্যতীত কেবল চন্দ্রিকার (জ্যোৎস্নার) দ্বারাই কি জগৎ উদ্ভাসিত হয়? সেই কারণে অভিনবগুপ্ত এখানে লোচনোন্মীলন কার্য্য করিতেছেন। যে উন্মীলনশক্তির দ্বারাই ক্ষণকালমধ্যে বিশ্ব প্রকাশিত হয়,—আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ সেই মঙ্গলময়ী প্রকাশ-শক্তিকে আমি বন্দনা করি।

[1]লোচনং বিনা = লোচনটীকা বতীত; চন্দ্রিকয়া—চন্দ্রিকা নাম ধ্বন্যালোকের অপর টীকার দ্বারা; কিম্ আলোকো ভাতি—ধ্বন্যালোক কি উদ্ভাসিত হয়? অর্থাৎ 'লোচন'টীকা রচিত না হইলে কেবলমাত্র চন্দ্রিকা টীকার দ্বারা কি ধ্বন্যালোকগ্রন্থের সম্যক প্রকাশ বা ব্যাখ্যা হইতে পারে?

—০—